দশ অবতার

অবতার তত্ত্ব

দশ অবতার

"বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"—জয়দেব

শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোস্বামী

এবং

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া; নানাদেশের সঙ্গীত ও স্বরলিপি
ভারতবর্ষীয় রাজা, জমিদার, উচ্চবংশীয় এবং সম্ভ্রান্ত
লোকদিগের ইতিবৃত্ত প্রণেতা—

শ্রীলোকনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

(বাগ্‌বাজার; ২৫৪ নং আপার চিৎপুর রোড।)

কলিকাতা
বাগ্‌বাজার রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ৮৪ নং, নব সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ইংরাজী ১৮৮৬ সাল।

উৎসর্গ পত্র

বদান্যতমা

শ্রীমতী সরস্বতী দাসী।

নারায়ণগড় রাজবাটী

মেদিনীপুর।

তোমার চিরস্মরণীয় ও মহাযশা স্বামী ৺বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র পাল অতিশয় ধার্ম্মিক ও দানশীল ছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতে পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি বিশেষ ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। প্রজাপালনে তাঁহার সাতিশয় যত্ন ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ছিল। দীন-দুঃখীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতেন। স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অসহায় বালকদিগকে শিক্ষা-প্রদান করাইতেন। নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুকুমার কলাশিক্ষায় তিনি অবহেলা করিতেন না। সঙ্গীত বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নারায়ণগড় রাজপরিবারে অনেক মহামহোদয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই স্বর্গীয় রাজকুমারের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ছিলেন কিনা সন্দেহ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তিনি অতি অল্প বয়সে বিষয়ভোগাদিতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার শ্রীশ্রী৺অভীষ্টদেবের চরণ দর্শন করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে যে স্বদেশের ও রাজধানীর অনেক হিতসাধন করিতে পারিতেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

তোমার স্বামী যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে সতত মনোযোগী ছিলেন তুমিও এক্ষণে সেইরূপ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছ। তোমার স্বামীর শ্রীশ্রী৺প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি তোমায় বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠার অনুমতি এবং অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া যান। তুমিও বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাদি সেই সব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ। প্রথমতঃ তুমি তোমার স্বামীর শ্রীশ্রী৺প্রাপ্তির পর তাঁহার বিষয়াধিকারিণী হইয়া তীর্থাদি পরিভ্রমণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিথি-সৎকার, অনাথা ও অসহায়দিগকে প্রতিপালন কবিতেছ। কোথাও দুর্ভিক্ষাদি হইলে তাহাতে সাহায্যপ্রদান করিতেছ ও এই প্রকার পুণ্যকর কার্য্যদ্বারা ৺রাজেন্দ্রবাবুর যশোবৃদ্ধি করিতেছ দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদের সহিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উপযুক্ত পাত্রীজ্ঞানে তোমাকে সাদরে অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা	শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোস্বামী
২২শে বৈশাখ সন ১২৯৩ সাল।	শ্রীলোকনাথ ঘোষ

ভূমিকা

শ্রীবিষ্ণোর্হি দশাবতারবিষয়ং বৃত্তান্তমত্যুত্তমং
মূলগ্রন্থচয়াদনূদ্য মহুভির্যত্নৈর্যথা বুদ্ধি চ।
তত্তচ্চিত্রযুতং সতাং সুখবিদং গোস্বামিঘোষৌ মুদা
ব্যক্তং চক্রতুরীক্ষণৈঃ ক্ষণমপি প্রাজ্ঞৈঃ পরৈঃ প্রেক্ষ্যতাং ॥

আদিপুরুষ বিষ্ণু হইতে নানা অবতারের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইয়া থাকে। বিষ্ণুব অসংখ্য অবতার, হরি পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন করিবাব নিমিত্ত সত্যযুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতার, ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও রাম অবতার, দ্বাপরে বলরাম অবতার এবং কলিযুগের প্রারম্ভে বুদ্ধ অবতার ও অন্তিমে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান পুনর্ব্বাব এই বর্ত্তমান কলিযুগের অন্তেও কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকে বিনাশ করতঃ পুনরায় সত্যযুগের সঞ্চার করিবেন।

দশ-অবতারের বিষয় ইউরোপীয় লেখকেরা সময়ে সময়ে ল্যাটিন্; গ্রীক; ডচ্ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইংরাজী ১৬৪৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ফিলিপ বলডিয়স ডেনমার্ক হইতে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া মান্দ্রাজ করমণ্ডল উপকূল ও সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থানের দেবালয় হইতে দশ অবতারের প্রতিমূর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিয়া একখানি ইতিহাস ডচ্ ভাষায় লিখিয়া ১৬৭২ খৃঃ অব্দে আমেষ্টার্ডমে প্রকাশ করেন। পরে ঐ পুস্তক ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজা তৃতীয় উইলিয়মের আজ্ঞানুসারে ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ইংরাজী ভাষায় অনূবাদিত ও প্রকাশিত হয়। (১) বলডিয়স সাহেবের পর মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স দশ অবতারের বিষয় ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক রিসার্চে লেখেন। (২) ফরাসী রাজ্যে রাজ বিপ্লবের সময় আবি ডুবায়স নামক কোন ফরাসী ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুদিগের রীতিনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় লিখিয়া মান্দ্রাজ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পণ করেন। সেই পুস্তক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজব্যয়ে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ১৮১৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন, সেই পুস্তকেও দশ-অবতারের বর্ণনা

আছে। (৩) রেভারেণ্ড ওয়ার্ডস সাহেব বঙ্গদেশে আসিয়া শ্রীরামপুর হইতে "ওয়ার্ডস্ হিন্দুজ" নামক হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন, তাহাতেও দশ অবতারের বিষয় উল্লেখ আছে। (৪) মরিস সাহেব ১৮২০ খৃঃ অব্দে দশ অবতার সম্বন্ধে তিন খণ্ড বৃহৎ পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন।

পরে কোলম্যান, ময়ার, ম্যাক্সমুলার; মনিয়ার উইলিয়ম, উইলকিন্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদিগের পুস্তক সকলেও দশ অবতারের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঐ সকল লেখায় অনেক দোষ লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মতামত সকল অধিকাংশই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে এক বিষয়ে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা ভীন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও আমাদের ধর্ম্ম বিষয় যে এতদূর অনুসন্ধান করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংরাজী ১৮৮০ খৃঃ অব্দে মহোদয় সার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট্, দশ অবতারের সংস্কৃত শ্লোক সকল হিন্দু, সঙ্গীতানুযায়ী স্বরলিপি সম্বলিত করিয়া ও তাহার ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ করত ইংরাজ ও অন্যান্য সমাজে যথেষ্ট প্রশংসিত হন।

উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায়ও দশ অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর সুবিখ্যাত বাদসাহ আকবর সা বাহাদুর আবুল ফজল্দ্বারা পারস্যভাষায় অনুবাদ করাইয়া আইন আকবারিতে উহার বিষয় প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে লেখক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত কেহই দশ-অবতারের বিষয় একত্রে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নবান হন নাই। বঙ্গদেশে দশ-অবতারের যথার্থ সূক্ষ্ম ও শাস্ত্রসম্মত বিবরণ না থাকা একান্ত দুঃখের বিয়য়, বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে ইহার একটি বিষম অভাব। আমরা সেই অভাব দূর করিবার মানসে দশ-অবতার সম্বন্ধে পুরাণ সকল অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। এই দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে এমন একখানি পুরাণ নাই যাহাতে সমস্ত অবতারের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং আমাদিগকে নানাবিধ পুরাণ হইতে এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, রামায়ণ, কল্কি-পুরাণ ও অন্যান্য পুস্তক সকল হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতেই এই অভিলাষত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আমরা প্রথমে যে ডেনমার্ক নিবাসী বল্ডিয়স সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার পুস্তকের চিত্রগুলি অতি উৎকৃষ্ট; তিনি অনুমান ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন ভগ্ন দেবালয় সকল হইতেই হউক অথবা কোন হিন্দু চিত্রকারের নিকট হইতেই হউক উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল চিত্র মরিস ও অন্যান্য

গ্রন্থকারের পুস্তকেও দেখিতে পাওয়া যায়। বলডিয়স সাহেবের চিত্রগুলি অতি প্রাচীন এবং পুরাণসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু কোন কোন স্থানে যে সকল দোষ ছিল তাহাও আমরা পুরাণানুযায়ী সংশোধনপূর্ব্বক অতি ব্যয় স্বীকার করিয়া সেই সকল চিত্র বিলাত হইতে খোদিত করাইয়া এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। আমাদের দেশে এত পুরাতন চিত্র প্রাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশা অল্প। এজন্য পুরাতন চিত্র সকল গ্রহণ করিলাম আধুনিক রুচি অনুসরণ করিয়া কল্পিত চিত্র সকল অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইলাম না। বোধকরি আমাদের পূর্ব্বে বিলাত হইতে চিত্র খোদিত করাইয়া বাঙ্গালা পুস্তকে কেহই সন্নিবিষ্ট করে নাই, সুতরাং এটি যে আমাদের নূতন উদ্যম তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে ভরসা করি যে হিন্দুসমাজে এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে এবং তাহা হইলে আমাদের শ্রম সফল বোধ করিব।

২৫৪ নং, অপর চিৎপুর রোড, কলিকাতা- } **প্রকাশক**

পূর্ণাঙ্গ সূচী

চিত্র সকলের তালিকা

প্রথম— মৎস্য অবতার।

দ্বিতীয় —কূর্ম্ম অবতার।

তৃতীয় —বরাহ অবতার।

চতুর্থ—নরসিংহ অবতার।

পঞ্চম - বামন অবতাব।

ষষ্ঠ—পরশুরাম অবতাব।

সপ্তম — রাম অবতার।

অষ্টম—বলরাম অবতাব।

নবম -বুদ্ধ অবতাব।

দশম - কল্কি অবতার।

দশ অবতার স্তব

"প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিত্রবহিতচরিত্রমখেদং।

কেশব ধৃতমীন-শরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১॥

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরণিধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে।

কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ২॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।

কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন পদনখনীরজনিতজন-পাবন।

কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।

কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।

কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।

কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।

কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারং।

কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥" —জয়দেব

সম্ভবামি যুগে যুগে

ডক্টর রমা চৌধুরী

এম-এ, পি-এইচ্-ডি (অক্সফোর্ড), প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতদর্শনসার, সর্বজ্ঞানাধার, ভুবনকল্যাণাকার, বিশ্ববন্দ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ আমাদের পরমাশ্বাস দান করে বলেছেন সস্নেহে সাদরে সানুগ্রহে সানন্দে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৭-৮)

"যখনি যখনি ধর্মের গ্লানি হয়
অধর্মের অভ্যুত্থান, হে ভারত!
তখনি তখনি আপনারে আমি
সৃষ্টি করি অবিরত॥
সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু,
দুষ্টগণের বিনাশন।
ধর্মসংস্থাপন জন্য,
যুগে যুগে করি জন্মগ্রহণ॥" (গীতা ৪/৭-৮)

সর্বজনপূজ্য, শ্রীশ্রীমাতৃলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও, পরমা জননী একই স্বরতানলয়ে বলছেন সগৌরবে—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৫৫)

"যখনি যখনি দানবজনিত
বাধার উদয় হয়।
তখনি তখনি অবতীর্ণা হয়ে,
করি আমি অরিক্ষয়॥" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৫৫)

এর থেকে উদিত হয়েছে ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ "অবতারবাদ।" এই অনুপম মতানুসারে, শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীব-জগতে নিজেকে পরিণত করেন এবং, এইটিই হল তাঁর জীব-জগৎ সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির একমাত্র উপায়।

একটি সাধারণ উদাহরণ ধরুন। একটি কারণরূপ মৃৎপিণ্ড থেকে সৃষ্ট হল একটি কার্যরূপ মৃন্ময় ঘট। কিরূপে? তার ত একমাত্র উপায়ই আছে। সে হল এই: মৃন্ময় ঘটাদি নির্মাণদক্ষ কুম্ভকার সেই মৃৎপিণ্ডটিকে নিয়ে কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ানুসারে, তাকে পরিশেষে একটী সুন্দর, সুগঠিত মৃন্ময় ঘটে পরিণত বা রূপায়িত করেন। এস্থলে, কুম্ভকারকে বলা হয় সেই মৃন্ময় ঘটের "নিমিত্ত কারণ"; এবং মৃৎপিণ্ডকে বলা হয় সেই মৃন্ময় ঘটের "উপাদ ন কারণ।" এই দুটি সুযোগ্য নামের অর্থ, সেই দুটি নামের মধ্যেই সুন্দরভাবে নিহিত হয়ে আছে। "উপাদান কারণের" অর্থ হল—যে বস্তু থেকে অন্য বস্তুটি উৎপন্ন হয়, তাকে যথাযোগ্য ভাবেই বলা যেতে পারে যে তা সেই উৎপাদ্য বস্তুটির উপাদান। অথচ উপাদান প্রস্তুত থাকলেও একটি জড় মৃৎপিণ্ড নিজে নিজেই অন্য কিছুতে রূপান্তরিত বা পরিণত হতে পারে না নিশ্চয়ই। সেজন্য বাইরে থেকে আরেকজন কুশলী শিল্পী বা কুম্ভকার এসে নানারূপ বিশেষ প্রক্রিয়া বা উপায় উদ্ভাবন ক'রে সেই কর্মটিকে সমাপ্ত করেন—অর্থাৎ, যে লক্ষ্য নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল, সেই কর্মটিকে শেষ করে দিয়ে, লক্ষ্যটিকেও সেই সঙ্গে লাভ করেন—অর্থাৎ ঘটটিকে লাভ করেন। সেজন্য এই কুম্ভকারকে বলা হয় "নিমিত্ত কারণ।"

এইভাবে আমরা জানলাম যে—উপাদান কারণ (বা মৃৎপিণ্ড) এবং নিমিত্ত কারণ (বা কুম্ভকার)—এই দুটি কারণের সমন্বয়ের মাধ্যমেই এই কার্যটির (মৃন্ময় ঘটটির) সৃষ্টি হতে পারে, অন্যথায় নয়।

এই অতি সহজ তত্ত্বটিকে আশ্রয় করেই গঠিত হয়েছে রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের সর্বজনবন্দিত, সর্বজনসমাদৃত "পরিণামবাদ।"

এখন আসুন—এই পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদটীকে ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর-জীবজগতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি। এক্ষেত্রেও ত পদ্ধতিটি সেই একই, কেবল একটি মূলীভূত প্রভেদ হল এই যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে, তাঁর বাইরে অন্য কিছুই নেই। সেজন্য, এক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই জীব-জগতের "অভিন্ন নিমিত্তোপাদন-কারণস্বরূপ।"

এরূপে তিনি নিজেই (নিমিত্ত কারণ) নিজেকে (উপাদান কারণ) স্বেচ্ছায়, সানন্দে, সাগ্রহে, সানুগ্রহে, জীবজগতে পরিণত, রূপায়িত, লীলায়িত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা উপনিষদ থেকে দু' একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করতে পারি সশ্রদ্ধায়:—

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ

যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব ॥”

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।৩)

“তিনি আনন্দ লাভ করলেন না। সেজন্য একাকী আনন্দ লাভ করা যায় না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এইভাবে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল। সেজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, প্রত্যেকে অর্ধ-বৃগলের অথবা ঝিনুক বা ঐ প্রকারের বস্তুর অর্ধাংশের মত। অতএব তাঁর জীবনের শূন্যস্থান স্ত্রী দ্বারাই পূর্ণ হয়।”

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।৩)

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥”

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭।)

“পূর্বে এই জগৎ অসৎ (বা অবিকৃত) ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। তা থেকে সৎ বা নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্ট হল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করলেন। সেজন্য তাঁকে “সুকৃত” বলা হয়।” (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭)

এই ভাবে, স্বয়ং পরব্রহ্ম জীবজগতে পরিণত হন। কিন্তু তাঁর এই পরিণাম স্থান কাল ভেদে বিভিন্ন স্বভাবতঃই। এরূপে, তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিণাম যে আধারে প্রকটিত, তিনিই হলেন তাঁর “অবতার”।

“অবতার”—কী শ্রদ্ধেয় এই সুমিষ্ট নামটী—“অবতার!” আমাদের সাধারণ জনদের পক্ষে ঈশ্বরের গুণ-স্বরূপ শক্তি-প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্পমাত্রও ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। অথচ আমাদের সকলের প্রাণেই, উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রাণেই একটি অন্তর্নিহিত শাশ্বতী আকূতি আছে যে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানি। সেজন্য আমাদের এই প্রাণোত্থা ইচ্ছার কিছু পূরণ আমরা পাই শ্রীগুরুর মাধ্যমে—যাঁকে আমরা সাধারণতঃ আমাদের প্রাণের দেবতা শ্রীভগবানের “অবতার” বা সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপেই গ্রহণ করে থাকি।

এই মতবাদ নিশ্চয়ই অতি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সেক্ষেত্রে, আমাদের আর একটি তুল্য ন্যায্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেটি হল এই যে—আমরা সাধারণতঃ যে দশাবতারের কথা বলি, তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের এরূপ শ্রীগুরু বা অবতার হবার কোনো যোগ্যতাই নেই।

এই প্রসঙ্গে, জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ “গীতগোবিন্দ” নামক গ্রন্থের দশাবতার স্তোত্র সমূহের বিষয় আমরা সামান্য মাত্র অবধারণ করতে পারি।

দশাবতার-স্তোত্রম্

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং ।
বিহিতবহিত্রচবিত্রমখেদম্ ॥
কেশব ধৃতমীনশরীর—জয় জগদীশ হরে ॥ (১)
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (২)
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না ।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৩)
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং ।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৪)
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন ।
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৫)
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং ।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভাবতাপম্ ।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৬)
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং ।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরঘুপতিরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৭)
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং ।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃতহলধররূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (৮)
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং ।
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর—জয় জগদীশ হরে ॥ (৯)
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর—জয় জগদীশ হরে । (১০)

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ—জয় জগদীশ হরে ॥ (১১)
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ (১২)
(শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দম্ ১।৫—১৬)

বঙ্গানুবাদ

(১) যে বেদে তোমার চরিত্র ভবসাগরের তরণীরূপে উপদিষ্ট হয়েছে, সেই বেদকে তুমি প্রলয়ের জলরাশির মধ্যেও অনায়াসে ধারণ করে রেখেছিলে, মৎস্যরূপ ধ'রে নৌকারূপী হয়ে। হে কেশব! হে মৎস্যরূপী! হে জগদীশ্বর! হে হরি! তোমার জয় হোক!

(২) তুমি কচ্ছপরূপ ধারণ করে নিজের পৃষ্ঠদেশ বিপুলতররূপে বিস্তৃত করে, তাতে পৃথিবী ধারণ করেছিলে। পৃথিবী ধারণবশতঃ তোমার পৃষ্ঠে যে চক্রাকার ব্রণচিহ্ন হয়েছিল, তাতেই পৃথিবী অবস্থান করে। হে কেশব! হে কচ্ছপরূপী! হে জগদীশ্বর! হে হরি! তোমার জয় হোক!

(৩) তুমি বরাহরূপ ধারণ করে যখন সাগরজলনিমগ্না ধরাকে ধারণ করেছিলে, তখন তোমার দন্তাগ্রে সংলগ্না পৃথিবী চন্দ্রে কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতিভাত হয়েছিল। হে কেশব! হে বরাহরূপী। হে জগদীশ্বর! হে হরি! তোমার জয় হোক!

(৪) তুমি নৃসিংহ রূপ ধারণ করে তোমার শ্রেষ্ঠ করকমলের অদ্ভুত সুতীক্ষ্ণ নখাগ্রের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর তনুরূপ ভ্রমর বিদলিত করেছিলে। হে কেশব! হে নৃসিংহরূপধারী! হে জগদীশ! হে হরি! তোমার জয় হোক!

(৫) তুমি বামনরূপ ধারণ করে' নিজ বিক্রমে ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞাছলে বলিরাজকে ছলনা করেছিলে। তোমার পদকমলের অঙ্গুষ্ঠ থেকে নিঃসৃত জলে জগৎ পবিত্র হয়। হে কেশব! হে বামনরূপধারী! হে জগদীশ! হে হরি! তোমার জয় হোক!

(৬) তুমি পরশুরামরূপ ধারণ করে পিতৃবধজনিত দোষে দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে বধ করে তাদের রুধিররূপ জলে পৃথিবীকে স্নান করিয়ে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন এবং জগতের পাপতাপ হরণ করেছিলে। হে কেশব! হে পরশুরামরূপধারী!

হে জগদীশ্বর ! হে হরি ! তোমার জয় হোক !

(৭) তুমি রামরূপ ধারণ করে, যুদ্ধে দশদিক্‌পালের বাঞ্ছনীয় রাবণের দশ মস্তকরূপ রমণীয় বলি দশদিকে বিতরণ করেছিলে। হে কেশব ! হে রাম-রূপধারী ! হে জগদীশ্বর ! হে হরি ! তোমার জয় হোক !

(৮) তুমি বলরামরূপ ধারণ করে, তোমার বিশাল দেহে লাঙ্গলের আঘাতে সন্ত্রস্তা যমুনার আভায় রঞ্জিত, নীলবস্ত্র পরিধান করেছিলে। হে কেশব ! হে বলরামরূপী ! হে জগদীশ্বর ! হে হরি ! তোমার জয় হোক।

(৯) হে সদয়হৃদয় ! তুমি বুদ্ধরূপ ধারণ করে, আহা ! পশুহিংসাপ্রবর্তক বেদবাক্যের নিন্দা করেছিলে। হে কেশব ! হে বুদ্ধরূপী ! হে জগদীশ্বর। হে হরি ! তোমার জয় হোক।

(১০) তুমি ম্লেচ্ছসমূহের নিধনকালে ধূমকেতুসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর খড়্গ ধারণ করেছিলে। হে কেশব ! হে কল্কিরূপধারী ! হে জগদীশ্বর ! হে হরি ! তোমার জয় হোক !

(১১) "শ্রীজয়দেব কবির রচিত এই উদার, সুখদ, শুভদ, সংসার-সারভূত বাক্য শ্রবণ কর। হে কেশব ! হে দশরূপধারী ! হে জগদীশ ! হে হরি ! তোমার জয় হোক !

"বেদসমূহ উদ্ধারকারী (মীন), লোকসমূহ বহনকারী (কচ্ছপ), পৃথিবী-উত্তোলনকারী (বরাহ), দৈত্য-বিদারণকারী (নৃসিংহ), বলি-ছলনাকারী (বামন), ক্ষত্রিয়-বিনাশকারী (পরশুরাম), রাবণ-জয়কারী (রাম), হলধারণ-কারী (বলরাম), দয়া-বিস্তারকারী (বুদ্ধ) এবং ম্লেচ্ছমোহনকারী (কল্কি)—এই দশরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাকে নমস্কার !!! (শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ১।৫—১৬)

এস্থলে, মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহকেও "অবতাররূপে" গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা হয়ত পরম আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবব—কেন ? এই সব অতি সাধারণ, অতি অনাদৃত, বিচারবুদ্ধিহীন, গুণশক্তিশূন্য পশুকে কেন অকস্মাৎ এরূপভাবে এরূপ উচ্চ সম্মানে বিভূষিত করা হল—একেবারে "অবতার" রূপে আদর-সম্মান, শ্রদ্ধা-ভক্তি, পূজা-অর্চনাদির একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, সার্বজনীন পাত্ররূপে ?

তার উত্তরে, পুনরায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সেই অনুপম "ব্রহ্মাত্মবাদের" কথা আমরা চিন্তা করতে পারি, যে বিষয়ে পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এই অতি উদার, অতি ন্যায়সঙ্গত, অতি রমণীয়, রসঘন, রোমাঞ্চকর মতবাদানুসারে, পৃথিবীর সব কিছুই সেই একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—কোনো ভেদ নেই—দেবতামানবে, পশুপক্ষীতে, কীটপতঙ্গে, নদী-সমুদ্রে, বনোপবনে, পাহাড়-পর্বতে—এক কথায় জড়াজড়বস্তুতে। সেজন্য পরব্রহ্ম যেরূপ অবতারে, সাধুসজ্জনে

গুণিজনে বিরাজিত, ঠিক তেমনিই তিনি বিরাজিত সাধারণ নর-নারীতে, ঠিক তেমনিই তিনি বিরাজিত পশু-পক্ষীতে—এমন কি মৎস্যে, কচ্ছপে, বরাহেও—যাদের আমরা সাংসারিক প্রাণীদের মধ্যেও নিতান্তই অবহেলার চক্ষে দেখি। অথচ আমরা সেই সঙ্গে দেখেছি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, তথা মানবের বিশেষ বিপদের দিনে, বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে তারা কিরূপে সেই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করেছিল, কিরূপে সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এই সবকেই আমরা বল্‌ব শ্রীভগবানের কাজ। তিনি বিপত্তারণ, তিনি মোক্ষসাধক—তাঁরই কাজ এই তথাকথিত নিম্নস্তরগত প্রাণীরা করেছে; জগৎকে জলধিমগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে, তাকে পৃষ্ঠে ও দন্তাগ্রে ধারণ করেছে (কচ্ছপ ও বরাহরূপে), এবং তারই প্রাণপ্রতিম বেদেরও উদ্ধার সাধন করেছে (মৎস্যরূপে)।

অতএব মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহকে অবতাররূপে গ্রহণ করার অর্থ এরূপ—পৃথিবীতে সকলেই, সকল বস্তুই সমানভাবে পরব্রহ্মের মূর্তরূপ। কারণ, প্রথমতঃ তিনি নিরপেক্ষ—সেজন্য তিনি শ্রেষ্ঠজনে অধিক পরিমাণে থাকবেন, নিকৃষ্ট জনে বা বস্তুতে অল্প পরিমাণে—ঐ হতেই পারে না। বস্তুতঃ, তাঁর নিকটে সকলেই একেবারেই সমান—কারণ সবই ত তাঁরই রূপ, তাঁরই পরিণাম, তাঁরই অভিব্যক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ জন বা বস্তুতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অংশে বিরাজ করছেন, নিকৃষ্টজন বা বস্তুতে নিকৃষ্ট অংশে—এই বা কেমন কথা? তাঁর মধ্যে ত বেশী-কম কিছুই নেই, থাকতেও পারে না, তাঁর ত সবই শ্রেষ্ঠ, সবই পূর্ণ, সবই তুল্য স্বরূপ-গুণ-শক্তি সম্পন্ন; এবং সেজন্য তিনি প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জড় বস্তুতে একেবারে সমানভাবে, পরিপূর্ণ স্বরূপ-গুণ-শক্তি নিয়ে আদ্যন্ত কাল বিরাজিত। এই মতবাদই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণগণ্য।

দ্বিতীয়তঃ, পরব্রহ্ম নিরংশ। সেজন্য তিনি অবতার-সাধু-সজ্জন-জ্ঞানি-গুণিজনে অধিক অংশ বা পরিমাণে বিরাজ করছেন; অসাধু-দুষ্টজন-মনুষ্যেতর প্রাণীতে, অথবা পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, জড়বস্তুতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে—এই বা কি করে হয়?

তৃতীয়তঃ, তা সত্ত্বেও সংসারে এরূপ বিভেদ কেন? এরূপ বিভেদ সর্বজন-[illegible]দিত সত্য—একে 'না' বলে অস্বীকার করা যায় না কোনো মতেই। সেজন্য [illegible]কউই বাতুলবৎ নিশ্চয়ই বলবেন না—সাংসারিক দিক থেকে একজন অবতার [illegible]বং একটি কৃমিকীট সমান—এক এবং অভিন্ন। এরূপে অন্তরে তাঁরা এক [illegible] অভিন্ন; বাইরে, অতি ভিন্ন। কিন্তু কেন? তার কারণ হল এই যে, [illegible]ন্তরে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন নিশ্চয়ই—এক ও অভিন্ন ব্রহ্মরূপে। কিন্তু [illegible]াইরে স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে প্রকাশভেদ রয়েছে—তাদের স্ব স্ব শক্তি অনুসারে

প্রকাশভেদ রয়েছে নিশ্চয়ই—অবতার বা সাধুর যে শক্তি, কীট বা পতঙ্গের সেই শক্তিই নেই। অতএব একজন অবতার যে ভাবে অন্তরস্থ শ্রীভগবানকে প্রকাশিত করতে পারেন, স্বভাবতঃই একই কৃমিকীট তা পারেনা বিন্দুমাত্রও। এইভাবে—আমাদের সকলের অন্তরস্থ বা আত্মগত অভিন্নতা, এবং বহিঃস্থ বা দেহমনোগত ভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়স্থাপন করা যায়।

পুনরায় Evolution অথবা ক্রমবিবর্তনবাদানুসারে নিম্ন থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ উচ্চতর প্রাণীর সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে। এক্ষেত্রেও এই Theory of Evolution বা ক্রমবির্তনবাদের বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়—যেহেতু এই দিক্ থেকে, মৎস্যের পরে কচ্ছপ এবং তার পরে বরাহের উদ্ভব সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক।

তারপরে আমরা পাচ্ছি মানব ও পশুর সমন্বয়ে চতুর্থ নৃসিংহ অবতার। Evolution-এর দিক থেকে অতি সুষ্ঠু সমীচীন এই মতবাদ। সেই সঙ্গে পাচ্ছি—পশুবলের প্রকাশ।

তারপরে এলেন পঞ্চম বামন অবতার—একেবারে মানব—ব্রহ্মের প্রথম পরিপূর্ণ মানব অবতার। তাঁব প্রধান স্বরূপ গুণ শক্তির মধ্যে বিকশিত হয়েছে কূট-কৌশলের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রখর বুদ্ধি। বিবর্তনের দিক থেকে, আমরা জানি যে—এরূপ কূটকৌশল বা সাংসারিক বুদ্ধির প্রয়োজন সর্বপ্রথম—কারণ পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে হলে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে থাকতে হবে এরূপ সাংসারিক বুদ্ধি দ্বারা।

তারপরে আবির্ভাব ষষ্ঠ পরশুরাম অবতারের। সংসারে টিঁকে থাকবার পরে প্রশ্ন আসে পারিবারিক স্থিতি-প্রগতির। সেইদিক থেকে বলরাম একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন। পরিবারের দিক থেকে সুখ-শান্তি-সৌভাগ্য-সাফল্য অটুট রাখতে হলে অত্যাবশ্যক একনায়কত্ব কিছু অংশে। কারণ একই পরিবারের নানাজন প্রত্যেকেই যদি চলেন স্ব স্ব বিভিন্ন পথে একাকী স্বাধীন-ভাবে—তাহলে কি চলে? সেজন্য এস্থলে পরশুরাম মেনেছেন তাঁর পিতাকে এই পরিবার-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে—যাঁর আদেশই শেষ পর্যন্ত পালনীয় নির্বিচারে। পরশুরাম এইভাবে পিতার আদেশে মাতাকে পর্যন্ত হত্যা করে পিতৃভক্তির চরমোৎকর্ষের প্রতীক রূপে হলেন নির্ভয়ে দণ্ডায়মান—এবং সমগ্র পরিবারের সুশৃঙ্খলতা রক্ষায় অগ্রণী।

এরপরে, দশভুবনকে ধন্য করে সপ্তম রাম অবতারের উদয়। শ্রীরামের পুণ্য-ধন্য অনন্য অমৃত কথা সর্বজনবিদিত। তিনিও পিতৃভক্ত; কিন্তু সেজন্য তিনি কাউকে হত্যা করেননি—বরং নিজেই যেন হত হয়েছেন; অর্থাৎ, রাজ্যলোভ

ত্যাগ করে ন্যায়ধর্মের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছেন। এরূপ পরিপূর্ণ মানবের মধ্যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব, ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থার দ্যোতক।

এর পরের অষ্টম অবতার বলরাম বা শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম নাম দুটি সর্বদাই একত্রে গ্রথিত হয়ে ভ্রাতৃবর্গের অভিন্নতা সূচনা করেছে। সেজন্য দশাবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ-গরিষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ মাত্র নেই দেখে, স্বভাবতঃই সকলেই পরমাশ্চর্যান্বিত হবেন, নিঃসন্দেহে। সেইজন্যই ধরা হয়েছে, এস্থলে বলরামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণেরই অবতারত্বের বিষয় বলা হয়েছে সগৌরবে। এস্থলে, দুটি ন্যায্য প্রশ্ন হতে পারে।

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য নাম সাক্ষাৎ ভাবে অবতাররূপে না করে, বলরামের নাম করা হল কেন?

এর উত্তর হল এই যে—এক্ষেত্রে একটি সুন্দর ঘটনা সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পুণ্য জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে। সেটি হল এই—শ্রীরামাবতারে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিরলস নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ সেবা ও ভক্তিতে এরূপ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি লক্ষ্মণকে এই বলে আশীর্বাদ করেন যে—পরবর্তী অবতারে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে লক্ষ্মণের সেবা করবেন একই ভাবে।

দ্বিতীয়তঃ, আরেকটি ন্যায্য প্রশ্ন হতে পারে এই যে, Evolution-এর দিক থেকে শ্রীরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ কেন? তিনি কি রাম অপেক্ষা উচ্চতর জন? অনেকেই তা স্বীকার করবেন না—কেউ কেউ হয়ত করবেনও। স্বীকার না করার হেতু হল এই যে—শ্রীরামের মধ্যে মানবোচিত সকল গুণ ও শক্তির সমাবেশই আমরা পাই, নিঃসন্দেহে। তারপরে আমাদের কি প্রয়োজন উচ্চতর, পূর্ণতর, শোভনতর, মোহনতর আরেক জনের? এবং এরূপ আরেক-জনকে আমরা পাবই বা কোথায় এই ধরাধামে?

এর উত্তর হল এই যে—শ্রীকৃষ্ণ বড়, কি শ্রীরাম বড়—এ নিয়ে তর্কাতর্কি করা বৃথা। আমাদের দেশে এ নিয়ে দুটি দল আছে—শ্রীরামভক্তদল, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তদল। তাঁরা হয়ত এ নিয়ে বহু বৃথা তর্কাতর্কি করেন; হয় ত না। কিন্তু আমরা কোনো দিনও তা করব না। কারণ—Evolution-এর দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণে হয়ত এরূপ কয়েকটি বিশেষ গুণের সুন্দরতর উজ্জ্বলতর স্পষ্টতর প্রকাশ দেখা যায়—যা হয়ত শ্রীরামে ঠিক সেই ভাবে যায় না। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের কূটকৌশল, উপস্থিতবুদ্ধি, বিপক্ষ দমনে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন, প্রভৃতি প্রকৃষ্টভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের দিক থেকে হয়ত অধিকতর প্রয়োজনীয়।

তারপরে নবম অবতার করুণাঘন শ্রীবুদ্ধের অশেষ শুভ উদয়। শ্রীবুদ্ধের মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত রমণীয়, রোমাঞ্চকর রসঘন জীবনালেখ্য সর্বজনবিদিত।

এবং সর্বজনসমাদৃত। তাঁকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবম অবতার রূপে সানন্দে গ্রহণ করা হয়েছে, তা ত পুণ্যভূমি ধন্যভূমি অনন্যভূমি ভারতবর্ষেরই অন্তর্নিহিত মহিমার পরিচায়ক, যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে শ্রীবুদ্ধদেব ছিলেন বেদবিরোধী, ব্রহ্মবাদী নন (Theist), অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)। আমরা অবশ্য জানি যে, শ্রীবুদ্ধদেব সত্য সত্যই বেদোপনিষদবিরোধী, অথবা যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিন্দাকারী ছিলেন না, বরং ঠিক তার বিপরীত—আপাতদৃষ্টিতে যা'ই বোধ হোকনা কেন। তা' সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে যখন হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ একটি কৃষ্ণতম কলঙ্ক রূপেই আবির্ভূত হয়েছিল, তখন, এই দিক থেকে, শ্রীবুদ্ধদেবের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় জীবনের একটী পরম লাভ, নিঃসন্দেহে।

শেষ ও দশম অবতার শ্রীকল্কির সম্বন্ধে মতবাদটি একটি অত্যদ্ভুত মতবাদ সুনিশ্চিত। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই যুগান্ত-কারী অকল্পনীয় অচিন্তনীয় প্রগতির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই যুগকে অশুভ, অপুণ্য, অধন্য কলিযুগ বলে চিহ্নিত করে—আর শ্রীকল্কি অবতারকে কলি নামক কলিযুগের দুর্ধর্ষ, জোর-করে-পৃথিবী-দখলকারী, অত্যাচারী দুশ্চরিত্র শাসককে হত্যা করিয়ে এ কথাই বোঝাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে যে কলিযুগে সর্বদিকেই অবনতি ঘটলেও তার পরিত্রাণ লাভ হল একজন অবতারের মাধ্যমে। হঠাৎ এই ক্রমপ্রগতিধন্য বর্তমান যুগের সম্বন্ধে এরূপ নৈরাশ্যের বাণী শুনলে আমাদের একদিকে যেরূপ আশ্চর্য লাগে, অন্যদিকে ঠিক সেরূপই হতাশও বোধকরি নিশ্চয়

কিন্তু স্থিরভাবে সামান্য মাত্রও চিন্তা করলেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এই বর্ণনা ও আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ, যে ভাবেই এই বর্তমান যুগকে অঙ্কিত করা হোক না কেন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই যুগের প্রারম্ভে মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশে, এক কথায় সমগ্র জাতীয় জীবনে বহু অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কলঙ্ককালিমা এনে দিয়েছিল অপরিসীম ঘনান্ধকার, যার কৃষ্ণ যবনিকা প্রগতিশীল এই যুগেও সম্পূর্ণ উত্তোলিত হয়নি তারই একটি জীবন্ত-জলন্ত চিত্র আমরা পাই আমাদের কলিযুগের এরূপ সুনিপুণ বর্ণনায়। সেদিক থেকে শ্রীকল্কি অবতারের জন্য আমাদের এই মর্মোত্থ প্রার্থনা কি অতি স্বাভাবিক নয়? নিশ্চয়ই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে—আমাদের এই দেবভূমি ভারতবর্ষের এই সুপ্রসিদ্ধ "অবতারবাদকে" অনেকে প্রশংসা করেছেন যেমন, তেমনি অনেকে নিন্দাও করেছেন প্রচুর।

তাঁদের যুক্তি হল এরূপ—অবতারবাদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু

এই অভিনব মতবাদ একদিকে প্রকাশ করে আমাদের অহেতুক স্পর্দ্ধা ; অন্যদিকে পরিস্ফুট করে শ্রীভগবানের অবমাননা। প্রথম দিক থেকে, আমরা কোন সাহসে বলতে পারি যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম দীনাতিদীন হীনাতিহীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানবে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েছেন ? দ্বিতীয় দিক থেকে, আমরা যদি এই কথা বলি যা অসম্ভব, তাহলে তাঁকে অপমানও করা হবে একই ভাবে, নয় কি ?

এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে। শেষ করবার পূর্বে পুনরায় কিছু বলি সংক্ষেপে।

আমাদের মধ্যে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে ধর্ম-দর্শন-নীতিতত্ত্বের দিক থেকে—

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যাঽনির্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"আমি রূপবিবর্জিত বা অরূপ তোমার রূপ কল্পনা করেছি ধ্যানের মাধ্যমে। এই আমার প্রথম অপরাধ।

"আমি অনির্বচনীয় বা বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্য অখিলগুরু তোমাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশের প্রচেষ্টা করেছি স্তুতির মাধ্যমে। এই আমার দ্বিতীয় অপরাধ।

আমি সর্বব্যাপী বা ভূমা মহান্ তোমাকে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করে ফেলেছি তীর্থযাত্রাদির মাধ্যমে—যেন কেবল সেই তীর্থেই তুমি আছ, এই ভেবে—এই আমার তৃতীয় অপরাধ।

হে জগদীশ্বর! তুমি আমার এই অপরাধত্রয়ের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এক্ষেত্রে স্পষ্টতমভাবে বলা হচ্ছে যে, রূপবিবর্জিত বা অরূপ শ্রীভগবানের রূপ কল্পনা করা একটি ভীষণ পাপ। তাহলে আমাদের সর্বজনসম্মানিত অবতারবাদের" কি হবে—যেহেতু অবতারগণও পরব্রহ্মের এক একটি রূপ।

এই ন্যায্য প্রশ্নের উত্তরও ত' আমরা পাই বেদোপনিষদেরই মাধ্যমে। যেমন, ধরুন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একদিকে ঈশ্বরের অরূপত্ব, অন্যদিকে তাঁর বিশ্বরূপত্বের বিষয় সমান শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে, সমান গুরুত্ব-দানসহকারে সমান আনন্দ-শান্তি-সঞ্চারে উল্লেখ করা হয়েছে।

যথা, পরব্রহ্মের অরূপত্ব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এইভাবে—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।১৯)

"সেই পরমাত্মা হস্তপদশূন্য হয়েও বেগবান্ ও গ্রহীতা। তিনি চক্ষুহীন হয়েও দর্শন করেন ; কর্ণহীন হয়েও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞেয় বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতা কেউ নেই। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁকে প্রথম ও মহান্ পুরুষ বলে' কীর্তন করেন ॥"

"নৈনমূর্দ্ধং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥" (ঐ ৪।১৯)

"তাঁকে কেহই উর্দ্ধে, অধে বা মধ্যে ধরতে পারেন না। যাঁর নাম মহদ্‌যশ বা সর্বব্যাপ্তকীর্তি, তাঁর কোনো প্রতিমা নেই—অর্থাৎ কোনো প্রতিমূর্তি বা উপমা নেই।"

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥" (ঐ ৪।২০)

"এই পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাঁকে কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে দ্বারা দর্শন করেন না। যাঁরা হৃদয় ও মন দ্বারা হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই ব্রহ্মকে এই প্রকারে জানেন, তাঁবা অমর হন।"

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥" (ঐ ৫।১০)

"তিনি জীবাত্মা নন, স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নপুংসও নন। তিনি যে যে শরী গ্রহণ করেন, সেই সেই শরীরে রক্ষিত হন।"

অন্যদিকে পরব্রহ্মের বিশ্বরূপত্ব—

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥" (ঐ ৪।২

"তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রিমা। তি দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।"

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥" (ঐ ৩।৩)

"সর্বত্র যাঁর চক্ষু, সর্বত্র যাঁর মুখ, সর্বত্র যাঁর বাহু এবং সর্বত্র যাঁর পা— একমাত্র দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে, মনুষ্যাদিতে বাহু এবং প্রভৃতিতে পক্ষ সংযোগ করেন।"

"সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ (ঐ ৩।১১)

"তিনি সকল মুখ, শির, মস্তক ও গ্রীবা—অর্থাৎ সকল মুখ, মস্তক ও গ্রীবা একমাত্র তাঁরই। তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত এবং সর্বব্যাপী। সুতরাং তিনি সর্বগত শিব।"

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দ দশাঙ্গুলম্॥" (ঐ ৩।১৪)

"সেই সহস্র মস্তক সহস্র চক্ষু ও সহস্র পাদ পুরুষ পৃথিবীকে সমুদয় দিকে বেষ্টন করে, দশাঙ্গুলি পরিমাণ উপরে স্থিতি করছেন॥"

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" (ঐ ৪।৩)

"তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। তুমিই জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডহস্তে গমন কর; তুমিই বিশ্বতোমুখ হয়ে গ্রহণ কর।" অর্থাৎ, জাত হয়ে নানা রূপ ধারণ কর।

"নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদগর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥" (ঐ ৪।৪)

"তুমিই নীল পতঙ্গ বা ভ্রমর ও হরিদ্বর্ণ লোহিতচক্ষু শুকাদি পক্ষী, তুমিই বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ, তুমিই ঋতুসমূহ, তুমিই সাগর সমুদয়, তুমিই অনাদি, তুমিই সর্বব্যাপক রূপে বর্তমান—যাঁর থেকে সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হয়েছে।"

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥" (ঐ ২।১৭)

"অনলে সলিলে ভুবনে নিখিলে
যে দেব বিরাজমান।
ওষধিলতায় বিটপীশাখায়
নমি তাঁরে সুমহান॥"

পরব্রহ্মের এই যে অপরূপ অরূপত্ব এবং বিশ্বরূপত্ব তাদেরই অতি সুন্দর, অতি সুললিত, অতি সুচিন্তিত রূপ এই অনুপম "অবতারবাদ।" কারণ, অবতারবাদের মধ্যে আমরা বিশ্ববরেণ্য ভারতবর্ষের মূলীভূত সেই মহিমময় গরিমময়, মধুরিমময় তত্ত্বেরই আভাস পাই যে—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১)
"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।..." (ঐ ৬।২।৩)

"হে সৌম্য! ইনি অগ্রে কেবল সৎ রূপেই বিদ্যমান ছিলেন—এক এবং

এটি পরব্রহ্মের অরূপত্ব।

"তিনি সংকল্প করলেন। আমি বহু হইব।"

এটি পরব্রহ্মের বিশ্বরূপত্ব॥

এইভাবে, পরমেশ্বরের একত্ব ও বহুত্ব—উভয়ই সমসত্য, বিরোধহীন ভাবে সমসত্য।

এরূপে "এক" যখন "বহু" হন, তখন সেই "বহু" নিজ শক্তি বলে একক প্রকাশিত করেন সগৌরবে সশ্রদ্ধায় সাগ্রহে সভক্তিতে সানন্দে সাদরে।

"অবতারবাদে" সমন্বয়বাদী ভারতবর্ষের এই মধুর মোহন ললিত-লোভন, সরস-শোভন সমন্বয়েরই মূর্তরূপ দেখে আমরা ধন্যাতিধন্য হই"।

"এক হচ্ছেন "বহু", ব্রহ্ম হচ্ছেন "ব্রহ্মাণ্ড", "শিব" হচ্ছেন "জীব"—এর চেয়ে অধিক আশার কথা অনুপ্রেরণার কথা, আনন্দের কথা আর কি হতে পারে জগতে?"

"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।২৫)

"ইনিই মহান্ অজ বা জন্মমৃত্যুরহিত-আত্মা—অজর, অমর, অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মই অভয়। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।"

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।৬)

"তিনি জানতে পারলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। একমাত্র আনন্দ থেকেই এই সকল ভূত বা জগৎ উৎপন্ন হয়, সৃষ্টিকালে। একমাত্র আনন্দেই জীবিত থাকে, স্থিতিকালে এবং একমাত্র আনন্দেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে প্রলয়কালে।"

"অবতারবাদ" এরূপ আনন্দবার্তারই শাশ্বত ধারক, বাহক, পালক, প্রকাশক ও পরিপূরক নিঃসন্দেহে।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭)

"তিনিই রসস্বরূপ। এই রসকে লাভ করতে পারলেই কেবল আনন্দলাভ করা যায়। বস্তুতঃ কেই বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন, আর কেই বা প্রাণধারণ করতেন, যদি এই আকাশে সেই আনন্দ না থাকত?" (ঐ ২।৭)

ওঁ শান্তি।

মৎস্য-অবতার।

প্রথম

মৎস্য-অবতার

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"—জয়দেব

বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরই এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সময় সময় তাঁহার সৃষ্ট জগতের কোনরূপ উৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি কর্ম্মগ্রস্ত জীবের ন্যায় নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া সেই সকল উপদ্রবের নিবারণ করিয়া থাকেন। তিনি গো, বিপ্র, দেবতা এবং ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত দেহধারণ করেন। বাস্তবিক ঈশ্বরের কোনরূপ দেহ নাই। তিনি স্বীয় প্রভু-শক্তির বলে বায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু স্বয়ং নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হয়েন না। কারণ তিনি নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু দশবার অবতীর্ণ হইয়া বিনাশশীল জগতের রক্ষাবিধান করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়া বেদের উদ্ধারসাধন করেন।

কল্পাবসানকালে ব্রহ্মা যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়েন, এই নিমিত্ত অতিকল্পের অন্তে প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রলয় সময়ে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন জলমগ্ন হয় এবং বেদাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতীতকল্পের অবসানকালে বিধাতা নিদ্রাবস্থায় শয়ান ছিলেন, তখন বেদসকল তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে পতিত হয়, এমন সময়ে হয়গ্রীব নামক কোন দানব সেই সকল বেদ হরণ করিয়া লইয়া যায়। ভূতভাবন হরি দানবেন্দ্রের সেই বেদহরণ জানিতে পারিয়া শফরীরূপধারণ করিলেন।

এই সময়ে সত্যব্রতনামা অতিতেজস্বী বিষ্ণুপরায়ণ কোন মহর্ষি

রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি বল, বিক্রম, কান্তি ও তপস্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণে পিতৃপিতামহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সত্যব্রতই বর্ত্তমান-কল্পে বিবস্বৎপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হরি ইহাকেই মনুর পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই নরপতি একদা বিশাল-বদরীতে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন একপদে দণ্ডায়-মান ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন, কখন বা অধোমস্তকে অনিমেষনয়নে তপশ্চরণ করিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় সত্যব্রতের অযুতবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর একদিন সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে আর্দ্রবস্ত্রে বসিয়া পিতৃলোকের জলতর্পণ করিতে-ছিলেন। তর্পণ করিতে করিতে তাহার অঞ্জলিতে অতি ক্ষুদ্রকায় একটি শফরী মৎস্য উত্থিত হইল। দ্রাবীড়েশ্বর সত্যব্রত সেই শফরীকে জলাঞ্জলির সহিত নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন সেই শফরী করুণস্বরে রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি দীনবৎসল ও পরম কারুণিক. আমি অতি দুর্ব্বল, আপনার শরণাগত হইয়াছি। মকর-কুম্ভীর প্রভৃতি প্রবল হিংস্র জন্তুগণ আমাদিগের জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম, তথাপি আপনি আমাকে এই নদীর জলে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন?

এদিকে সত্যব্রতের তপোবলে প্রসন্ন হইয়া ভূতভাবন নারায়ণ যে শফরী দেহধারণ করিয়াছেন, সত্যব্রত তাহা জানিতেন না, অতএব সেই শফরীকে সাধারণ মৎস্যজ্ঞানে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্যব্রত যত্ন করিতে লাগিলেন। পরম দয়ালু রাজর্ষি সত্যব্রত শফরীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাকে কলসীর জলে রাখিয়া আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। শফরীর শরীর এক রাত্রিমধ্যে এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল যে, সেই কলসীর মধ্যে আর তাহার শরীর ধরে না, তখন শফরী পর্য্যাপ্তস্থান না পাইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আমি আর কলসীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেছি না, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন বিস্তৃত স্থানে প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি সুখে বাস করিতে পারি। এইরূপ সঙ্কীর্ণস্থানে

থাকিতে আমার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। অনন্তর রাজর্ষি সত্যব্রত সেই শফরীকে কলসী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মণিকচ্ছজলে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী সেইস্থানে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাহার শরীর তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং সেই মণিকচ্ছজলেও শফরী পর্য্যাপ্তরূপে বাস করিতে না পারিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! এই জলও আমার সম্পূর্ণ আয়তন হইতেছে না, অতএব আমি যাহাতে সুখে বাস করিতে পারি, এমন কোন সুবিস্তৃত স্থান নির্দ্দেশ করুন, এই স্বল্পায়তস্থানে বাস করা অসাধ্য দেখিতেছি। আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। তখন নরপতি সত্যব্রত দেখিলেন, শফরীর শরীর মণিকচ্ছজল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; আর কোনরূপেই শফরী সেই জলে বাস করিতে পারে না, তখন রাজা তাহাকে মণিকচ্ছ হইতে বাহির করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী ক্ষণকাল মধ্যে আপন শরীর বর্দ্ধিত করিয়া সেই সরোবরের জল পরিব্যাপ্ত করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি জলচর জন্তু, পর্য্যাপ্ত জল না পাইলে আমার সুখে অবস্থিতি হইতে পারে না, এই সরোবর আমার পক্ষে অতিক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, ইহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি না, আপনি আমার রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এইক্ষণ আমাকে হ্রদাদি কোন বৃহৎ জলাশয়ে স্থান প্রদান করুন। আপনি আমাকে যে যে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই সমুদায় জলাশয়ের জল অতি অল্প এবং আমি তাহাতে প্রবেশ করিলে ক্ষণকালমধ্যেই তাহার জল নিঃশেষ হইয়া যায়, অতএব যাহার জল নিঃশেষ না হয়, এমন কোন জলাশয়ে আমাকে রক্ষা করুন।

রাজর্ষি সত্যব্রত শফরীর বাক্যশ্রবণ ও ব্যাপারদর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাহাকে লইয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজা শফরীকে যে যে জলাশয়ে নিক্ষেপ করেন, শফরী সেই সমুদায়ই পরিব্যাপ্ত করিয়া

ফেলে, কোন জলাশয়েই তাহার পর্য্যাপ্তস্থান হইতেছে না; তখন রাজা শফরীকে রক্ষা করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই সুপ্রশস্ত উপায় নিশ্চয় করিলেন এবং সেই মৎস্য লইয়া সাগর-জলে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন। শফরী দেখিলেন রাজা তাহাকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে শফরী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীরবর! আপনি আমাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবেন না, তাহা হইলে আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা নাই, মকর-কুম্ভীরাদি বলশালী জলচর জন্তুগণ নিশ্চয় আমাকে ভক্ষণ করিবে।

রাজা শফরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিয়ৎকাল মৌনভাবে অবস্থান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি জানিতে পারিলেন, এই মৎস্য কখনও প্রকৃত মৎস্য নহে, বোধহয়, জগদীশ্বর আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। অনন্তর রাজা মনে মনে ইহাই স্থির করিলেন এবং শফরীকে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, আর আমাকে বিমোহিত করিতেছেন কেন? আমরা কখনও এইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত জলচর দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি এক দিবসের মধ্যে পৃথিবীস্থ সরোবর হ্রদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় পরিব্যাপ্ত করিলেন, ইহা জগদীশ্বর ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, বোধহয় আপনি ভূতগণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত জলচররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, হে পুরুষোত্তম! আমি আপনাকে নমস্কার করি, বিভো! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা, আপনি ভিন্ন মাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত ভক্তজনের প্রধান আশ্রয় আর নাই, আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অনুগত ভক্তজনের মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি লীলাচ্ছলে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিলেই আমি চরিতার্থতা লাভ করিব। হে অচ্যুত! আপনি সকল জীবের সুহৃৎ ও পরমাত্মা,

আপনার চরণসেবা কখনও বিফল হয় না, যখন দেহাভিমানী সাধারণ প্রাণীর সেবা করিলে অবশ্যই কোন না কোন ফললাভ হইয়া থাকে, তখন পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা যে নিষ্ফল হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে. আমি চিরকাল আপনার চরণের দাস, আমাকে আর মায়াজালে বদ্ধ করিবেন না, আপনি কি নিমিত্ত আমাকে এই অদ্ভুত শরীর-প্রদর্শন করিলেন তাহা প্রকাশ করুন। তখন মৎস্যরূপধারী নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন! অদ্য হইতে সপ্তমদিবসে স্থাবর-জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ সমন্বিত জগৎ প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হইবে। অতি ভীষণকাল সমাগত হইতেছে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই বিনাশ হইবে। আমি এই আসন্ন বিপদ হইতে জগতের পরিরক্ষণার্থ উপদেশ দিতেছি, তোমরা আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই রক্ষা পাইতে পারিবে।

যখন স্থাবরজঙ্গমাদি অনন্তপদার্থ প্রলয়জলধির ভীষণতরঙ্গে আপ্লাবিত হইয়া নিমগ্ন হইতে থাকিবে, তখন আমি এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব, ঐ নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি সমস্ত ঔষধ, সকল বীজ, সর্ব্বপ্রাণী ও মহর্ষিগণের সহিত সেই বিশাল তরণীতে আরোহণ করিবে। তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবে, একমাত্র ঋষিগণের ব্রহ্মতেজোবলে সেই তরণী আলোকবিহীন সাগরজলে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। যখন প্রচণ্ডবায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সেই নৌকা আন্দোলিত করিবে, তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত কোন অলৌকিক আকার ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইব, তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে চিনিতে পারিবে। ঐ সময়ে তুমি মহাসর্পরূপ রজ্জুদ্বারা সেই তরণী আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিও, আমি কমলযোনির নিদ্রাবসান পর্য্যন্ত তোমাদিগের সহিত সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে ভ্রমণ করিব। ঐ সময়ে তুমি আমার ব্রহ্ম-নামের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেই আমার স্বরূপ জানিতে পারিবে।

হরি রাজর্ষি সত্যব্রতকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

হইলেন, রাজা হরির বাক্যানুসারে দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক মৎস্যরূপী নারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে গগন-মণ্ডলে প্রলয়কারী ভীষণ মেঘ আবির্ভূত হইল, মুষলধারে অনবরত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ঐ বারিবর্ষণে সাগর বর্দ্ধিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক ধরাতল নিমগ্ন করিল। সত্যব্রত ভগবান্ নারায়ণের উপদেশানুসারে চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক নৌকা তাহার অভিমুখে আসিতেছে, অনন্তর তরণী সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা যাবতীয় ঔষধি, সকলপ্রকার বীজ ও ঋষিদিগকে লইয়া হরির উপদেশানুসারে সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন মুনিগণ সুপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! এখন সেই সর্ব্ব-বিঘ্নহন্তা কেশবের চরণকমল চিন্তা কর, তিনিই আমাদিগকে এই ঘোরতর সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন, তিনি প্রসন্ন হইলেই আমা-দিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। এই সময়ে রাজা হরিচরণ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অযুত যোজন বিস্তৃত শৃঙ্গধারী এক সুবর্ণময় মৎস্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তখন নৃপবর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানুসারে সর্পরজ্জুদ্বারা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। নবরাজ মৎস্যশৃঙ্গে তরণীবন্ধন করিবামাত্র সেই মৎস্য মহাবেগে ঐ নৌকা আকর্ষণ করিতে থাকিলেন, তখন ঐ তরণী মহার্ণবমধ্যে প্রচণ্ড বায়ুবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, দিক্‌বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, ধরাতল, গগনমণ্ডল ও স্বর্গ সকলই জলময় হইয়া গেল।

এইরূপে সমস্ত জগৎ জলমগ্ন হইলে কেবল সেই মৎস্য, সত্যব্রত ও সপ্তঋষি ইহারাই দৃষ্টিগোচর রহিলেন। সেই মৎস্য বহুকাল প্রলয়-জলধির বারিরাশিমধ্যে সেই নৌকা আকর্ষণ করিতে করিতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে সাংখ্যযোগ ও মৎস্যপুরাণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং অশেষ-রূপে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, রাজর্ষি সত্যব্রত ঋষিগণের সহিত সেই নৌকাতে উপবেশন করিয়া আত্মতত্ত্ব এবং সমগ্রবেদ শ্রবণ

করিলেন, অনন্তর যখন সেই তরণী হিমগিরির শৃঙ্গ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেই মীনরূপী ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎহাস্য করিয়া সত্যব্রতকে কহিলেন, তুমি এই হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া থাক, আর বিলম্ব করিও না। তখন সত্যব্রত ভগবানের আদেশে শৈলরাজ হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। সত্যব্রত হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গ নৌকাবন্ধন নামে বিখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর প্রলয়ের অবসান হইল, ব্রহ্মার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন বেদ অপহৃত হইয়াছে, তখন বিষ্ণু দানবেন্দ্র হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন হরি মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমবেত ঋষি-দিগকে কহিলেন, আমিই স্বয়ং বিষ্ণু, আমিই একমাত্র জগতের পরিজ্ঞেয়, আমাকে জানিতে পারিলেই সমুদায় পরিজ্ঞাত হয়, আমিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিলাম। অতঃপর এই সত্যব্রত মনুরূপে আবির্ভূত হইয়া সুর, অসুর, নর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিবে। ইহার তীব্র তপোবলে জগদুৎপাদন-শক্তি জন্মিবে। আমার প্রসাদেই এইরূপ অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে। মৎস্যরূপী নারায়ণ এইরূপে ঋষিদিগকে উপদেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা সত্যব্রত ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বৈবস্বত মনুরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারতারণ নারায়ণ এইরূপে প্রলয়পয়োধির জল হইতে জগতের রক্ষাসাধন করিয়াছিলেন এবং এইরূপ জগতের রক্ষাসাধনই তাহার মৎস্যরূপ ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মৎস্যরূপী শৃঙ্গধারী বিষ্ণুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইহকালে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়

কূর্ম্ম-অবতার

"ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরণিধরকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব।

ভগবান বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন, তাহাতেই সুরাসুরগণ সমবেত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীর উদ্ধারপূর্ব্বক ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

এক দিবস দুর্ব্বাসা মুনি সন্তানকবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাধরবধূগণ তাঁহাকে পারিজাত কুসুমের মনোহর মালা প্রদান করে, মুনিবর সেই মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পথিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া সেই পারিজাত-মালা আপন কণ্ঠ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক সুরপতিকে অর্পণ করেন। পুরন্দর ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন; সুতরাং সেই মালার যথোচিত সংকার না করিয়া ঐরাবতের কুম্ভোপরি স্থাপন করিলেন। উন্মত্ত ঐরাবত সেই মালার সৌরভে প্রমত্ত হইয়া শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তখন দুর্ব্বাসা কুপিত হইয়া সুরপতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, বাসব। তুমি আমার প্রদত্ত মালার এইরূপ অবমাননা করিলে, অতএব অদ্য হইতে তুমি ভ্রষ্টশ্রী হইবে এবং তোমার ত্রিভুবনও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত কোনরূপেই অন্যথা হইবার নহে; সুতরাং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন এবং ইন্দ্র ও ত্রিভুবন ভ্রষ্ট-শ্রী হইল।

কূর্ম্ম-অবতার।

এইরূপে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে ত্রিভুবন ভ্রষ্ট-শ্রী হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণ বিষম বিপদ উপস্থিত মনে করিতে লাগিলেন, যজ্ঞাদি সৎকার্য্য সমুদায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল, দুর্দ্দান্ত অসুরগণ প্রবলপরাক্রমে দেবগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিতে থাকিল, অনেকানেক দেবতা অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন, এই সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে জগতের রক্ষা হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে সুমেরুশিখরে আসীন্ ব্রহ্মার নিকট গমনই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন।

অনন্তর অমরবৃন্দ সমবেত হইয়া কমলযোনির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক পিতামহকে নানা প্রকার স্তব করিয়া করুণবচনে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, ভূতভাবন কমলাসন ইন্দ্রাদি অমরগণকে নিষ্প্রভ এবং দৈত্যগণকে হৃষ্টপুষ্ট দর্শন করিয়া পরমপুরুষকে ভাবনা করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া প্রফুল্লবদনে বলিলেন, সম্প্রতি যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি, ইহার কোন প্রতিকার করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে এবং মহেশ্বরও ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিবেন না। যে পরমপুরুষ স্বীয় অংশরূপে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, চল সকলে সমবেত হইয়া সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হই, জগদ্গুরুর শরণাগত হইলে, অবশ্যই ভগবান্ আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

বিধাতা এইরূপে দেবগণকে কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত করিয়া তাহাদিগের সহিত বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন এবং নারায়ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবন্! তুমি জগতের পূজনীয়, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদিগকে আসন্নবিপদ হইতে পরিত্রাণ কর। এইরূপে বিশ্বেশ্বরের স্তব করিলে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। নারায়ণের দেহ হইতে কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় কিরণজাল বহির্গত হইল, তাহাতে

দেবগণের চক্ষু বিকল হইয়া গেল, ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিও তাঁহাদিগের অদৃশ্য হইল, কেবল ব্রহ্মা ও মহাদেব ইঁহারাই নারায়ণের বিমলমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের অপূর্ব্বমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া চন্দ্রশেখর ও বিরিঞ্চি দেবগণের সহিত ভূতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দেবগণ ভক্তিগর্ভ বাক্যে নানাপ্রকার স্তব করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন অন্তর্য্যামী ভগবান দেবগণের মনোগত জানিতে পারিয়া অনাময় জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মেঘগম্ভীরনিস্বনে কহিতে লাগিলেন, আমি তোমাদিগের বিপদ জানিতে পারিয়াছি, আমি শীঘ্রই সেই বিপদের প্রতিকার করিব। সুরেশ্বর সুরকার্য্য সাধনার্থ সমুদ্রমন্থনাদি ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া অমরবৃন্দকে কহিলেন, হে দেবগণ! হে গন্ধর্ব্বগণ! যাহাতে তোমাদিগের বিপদ নিবারিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইতে পারে, তাহার উপায় বলিতেছি, তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। এইক্ষণ তোমরা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান কর; যতদিন আপনাদিগের বিপদ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ দৈত্যগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে হইবে, অনন্তর স্বকার্য্যসাধন হইলে তাহাদিগকে দমন করা অসাধ্য হইবে না। এইক্ষণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উৎপাদন করিতে না পারিলে জগৎ রক্ষার আর উপায় নাই, জগৎ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, ইহাতে অমৃত ভিন্ন শান্তি প্রদান করিতে কাহারও সাধ্য নাই, অমৃত সেবনে মৃত প্রাণীও পুনর্ব্বার জীবন পায়। অতএব যাহাতে সমুদ্রমন্থনদ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। এই সমুদ্রমন্থন সহজ ব্যাপার নহে, অসুরগণের সহিত বৈরভাব থাকিলে কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবে, সুতরাং দৈত্যগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষীরোদসাগরে যাবতীয় লতা, পত্র, ঔষধি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সাগর-মন্থন করিতে হইবে।

এইরূপে সাগরমন্থন করিতে গেলে পৃথিবী ভার সহ্য করিতে না পারিয়া রসাতলে গমন করিতে থাকিবে, তখন আমি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিব। ব্রহ্মণ! তোমাদিগকে আর বিশেষ করিয়া বলিতেছি, অসুরগণের অভিলষিত কর্ম্মই তোমরা অনুমোদন করিবে, কখনও তাহাদিগের অসম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, আর সাগরমন্থন করিতে করিতে যে কালকূট উত্থিত হইবে, তাহাতে ভীত হইও না এবং নানারূপ রত্ন সমুৎপন্ন হইবে, তাহাতেও লোভ করিবে না। হরি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলে দেবগণ সন্ধিস্থাপনমানসে দৈত্যরাজ বলির সমীপে গমন করিলেন। দেবগণের যুদ্ধসঙ্কল্প বা যুদ্ধসজ্জা কিছুই ছিল না, তথাপি স্বভাববৈর-বশতঃ বলিরাজের সৈন্যগণ দেবতাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধোদ্‌যোগ করিতে লাগিল। বলিরাজ সন্ধি ও যুদ্ধের সময় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি আপন সেনাগণকে যুদ্ধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন দেবগণ বলিরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া সমবেত অসুরগণের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করিলেন, পুরন্দর মধুব বচনে বিষ্ণুর উপদিষ্ট সমুদ্রমন্থনের কর্ত্তব্যতা ও উপকারিতা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে বলি অরিষ্টনেমি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ দেবরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর সুরাসুর উভয়পক্ষের সন্ধিস্থাপন হইল, সকলেই পরস্পর সাগরমন্থন করিয়া অমৃতোৎপাদনে ব্যগ্র হইলেন।

সুরাসুর উভয়পক্ষ সাগরমন্থনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মন্দরাচল উৎপাটন করিয়া সমুদ্রাভিমুখে লইয়া চলিলেন। মন্দরগিরিকে বহন করিয়া বহুদূর গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বলি প্রভৃতি দানবগণ সকলেই ভারবহনে অসমর্থ হইয়া পথিমধ্যে মন্দরাচলকে নিক্ষেপ করিলেন, মন্দরগিরি পতিত হইয়া অনেকানেক সুরাসুর চূর্ণ করিয়া ফেলিল, এদিকে গরুড়বাহন বিষ্ণু সুরাসুরদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া একহস্তে ধরিয়া মন্দরকে গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করিলেন এবং দেবদানবগণে পরিবৃত হইয়া সাগরাভিমুখে চলিলেন। গরুড় মন্দরাচলকে সাগর-

সমীপে লইয়া গেল এবং সমুদ্রতীরে অবতরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে দেবদানবগণ বিনয়বচনে জলধিকে কহিলেন, বারিধে! আমরা অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত তোমার জল মন্থন করিব, তুমি অনুমতি কর। তখন ক্ষীরসাগর কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে অমৃতের অংশ প্রদান করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি মন্দরাদ্রি ভ্রমণজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকার করি। তখন সকলেই বলিলেন আমরা তোমাকে অমৃতের অংশ প্রদান করিব। ইহাতে সমুদ্র সম্মত হইলে সকলেই সাগরমন্থনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, মন্দরগিরিকে সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বাসুকিরূপ রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিলেন দেবতারা ভুজঙ্গের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া দানবদিগকে লাঙ্গুলের দিকে ধারণ করিতে কহিলেন, দৈত্যগণ কহিল, আমরা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, অস্ত্রবিদ্যায়ও আমাদিগের পারদর্শিতা আছে, আমাদিগের জন্ম কর্ম্মও অপ্রশস্ত নহে, শাস্ত্রে লিখিত আছে সর্পের লাঙ্গুল ধারণ করিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, অতএব আমরা সর্পের লাঙ্গুল ধারণ করিব না। তখন বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমরা বাসুকির সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিতেছি, তোমরা আসিয়া অগ্রভাগ ধারণ কর, আমরা লাঙ্গুলধারণ করিব। হরি এইরূপে স্থানবিভাগ করিয়া দিলে দেবগণ লাঙ্গুল এবং দৈত্যগণ বাসুকির সম্মুখভাগ ধারণ করিল।

দেবদানবগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট অংশে ধারণ করিয়া অমৃতলাভের নিমিত্ত ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন, সাগর ক্রমশ মথিত হইতে লাগিল। মন্দরগিরির কোন আধার ছিল না, বিশেষতঃ প্রকৃষ্ট বলশালী দেবাসুর প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছেন, সুতরাং সেই গুরু ভারে পর্ব্বত ক্রমশঃ সাগরগর্ভে প্রোথিত হইতে লাগিল। এইরূপ দৈব দুর্ব্বিপাক দর্শনে সকলই হতাশ ও ম্লান বদন হইয়া পড়িলেন এবং বিষণ্নবদনে বিষ্ণুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু বৃহৎ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক মন্থন দণ্ডরূপী

ভ্রাম্যমাণ মন্দরাচলকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন এবং অপর এক বিরাট মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতের উপরিভাগে থাকিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিতে থাকিলেন। সেই অনন্তশক্তি অচ্যুত যে নানারূপ মূর্ত্তিধারণ-করিয়া নানারূপ কার্য্য করিতেছেন, সুরাসুরমধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। হৃষীকেশ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নাগরাজ ও দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা, পুরন্দর ও মহেশ্বর প্রভৃতি জগৎকর্ত্তার অচিন্তনীয় অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিয়া বিবিধ স্তব করিতে করিতে তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকিলেন। দেব ও দৈত্যগণ সকলেই হরির বলে অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া সাগরমন্থন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নাগরাজ বাসুকির সহস্র ফণা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইয়া অসুরগণকে দাবাগ্নিদগ্ধ তরুর ন্যায় হতপ্রভ করিয়া ফেলিল এবং শ্বাসাগ্নিতে দেবতাদিগকেও হতপ্রভ ও মলিন করিয়া তুলিল। কিন্তু ভূতভাবন নারায়ণের বশবর্তী মেঘসকল বারিবর্ষণ করিয়া দেবাসুরদিগকে সুশীতল করিয়া শ্রান্তি দূর করিল। এইরূপে দেবাসুরকর্ত্তৃক সাগর মথিত হইলে তাহা হইতে কালকূট উৎপন্ন হইয়া অগ্নির ন্যায় জগন্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল, সেই কালকূটের আঘ্রাণ-মাত্রেই ত্রিলোকস্থ প্রাণিগণ বিচেতন হইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ সকলেই ভয়ে অভিভূত হইলেন, তখন বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া দেববৃন্দ কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকিলেন। এদিকে ব্রহ্মা দেখিলেন, হিতে বিপরীত উপস্থিত হইল, অমৃতদ্বারা জগৎরক্ষা করা দূরে থাকুক কালকূট উৎপন্ন হইয়া জগতের প্রলয় করিতেছে, তখন পদ্মযোনি মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধ স্তুতি পরম্পরা দ্বারা ত্রিলোচনকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, সমুদ্রমন্থনে কালকূট উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোক বিনাশ করিতেছে, প্রভো! এইক্ষণ আপনি রক্ষা না করিলে আর ত্রিভুবন রক্ষা পায় না। তখন পঞ্চানন সেই কালকূট পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন, তদবধি তাঁহার নীলকণ্ঠ নাম হইল।

পুনর্ব্বার সাগর মন্থন করিতে করিতে সাগর হইতে সুরভী উৎপন্ন হইল, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই সুরভীকে পাইয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত ছিল, এইক্ষণ এই সুরভীর পবিত্র ঘৃতদ্বারা যজ্ঞ সাধন হইতে পারিবে ; এই মনে করিয়া আহ্লাদে সুরভীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর চন্দ্রবৎ শুভ্রকান্তি উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্বরত্ন সমুদ্ভূত হইল, সেই অশ্ব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বলি উভয়ের স্পৃহা হইল, কিন্তু সুরপতি বিষ্ণুর কথানুসারে আপাততঃ সেই অশ্বরত্নের লোভ পরিত্যাগ করিলে দানবেন্দ্র বলিই সেই উচ্চৈঃশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মহোদধি হইতে ঐরাবত নামে এক অলৌকিক হস্তিরাজ সমুৎপন্ন হইল, এই ঐরাবত সুমেরুর শৃঙ্গতুল্য চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট, তাহাকে ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন, অনন্তর সেই ক্ষীরোদসাগর হইতে অষ্টদিগ্‌গজ, অষ্টকরিণী, পদ্মরাগ ও কৌস্তুভাদি মণি সমুৎপন্ন হইলে, ভগবান নারায়ণ সেই কৌস্তুভমণিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। অতঃপর পারিজাত উদ্ভূত হইল, এবং শুভ্রবস্ত্রাবৃত অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যশালী অপ্সরোগণের উৎপত্তি হইল।

পরিশেষে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী উদ্ভূত হইলেন, অতঃপর অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কমলনয়না পরমরমণীয়া এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন, ইহার নাম বারুণী। হরির অনুমতিক্রমে ঐ বারুণীকে অসুরগণ গ্রহণ করিল। তখনও সুরাসুর অমৃতলাভের প্রত্যাশায় মন্থন করিতে লাগিলেন, অবশেষে পরমতেজা এক পুরুষ অমৃতপূর্ণ কুম্ভ হস্তে করিয়া সমুদ্ভূত হইলেন, ইহার নাম ধন্বন্তরি। এইরূপে অমৃত উৎপন্ন দেখিয়া দেবাসুর উভয়পক্ষই মন্থন ব্যাপারে বিরত হইলেন। দানবগণ ধন্বন্তরি ও অমৃতকুম্ভ অবলোকন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে লোভ করিল এবং বলপূর্ব্বক সেই অমৃতকুম্ভ হরণ করিল। অনন্তর নারায়ণ মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক দানবগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবগণ সেই যুবতীর রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া তাহার হস্তে সেই অমৃতকুম্ভ অর্পণ

করিলেন, বিষ্ণু অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া সেই অমৃতকুম্ভ লইয়া প্রস্থান করিলে দানবগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধমানসে দেবতাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অমরবৃন্দ সমরে অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃতপান করিতেছেন, এমন সময় রাহুনামে কোন অসুর দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই অমৃত রাহুর কণ্ঠ-দেশপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এমন সময় চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতাভিলাষী হইয়া রাহু যে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতেছে, তাহা দেবগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন, বিষ্ণু রাহুকে অসুর জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ চক্রদ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করিলেন। তখন রাহুর মস্তকবিহীন দেহ ভূতলে পতিত হওয়াতে ধরণীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল, ছিন্নমস্তক আকাশে উত্থিত হইল, এই নিমিত্ত অদ্যাপিও রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

এদিকে বিষ্ণু মোহিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রদ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। অনেক অসুর প্রাণত্যাগ করিল, অবশিষ্টের মধ্যে কতক পৃথিবীতে, কতক বা লবণসাগরে প্রবিষ্ট হইল, ত্রিলোকপতি নারায়ণ কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিজগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের কূর্ম্মাবতার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ঐহিক সুখভোগাবসানে পরম পদ লাভ করিতে পারেন।

তৃতীয়

বরাহ-অবতার

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব নগ্না শশিনি কলঙ্ককলেবর নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব।

জগৎপাতা জনার্দ্দন বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দশনাগ্রদ্বারা জলমগ্না ধরণীকে উদ্ধার করেন এবং হিরণ্যাক্ষ নামক মহাবল ত্রিলোক-বিজয়ী দৈত্যের প্রাণসংহার করিয়া ভূভারহরণপূর্ব্বক জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইয়া পদ্মযোনিকে কহিলেন, পিতঃ! আমরা আপনার সন্তান, কিরূপে আপনার সেবা করিব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। আপনার আদেশ পাইলেই আমরা উপদেশানুরূপ আচরণ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি। প্রজানাথ তনয়ের উচ্চাশয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে আত্মতুল্য সন্তান উৎপাদনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর এবং যজ্ঞাদিদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা কর। তাহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইব। মনু পিতৃবাক্যে উপদিষ্ট হইয়া কহিলেন, তাত! আপনার উপদিষ্ট কার্য্যই করিব, কিন্তু পিতঃ! এমন স্থান দেখিতেছিনা যে, সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রজাবর্গ উৎপাদন করিতে পারি। পৃথিবী এখন সলিলগর্ভে নিমগ্না রহিয়াছে, অতএব আপনি কোন উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করুন। ব্রহ্মা পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া চিন্তা করিলেন

বরাহ-অবতার।

যিনি আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভূতভাবন নারায়ণ ভিন্ন ইহার উপায় নাই, তিনিই আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধন করুন। ব্রহ্মা এইরূপে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বরাহ নির্গত হইল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ঐ শূকর ক্ষণকাল আকাশে থাকিতে থাকিতেই এক বৃহৎকায় হস্তীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইল। তখন ব্রহ্মা সেই শূকররূপ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, কোন দিব্যপ্রাণী এই আশ্চর্য্য শূকররূপ ধারণ করিয়া আমার নাসিকাবিবর হইতে নির্গত হইয়া থাকিবেন। যখন ইনি বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন ইহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র ছিল, ক্ষণকালমধ্যেই পর্ব্বতাকারে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। বোধহয় নারায়ণই নিজরূপ গোপন করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মা পুত্রগণের সহিত এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই যজ্ঞবরাহরূপী ভগবান্ গিরিতুল্য কলেবর বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে বজ্রধ্বনির ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; সকলেই মায়াময় শূকরের অপূর্ব্বধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বেদত্রয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই আদিপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ঋষিদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা আপনার গুণানুবাদজ্ঞানে পুনর্ব্বার সমধিক গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, বরাহমূর্ত্তিধারী আদিপুরুষ স্বয়ংই পৃথিবীর অনুসন্ধান করিতে করিতে জলে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সাগরজলে আপন কঠিন কলেবর নিক্ষেপ করিলেন, তখনই সাগরের কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া তরঙ্গাকুল হইয়া উঠিল। মুনিগণ ভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, ভগবন! রক্ষা কর রক্ষা কর।

যজ্ঞবরাহরূপী ভগবান্ এইরূপে সাগরজলে প্রবেশ করিয়া খুর দ্বারা জলধির একদিক হইতে অপরদিক বিদারণপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি প্রলয়কালে জলমধ্যে শয়ন করিয়া যে পৃথিবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ছিলেন, সেই ধরণী রসাতলে অবস্থিতি করিতেছে। তখন সেই আদিবরাহ আপন বিশাল তীক্ষ্ণদন্তের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে সংলগ্ন

করিয়া উত্থিত হইলেন, তখন অসহ্য বিক্রমশালী আদিদৈত্যে হিরণ্যাক্ষ জল হইতে উত্থিত হইয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক্ বরাহরূপী ভগবানকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে আদিবরাহের তীব্র ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞবরাহ অবলীলাক্রমে সেই দৈত্যকে সংহার করিলেন। জগদীশ্বর নীলবর্ণ শূকরবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া আপন দণ্ডদ্বারা ধরণী উদ্ধার করিলেন দেখিয়া বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণ অলৌকিক বেদবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মধুসূদন! আপনি এইক্ষণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতেব বসতির নিমিত্ত এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে স্থাপন করুন। বরাহরূপী ভগবান মুনিগণের স্তুতিবাক্যে সুপ্রসন্ন হইয়া আপন খুরদ্বারা অভিব্যাপ্ত জলরাশির উপরি পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন। জগৎপাতা জগদীশ রসাতল হইতে ধরণী উদ্ধার করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহাবল হিরণ্যাক্ষের বধবৃত্তান্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রজানাথ তাহা দেবগণের নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিতেছেন। একদা সন্ধ্যাসময়সমাগত হইলে যখন দিনমণি অস্তাচল-শিখর আশ্রয় করিলেন, তখন মরীচিনন্দন কশ্যপ, যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হোমকার্য্য সমাপন করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে তাহার পত্নী দিতি কামদেবের শরপীড়নে ব্যথিত এবং পুত্রার্থিনী হইয়া হোমগৃহে গমনপূর্ব্বক কশ্যপকে কহিলেন, নাথ! এ দুঃখিনী কামশরে পরিপীড়িত হইতেছে, বিশেষতঃ আমি পুত্রবতী সপত্নীদিগের সৌভাগ্যদর্শন করিয়া নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। অতএব আপনি এই সময়ে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দুঃখিনীকে মদন-যাতনা হইতে মুক্ত করুন। তখন কশ্যপ পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে! মুহূর্তকাল মাত্র অপেক্ষা কর, আমি কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধান করিয়া তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব। এইক্ষণ কোন কার্য্য করিতে নিষেধ আছে, এই সময়ের নাম রাক্ষসীবেলা, এই সময় ভূতগণের অধিকার, ভগবান ভূতপতি এই সময়ে ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করেন, তিনি নেত্রত্রয় দ্বারা সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন,

সুতরাং এই রাক্ষসীবেলায় কার্য্য করিলে তাহা শুভফলপ্রদ হয় না। এই ঘোররূপিণী বেলা অতীত হইলেই আমি তোমার মনোরথ সফল করিব।

কশ্যপ উপদেশপূর্ণ বাক্যে পত্নীকে সান্ত্বনা করিলেন বটে, কিন্তু দিতি মদনের শরাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেশ্যার ন্যায় স্বীয় পতির বসন ধারণ করিলেন। তখন কশ্যপ ভার্য্যার আগ্রহদর্শন করিয়া ঐরূপ নিষিদ্ধকার্য্যের দোষ পরিহারার্থ দৈবরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর অভিলাষ পরিপূর্ণ করিলেন। কশ্যপের সায়ংকালীন নিয়ম সকল ভঙ্গ হইয়া গেল, দিতি সেই ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজ ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা প্রকারে অভীষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপোধন প্রিয়াকে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আপন চিত্তের অশুদ্ধি, মুহূর্ত্তদোষ, আমার নিয়ম ভঙ্গ এবং রুদ্রের অবমাননা এই দোষ চতুষ্টয় নিবন্ধন এই গর্ভে তোমার দুইটি অপকৃষ্ট সন্তান জন্মিবে। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, "রাক্ষসীবেলাতে কোন কার্য্যই শুভফল প্রদান করিতে পারে না," সুতরাং তোমার উত্তম সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই গর্ভে তোমার যে দুটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহারা পুনঃ পুনঃ লোক ও লোকপালদিগকে পরিপীড়ন করিবে। নিরাশ্রয় নিরপরাধী প্রাণিদিগকে বধ করিবে এবং স্ত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া অবশেষে যখন মহাত্মা ব্যক্তিদিগের কোপ উৎপাদন করিবে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। আর তোমার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক পুত্র হইতে এক সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তান হরিপরায়ণ হইবে, এই কথা শুনিয়া দিতির মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

ক্রমে দিতির গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, দিতি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে জয় বিজয় নামে স্বর্গের দ্বারপাল ছিলেন। একদা সনকাদি-ঋষি চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তখন ঐ জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন, ঋষিদিগকে বিবস্ত্র

দেখিয়া তাহাদিগকে বেত্র প্রহার করেন, ঋষিগণ তাহাতে কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন, "অরে দুষ্টাশয়। তোরা পৃথিবীতে দৈত্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর।" অতএব সেই জয় ও বিজয় ইহারাই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দিতির গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নানাবিধ উৎপাত দর্শন হইতে লাগিল, ব্রহ্মা তাহাদিগের হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নাম রাখিলেন।

অনন্তর অল্পকালমধ্যেই উভয় দৈত্য মহাবলশালী হইয়া উঠিল এবং দেবদানব সকলের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল, দেবগণ সর্ব্বদা সভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া দেবদানব সকলের অবধ্য হইয়া উঠিল, আপন বাহুবলে ত্রিভুবন পরাজিত ও বশীভূত করিয়া অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার প্রীতিভাজন কনিষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ গদাহস্তে যুদ্ধার্থী হইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইল। অমরগণ ঐরূপ প্রবলপরাক্রম দৈত্যকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন, হিরণ্যাক্ষ ইন্দ্রাদিদেবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে সমুদ্র-গর্ভে প্রবিষ্ট দেখিয়া মকরকুম্ভীরাদি জলজন্তু সকল ভয়ে অবসন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্যরাজ তাহাদিগকে প্রহার না করিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করিল এবং বহু বৎসর বরুণের বিভাবরী নাম্নী পুরীতে অবস্থিতি করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধপ্রার্থনা করিলে বরুণদেব হিরণ্যাক্ষকে কহিলেন, আপনি অদ্বিতীয় বলশালী, অসুর-শ্রেষ্ঠ ও রণপণ্ডিত, সুতরাং পরমপুরুষ ভিন্ন কেহ আপনাকে যুদ্ধে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, অতএব আপনি সেই আদিপুরুষের নিকট গমন করুন, তিনি রণক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার দর্পচূর্ণ করিবেন। তখন হিরণ্যাক্ষ বরুণের কটূক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া আদিপুরুষ বিষ্ণুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর নারদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার নিকট বিষ্ণুর অবস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল "বিষ্ণু এখন রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন।"

হিরণ্যাক্ষ নারদের নিকট অবগত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং দেখিল হরি বরাহরূপ ধারণ করিয়া দশনাগ্রভাগে পৃথিবী বহন করিতেছেন। হিরণ্যাক্ষ হরিকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিল, হরি তাহার প্রতি অরুণবর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে হিরণ্যাক্ষের তেজ নষ্ট হইয়া গেল, তথাপি দুষ্টাশয় হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অহে কপটচারিন! গুপ্তভাবে থাকিলেও আমার হস্তে নিস্তার নাই। এইক্ষণ ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় আমার শরণাপন্ন হইয়া শীঘ্র পৃথিবীকে পরিত্যাগ কর, বিশ্বকর্ত্তা এই পৃথিবী আমাদিগের বসতির নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, অহে শূকররূপিন! তুমি ইহা মনে করিও না যে, আমার সমক্ষে দৈত্যগণের অভ্যুদয়ের সহিত ইহাকে হরণ করিতে সমর্থ হইবে। অরে মূঢ়! তোমার সহিত আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, অদ্য তোমাকে সংহার করিয়া জ্ঞাতিবর্গের শোক শান্তি করিব। এইক্ষণ গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করিতেছি।

হিরণ্যাক্ষের ঈদৃশ কটূক্তি ভোমরাঘাতের ন্যায় হরিকে ব্যথিত করিতে লাগিল, তথাপি তিনি কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না, দেখিলেন তাহার দন্তলগ্না পৃথিবী দৈত্যের আস্ফালনে কম্পিত হইতেছে, তখন তিনি ধরিত্রীর সহিত জল হইতে উত্থিত হইয়া সলিলের উপরিভাগে পৃথিবীকে স্থাপন করিয়া শত্রুর সমক্ষেই তাহাতে আপনার আধার শক্তি স্থাপন করিলেন। দৈত্যও তাঁহার পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া নানাবিধ কটুবাক্যে সর্ব্বান্তরাত্মা বিষ্ণুর মর্ম্মভেদ করিতে লাগিল; প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান তাহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই মনে করিয়াছিস আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, যাহা হউক, তথাপি আমাকে যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। আর তর্কবিতর্ক না করিয়া আগমন কর এবং সমরে আমারে নিপাত করিয়া তোর বন্ধু-বান্ধবগণের অশ্রুধারা মার্জ্জন কর। যাহারা প্রতিজ্ঞাপালন করিতে না পারে, তাহারা নিরন্তর নিরয়গামী হইয়া থাকে। হিরণ্যাক্ষ হরির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইল এবং হরির বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রবল বেগে গদা

নিক্ষেপ করিলে হরি সেই গদা অতিক্রম করিলেন। দৈত্যরাজ পুনর্ব্বার প্রবলবেগে সেই গদা হরির প্রতি প্রহার করিল। তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যের দক্ষিণ ভ্রূ লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপে উভয়ের যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে থাকিয়া নারায়ণকে কহিলেন, প্রভো! এই দানব আমার নিকট বরলাভ করিয়া অন্যের অজেয় হইয়াছে, হে দৈত্যারে! আপনি নিজমায়া অবলম্বন করিয়া এই পাপাশয়কে বিনাশ করুন। প্রভো! চাহিয়া দেখুন, ঐ লোকনাশকারী দারুণ সময় আগমন করিতেছে, আপনি এই সময় দানবকে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগের জয়সাধন করুন। অভিজিৎ নামে মুহূর্ত্তযোগ প্রায় অতীত হইল, এই সময়ে ইহাকে বধ করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া এই দেবকণ্টককে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাত করিয়া ত্রিলোককে সুখে স্থাপন করুন। তখন নারায়ণ কমলযোনির অকপট বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ বিক্ষেপপূর্ব্বক ঈষৎ-হাস্য করিয়া ব্রহ্মার বাক্যসকল অনুমোদন করিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কালরূপী তথাপি ব্রহ্মা আমাকে মুহূর্ত্তের উপদেশ দিতেছেন।

অনন্তর গদাধর গদাহস্তে লম্ফপ্রদান করিয়া সম্মুখাগত অকুতোভয় দৈত্যরাজের হনুদেশে গদাপ্রহার করিলে পর সেই গদা ভূমিতে পতিত হইল। দৈত্য সেই সময় বিলক্ষণ অবসর পাইয়াছিল বটে, কিন্তু হরিকে নিরস্ত্র দেখিয়া যুদ্ধধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ হরির গাত্রে কোন অস্ত্রক্ষেপ করিল না। কেবল যাহাতে হরির কোপ বৃদ্ধি হয়, তাহাই করিতে লাগিল। হরি সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সুদর্শন-চক্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। হরিকে সুদর্শন হস্তে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া দৈত্যের ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। দানব রোষপরতন্ত্র হইয়া মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষসী হরির প্রতি প্রেরণ করিল, ঐ রাক্ষসীরা শূল হস্তে করিয়া হরির দিকে ধাবিত

হইতে লাগিল, দৈত্যসূদন হরি সেই সকল মায়ারাক্ষসীদিগকে বিনাশ করিলেন।

হিরণ্যাক্ষ আপন মায়া ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া পুনর্ব্বার কেশবের দিকে ধাবিত হইল এবং ক্রোধভরে বাহুদ্বারা মাধবকে বেষ্টন করিল। দৈত্য হরিকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিল বটে, কিন্তু দেখিতে পাইল হরি তাহার বাহুর বহির্ভাগে অবস্থিত আছেন এবং অবহেলাপূর্ব্বক দৈত্যকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতেই দৈত্যরাজের কলেবর ঘূর্ণিত ও চক্ষুদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, অসুর বায়ুবেগে উন্মূলিত গিরিরাজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিক প্রশান্ত হইল। ব্রহ্মাদি অমরগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন। অহো! হিরণ্যাক্ষের কি সৌভাগ্য! দৈত্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবদুর্ল্লভ সদগতি লাভ করিল। ত্রিলোক-নাথ হরি এইরূপে হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

যাঁহারা এই শূকররূপী জগন্নাথের হিরণ্যাক্ষ বধরূপ অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ শ্রবণ করেন, অথবা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মহত্যাদি মহামহা পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হিরণ্যাক্ষ বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে দেহ পবিত্র হইয়া অতুল পুণ্যলাভ হয়। যাঁহারা ইহার অনুমোদন করেন, তাঁহারাই ধন্য এবং কীর্ত্তি, আয়ু ও সর্ব্বমঙ্গলভাজন হইতে পারেন। যিনি অন্য ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিপদপ্রাপ্তি কামনায় ভক্তিপূর্ব্বক হরিগুণ শ্রবণকরত একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয় গুহাশায়ী ভগবান স্বয়ং তাহাকে নিজপদে স্থান অর্পণ করেন। হরিগুণ শ্রবণ সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকার্য্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব নারদের মুখে হরিগুণ শ্রবণ করিয়া মৃত্যুপাশ ছেদনপূর্ব্বক হরিপদে বিলীন হইয়াছিলেন।

চতুর্থ

নরসিংহ-অবতার

"তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং ; দলিতহিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গং ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥"—জয়দেব

ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া ত্রিলোককণ্টক হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন এবং বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন।

হরি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিলে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃশোকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সন্তপ্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দানবরাজ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সভ্য দৈত্যগণের নামগ্রহণপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমাদিগের ক্ষুদ্র শত্রু দুষ্ট দেবগণ আমার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়াছে, আমিও এই শূলদ্বারা বলি-পশুর ন্যায় তাহাদিগের গলচ্ছেদনপূর্ব্বক রুধির দ্বারা শোণিতলোলুপ ভ্রাতার তর্পণ করিয়া সুস্থ হইব। তোমরা পৃথিবীতে গমন কর। ভূমণ্ডল সম্প্রতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ হইয়াছে : ইহাদিগকে শাসনে আনিতে না পারিলে দেবগণকে পরাস্ত করা অসাধ্য হইবে। দুঃশীল ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন করে, তাহাতেই উহাদিগের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে গমন করিয়া যাহাদিগকে যজ্ঞসাধন ও তপস্যা করিতে দেখিবে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি

নরসিংহ-অবতার।

প্রদান কর। আর যে যে জনপদে দ্বিজাতি, গো বাস করে, বেদধ্বনি হয়, সেই সেই জনপদের উচ্ছেদ সাধন কর। সংহারপ্রিয় দানবগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া প্রজানাশ করিতে আরম্ভ করিল, সকলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া রুধিরবর্ষণদ্বারা যজ্ঞকার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন করিতে লাগিল, এইরূপে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অনুচরবর্গের সহিত প্রজা-দিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যগণের ন্যায় গুপ্তভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার শ্রাদ্ধতর্পণাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া মাতা, বধূ ও পুত্রগণের শোকাপনোদন করিলেন এবং স্বয়ং সুরনর প্রভৃতির অজেয় হইবার মানসে মন্দরগিরির কন্দরমধ্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। উর্দ্ধবাহু হইয়া অঙ্গুষ্ঠেব অগ্রভাগ-দ্বারা পৃথিবী ধারণপূর্ব্বক অনন্যদৃষ্টিতে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধ্যানতৎপর হইলেন। দেবগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া সভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, ত্রিলোক-বাসী লোকেরই দৈত্যরাজের তপস্যা দর্শনে অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। সুরগণ তাহার তপঃপ্রভাবে উত্তপ্ত হইয়া দেবলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন এবার বোধ হয়, আমাদিগের স্ব স্ব পদরক্ষা পায় না, এইরূপ উগ্রতপঃ-প্রভাবে দৈত্যরাজের কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না, মনে করিলে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের আধিপত্য গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুরাননের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, জগৎপতে! আমরা সকলেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তপঃপ্রভাবে সন্তপ্ত হইয়াছি, ইহার এই তপস্যা সম্পূর্ণ হইলে কাহারও ভদ্রস্থতা নাই, অতএব আপনি শীঘ্র ইহার কোন প্রতিকার করুন। তাহা না হইলে দেবগণের রক্ষার উপায় দেখিতেছি না। আপনি সকলই জানিতেছেন, আমরা তাহার তপস্যার অভিসন্ধি জানিয়াছি, দৈত্যরাজ এই অভিলাষ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে যে, আপনি যেরূপ চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া সত্যলোকে বাস করিতেছেন,

সেও সেইরূপ সত্যলোকের আধিপত্য করিবে, ইহাই তাহার আধুনিক তপঃসাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই দৈত্য ইহাই মনে করিতেছে, আমি অল্পায়ু হইলেও কাল এবং আত্মার নিত্যতাপ্রযুক্ত, দীর্ঘকাল সত্যলোকে বাস করিতে পারিব। আমরা দৈত্যরাজের উগ্রতপস্যার এই সকল অভিসন্ধি জানিয়া সকলেই আসন্ন বিপদ মনে করিতেছি। আপনি ইহার কর্ত্তব্য স্থির করুন, আপনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, আপনি ইহার কোন প্রতিবিধান না করিলে কেহ এই দুর্দ্দান্তকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

স্বয়ম্ভূ অমরগণের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জগতের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া হিরণ্য-কশিপুর তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। দৈত্যরাজ বহুকাল একস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে-ছিলেন। সুতরাং বল্মীকদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া তৃণাদিতে আবৃত ছিনেল এবং পিপীলিকা কীট প্রভৃতি দংশক জন্তুগণ তাহার ত্বক, মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তাহাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, দেখিলেন দৈত্যরাজ তপঃপ্রভাবে ত্রিলোক দগ্ধ করিতেছেন। তখন হংসবাহন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কশ্যপনন্দন! তুমি গাত্রোত্থান কর, তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুমি তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, দংশক জন্তুগণ তোমার শরীর ভক্ষণ করিয়া প্রাণকে অস্থিগত করিয়াছে, তথাপি তোমার চৈতন্য নাই। কমলযোনি এইরূপ শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহার অঙ্গে কমণ্ডলুর জলসিঞ্চন করিলেন, তাহাতে হিবণ্যকশিপুর যে সকল অঙ্গ পিপীলিকা প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং বল্মীক হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অভীষ্টদেব হংসবাহন নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন আপন অভিলষিত

দেবকে সমক্ষে দেখিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাঁহার চরণোদ্দেশে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দৈত্যরাজ ব্রহ্মাকে কহিলেন, বরদ! যদি আপনি বর প্রদান করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, "যেন আপনার কোন সৃষ্ট পদার্থ হইতে আমার মরণ না হয় এবং ধরাতলে কি নভোমণ্ডলে যেন আমার প্রাণবিয়োগ হয় না, এই বরদান করিলেই তপস্যা সফল জ্ঞান করিব। হিরণ্যকশিপু এইরূপ দুর্লভ বর প্রার্থনা করিলে বিরিঞ্চি "তথাস্তু" বলিয়া তাহার বাঞ্ছিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি আমার নিকট যে বর গ্রহণ করিলে ইহা ত্রিজগতের দুর্লভ, তথাপি আমি তোমার তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তোমাকে এইরূপ অজেয় বর দিতে বাধ্য হইলাম। চতুরানন হিরণ্যকশিপুকে এইরূপে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দানবরাজ ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া বৈর-নির্য্যাতন মানসে বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিলেন, বিশ্ব-বিজয়ী মহাসুর দশদিক, তিনলোক, সুর, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি জয় করিয়া নিজ ভুজবলে তাহাদিগের সমস্ত হরণ করিয়া লইলেন। অমরাবতী তাহার আরাম স্থান হইল, যে সকল সুরালয় নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা আপন শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই সেই অমরপুরী অধিকার করিয়া তাহাতে বিহার করিতে লাগিলেন, দেবগণ তাহার দুরন্ত শাসনে বশীভূত হইয়া দৈত্যরাজের চরণসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লোকপালগণ তাহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল তপস্যার পর অতি গভীর আকাশবাণী তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। "দেবগণ! তোমরা চিন্তা করিও না. শীঘ্রই তোমাদিগের বিপদ বিনষ্ট হইবে, যখন দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপু মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে, তখনই এই দৈত্যকে বিনাশ করিব।" এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া অমরগণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং জগৎপাতাকে নমস্কার করিয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে অতি বলিষ্ঠ হইয়া ত্রিলোকের আধিপত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহার চারি পুত্র জন্মিল, পুত্রগণ বয়োবৃদ্ধি অনুসারে নানারূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত, সুশীল, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় হইলেন। প্রহ্লাদ বাল্যকালে গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া শৈশবোচিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ প্রহ্লাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিতেন। একদা দৈত্যরাজ সুরাপানে আশক্ত ছিলেন, এমন সময়ে প্রহ্লাদ গুরুর সমভিব্যাহারে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। দৈত্যেশ্বর তাহাকে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং তনয়ের বদনচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এতদিন গুরুগৃহে বাস করিয়া নিয়ত পরিশ্রম-পূর্ব্বক যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, আমার নিকট তাহার সারাংশ পাঠ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! আমি যাঁহাকে সারভূত জানিয়াছি, তিনি সর্ব্বদা আমার অন্তঃকরণে জাগরুক আছেন। আমি অসার সংসারের সারভূত নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নির্ণয় করিতে কাহারও শক্তি নাই, যাঁহাব জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তাঁহাকেই আমি জগতের সারভূত বলিয়া জানি।

দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু তনয়ের এইরূপ অভাবনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে কহিলেন, অরে ব্রাহ্মণাধম! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিস, তথাপি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শিশুসন্তানকে বিপক্ষে স্তব করিতে শিক্ষা দিয়াছিস। গুরু দৈত্যরাজের ভয়ে ভীত হইয়া সবিনয় বচনে কহিলেন, রাজন! আপনি ক্রোধে অধীর হইবেন না, আপনার পুত্র যেরূপ বলিতেছে, আমি উহাকে ঐরূপ শিক্ষাদান করি নাই।

তখন হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণের বাক্যে অপেক্ষাকৃত ক্রোধ নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে কহিলেন, বৎস! তোমার গুরু বলিতেছেন, তিনি তোমাকে এইরূপ অসদুপদেশ দেন নাই, তবে কে তোমাকে এইরূপ কুশিক্ষায় শিক্ষিত করিল বল। প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! যিনি অখিল জগতের জ্ঞানদাতা, সেই জগদগুরু ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী অখিলেশ্বর ব্যতিরেকে আর কে জ্ঞান দান করিতে পারে? আমি সেই সর্ব্বেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াই জ্ঞানপথের পথিক হইয়াছি। হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুরাত্মন! আমিই জগতের ঈশ্বর, আমার নিকট আর ঈশ্বর কে আছে? অরে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে পুনঃ পুনঃ যাহার নাম করিতেছিস, সেই বিষ্ণু কে? প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যোগিগণ নিরন্তর যাঁহার পরমপদ ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব বিদ্যমান আছে, সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী পরমেশ্বরই বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু তনয়ের বাক্যশরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, অরে কুলাঙ্গার! বোধ হয় তুই মৃত্যু কামনা করিতেছিস।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ সেই সনাতন পূর্ণব্রহ্মরূপী বিষ্ণু সমুদায় জীবের বিধাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, সেই সর্ব্বকর্ত্তা নারায়ণ আপনাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব পিতঃ আপনি প্রসন্ন হউন। সেই জগৎ-কর্ত্তার শরণাপন্ন হইয়া আপন জীবন সফল করুন। হিরণ্যকশিপু মনে মনে ভাবিলেন, বিষম সঙ্কট দেখিতেছি এই দুষ্ট বালকের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, বোধহয় কোন পাপাশয় ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদা অসাধুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা এই বালককে কুশিক্ষা দিয়াছে, দৈত্যরাজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "এই দুষ্টাত্মাকে আমার বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দেও এবং পুনর্ব্বার গুরুগৃহে রাখিয়া উত্তমরূপে শাসন কর।" তখন অনুচর দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে রাখিয়া আসিল, প্রহ্লাদও গুরুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর শিক্ষা করিতে

লাগিলেন, গুরু যত উপদেশ প্রদান করেন, প্রহ্লাদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিরন্তর সেই পরমপদচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। কিয়ৎদিন অতীত হইলে দানবপতি প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার আপন সমীপে আনাইয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি একটি কবিতা পাঠ কর। প্রহ্লাদ হৃষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, যাঁহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও চরাচর জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দানবেন্দ্র প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, এই দুরাত্মাকে বধ কর, আমি আর ইহার মুখদর্শন করিব না।

দৈত্যরাজ এইরূপে আদেশ করিবামাত্র দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রহ্লাদের সংহারার্থ উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ কহিলেন, "দৈত্যগণ! বিষ্ণু আমার সহস্রারে বাস করিতেছেন, তাঁহার প্রসাদে তোমাদিগের অস্ত্র আমাকে আক্রান্ত করিতে পারিবে না।" অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদের শরীরে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বেদনা অনুভব করিলেন না, তাহার শরীর অক্ষত রহিল, হিরণ্যকশিপু বালককে অক্ষতশরীর দেখিয়া সমধিক কুপিত হইলেন এবং ভুজঙ্গগণকে কহিলেন, তোমরা সহস্র সহস্র সর্প সমবেত হইয়া এই দুর্ব্বৃত্ত বালককে দংশন কর। তখন সর্পগণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিরন্তর দংশন করিতে আরম্ভ করিল, প্রহ্লাদ অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, সর্পগণ বহুক্ষণ দংশন করিয়া তাহার শরীরে দন্ত প্রবেশ করাইতে পারিল না এবং রাজাকে কহিল, দৈত্যেশ্বর! আমাদিগের দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল, মস্তকের মণি খসিয়া পড়িতেছে, তাহার গাত্রতাপে আমাদিগের ফণাসকল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি বালকের চর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না।

হিরণ্যকশিপু সর্পগণকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং প্রমত্ত মাতঙ্গগণকে কহিলেন, তোমরা বিশাল দন্তাঘাতে এই দুষ্ট বালককে নিপাত কর। তখন হস্তিগণ দন্তদ্বারা বালককে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সহস্র সহস্র দন্তী একত্র হইয়া প্রহার করিতে লাগিল,

দানবকুল-চূড়ামণি প্রহ্লাদ নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া বিপদ্ভঞ্জনের চরণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। হস্তিগণের দন্ত বিশীর্ণ হইয়া গেল, প্রহ্লাদের শরীরে আঘাত মাত্রও লাগিল না। হিরণ্যকশিপু পুত্রের এইরূপ অচিন্ত্য সৌভাগ্য দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া দিগ্‌গজগণকে তথা হইতে তাড়িত করিয়া অসুরদিগকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং পবনকে কহিলেন, "তুমি অন্তরীক্ষে থাকিয়া এই অগ্নিকে প্রদীপ্ত কর।" অনুচরবর্গ আজ্ঞামাত্র পর্ব্বতাকার কাষ্ঠরাশি চয়ন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, যখন পবনপ্রবাহে সেই হুতাশ ধক্ ধক্ শব্দে বর্দ্ধিত হইয়া গগন স্পর্শ করিতে লাগিল, তখন সেই অগ্নিমধ্যে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিল, অগ্নি তাহার গাত্র স্পর্শও করিতে পারিল না। প্রহ্লাদ সেই প্রচণ্ড হুতাশনের মধ্যে থাকিয়া হৃষ্টমনে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন, এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইলেন, তখন সণ্ডামার্ক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ স্তুতিবাক্যে দৈত্যরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, রাজন! আপনি ইহার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, এ আপনার আত্মসন্তান, বিশেষতঃ বালক. ইহাকে নষ্ট করিলে আপন সন্তান বিনষ্ট হইল, তাহাতে দেবগণের কিছুই অনিষ্ট নাই, আমরা ইহাকে লইয়া যাই এবং পুনর্ব্বার উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান করি, তাহা হইলে স্বয়ংই এই বালক আপনার শত্রুদমন করিবে। দৈত্যরাজ তাহাদিগের পরামর্শ অনুমোদন করিয়া প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

গুরু সবিশেষ যত্ন সহকারে প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন. প্রহ্লাদ যখন পাঠের অবসর পাইতেন, তখনই আপন সহোদরদিগকে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ দিতেন। প্রহ্লাদ আপন ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য দৈত্যতনয়দিগকে সমবেত করিয়া বলিতেন, আমি তোমাদিগকে পরমার্থ সাধনের উপদেশ দিতেছি, আমার উপদেশবাক্য মিথ্যা বা অন্যথা মনে করিও না, আমি গুরুর ন্যায় অর্থলালসায় তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি না। দেখ, প্রাণীগণ এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, তাহাদিগের ক্রমশঃ বাল্য,

যৌবন জরা প্রভৃতি অবস্থা উপস্থিত হয়, পরে সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, এইরূপ দশাবিপর্য্যয় ও মৃত্যুকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া সংসারকে অনিত্য ও অসাররূপে জানিয়া যাহাতে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টাই জীবের নিস্তার করে। একমাত্র নারায়ণই এই সংসার-পয়োধি হইতে উদ্ধারের কারণ, সেই অনাদিনিধন পরাংপর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর চরণচিন্তন করিলেই তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, অতএব সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সনাতন পুরুষোত্তমের আরাধনা কর। এইক্ষণ বিষয়ভোগাদির লালসায় জ্ঞানোপার্জ্জনে বঞ্চিত হইলে যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবে, তখন ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, সুতরাং ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে না, পরন্তু অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে, যখন জানিতেছ, সংসারে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই, তখন সংসারে আশক্ত না হওয়াই শ্রেয়স্কর। বাল্যকালই জ্ঞানলাভের প্রশস্ত সময়, এই সময়ে সংসারে বিরক্ত থাকিলে সেই সংসারমায়া আর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা এখন হইতে অসার সংসারমায়াতে আবদ্ধ না হইয়া শ্রীহরির চরণে শরণ লও, তিনিই সংসারপাশ ছেদন করিয়া জীবের মুক্তিপ্রদান করিবেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা নিষ্কামী হইয়া সেই অনন্তদেবকে আশ্রয় কর, তাহা হইলেই সেই পতিতপাবন তোমাদিগকে মোক্ষফল প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। এইরূপে প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া আপনি একাগ্রচিত্তে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

দৈত্যশিশুরা প্রহ্লাদের ঈদৃশ কার্য্য দর্শন করিয়া দৈত্যরাজের নিকট প্রহ্লাদের কার্য্যসকল আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল, দানবেশ্বর কুপিত হইয়া, পাচকগণকে কহিলেন, আমার সেই পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইল না, সেই দুষ্ট বালক আপনিও নষ্ট হইয়াছে এবং অপরাপর বালকদিগকেও কুপথের পথিক করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছে, অতএব তোমরা শীঘ্র সেই কুলাঙ্গারকে বিনাশ কর। অতি গোপনে সেই দুরাত্মার

যাবতীয় ভক্ষ্যবস্তুর সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ভক্ষণার্থ প্রদান কর। দুরাত্মা সেই বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। সূপকারগণ দৈত্যেশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মহাত্মা প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিল, প্রহ্লাদ আপন অভীষ্টদেব মধুসূদনের নামউচ্চারণপূর্ব্বক সমুদায় ভক্ষদ্রব্য নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। বিপত্তিবিনাশন মধুসূদনের নামকীর্ত্তনমাত্র সেই কালকূট নিস্তেজ হইয়া গেল, প্রহ্লাদ তাহা ভক্ষণ করিয়া অমৃত ভোজনের ন্যায় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং অবিকৃত শরীরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পাচকগণ চমৎকৃত হইয়া সভায় দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমরা আপনার পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিলাম না। তাহাকে যে কালকূট প্রদান করিয়াছিলাম, আপনার তনয় অক্ষুব্ধচিত্তে তাহা ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সে নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া আপনার শত্রুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিল, তাহাতে তাহার শরীরের কিঞ্চিন্মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না।

হিরণ্যকশিপু শুনিয়া পুরোহিতদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা ইহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। তখন ঋত্বিকগণ প্রহ্লাদকে অনেক উপদেশ দিলেন, প্রহ্লাদ পুরোহিত-গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি কিছুতেই ভীত নহি। পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে অকুতোভয় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশার্থ অভিচাব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে মূর্ত্তিমান অভিচার উৎপন্ন হইল, তখন সেই ভীষণ অভিচার প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইয়া শূলদ্বারা তাহাব বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল, সেই প্রদীপ্ত শূল প্রহ্লাদের হৃদয়ে প্রতিঘাত প্রাপ্তমাত্র খণ্ড খণ্ড এবং শতধাচূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পাপাশয় দৈত্য-পুরোহিতগণ নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে অভিচার করিলে সেই অভিচার প্রহ্লাদের নিকট পরাভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরোহিতগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। মহামতি প্রহ্লাদ পুরোহিতগণকে অভিচারদগ্ধ

দেখিয়া "হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! রক্ষা কর, রক্ষা কর" এইরূপ বলিয়া দহ্যমান পুরোহিতগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জগৎপাতা জনার্দ্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্বন্ধো! এই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করুন, ইঁহারা আমাব নিমিত্ত বিনষ্ট হইতেছেন, সুতরাং আমি ইঁহাদিগের বধের হেতু হইতেছি। আমি সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করিয়া থাকি, সকলের প্রতি আমার সমদৃষ্টি আছে, আমি কখনও কাহার অনিষ্ট চিন্তা করি না, অতএব এই অত্যাচারী অসুর-যাজকগণের প্রতি আমার শত্রুভাব নাই, আমার নিমিত্ত ইঁহারা বিনাশ পাইবেন, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। মধুসূদন! ইঁহারা জীবিত হউন। প্রহ্লাদ এইরূপে অভিষ্টদেবের নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের গাত্রস্পর্শ কবিবামাত্র পুরোহিতগণ নিরাময় শরীরে জীবিত হইয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণগণ জীবন প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রহ্লাদকে কহিলেন, বৎস! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিহত বলবীর্য্যসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু হও। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখে কাল যাপন কর। পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং প্রহ্লাদের বিনাশার্থ অভিচারাদি সমস্ত ঘটনা যথাবৎ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার এ সন্তান ত্রিজগতের অবধ্য, আমবা তাহাকে বিনাশ কবিতে গিয়া আপনারাই বিনষ্ট হইয়াছিলাম, কেবল তাহারই কৃপাবলে জীবন পাইয়াছি। তখন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে আপন সমীপে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! কিরূপে তুমি এইরূপ অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হইলে? তাহা আমার নিকট বলিতে হইবে। প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! আমি নিয়ত যাঁহার চরণ-কমল চিন্তা করিয়া থাকি, সেই হরি যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন, তাহারই এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়। সেই হরিই আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। দৈত্যরাজ পুনর্ব্বার পুত্রের মুখে আপন অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, অসুরেশ্বর কিঙ্করদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা এই দুষ্ট বালককে শতযোজন উচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে পর্ব্বতোপরি নিক্ষেপ কর, যেন এই দুরাত্মার মস্তক চূর্ণ হইয়া এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ হয়। তখন দৈত্যরাজের কিঙ্করগণ প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া প্রাসাদশিখর হইতে নিক্ষেপ করিল। ভূতধাত্রী পৃথ্বী ভূতভাবন বিষ্ণুর একান্ত ভক্তা, তিনি আপন গুরুর শিষ্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদকে আপন ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, প্রহ্লাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ হইল না, তিনি নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া করতালিপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন।

দৈত্যরাজ দেখিলেন, প্রহ্লাদের মৃত্যু দূরে থাকুক, তাহার অণুমাত্র ক্লেশের চিহ্ন নাই, সে সুস্থ শরীরে আপন হৃদয়ে অভীষ্ট দেবের ধ্যান করিতেছে। তখন হিরণ্যকশিপু মায়াবী শম্বরাসুরকে কহিলেন, অহে শম্বর! তুমি অনেক প্রকার মায়া জান, সেই মায়াজাল বিস্তার করিয়া শীঘ্র এই দুরাত্মাকে শমন ভবনে প্রেরণ কর। শম্বর আপন ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রহ্লাদের সংহারার্থ নানাপ্রকার মায়াজাল বিস্তার করিতে থাকিল। মহামতি প্রহ্লাদ সমাহিতচিত্তে হরিচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্রপাণি নিজ ভক্তের সংরক্ষণার্থ সুদর্শনকে আদেশ করিলে বিষ্ণুচক্র সুদর্শন প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইয়া শম্বর প্রবর্ত্তিত সহস্র সহস্র মায়াজাল ছিন্ন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু দেখিলেন, কিছুতেই দুষ্ট বালকের প্রাণসংহার হইতেছে না। তখন অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই পাপাত্মাকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সাগর জলে নিক্ষেপ কর এবং তাহার উপর পর্ব্বতাকার পাষাণ খণ্ডদ্বারা উহাকে সাগর গর্ভে নিপাতিত করিয়া দেও। অনুচরবর্গ প্রহ্লাদের হস্তপদ বন্ধন করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপপূর্ব্বক শত যোজন বিস্তৃত পাষাণদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিল। প্রহ্লাদ অক্ষুব্ধচিত্তে বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের জীবন রক্ষার্থ প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ আপন অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া

কোটি কোটি প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আপনি এ পাপাত্মাকে পবিত্র করুন। হরি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রতি স্থিরতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমার ইহাই প্রার্থনা, "আমি স্বকর্ম্মবশতঃ যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মেই যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" হরি কহিলেন, দৈত্যনন্দন! আমার প্রতি তোমার ভক্তির অন্যথা হইবে না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, বিভো! পিতা আমাকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার পাপাচরণ করিয়াছেন, ভগবন্! আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া পিতৃদেবকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। হরি কহিলেন, প্রহ্লাদ! আমার প্রসাদে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক, তোমার পিতা পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন সন্দেহ নাই। এইক্ষণ আমি তোমাকে অন্য বর দিতে অভিলাষ করিতেছি, তুমি তাহা প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই ইচ্ছা করি না। ত্রিলোকনাথ হরি কহিলেন, মহাত্মন, আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি থাকিবে, তুমি আমার প্রসাদে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

বিষ্ণু এইরূপে প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিয়া তাহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন, প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান মধুসূদনের কৃপায় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, আপনি স্বীয় আসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই জগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করুন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অরে মূর্খ! তুই যে অত আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, কোনরূপেও আমার সদুপদেশ শুনিতেছিস না, নিশ্চয় তোর মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, কারণ মুমূর্ষু ব্যক্তিরই এইরূপ বুদ্ধিবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। অরে মন্দভাগ্য! তুই যে আমাকে অমান্য করিয়া অন্য কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেছিস, তোর

সেই ঈশ্বর কোথায় আছে? প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! আমি যাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছি, তিনি কেবল আমার ঈশ্বর নহেন, সেই অনাদিপুরুষ আপনারও সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে জগতের সকলেই ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করে। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন। হিরণ্যকশিপু কহিলেন. যদি তোর ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে, তবে এই স্তম্ভমধ্যে নাই কেন? প্রহ্লাদ তখন স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে কহিতে লাগিলেন, এই যে স্তম্ভমধ্যেও সর্বান্তরাত্মা ভগবান দৃষ্ট হইতেছেন। দৈত্যরাজ দেখিতে না পাইয়া সক্রোধে কহিলেন, অরে পাষণ্ড! তুই পুনঃ পুনঃ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, আমি এখনই তোর শরীর হইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিতেছি। তুই যাহার শরণাপন্ন হইয়াছিস, সে আসিয়া তোকে এখন রক্ষা করুক। এই বলিয়া দানবপতি রোষপরতন্ত্র হইয়া সেই স্তম্ভে মুষ্টি প্রহার করিলেন, তখন সেই স্তম্ভ হইতে ভীষণ শব্দ নির্গত হইল, সেই শব্দে যেন ব্রহ্মকটাহ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিয়াও সেই ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলেন, দৈত্যরাজ পুত্রবধে কৃতসংকল্প হইয়া অসীম তেজ প্রকাশ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার অন্বেষণ করিয়াও সেই শব্দের উৎপত্তিস্থান ও কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে ভগবান নারায়ণ নিজ ভক্ত প্রহ্লাদের "ঐ দৃষ্ট হইতেছেন" এই বাক্য রক্ষণার্থ এবং সর্ব্বভূতে আপনার অস্তিত্ব প্রমাণার্থ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সেই স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন. তখন সকলেই সেই স্তম্ভ মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। ভগবান্ যেরূপে অবতীর্ণ হইলেন, কেহ কখনও সেইরূপ আকার অবলোকন করেন নাই। এই মূর্ত্তি কতক সিংহের আকার এবং কতক মনুষ্যাকৃতি। সকলেই এই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। দৈত্যরাজ সেই নরসিংহাকৃতি ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ সিংহও নহে এবং মনুষ্যও নহে, এইরূপ মূর্ত্তি আমি কখনও দর্শন

করি নাই, দৈত্যরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় নৃসিংহরূপধারী ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ প্রবল পরাক্রমে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সর্প যেমন মূষিককে আক্রমণ, করে, ভগবান হরি সেইরূপ পাপাত্মা হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন, তখন দুষ্টাশয় বিষ্ণুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না এবং সেই আক্রমণেই দৈত্যরাজ বিবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর নৃসিংহরূপী নারায়ণ দুরাত্মাকে আপন উরুদেশে রাখিয়া নিপাত করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় জিহ্বাদ্বারা বিবৃত মুখের প্রান্তদ্বয় লেহন করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া নৃসিংহের জটা ও বদন রক্তাক্ত হইল, এতদিনে দেবশত্রু দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু নিপতিত হইলে নৃসিংহদেব ভীষণরূপে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দৈত্যের নাড়ী সকল মালারূপে নৃসিংহদেবের গলায় দুলিতে লাগিল। তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রলয় বায়ুর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিমানারোহণে গগনমার্গে আগমন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নৃসিংহ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন. সকলেই নৃসিংহের ক্রোধদর্শনে ভীত হইয়া জগতের বিনাশ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন দেবগণ লক্ষ্মীকে তাঁহার কোপ শান্তির নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলেন, লক্ষ্মীও সেই ভীষণ রূপ দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না।

তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে কহিলেন, তাত। ভগবান তোমার রক্ষণার্থ তোমার পিতার প্রতি রোষ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন এব এখনও তাঁহার রোষ.শান্তি হয় নাই। আমরা নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া ইঁহার ক্রোধাগ্নির শান্তি করিতে পারিলাম না। অতএব তুমি ইঁহার ক্রোধশান্তি কর। প্রহ্লাদ দেবগণের বাক্যে নৃসিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভগবান বিষ্ণু সেই শিশুকে আপন পদতলে নিপতিত

দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার রৌদ্ররস দূরীভূত হইয়া করুণ রসের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি নিজ বাহুযুগলদ্বারা প্রহ্লাদকে উঠাইয়া তদীয় মস্তকে করকমল বিন্যাসপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিলেন। ভগবানের করস্পর্শ মাত্র প্রহ্লাদের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইল. তখন প্রহ্লাদ আপন হৃৎপদ্ম মধ্যে নারায়ণের চরণকমল ধ্যান করিতে লাগিলেন, দেবগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, ত্রিজগৎ নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপে ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া নিজ ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যিনি এই হিরণ্যকশিপুর বধরূপ ভগবান নারায়ণের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। দিবাতে শ্রবণ করিলে রাত্রিকৃত এবং রাত্রিতে শ্রবণ করিলে দিবাকৃত কলুষরাশি ভস্মীভূত হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী কিম্বা দ্বাদশী তিথিতে এই প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। ভগবান হরি প্রহ্লাদকে যে যে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করিলেও সেই সেই বিপদ নিবারিত হইয়া যায়।

পঞ্চম

বামন অবতার

"ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন পদনখনীরজনিত-জনপাবন!
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব

সময় সময় দৈত্যগণ প্রবল হইয়া দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করে, নারায়ণ সেই সকল দৈত্য বিনাশার্থ নানারূপে অবতীর্ণ হয়েন। হরি বামন আকারে প্রহ্লাদের পৌত্র বিরোচনতনয় বলীকে ছলনা করিয়া দেবরাজকে রাজ্য প্রদান করেন।

ভৃগুশিষ্য বলী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির মানসে ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের আরাধনা করিলে ভার্গবেরা তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিতে মন্ত্রণা দিলেন। বৈরোচন উপদিষ্ট যজ্ঞ সমাপন করিলে, একখানি স্নুবর্ণরথ, হরিৎবর্ণ চারিটি অশ্ব, সিংহলাঞ্ছিত ধ্বজ, কনকনির্ম্মিত ধনুঃ, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল। অনন্তর পিতামহ প্রহ্লাদ অম্লান পুষ্প মালা এবং আচার্য্য শুক্র একটি শঙ্খ প্রদান করিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ তাহার মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন করিলে বলি তাহাদিগকে দণ্ডবৎ নমস্কার পূর্ব্বক দিব্যরথে আরোহণ এবং কবচ, ধনু, খড়্গ এবং তূণীর গ্রহণ করিয়া স্বকীয় দীপ্তিতে জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর স্বর্গবিজয়ার্থ সসৈন্যে ইন্দ্রপুরাভিমুখে সৈন্যপ্রেরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং সৈন্য দ্বারা অমরাবতীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া স্বয়ং আচার্য্যদত্ত শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন, সেই শঙ্খনাদে দেবপত্নীরা ভয়ে কম্পিত হইলেন। দেবরাজ বলির আক্রমণ জানিতে পারিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার

বামন-অবতার।

চরণবন্দনাপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমাদিগের চিরশত্রু বলির যেরূপ পরাক্রম দেখিতেছি, ইহাতে যে স্বর্গপুর রক্ষা পায়, এমত সম্ভব নাই। কি কারণে ইহার এইরূপ প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং কোন উপায়ে ইহাকে নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় বলুন। এই দৈত্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে।

বৃহস্পতি কহিলেন, এই দৈত্য ব্রহ্মবাদী ভৃগুগণ হইতে ব্রহ্মতেজ পাইয়া ঈদৃশ বলশালী হইয়াছে, হরি ভিন্ন ইহাকে পরাজিত করিতে আর কাহারও শক্তি নাই। এক্ষণে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর। ক্রমশঃ ইহার ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পাইবে, অবশেষে ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলেই বিনাশ পাইবে। কার্য্যদর্শী গুরু এইরূপ মন্ত্রণাদ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিলে দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন বলি অনায়াসে স্বর্গ অধিকার করিল। অনন্তর ভৃগুগণ তাহাকে শত অশ্বমেধ করাইলেন; বিশ্ববিজয়ী বৈরোচন সেই অশ্বমেধ প্রভাবে অতুলকীর্ত্তি বিস্তার করিয়া চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া স্বর্গসুখভোগ করিতে থাকিলেন। দেবগণ এইরূপে বলি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিলে দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুর্দ্দশা দর্শনে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কশ্যপ সমাধি হইতে বিরত হইয়া বহুদিন পরে আশ্রমে উপস্থিত হইলে অদিতি স্বামীকে সমুদায় নিবেদন করিয়া পুত্রগণের দুরবস্থা জানাইলেন। কশ্যপ কহিলেন, এই সমুদায়ই বিষ্ণুমায়ার কার্য্য, সেই জগদগুরুর শরণাপন্ন হও তিনিই মঙ্গল করিবেন। পুনর্ব্বার অদিতি কহিলেন, আমি কি উপায়ে সেই অন্তর্য্যামী নারায়ণের আরাধনা করিব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন, কশ্যপ কহিলেন, আমি পুত্রার্থী হইয়া ভগবান কমলযোনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী দিনে পয়োব্রত অর্থাৎ কেবল জলপান করিয়া পরম ভক্তিপূর্ব্বক পদ্মলোচনের অর্চ্চনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত ফল

প্রদান করিবেন। কশ্যপ এইরূপে অদিতিকে উপদেশ দিলেন, অদিতি দ্বাদশী দিবসে পয়োব্রত আচরণ করিলেন, তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতাম্বর ভগবান্ বিষ্ণু অদিতির সমক্ষে আবির্ভূত হইলে তিনি সেই ভগবানের অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই আদিপুরুষের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রীতিপ্রসন্ন মনে গদগদ বচনে সেই জগৎপতির স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ অ দিতির স্তবে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে ও কশ্যপের তপোযোগে প্রীত হইয়াছি, ভদ্রে! আমি তোমাদিগের সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়া তোমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিব, এক্ষণে তুমি প্রজাপতি কশ্যপের নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভজনা কর। স্বামীর ভজনাকালে সন্তান কামনায় আমাকে ধ্যান করিবে, তাহা হইলে তোমাদিগের মনোরথ সফল হইবে।

ভগবান অদিতিকে এইরূপে বরপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, অদিতি হরির ন্যায় পুত্রলাভ কামনায় পরম ভক্তিসহকারে পতিসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ সমাধিকালে বুঝিতে পারিলেন, হরি অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। কশ্যপ বহুকাল তপস্যা করিয়া যে বীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই বীর্য্য অদিতির গর্ভে স্থাপন করিলেন। অনন্তর অদিতির গর্ভসঞ্চার হইল। ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা গুপ্ত নামে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অদিতির গর্ভ পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বনমালী অদিতির গর্ভ হইতে ধরণীতে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান দৈত্যবিজয়ার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ তিথির নাম বিজয়াদ্বাদশী হইল। ভগবানের জন্ম হইবামাত্র স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্য হইতে লাগিল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিলেন। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ উচ্চৈঃস্বরে গান ও অপ্সরীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান স্বীয় চতুর্ভুজরূপ গোপন করিয়া বামনরূপ ধারণ করিলেন, সকলে জানিল কশ্যপের একটি বামন পুত্র জন্মিয়াছে। মহর্ষিগণ বামনরূপী

ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার করাইলেন। তাঁহার উপনয়নকালে সূর্য্যদেব স্বয়ং সাবিত্রীর অধ্যাপন করিলেন, বৃহস্পতি ব্রহ্মসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা দান করিলেন। অনন্তর পৃথিবী জগৎপতিকে অক্ষয় কৃষ্ণসারচর্ম্ম, বনস্পতি দণ্ড, অদিতি কৌপিনবসন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশাসন এবং সরস্বতী অক্ষমালা অর্পণ করিলেন; তখন যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র এবং ভগবতী অম্বিকা ভিক্ষাদান করিলেন। এইরূপে বামনের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল।

এদিকে বলিরাজ ত্রিভুবন বিজয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ভৃগুগণ তাহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন, বামন এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া যজ্ঞ দর্শনে যাত্রা করিলেন। নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে যজ্ঞ হইতেছিল, বামন সেইস্থানে উপস্থিত হইলে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ বামনকে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কেহ বলিলেন, বোধহয় সূর্য্যদেব যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিতেছেন, অপর কেহ কহিলেন, অগ্নি যজ্ঞীয় আহুতি গ্রহণার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইতেছেন। পুরোহিত ও সদস্যগণ সকলেই বামনকে দেখিয়া এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় বামন ছত্র, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ পুরোহিতগণ ও অগ্নি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার তেজে সকলেই অভিভূত হইলেন। বলি সেই অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া প্রীতমনে আসন প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বামনদেবের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া অভিবাদন ও যথোচিত পূজা করিলেন। অনন্তর বিরোচননন্দন সেই পাদোদক গ্রহণ করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণকুমার! আজ্ঞা করুন, আপনার কোন কার্য্যসাধন করিতে হইবে? আপনার পদার্পণে আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেন, আমার কুল পবিত্র হইল এবং এই যজ্ঞ সফল হইল। বোধহয় আপনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন। গো, ভূমি, হিরণ্যাদি যাহা আপনার প্রার্থনীয় থাকে, প্রকাশ করুন। আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব।

বামনরূপী ত্রিলোকনাথ বিষ্ণু বলির এইরূপ ধর্ম্মানুযায়ী সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচননন্দনকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার পবিত্রতা বিষয়ে তোমার পিতামহই নিদর্শন, তুমি কুলোচিত সন্তান বটে এবং বংশানুযায়ী ধর্ম্মযুক্ত বাক্য কহিয়াছ। তোমার বংশে এরূপ নিঃসত্য বা কৃপণ কেহ জন্মে নাই যে, ব্রাহ্মণের অঙ্গীকৃতদানের অন্যথা করিয়াছে। তোমার পিতামহ প্রহ্লাদ ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া তারাপতির ন্যায় আকাশে দীপ্তি পাইয়াছেন। এই বিপুলবংশে হিরণ্যাক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া গদাধারণপূর্ব্বক একাকী ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না, ভগবান যখন বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন হিরণ্যাক্ষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ অতিকষ্টে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া হরিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া শূলহস্তে হরির অন্বেষণ করিতে থাকেন, নারায়ণ পলায়ন করিয়া সেই যাত্রায় হিরণ্যকশিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। রাজন্! প্রহ্লাদতনয় তোমার পিতা বিরোচন অতি দ্বিজবৎসল ছিলেন, দেবগণ তাঁহার বিনাশার্থ বিপ্রবেশে উপস্থিত হইলে বিরোচন তাহা জানিতে পারিয়াও ব্রাহ্মণের অবমাননা ভয়ে তাঁহাদিগকে আপন আয়ুঃ প্রদান করেন। তুমি সেই বিপুল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমারও আপন পিতৃ-পিতামহের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতেছি। ত্রিভুবনে যত লোক দাতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব রাজন! আমি তোমার নিকট আমার পদের ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছি। দৈত্যরাজ! তুমি আমার অভিলষিত ভূমিদান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

বামনরূপী নারায়ণ বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলে বৈরোচন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অহে ব্রাহ্মণকুমার! আপনি বালক হইলেও আপনার বাক্য বৃদ্ধের ন্যায়, কিন্তু বুদ্ধি বালকের ন্যায়ই আছে। আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, আমি মনে করিলে আপনাকে এক

ভুবন দান করিতে পারি, আপনি এমন অবোধ যে, আমার নিকট ত্রিপাদ মাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিতেছি যে পরিমাণ ভূসম্পত্তি পাইলে স্বচ্ছন্দরূপে আপনার অন্নাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতে পারে, আপনি তাহাই প্রার্থনা করুন, আমি অকপট চিত্তে প্রদান করিব। বামন কহিলেন, ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিলে তাহার তেজ বৃদ্ধি পায়, অতএব ত্রিপাদ মাত্র ভূমিই আমার প্রার্থনীয়, তাহা পাইলেই আমি চরিতার্থতা জ্ঞান করিব। অনন্তর বলিরাজ "এই গ্রহণ করুন" বলিয়া দান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। এই সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বামনকে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য জানিয়া পৃথিবী দান করিতে উদ্যত আপন শিষ্য বলিকে কহিলেন, "রাজনন্দন! ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দেবকার্য্য সাধনার্থ কশ্যপ গৃহে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তোমার অধিকার, ঐশ্বর্য্য, তেজ ও বিখ্যাত কীর্ত্তি আহরণ করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিবেন, ইহাই ইহাব উদ্দেশ্য। বিশ্বই ইহার শরীর, ইনি তিনপাদে ত্রিলোক আক্রমণ করিবেন, তবে তুমি সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া কি লইয়া থাকিবে? ইনি একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আর আপন বিশাল দেহে গগনমণ্ডল আক্রমণ করিবেন। তখন তৃতীয় পদের স্থান কোথায় পাইবে? অঙ্গীকার করিয়া দেয় বস্তু দিতে অসমর্থ হইলে নরকে বাস করিতে হইবে। অতএব তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে মিথ্যা আচরণে পাপ নাই।

বলি শুক্রাচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুরো! আমি ইহার অভিলষিত দ্রব্য দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এইক্ষণ সাধারণ বঞ্চকের ন্যায় প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে পারিব না। ইনি বিষ্ণুই হউন আর আমাকে বর প্রদান করিতেই আসুন কিম্বা আমার শত্রু হইয়া বিনাশ করিতেই উপস্থিত হউন, আমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্যই পালন করিব, এইরূপে বলি গুরুবাক্যের অবাধ্য হইয়া বামনের প্রার্থিত দানে উদ্যুক্ত হইলে শুক্রাচার্য্য বলিকে অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন, "অরে অজ্ঞ! যখন তুই আমার

শাসন অতিক্রম করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ উদ্‌যুক্ত হইয়াছিস্, অতএব শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইবি।" গুরু এইরূপে অভিশাপ করিলেও বলি আপন সত্যপালনে বিরত হইলেন না। বামনকে পূজা করিয়া দান করিতে বসিলেন। বলি রাজের মহিষী বিন্ধ্যাবলী সুবর্ণ কুম্ভে জল লইয়া বামনের পাদপ্রক্ষালনার্থ আগমন করিলে বলি স্বয়ং আনন্দ পূর্ণ মনে পাদ প্রক্ষালন করিয়া বিশ্বপাবন পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। স্বর্গে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণগণ আনন্দিত হইয়া বলির অকপট কার্য্যের প্রশংসা করত পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে অনন্তশক্তি নারায়ণ ক্রমশঃ আপন কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এক পদদ্বারা সমস্ত পৃথিবী, দেহ দ্বারা আকাশ এবং বাহু চতুষ্টয় দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন, অনন্তর দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আক্রমণ করিলে তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সেই অমিত বিক্রমের পদ ক্রমে সত্যলোকে উপস্থিত হইল, তখন ভগবান আপন দেহের সঙ্কোচ করিয়া পুনর্ব্বার বামনরূপ ধারণ করিলেন। অসুরগণ আপন অধিকার অপহৃত হইল দেখিয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক বামনকে সংহার করিতে ধাবিত হইল, তখন বিষ্ণুর অনুচরগণ অসুরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বলিরাজ ইহা দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের শাপ স্মরণপূর্ব্বক দৈত্যদিগকে নিবারণ করিলে তাহারা রসাতলে পলায়ন করিল। ভগবান বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে নাগপাশে বন্ধন-পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমি দুইপদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য আক্রমণ করিয়াছি, এইক্ষণ তৃতীয় পদের স্থান নির্দ্দেশ কর, আমি তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিলাম, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, এইক্ষণ প্রতিশ্রুতি দানে অসমর্থ হইয়া নরকের অধিকারী হইতেছ, অতএব গুরুর অনুমতি লইয়া নরকে প্রবেশ কর। তখন বলি কহিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা পালন করিব, কখনও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইব না, আপনি তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। আমি সত্যভঙ্গে যত ভয় করি, নরকভয়ে তত ভীত নহি। আপনি আমার মস্তকে পদার্পণ করিলেই আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইলাম।

এই সময়ে বলির পিতামহ প্রহ্লাদ আসিয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন! আপনি ইহাকে এইরূপ সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, এইক্ষণ আপনিই তাহা হরণ করিলেন, সম্প্রতি ইহার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন! ব্রহ্মা আসিয়া কহিলেন, পরমাত্মন্! যে আপনার চরণকমলে জলকণা অথবা দূর্ব্বাঙ্কুর প্রদান করে: তাহার সদ্গতি লাভ হয়, এই বলি আপনাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে, অতএব ইহাকে মুক্ত করুন। ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছি। এই দৈত্য ভুবনে অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। এই বলি অনন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সত্য পরিত্যাগ করে নাই, অতএব আমি ইহাকে দেবদুর্লভ স্থান প্রদান করিব। সাবর্ণিক মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্রত্ব পাইবেন। যাবৎ সাবর্ণিক মন্বন্তব উপস্থিত না হয়, তাবৎ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সুতলে বাস করুন, তথায় সর্ব্বদা আমার দৃষ্টি থাকিবে; সুতরাং কোন উপদ্রব সেস্থান অধিকার করিতে পারিবে না। বৈরোচন! তুমি কিয়ৎকাল দৈত্যেশ্বর হইয়া সুতলে বাস কর, যে সকল দৈত্য তোমার আজ্ঞা অতিক্রম করিবে, আমার চক্র তাহাদিগকে সংহার করিবে। অনন্তর বিষ্ণু বলিকে সুতলে প্রেরণ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন, অদিতির মনোরথ পূর্ণ হইল। ভগবান প্রহ্লাদকে কহিলেন, তুমিও পৌত্রের সহিত সুতলে বাস কর, আমি গদা হস্তে করিয়া তথায় অবস্থিতি করিব, তখন প্রহ্লাদ ও বলি অসুরগণের সহিত হরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুতলে প্রবেশ করিলেন। যিনি হরির এই অবতার-চরিত শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ

পরশুরাম অবতার

"ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥"—জয়দেব

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ক্ষত্রিয়গণ দুর্দ্দান্ত হইয়া পাপাচরণ আরম্ভ করে, পৃথিবী পাপভারে আক্রান্ত হইয়া রসাতল গমনের উপক্রম হয়, ভূতভাবন ত্রিলোকপাতা নারায়ণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছিলেন। ইনি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পরশুরাম নামে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

অতীতকালে গাধিরাজের সত্যবতী নামে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পরম রমণীয়া কন্যা ছিল। ঐ গাধিতনয়া বয়স্থা হইলে ঋচীকনামক কোন ব্রাহ্মণকুমার তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া সত্যবতীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করেন। অনন্তর সেই ঋচীক গাধিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্যবতীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। তখন গাধিরাজ ব্রাহ্মণকে কন্যার অনুপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যদি আমাব কন্যার উপযুক্ত শুল্ক প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে জামাতা করিতে পারি, বোধহয়, আমার নির্দ্দিষ্ট শুল্ক আপনার অসাধ্য হইবে। যে অশ্বের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এই প্রকার চন্দ্রতুল্য তেজস্বী সহস্র অশ্ব আমাকে দিতে পারিলে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। আমরা কুশিকবংশ; সুতরাং আমি কন্যার শুল্ক অধিক প্রার্থনা কবি নাই, বরং এইরূপ কন্যার শুল্ক সহস্র অশ্ব হইতেও অধিক হইতে

পরশুরাম-অবতার।

পারে। ব্রাহ্মণ রাজার অভিপ্রায় জানিয়া বরুণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাদৃশ সহস্র অশ্ব আনিয়া শুল্ক রূপে রাজাকে অর্পণ করিলেন এবং পরমসুন্দরী কন্যাকে পরিণয় করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে ঋচীকপত্নী সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়েই ঋচীকের নিকট পুত্র কামনা করিলেন। ঋচীক-ঋষি আপন পত্নীর নিমিত্ত ব্রাহ্মমন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষাত্রমন্ত্রে চরুপাক করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। এদিকে সত্যবতীর মাতা বিবেচনা করিলেন, আমার কন্যার প্রতি স্বভাবতই জামাতার অধিক স্নেহ আছে, অতএব তিনি অবশ্যই সত্যবতীর নিমিত্ত উৎকৃষ্ট চরু প্রস্তুত করিয়াছেন, ঐ চরু আমি ভক্ষণ করিতে পারিলে আমার সন্তানও উৎকৃষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া জননী সত্যবতীকে কহিলেন, বৎসে! তোমার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাকে অর্পণ কর। সত্যবতী মাতার আগ্রহ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপন চরু জননীকে প্রদান করিয়া স্বয়ং জননীর নিমিত্ত প্রস্তুত চরু ভক্ষণ করিলেন। ঋচীক স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে সত্যবতী পতির নিকট চরুভক্ষণ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল, তখন ঋচীক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ইহা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, চরুর বৈপরীত্যে সন্তানেরও বৈপরীত্য ঘটিবে। আমি তোমার নিমিত্ত ব্রাহ্মমন্ত্রে এবং তোমার জননীর নিমিত্ত ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করিয়াছিলাম, তোমরা ভক্ষণ সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার সন্তান ক্ষত্রিয় এবং তোমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ হইবে। তখন সত্যবতী স্বামীকে অনুনয় করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! যাহাতে আমার সন্তান ক্ষত্রিয় না হয়, তাহার উপায় করুন। ঋচীক পত্নীর বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমার পৌত্র ভীমরূপী ক্ষত্রিয় হইবে। অনন্তর সত্যবতীব জমদগ্নি নামে এক পুত্র জন্মিল, কালক্রমে সেই সত্যবতী লোকত্রাণকারিণী কৌশিকী নামে নদী হইয়া রহিলেন। জমদগ্নি রেণুকাকে বিবাহ করেন; রেণুকার গর্ভে বসুমৎ প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। এই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া

হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, পৃথিবী পাপভার বহন করিতে অসমর্থ হইলে ভগবান হরি অংশরূপে পরশুরাম নামে অবতীর্ণ হইলেন। রেণুকার পুত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ তিনিই পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন, ইনি হৈহয় বংশ ধ্বংস এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। হৈহয় বংশাধিপতি অর্জ্জুন নারায়ণের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সহস্র বাহু, অন্যের অজেয়, এবং অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি হইয়াছিল, তিনি পবনের ন্যায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিত না। অর্জ্জুন একদা স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রেবা নদীতে জলক্রীড়া করিতে ছিলেন এমন সময় রাবণ দিগ্বিজয়চ্ছলে, রেবাতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া দেবপূজা করিতে ছিলেন, অর্জ্জুন সহস্রবাহুদ্বারা রেবার স্রোত রোধ করিলে জলপ্রবাহ তীর অতিক্রম করিয়া রাবণের শিবির আপ্লাবিত করিল, দশানন তাহাতে কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করেন, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে রাবণকে কক্ষরুদ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানী মাহেষ্মতীতে আগমনপূর্ব্বক বানরের ন্যায় বদ্ধ করিয়া রাখিলেন অনন্তর অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

একদা অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলে তপোধন কামধেনুর সাহায্যে রাজ যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন জমদগ্নির হো ধেনুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া সেই ধেনুরত্নকে হরণপূর্ব্বক স্ব রাজধানী মাহেষ্মতী নগরীতে আনয়ন করিলেন, ধেনু উচ্চৈঃস্বরে চীৎক করিতে লাগিল। এই সময় পরশুরাম পিতার আশ্রমে উপস্থি হইলেন এবং অর্জ্জুনের অত্যাচারশ্রবণে পাদতাড়িত ভুজঙ্গের ন্য কুপিত হইয়া উঠিলেন, মৃগেন্দ্র যেরূপ গজপতিকে আক্রমণ ক ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী পরশুরাম সেইরূপ প্রবল পরাক্রমে পরশু উত্তোল পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন পুরপ্র করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন ভার্গব কৃতান্তের

তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। অর্জ্জুন ভার্গবের নিবারণার্থ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন, ভগবান্ পরশুরাম একাকী সেই সমুদায় সৈন্য সংহার করিয়া কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলে, অর্জ্জুন ভার্গবের পরাক্রম দেখিয়া ক্রোধে জাজ্জ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এককালে পঞ্চশত বাহুতে ধনুর্ধারণ করিয়া অন্য পঞ্চশত হাতদ্বারা শরসন্ধান পূর্ব্বক এককালে পরশুরামের প্রতি পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, পরশুরাম একবাণ দ্বারা অর্জ্জুনের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অর্জ্জুন সহস্র বাহুদ্বারা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলে জামদগ্ন্য কঠোর কুঠারদ্বারা অর্জ্জুনের সহস্র হস্ত ছেদন করিয়া তাঁহার গ্রীবা কর্ত্তন করিলেন। যেমন বজ্রাঘাতে গিরিশৃঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ কুঠারছিন্ন অর্জ্জুনের মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের অযুত পুত্র পিতৃনিধন দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী জমদগ্নিতনয় পিতার হোমধেনু উদ্ধার করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে হোমধেনু প্রত্যর্পণ করিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শান্তশীল জমদগ্নি অর্জ্জুনবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! তুমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। রাজা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তুমি পাপভাগী হইয়াছ, রাজা আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি। তিনি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আমাদিগের নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হইত। রাজবধ ও ব্রহ্মবধ উভয়ই তুল্য, এইক্ষণ তুমি সেই পাপ পরিহারার্থ নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া একবৎসর তীর্থপর্য্যটন কর। পরশুরাম পিতার উপদেশানুসারে একবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

একদিবস রামজননী রেণুকা জলানয়নার্থ গঙ্গাতে গমন করিয়া দেখিলেন, পদ্মমালী নামক গন্ধর্ব্বরাজ অপ্সরোগণের সহিত জলকেলি করিতেছেন, গন্ধর্ব্বরাজকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি রেণুকার অভিলাষ জন্মিল, তিনি কিয়ৎকাল সেই গন্ধর্ব্বের দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া রহিলেন, এদিকে মুনির হোমবেলা অতীত হইতেছে। তথাপি রেণুকার চৈতন্য নাই, অনন্তর হোমকাল অতীত হইয়াছে দেখিয়া রেণুকা মুনির অভিসম্পাত ভয়ে দ্রুতপদে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং গঙ্গোদক-পূর্ণ কুম্ভ মুনির সম্মুখে স্থাপন করিয়া সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহাতেজা জমদগ্নি পত্নীর ব্যভিচারদোষ জানিতে পারিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, তোমরা আমার সমক্ষে এই পাপীয়সীকে বধ কর। পুত্রগণের মধ্যে কেহই মাতৃবধে অগ্রসর হইল না, অনন্তর পরশুরাম পিতৃআজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া মাতা এবং ভ্রাতৃগণকে সংহার করিলেন, অনন্তর সত্যবতীনন্দন জমদগ্নি পুত্রের পিতৃভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরগ্রহণ করিতে কহিলেন, পরশুরাম বরপ্রার্থনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া এইক্ষণেই গাত্রোত্থান করিতে পারেন এবং আমি যে তাঁহাদিগকে সংহার করিয়াছি, তাহা যেন তাঁহাদিগের স্মরণ না থাকে। জমদগ্নি "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলে রেণুকা পুত্রগণের সহিত জীবন পাইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

এদিকে অর্জ্জুনের পুত্রগণ পরশুরাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ পিতৃবধ স্মরণ করিয়া তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া ছিল। একদা পরশুরাম ভ্রাতৃগণের সহিত বনে গমন করিলেন, এই সময় অর্জ্জুন-তনয়গণ অবসর পাইয়া বৈরনির্য্যাতন মানসে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, মুনি অগ্নিগৃহে উপবেশন করিয়া নারায়ণের চরণ চিন্তা করিতেছেন, পাপাশয় অর্জ্জুনতনয়গণ মুনিকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে রেণুকা মুনির প্রাণরক্ষার্থ অনেক অনুনয় করিলেন, নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়গণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া হাসিতে হাসিতে জমদগ্নির শিরশ্ছেদ করিল, মুনিপত্নী রেণুকা হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে "হারাম হাবৎস"! বলিয়া পুত্রগণকে

সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং আপন বক্ষঃস্থলে একবিংশতিবার করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে পরশুরাম দূরস্থিত বনে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা জননীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সত্বর গমনে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন পিতা হতজীবন হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তখন "হা তাত! হা তয়নবৎসল! কে আপনার এইরূপ দুর্দ্দশা করিল? আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন!" এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত বহুক্ষণ রোদন করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি পিতার মৃতদেহ ভ্রাতৃগণের নিকট রাখিয়া পরশু উত্তোলনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় বিনাশার্থ ধাবিত হইলেন এবং অর্জ্জুনের পুরীতে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুন-তনয়গণের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সেই সকল মস্তকদ্বারা এক মহাগিরি নির্ম্মাণ করিলেন। তদবধি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়গণের প্রতি খড়্গধারণ করিলেন, তিনি পিতৃবধ স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা এক মহানদী প্রবাহিত করিলেন। অনন্তর ভার্গব আশ্রমে আসিয়া পিতার মস্তক তাঁহার দেহে সংযোজিত করিয়া অগ্নিমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মহা সমারোহে পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিলেন, ঋত্বিকবর্গকে অভিলষিত ভূমি, সুবর্ণ ও গো প্রভৃতি দক্ষিণা দান করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জমদগ্নি আপন তপস্যার ফলস্বরূপ জ্ঞানময় দেহ ধারণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম মহর্ষি হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নারায়ণাংশ পরশুরাম ক্ষত্রিয় দর্শন করিলেই তাঁহার গাত্র শোণিত সন্তপ্ত হইয়া উঠিত, তৎক্ষণাৎ ভার্গব কঠোর কুঠারদ্বারা সেই ক্ষত্রিয়ের শিরঃকর্ত্তন করিতেন। এইরূপে ভগবান্ একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। জমদগ্নির তনুত্যাগকালে রামজননী রেণুকা একবিংশতিবার বক্ষস্তাড়ণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভার্গবও একবিংশতিবার ধরণীমণ্ডলকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিলেন। এই সময় মিথিলাধিপতি জনক হরধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া স্বীয় কন্যার স্বয়ম্বরার্থ নানা দিগ্দেশীয় নৃপতি, রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সীতার

পাণিগ্রহণ মানসে সকলেই স্বয়ম্বরসভাতে উপস্থিত হইয়া হরকার্ম্মুক-ভঞ্জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন. কেহই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জাবনতবদনে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। এই সময়েপরশুরামও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, ইনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া আপনাকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া জানিতেন, সুতরাং অনায়াসে ধনুর্ভঞ্জন করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যখন আপন বলপৌরুষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া হরশরাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন, ধনুর্ভঞ্জন দূরে থাকুক, সেই হরকোদণ্ড উত্তোলন করিতেও তাঁহার শক্তি হইল না, তখন পরশুরাম লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্রের সহিত সেই স্বয়ম্বরসভাতে উপস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে হরশরাশনে জ্যারোপপূর্ব্বক ধনুষ্টঙ্কারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় সেই হরকার্ম্মুক ভগ্ন করিলেন। তখন মিথিলাধিপতি ও সীতার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। জনকরাজ সীতাকে সঙ্গে করিয়া রামচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

অনন্তর যখন রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন, তখন পরশুরাম শুনিতে পাইলেন যে, রামনামে কোন ক্ষত্রিয় হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ভার্গব তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রামচন্দ্রের অযোধ্যাগমনের পথরোধ করিলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এখনও ক্ষত্রিয়ের দৌরাত্ম্য নিবারিত হইল না, আমি বিদ্যমান থাকিতেই হরশরাসন ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণ করে, এই দণ্ডেই আমি দুশ্চরিত্র ক্ষত্রিয়কে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব। যে পর্য্যন্ত আমার এই কুঠার রামশোণিতে লোহিত না হইবে, তাবৎ কোনরূপেই আমি ক্ষান্ত হইব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরশু উত্তোলনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাম সীতা সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পরশুরাম নানা প্রকার কটূক্তিদ্বারা রামচন্দ্রকে তিরস্কার করিতে

লাগিলেন, রামচন্দ্রও পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া প্রশান্ত বচনে কহিলেন, ভার্গব! আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার যুদ্ধব্যাপারে অধিকার নাই, এইক্ষণ এই অনুচিত অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। তখন ভার্গব ক্রোধে অধীর হইয়া রামের বিনাশার্থ উদ্‌যুক্ত হইলে শ্রীরাম জৃম্ভকাস্ত্রদ্বারা পরশুরামকে অভিভূত করিলেন। তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল এবং জানিতে পারিলেন, ভগবান্ স্বয়ং রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনন্তর পরশুরাম যোগ সাধন করিতে লাগিলেন, তিনি পাপক্ষালনার্থ মহানদী সরস্বতীর জলে অবগাহন করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই পরশুরামই আগামী মন্বন্তরে বেদ প্রচার করিবেন। ভগবান্ ভার্গব দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্তে নানা প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অদ্যাপিও মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিতেছেন। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চরিত্র গান করিয়া থাকে। সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ ভৃগুকুলে অংশ রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ক্ষত্রিয়বিনাশপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছিলেন। যাঁহাবা ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া এই পরশুরাম বৃত্তান্ত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, অন্তর্য্যামী নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বপাপ বিমোচন পূর্ব্বক আপন পদ প্রদান করেন।

সপ্তম

রাম অবতার

"বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"—জয়দেব

ত্রিভুবনের উপদ্রবশান্তিই ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য, নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। জয়-বিজয় নামে স্বর্গের দ্বারপালদ্বয় সনকাদি ঋষিগণ কর্তৃক অভিসম্পাতিত হইলে তাহারা করজোড়ে ঋষিদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের দোষপরিহারার্থ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে দয়ালু ঋষিগণ কোপ শান্তিপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "তোরা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিস তদনুযায়ী ফলভোগ করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তৃতীয় জন্মের পর মুক্ত হইবি।" তাহাতে প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিরা হিরণ্যাক্ষকে এবং নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় জন্মে সেই জয়বিজয় বিশ্রবার ঔরসে ও কেশিনীর (নিকশার) গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোকের ক্লেশকর হইয়া উঠিলে বিশ্বকণ্টকনাশন বিষ্ণু রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের সংহার করিয়াছিলেন।

ত্রেতাযুগের অবসানে সর্ব্বলোকবিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশে অজ নামে সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। দশরথ নামে তাঁহার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র জন্মে। এই দশরথ বেদাধ্যয়ননিরত সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী শুদ্ধচিত্ত প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। দেবগণের প্রার্থনা

রাম-অবতার।

এবং দশরথের তপস্যানুসারে ভগবান নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দশরথের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন। ঐ দশরথের তিন মহিষী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিলোকস্বামী নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইলে স্বয়ং লক্ষ্মী জনকনন্দিনী সীতারূপে আবির্ভূতা হইলেন। এদিকে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার পুলস্ত্য নামে একটি মানসপুত্র ছিল, ঐ পুলস্ত্যের গোনাম্নী পত্নীতে অতি প্রভাব সম্পন্ন বৈশ্রবণ নামে একটি পুত্র জন্মে, বৈশ্রবণ স্বীয় জনককে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুলস্ত্য পুত্রের প্রতি কুপিত হইয়া তনয়ের অবাধ্যতার প্রতিকারমানসে স্বীয় আত্মাকে দুই অংশে বিভক্ত করতঃ অর্দ্ধাংশে বিশ্রবা নামে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলেন। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্রবণের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে অমরত্ব, ধনেশ্বরত্ব, লোকপালত্ব ও যক্ষগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন, ইহাতে বৈশ্রবণের শিবের সহিত সখ্য হইল। অনন্তর পিতামহ বৈশ্রবণকে রাক্ষসগণের অধিপতি করিয়া লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনিই কুবের নামে যক্ষাধিপতি ধনেশ্বব হইলেন। অনন্তর বৈশ্রবণ নলকূবর নামে পুত্রের সহিত লঙ্কাপুরীতে রাজধানী সন্নিবেশিত করিলে পিতামহ তাঁহাকে পুষ্পক নামে কামগামী রথ প্রদান করেন। এদিকে পুলস্ত্যের ক্রোধে তাহার অর্দ্ধাংশরূপ বিশ্রবা নামে যে মুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বৈশ্রবণের প্রতি কোপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বৈশ্রবণ দেখিলেন, পিতা কোপাবিষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে ইহার ক্রোধ শান্তি আবশ্যক, অতএব যক্ষাধিপতি ধনেশ্বর কুবের পিতার প্রসাদনার্থ নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন এবং নরবাহন রক্ষরাজ পিতার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিনটি নিশাচরীকে পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই নৃত্যগীতবিশারদা রাক্ষসাঙ্গনারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাসহকারে বিশ্রবার সন্তোষসাধনে

যত্নপর থাকিল, বিশ্রবা তাহাদিগের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া এক এক জনকে লোকপালতুল্য পুত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে পুষ্পোৎকটার (নিকষার বা কেশিনীর) গর্ভে অতুল বলবিক্রমশালী দশবদন,বিংশতিভুজ বিশিষ্ট রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। রাকা খর নামে এক পুত্র এবং শূর্পণখা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। মালিনীর গর্ভে বিভীষণ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান, ধর্ম্মপরায়ণ, সৎক্রিয়ারত ও মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে রাবণই বল বিক্রমে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসপুঙ্গব দশগ্রীব মায়াবী, রণমত্ত ও রৌদ্রমূর্ত্তি হইয়া সুরনরের অপরাজেয় হইলেন, কুম্ভকর্ণও সমরে সুরাসুরগণেরশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। দেবদ্বেষী নিশাচরগণ সমধিক বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া খরশরাসনে দেবগণের হিংসা করিতে লাগিল, ঘোররূপা শূর্পণখাও সর্ব্বদা সিদ্ধগণের বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দশানন প্রভৃতি সকলেই শূর ও ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া পিতার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নরবাহন বৈশ্রবণকে পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পিতার সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সকলেই ঈর্ষাপরবশ হইলেন এবং তাহাকে পরাভূত করিবার মানসে তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। দশগ্রীব কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার আরাধনায় নিরত হইয়া সমাহিতচিত্তে বায়ুভক্ষণ-পূর্ব্বক পঞ্চাগ্নিমধ্যে সহস্রবর্ষ একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিতে থাকিলেন, কুম্ভকর্ণ আহার সংযমপূর্ব্বক যতব্রত ও অধঃশায়ী হইয়া বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। উদারবুদ্ধি বিভীষণ উপবাস করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রতিদিন একমাত্র গলিত পত্র ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে সকলেই তপস্যা আরম্ভ করিলে খর ও শূর্পণখা তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এইরূপে সহস্রবর্ষ অতীত হইলে দশবদন স্বীয় মস্তক সকল ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ কঠোর তপস্যাতে পরিতুষ্ট হইয়া জগৎপ্রভু ব্রহ্মা তথায়

উপস্থিত হইলেন এবং সকলকেই পৃথক পৃথক বরদান দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবারিত করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! আমি তোমাদিগের তপস্যায় প্রীত হইয়া বর প্রদান করিতে আসিয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। এক অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমাদিগের অদেয় কিছুই নাই। রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দশানন! তুমি যে স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ সেই সমুদয় পূর্ব্ববৎ তোমার কণ্ঠলগ্ন হউক, তোমার শরীরে কিছুমাত্র বিরূপ্য থাকিবে না, তুমি যমরূপী হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। রাবণ কহিলেন, প্রভো! অগ্রে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ হইতে আমার পরাজয় না হয়। ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া দশাননের অভিলষিত বর প্রদান কবিয়া বলিলেন, মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবগন্ধর্ব্বাদি হইতে তোমার কোন ভয় নাই। নরভোজী দুর্ব্বুদ্ধি দশানন মনুষ্যদিগকে আপন ভোজ্যদ্রব্য জ্ঞানে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বিরিঞ্চিপ্রদত্ত বরে সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণকে সম্বোধন করিয়া অভিলষিত বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন, কুম্ভকর্ণ তমোগুণে বিলুপ্তচেতন হইয়া মহতী নিদ্রা কামনা করিল, চতুরানন "তথাস্তু" বলিয়া কুম্ভকর্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগের তপস্যা নিবারণ করিলেন, অনন্তর বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বর গ্রহণ কর! আমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি ও উগ্রতপস্যা জানিয়া বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। তখন বিভীষণ কহিলেন, ভগবন্! আমার অন্য অভিলাষ নাই, আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি বিষম বিপদে পতিত হইলেও যেন আমার অধর্ম্মে মতি না হয় না, নিরন্তর ধর্ম্মবুদ্ধি স্থির থাকে। আর আমি কোন ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা না করিলেও তাহা আমার পবিজ্ঞাত হয়! ইহাই আমার আধুনিক কামনা। কমলযোনি বিভীষণের এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণতা

দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ করিলাম। তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন এইরূপ ধর্ম্মভক্তি প্রদর্শন করিলে, তখন তুমি আমার চিরভক্ত হইয়া থাকিবে এবং আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। দশগ্রীব ব্রহ্মবরে দর্পিত হইয়া ধনেশ্বর বৈশ্রবণকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং লঙ্কায় রাজধানী স্থাপন করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। বৈশ্রবণ লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। রাবণ তাঁহার পুষ্পকনামক রথ আহরণ করিয়া লইলে বৈশ্রবণ কুপিত হইয়া রাবণকে এই অভিসম্পাত করিলেন, এই কামগামী পুষ্পক তোরে বহন করিবে না। যে তোরে সমরে নিপাতিত করিবে তাহাকে বহন করিবে। তুই পিতাকে ও আমাকে অবমাননা করিলি, অতএব শীঘ্রই নিপাতিত হইবি।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সাধুসেবিত পন্থা আশ্রয় করিয়া পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া বৈশ্রবণের অনুগামী হইলেন, বৈশ্রবণ বিভীষণের সাধুস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া তাহাকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এদিকে নরঘাতক রাক্ষস ও মহাবল পিশাচগণ সকলে সমবেত হইয়া দশাননকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল, কামরূপী দশগ্রীব দেব ও দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নসকল হরণ করিয়া লইতে লাগিল ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে স্ব স্ব আধিপত্য হইতে বিচ্যুত করিয়া নিগৃহীত করিতে লাগিল, সকলেই অসহ্য যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়া দশাননের বিনাশচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমবেত হইয়া হুতাশনকে অগ্রগামী করত সর্ব্বলোকে পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, অগ্নিদেব চতুরাননকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! বিশ্রবার পুত্র দশানন আপনার প্রদত্ত বরে দেবদানবাদির অবধ্য হইয়া নানাপ্রকার অনিষ্টাচরণ দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে। অতএব আমরা দশাননের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছি, এখন আপনি আমাদিগকে দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! তোমরা কেহই সেই দেবাসুরের অজেয় দুষ্টাশয়কে পরাজিত করিতে পারিবে না, আমি সেই দুরাত্মার প্রতিবিধানের উপায় করিয়াছি, তাহার নিগ্রহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু আমার অনুরোধে দুষ্ট দশগ্রীবের নিগ্রহার্থ মনুষ্যতনু ধারণ করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই এই দেবদ্রোহী রাবণকে বিনাশ করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিবেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও হস্তে দশাননের বিনাশ নাই। বিরিঞ্চি এইরূপে দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ। তুমি দেবগণের সহিত মহীতলে অবতরণ করিয়া বানরী ও ভল্লুকীদিগের গর্ভে আপন ইচ্ছানুসারে বলবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র সকল উৎপন্ন কর, তাহারা রাবণবিনাশে বিষ্ণুর সাহায্য করিবে। অনন্তর দেবগন্ধর্বগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা দুন্দুভি নাম্নী গন্ধর্ব্বীকে দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আদেশ করিলে দুন্দুভি মন্থরানামে কুব্জা হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বানরী ও ভল্লুকীদিগের গর্ভে পুত্রসকল উৎপাদন করিলেন, সেই পুত্রগণ স্ব স্ব পিতার অনুবর্ত্তী থাকিয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে অসাধারণ বলবীর্য্য-শালী, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়কায়, বায়ুতুল্য বেগশালী ও সমরবিশারদ হইয়া উঠিল। এদিকে দশরথের তনয়গণ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইলেন, বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন, রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বেদাদি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং ধনুর্ব্বিদ্যায়ও তাঁহাদিগের অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিল। একদা বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণ তাঁহার যজ্ঞবিঘ্ন করিতে লাগিল, বিশ্বামিত্র অনন্যোপায় হইয়া রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসবিনাশার্থ রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলে দশরথ অগত্যা বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে উপস্থিত হইলেন। তখন মুনি জৃম্ভকাস্ত্র প্রদান করিলে রাম যজ্ঞবিঘ্নকারিণী সুন্দাসুরভার্য্যা তাড়কাকে বিনাশ করিয়া

মারীচনামক রাক্ষসকে বাণদ্বারা তৃণের ন্যায় সমুদ্রপারে নিক্ষেপপূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞসমাপন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞদর্শনে যাত্রা করিলেন। রাম পথিমধ্যে পাষাণরূপিণী অহল্যার শাপমোচন করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষির সহিত জনকরাজের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলে সভাগত রাজগণ রামের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে হরধনুভঞ্জন করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পাণীগ্রহণ করেন এবং ভরত মাণ্ডবী, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলা ও শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তিকে পরিণয় করিয়া গজ, অশ্ব, দাসদাসী প্রভৃতি নানাবিধ যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক সকলে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন, পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম হরশরাসন ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে কুপিত হইয়া রামচন্দ্রের পথ অবরোধ করিলে শ্রীরাম তাহাকে পরাজিত করিয়া পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিলেন। অনন্তর সকলে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ আপনাকে বৃদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিয়া শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষি, সচিবগণ ও পুরোহিতদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক ভৃত্যবর্গকে অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসকল আহরণ করিতে আদেশ করিলেন এবং মন্ত্রীকে কহিলেন, কল্য প্রাতঃকালে আমি শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব, তুমি দিগ্‌দেশীয় রাজা, প্রজা, দেবর্ষি, রাজর্ষি ও মহর্ষিবর্গকে নিমন্ত্রণ কর। রাজা দশরথ এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই সময় কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা রামাভিষেকের কথা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, বৎসে! তোমার মহাদুর্ভাগ্য উপস্থিত দেখিতেছি, মহারাজ কল্য প্রাতে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তোমার ভরত চিরকালের নিমিত্ত রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইল। কৌশল্যা রাজমাতা হইবে, তুমি চিরদিন

দুঃখিনী হইয়া রহিবে। কৈকেয়ী মন্থরার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, মন্থরে! রাম ও ভরত উভয়ই আমার তুল্য এবং রামও কৌশল্যাকে এবং আমাকে বিভিন্ন জ্ঞান করে না; সুতরাং রাম যুবরাজ হইলে আমার কোন অসুখের কারণ নাই, তবে তুমি অকারণ কেন রামের প্রতি আমার দ্বেষ ভাব জন্মাইতেছ। এস্থান হইতে প্রস্থান কর।

এদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিলেন, দেবকার্য্য সাধনের বিঘ্ন ঘটিতেছে, রামের বনবাস না হইলে রাবণ বধ হইবে না, সুতরাং নারায়ণের রামরূপে জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হইতেছে। অনন্তর ব্রহ্মা সরস্বতীকে কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রংশ করিতে আদেশ করিলে সরস্বতী কৈকেয়ীর প্রতি আশ্রয় করিলেন, তাহাতে কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে দ্বেষবুদ্ধির আবির্ভাব হইল। তিনি মনে মনে মন্থরার বাক্য আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে মন্থরা পুনর্ব্বার কৈকেয়ীর নিকট বলিল, বৎসে! তুমি এখন আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইবে। তখন কৈকেয়ী অধোবদনে বসিয়া রামাভিষেক ব্যাঘাত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, নাথ! যখন অসুরযুদ্ধে আমি আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, তখন আপনি আমাকে দুইটি বরপ্রদান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এইক্ষণ আমি সেই বরদ্বয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রতিশ্রুত বরপ্রদানে অঙ্গীকার করুন। রাজা কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। কৈকেয়ী এইরূপে দশরথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি রামের অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, সেই সকল সামগ্রীদ্বারা আমার ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনে প্রেরণ করুন। এইরূপে কৈকেয়ী একবার মাত্রও রামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রথম বরে ভরতের অভিষেক, দ্বিতীয় বরে রামের বনবাস প্রার্থনা করিলে দশরথ কুলিশপাতোপম সেই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে

পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী অনেক যত্নে দশরথের চৈতন্য উৎপাদন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ তথা হইতে বহির্গত হইয়া বিষণ্ণ বদনে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রামকে চতুর্দ্দশবর্ষ বনগমনের আদেশ করিলেন। পিতৃবৎসল রাম জটাবল্কলধারী হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক বনে গমন করিলে লক্ষ্মণ ও সীতা উভয়েই রামের অনুগমন করিলেন। সুমন্ত্র রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে গঙ্গার অপর পারে রাখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে ভরত নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামের বনগমন ও দশরথের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর বশিষ্ঠ প্রভৃতি রাজসিংহাসন শূন্য দেখিয়া নন্দীগ্রামে দূত প্রেরণপূর্ব্বক ভরতকে আনয়ন করিলেন, ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া মাতৃভবনে প্রবেশ করিলে কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার নিমিত্ত রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছি, মহারাজও স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য গ্রহণ কর। ধর্ম্মাত্মা ভরত "হাহতোস্মি" বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জননীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া কহিলেন, হে কুলবিনাশিনী! তুমি অদ্য হইতে ইক্ষ্বাকুবংশ নির্ম্মূল ও কোশল রাজ্য উৎসন্ন করিলে। অনন্তর জননীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া রামের প্রত্যাগমনার্থ বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি পুরোহিত ও প্রজাবর্গের সহিত বনে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রাম তাপসবেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া রামের প্রত্যানয়নার্থ অশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অবশেষে রামচন্দ্রের পাদুকা গ্রহণ করিয়া নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে বিদায় করিয়া পৌরগণ ও প্রজাবর্গের পুনরাগমন শঙ্কায় চিত্রকূট পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া শরভঙ্গমুনির আশ্রম-সন্নিধানে কুটীর নির্ম্মাণকরতঃ বাস করিতে

লাগিলেন, এই সময়ে শরভঙ্গমুনিকে যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক গোদাবরী নদীর তীরে ভ্রমণ করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব করিলেন। এই সময়ে রাম জনস্থাননিবাসী খর, দূষণ ও বিরাধ প্রভৃতি রাবণ-সহচর যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া মুনিগণকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা জনস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের অন্যতরের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিল, তখন লক্ষ্মণ নিশাচরীর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। শূর্পণখা সেই অপমানে অধীরা হইয়া লঙ্কাপুরে গমনপূর্ব্বক রাবণসমীপে আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া খরদূষণাদির বধবৃত্তান্ত জানাইল। তখন দশানন ভগিনীর দুর্দ্দশা ও খরদূষণাদির বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধানলে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেন এবং মারীচনামক স্বীয় অনুচরকে রাম-সমীপে যাইতে আদেশ করিলেন। মারীচ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রামের প্রতিপক্ষতা আচরণে অসম্মত হইয়া রাবণকে অনেক হিতো-পদেশবাক্যে নিবারণ করিল। দশানন কালপ্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না এবং ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমার মতের অবাধ্য হইলে তোমার মাংসদ্বারা লঙ্কার কলেবর বৃদ্ধি করিব। তখন মারীচ অগত্যা সম্মত হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিল। মারীচ জনস্থানে উপস্থিত হইয়া তাপসবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল, এদিকে রাবণ রথারূঢ় হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক চিত্রকূট অতিক্রম করিয়া জনস্থানে উপস্থিত হইলে মারীচ ফলমূলাদিদ্বারা রাবণের অতিথি সৎকার করিয়া কহিল, রাক্ষসেশ্বর! আপনি রামের সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করুন, আপনি সেই মহাত্মার মাহাত্ম্য জানেন না, আমি তাঁহার ভুজবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি, অতএব আপনাকে বলিতেছি, রামের সহিত বিরোধ করিলে আপনার মঙ্গল হইবে না। রাবণ মারীচের বাক্য শুনিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার

শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মারীচ সভয়ে কহিলেন, নিশাচরেশ্বর! আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাবণ কহিলেন, তুমি বিচিত্র স্বর্ণ-মৃগ হইয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে সীতা তোমাকে দেখিয়া রামকে স্বর্ণ-মৃগ প্রার্থনা করিবে, রাম তোমার অন্বেষণে গমন করিলে তুমি রামকে বহুদূরে লইয়া যাইবে। রাবণ মারীচকে এইরূপ বলিলে মারীচ স্বর্ণময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতার নয়নপথে বিচরণ করিতে লাগিল, তখন সীতা সেই স্বর্ণ-মৃগ দেখিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, নাথ! আমাকে এই স্বর্ণ-মৃগ আনিয়া দিতে হইবে। রামচন্দ্র তাহা অমঙ্গল-সূচক মনে করিয়া সীতাকে অনেক প্রকার প্রবোধবাক্যে নিবারণ করিলেন, সীতা কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্ণ-মৃগ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম অগত্যা সীতাব বাক্যে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণার্থ নিযুক্ত করিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া মৃগাভিমুখে ধাবিত হইলেন, মৃগরূপী মায়াময় মারীচ এক-একবার অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার রামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, রাম তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মারীচ রামচন্দ্রকে বহুদূর লইয়া গেলে রাম স্বীয় কার্ম্মুকে শরসন্ধানপূর্ব্বক মারীচের প্রতি বাণক্ষেপ করিলেন, অব্যর্থ রামশর মারীচের শরীর বিদ্ধ করিল এবং সেই নিশাচর অন্তিম সময়ে মনে করিল, "লক্ষ্মণ সীতা সন্নিধানে আছে ; সুতরাং রাবণের মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব মরণ সময়ে রাবণের উপকার করিয়া যাই।" এই ভাবিয়া "হায় ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! হা সীতে! রাক্ষসহস্তে আমার প্রাণ গেল" এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সীতা ঐ মায়াবীর শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, প্রভু আমার নিমিত্ত রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। অনন্তর শোকে বিহ্বলা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! বোধহয়, আর্য্যপুত্র নিশ্চয়ই রাক্ষসীমায়ায় বিপদে পতিত হইয়াছেন ; তুমি শীঘ্র যাইয়া তাঁহার সাহায্য কর। লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! আপনি নিরর্থক তাঁহার অনিষ্ট শঙ্কা করিবেন না। তিনি পূর্ণব্রহ্ম

রাক্ষসগণ তাঁহার কি করিতে পারে ? সীতা লক্ষ্মণের বাক্যে প্রবোধ না মানিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন লক্ষ্মণ অগত্যা রামের অনুসরণে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দুরাত্মা রাবণ অবসর পাইয়া সন্ন্যাসীবেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল, দুরাচার যখন সীতাকে লইয়া আকাশমার্গে উঠিল, তখন দশরথের সখা পক্ষিরাজ জটায়ু তাহা দেখিতে পাইয়া রাবণের প্রতি ধাবমান হইল এবং কহিল, অরে দুষ্টাশয় ! তুই রঘুকুল-বধূ জনকনন্দিনী সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিস্, এইক্ষণ মৈথিলীকে পরিত্যাগ কর, আমি জীবিত থাকিতে তুই রামসীমন্তিনীকে হরণ করিতে পারিবি না। জটায়ু এইরূপে গর্জ্জন করিয়া তীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে দশাননের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল এবং তুণ্ডাঘাতে রথ চূর্ণ করিল। তখন রাবণ খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছেদন করিল। জটায়ু ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে দুরাচার সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া গগনপথে লঙ্কাভিমুখে চলিল। মৈথিলী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুষ্টাশয় তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সীতা আপন অঙ্গের আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া আশ্রমে ও জনপদে ফেলিতে লাগিলেন এবং কোন পর্ব্বতোপরি পাঁচটি বানর দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের সমক্ষে আপন উত্তরীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাক্ষসেশ্বর পবনবেগে রথ চালাইয়া সীতার সহিত লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাম মারীচকে নিপাত করিয়া কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন, তখন পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বৎস ! তুমি কি নিমিত্ত এই রাক্ষসসেবিত ঘোর অরণ্যে সীতাকে ছাড়িয়া আসিলে ? তখন লক্ষ্মণ রামের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সীতা যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহাও রামচন্দ্রকে জানাইলেন। উভয়ভ্রাতা সীতার অনিষ্টচিন্তা করিতে করিতে দ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন সীতা নাই; তখন "হাহতোস্মি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম সীতার

অন্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে জটায়ুকে দেখিয়া প্রথমত রাক্ষস জ্ঞানে শরসন্ধান করিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইলেন। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পিতৃসখা জটায়ু ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত আছে। রাম তাহাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পক্ষিরাজ সীতাহরণ বৃত্তান্ত ও আপনার দুর্দ্দশা জানাইল। পুনর্ব্বার রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, দুরাত্মা আমার প্রিয় পত্নীকে লইয়া কোনদিকে গমন করিয়াছে ? তখন জটায়ু দক্ষিণদিক লক্ষ্য করিয়া মস্তক উন্নত করিল এবং রামের সমক্ষে পঞ্চত্ব পাইল। রাম জটায়ুর সৎকার করিয়া তাহার ইঙ্গিতানুসারে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন পথিমধ্যে ভীমদর্শন পর্বতাকার কবন্ধ রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন, কবন্ধ যদৃচ্ছাক্রমে উভয় বাহুদ্বারা লক্ষ্মণকে ধারণ করিল, লক্ষ্মণ ভীত হইলেন, কবন্ধ রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়া রামকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার দুর্দ্দশা অবলোকন করুন, তখন রাম কহিলেন, ভয় নাই আমি জীবিত থাকিতে রাক্ষসেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তুমি ইহার দক্ষিণবাহু ছেদন কর, আমি বামবাহু ছেদন করিলাম, এই বলিয়া রাম খড়্গদ্বারা কবন্ধের বামবাহুচ্ছেদন করিলে লক্ষ্মণ তাহার দক্ষিণবাহুচ্ছেদন করিয়া পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। তখন কবন্ধ ভূতলে পতিত হইল, তাহার দেহ হইতে দিব্যপুরুষ বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত পাইতে লাগিল।

রাম এই আশ্চর্য্য ঘটনাদৃষ্টে দিব্যপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। দিব্যপুরুষ কহিল, আমি বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আপনার প্রসাদে নিষ্কৃতি পাইলাম। লঙ্কাবাসী রাবণ আপনার সীতা হরণ করিয়াছে। আপনি বানররাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করুন, সুগ্রীব এখন স্বীয় ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতে চারিজন অমাত্যের সহিত বাস করিতেছে, আপনি তাহার সহিত মিলিত হইয়া দুঃখ জানাইলেই সে আপনার সাহায্য করিবে।

আপনি তাঁহার সহায়তায় সীতাকে দর্শন করিতে পাইবেন। দিব্য-পুরুষ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সেই কথানুসারে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ঋষ্যমূকাভিমুখে চলিলেন, পথিমধ্যে পম্পানামক পুণ্যসলিল হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সরোবর দেখিতে পাইয়া তাহাতে পিতৃ-তর্পণাদি করিলেন এবং শ্রমণানাম্নী শবরপত্নীর সহিত কথোপকথন করিয়া অপেক্ষাকৃত শ্রান্তি ও শোক দূর করিয়া চলিলেন। ঋষ্যমূকের সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই ভূধরের শিখরদেশে পঞ্চবানর উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থলে সুগ্রীব হনূমান প্রভৃতি অমাত্য চতুষ্টয়ের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া হনূমানকে তাঁহাদিগের সম্ভাষণার্থ পাঠাইয়া দিলেন। সুবুদ্ধি হনূমান রাম ও লক্ষ্মণকে যথোচিত সৎকার করিয়া সুগ্রীবের সমীপে আনিলেন। রাম সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং সীতাহরণ ও আত্মদুঃখ জানাইলেন। তখন সুগ্রীব সীতাহরণ সময়ে বানরদিগের সমীপে যে বসন পতিত হইয়াছিল, সেই বসন রামকে প্রদর্শন করিলেন, রাম বালিকে বিনাশ করিয়া রানররাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সুগ্রীব সীতা উদ্ধার করিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া বালির সহিত সুগ্রীবকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। যখন বালি ও সুগ্রীবের ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছিল এমন সময় রাম অন্তরালে থাকিয়া বালির প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন, সেই বাণাঘাতে বালি নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার আধিপত্য পাইলেন এবং বালির পত্নী তারাকে আপন পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। বালিতনয় অঙ্গদ সুগ্রাবের সহিত মিলিত হইয়া সীতা উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে নানারূপে সেবা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সুবেল পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া চারিমাস অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে লঙ্কাপতি দশানন সীতাকে সঙ্গে করিয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং অশেষ প্রলোভনেও সীতাকে বশীভূত করিতে না

পারিয়া অশোক বনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিলেন।
সীতা এইরূপে রাক্ষসহস্তে পতিত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ
পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীরামচরণ চিন্তা করত অতিদীনার ন্যায় কাল যাপন
করিতে লাগিলেন। সীতার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল, তাঁহার
অশ্রু প্রবাহে ধরণীমণ্ডল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ষণার্থ
চতুর্দ্দিকে রাক্ষসীগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিত, তাহারা সর্ব্বদা সীতাকে
ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিত, যদি তুমি রাবণকে ভজনা না কর, তাহ
হইলে আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। সীতা বলিলেন
তোমরা আমাকে এই মুহূর্তেই ভক্ষণ কর, সেই পদ্মপলাশলোচন
শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল অদর্শনে আমার জীবন ধারণে কোন
প্রয়োজন নাই। আমি তালতরুস্থিত সর্পিণীর ন্যায় দেহ শোষ
করিব, তথাপি অন্যপুরুষের আশ্রয় লইব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা
তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। রাক্ষসীরা এই সকল বৃত্তা
রাবণের গোচর করিতে চলিল, এমন সময় ত্রিজটা নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা বৃ
রাক্ষসী অবসর পাইয়া সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, সখি জানকি
তুমি ভীত হইও না, বিশ্বস্ত মনে আমার কথা শ্রবণ কর। অ
নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন, তিনি তোমার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমা
বলিয়া দিয়াছেন, ত্রিজটে! তুমি সীতার নিকট উপস্থিত হই
নির্জনে তাঁহাকে বলিও, বৈদেহি! তোমার ভর্ত্তা রাম রঘুনন্
লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত ম
করিয়া তোমার উদ্ধারার্থ উদ্‌যোগ করিতেছেন, হে ভীরু! দুরা
দশাননের প্রতি নলকূবরের অভিসম্পাত আছে, সেই অভিশাপ
তোমাকে রক্ষা করিবে। পাপাত্মা দশানন পুত্রবধূ নলকূবরগেহিনী
রম্ভাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছে, অতএব
দুষ্টাশয় আর কোন নারীকে বলাৎকার করিতে পারিবেনা, তুমি নি
চিত্তে অবস্থান কর। তোমার ভর্ত্তা শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার ক
লইবেন। আমি নিশাকালে যে ঘোরস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি তাহা
নিশ্চয়ই দুর্ব্বুদ্ধি দশাননের বিনাশ হইবে।

ত্রিজটা এইরূপে সীতাকে সান্ত্বনা করিতেছে, এমন সময় রাবণ রাক্ষসীগণের সহিত অশোককাননে উপস্থিত হইয়া কহিল, সীতে! তুমি এতদিন স্বামীর অপেক্ষায় রহিলে, তথাপি তোমার স্বামীর সন্ধান পাইলে না, এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র রামের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া লঙ্কার পটেশ্বরী হও। সুন্দরি! তুমি মহামূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আমার রত্নসিংহাসন সুশোভিত কর, আমি যেসকল দেবকন্যা, অসুরকন্যা প্রভৃতি আহরণ করিয়া মহিষী করিয়াছি, তাহারা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী হইয়া পরিচর্য্যা করিবে। তুমি আমাকে ভজনা করিয়া মন্দোদরীর ন্যায় প্রধানা রাজ-মহিষী হইয়া বনবাস দুঃখ বিস্মৃত হও। সীতা রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুখপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তৃণ ব্যবধান করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসেশ্বর! আপনার এই বাক্যসকল আমাকে বজ্রের ন্যায় ব্যথিত করিতেছে, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি এই অসম্মতি পরিত্যাগ করুন, আমি পররমণী ও পতিব্রতা, সুতরাং আমার প্রতি লোভ করা আপনার বিধেয় হয় না। প্রজাপতিতুল্য মহর্ষি বিশ্রবা আপনার জনক, স্বয়ং লোকপালতুল্য মহেশ্বর সখা, ধনেশ্বর কুবের আপনার ভ্রাতা, তথাপি ঈদৃশ কুৎসিত কার্য্যে আপনার লজ্জা হইতেছে না কেন? সীতা এই কথা কহিয়া বদন আবরণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর দশানন পুনর্ব্বার কহিল, সুহাসিনি! অনঙ্গ আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিতেছে, তথাপি আমি তোমার অনভি-মতে তোমাকে স্পর্শ করিব না। এই বলিয়া রাবণ প্রস্থান করিলে সীতা বিষণ্নমনে রামচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া সুবেল পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, এমন সময় রাম সীতাকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি একবার কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর, বোধ হয়, সুগ্রীব প্রভৃতিরা আমাদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছে, তুমি সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া সত্বর এখানে আসিবে। লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন পূর্ব্বক সুগ্রীবকে

রামের আদেশ জানাইলে সুগ্রীব কহিলেন, আমি সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণকে সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা এক মাসের মধ্যেই সীতার অন্বেষণ করিয়া দিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছে। তাহারা নদী, গিরি, বন, দুর্গসমন্বিত সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিবে। এইক্ষণে পঞ্চদিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে অবশ্যই আমি সীতার অন্বেষণ করিয়া দিব। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্যে রোষপরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বাসিত হইয়া সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সুবেলপর্ব্বতে রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর যাহারা পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে গিয়াছিল সেই সকল বানর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুগ্রীব সমীপে নিবেদন করিল, রাজন্! আমরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছি। কোন স্থানেও সীতার সন্ধান পাইলাম না। রাম সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাশোকে কাতর হইলেন বটে, তথাপি যাহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর দক্ষিণ দিগ্‌গত বানরগণ অন্বেষণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। হনূমান অঙ্গদ প্রভৃতি ইহারাই দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহারা সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে হনূমান কহিল, রাজন্! আমি সীতাকে নয়ন-গোচর করিয়াছি, আমরা দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী যাবতীয় বন, পর্ব্বত, আকর সমস্ত অন্বেষণ করিয়া নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে শ্রান্ত হইয়া এক মহতী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং তথায় এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইয়া জানিলাম, উহা ময়নামক দৈত্যের আলয়, তথায় প্রভাবতী নাম্নী এক তপস্বিনী তপস্যা করিতেছিলেন তিনি পথ দেখাইয়া দিলে আমরা লবণ-জলধির তীরে মলয়পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বরুণালয় দেখিতে পাইলাম। অনন্তর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিরূপে শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর পার হইব এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় জটায়ুভ্রাতা সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার প্রমুখাৎ রাবণের পুরীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় একটা জলরাক্ষসীকে বিনাশ করিয়া

উল্লম্ফন পূর্ব্বক শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগরের পারে লঙ্কাপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে অশোক বনমধ্যে সীতার সন্দর্শন পাইয়া তাঁহার আকারদর্শনে তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমি রামদূত পবননন্দন হনূমান, আপনার অন্বেষণার্থ এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রাম ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, তাঁহারা আপনার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই বলিয়া আমি আপনার অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয় প্রদান করিলাম। তখন সীতা আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সরিন্ধের বচনানুসারে তোমাকে হনূমান বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, সীতা এই কথা বলিয়া এই মাণিকটি আমার হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, বৎস! তুমি এখন প্রস্থান কর, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ তোমাকে রামদূত বলিয়া জানিতে পারিলে এই দণ্ডেই বিনাশ করিবে। অনন্তর আমি সীতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম এবং রাবণের লঙ্কাপুরী দাহন, প্রমোদ বন ভঞ্জন এবং রাবণের অক্ষনামক এক পুত্রকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক আসিয়াছি।

রাম হনূমানের মুখে এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া বানরগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, সুগ্রীবের আদেশে প্রধান প্রধান বানরগণ তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিল। বালির শ্বশুর সুষেণ, গন্ধমাদন পর্ব্বতবাসী গন্ধমাদন, মহাবল মেধাবী পনস, দধিমুখ, জাম্ববান, গয়, গবয়, গবাক্ষ, নল, নীল, অঙ্গদ, মৈন্দ প্রভৃতি বানরগণ অসংখ্য স্ব স্ব বানরসেনা লইয়া রামকার্য্য সিদ্ধার্থ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইল। তখন রাম ঐ সকল বানরসৈন্য লইয়া সাগরসমীপে গমন করিলেন এবং কি উপায়ে বানরসৈন্য লইয়া সাগর পার হইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া বরুণকে স্মরণ করিলেন, বরুণ রামসমীপে উপস্থিত হইলে রাম কহিলেন, জলেশ্বর! আমি তোমার উপর সেতুবন্ধন করিব, তোমাকে তাহা সহ্য করিতে হইবে। তখন বরুণ কহিলেন, প্রভো! আপনার সৈন্যমধ্যে বিশ্বকর্ম্মাতনয় নল নামে যে বানর আছে,

সে শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, তাহাকে সেতু বন্ধনের নিমিত্ত আদেশ করুন, নল তৃণপত্রাদি যাহা কিছু সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, সেই সমুদয়ই আমি ধারণ করিব। বরুণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে রাম নলকে সেতুবন্ধনার্থ আদেশ করিলেন, নল রামের আজ্ঞা পাইয়া শতযোজন দীর্ঘ এবং দশ যোজন আয়ত সেতু নির্ম্মাণ করিল, সেই সেতু নলসেতু নামে বিখ্যাত হইল। এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সহিত রামসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে রাম তাহাকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলেন। পরন্তু এই ব্যক্তি রাবণের গুপ্তচর বলিয়া সুগ্রীবের আশঙ্কা রহিল, রাম বিভীষণের অকপট চরিত্র ও একান্ত ভক্তি জানিয়া মনে মনে তাহাকে রাক্ষস রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং আপন মন্ত্রীপদে নিয়োজিত করিয়া লক্ষ্মণের প্রিয় সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে বানরসৈন্য সঙ্গে করিয়া সেই সেতুপথে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন এবং বানর দ্বারা রাবণের উপবন সকল ভঞ্জন করিয়া শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক সসৈন্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন অঙ্গদকে দূত করিয়া রাবণ সমীপে প্রেরণ করিলে মহাবল অঙ্গদ লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া লঙ্কা প্রবেশের অভিসন্ধি জানিল এবং নির্ভয়চিত্তে পুরপ্রবেশ করিয়া রাবণ সমীপে উপস্থিত হইল, বালিনন্দন রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অহে নিশাচর! কোশলাধিপতি রঘুনন্দন আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। "তুমি আমার প্রিয়পত্নী সীতাকে চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা আহরণ করিয়া অপরাধ করিয়াছ, তুমি নিজ বাহুবলে দর্পিত হইয়া বনচারী ঋষিগণকে হিংসা করিয়াছ, অমরগণের অপমান করিয়াছ এবং অসহায় রমণীগণকে হরণ করিয়াছ। এইক্ষণ সেই সমুদায় অপরাধের শাস্তি ভোগ করিবে। নিশাচর! তুমি আমার শরণাগত হইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে সমর্পণ কর, নচেৎ এবার তোমার পরিত্রাণ নাই। আমি এই শাণিত শরনিকর দ্বারা ভূলোক রাক্ষসশূন্য করিব," রাবণ অঙ্গদের মুখে

এইরূপ পরুষবচন শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া চারিজন রাক্ষসকে, অঙ্গদকে আক্রমণ করিতে ইঙ্গিত করিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা রাবণের ইঙ্গিত বুঝিয়া অঙ্গদকে চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন বিহঙ্গমগণ শার্দ্দূলকে আক্রমণ করিলে ব্যাঘ্র যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া সেই বিহঙ্গমদিগকে নিপাতিত করে, অঙ্গদ সেই রূপ রাক্ষসদিগকে লইয়া আকাশে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইল, তাহার বেগে রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িল, অঙ্গদ সেই প্রাসাদ শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া লঙ্কাপুরী লঙ্ঘনপূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাম তাহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক অভিনন্দন করিলে অঙ্গদ বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাম লঙ্কার সমুদায় প্রাচীর ভগ্ন করিতে বানরদিগকে আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বানরগণ লঙ্কার প্রাচীর সমুদায় ভগ্ন করিল, লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববানকে সঙ্গে করিয়া তুরাধর্ষ দক্ষিণদ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। রাবণ এই সমুদায় শ্রবণ করিয়া অসংখ্য রাক্ষস সেনা প্রেরণ করিলে রাম সকলকেই পরাজিত করিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। রাক্ষসরাজ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তদ্ভিন্ন অপরাপর বানরসেনা ও রাক্ষস-সৈন্য মধ্যে যে যাহাকে সমকক্ষ মনে করিল, সেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল, দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় বানর-রাক্ষস সমরও ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় সকলেই প্রবল পরাক্রমে পরস্পরকে হিংসা করিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব অস্ত্রদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্ধকরত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ নানা প্রকার মর্ম্মভেদী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা লক্ষ্মণের অঙ্গ বিদ্ধ করিলে লক্ষ্মণও আপন তীক্ষ্ণশরনিকর দ্বারা ইন্দ্রজিতের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিল, বীরগণের পদভরে ধরণী রসাতলে

যাইবার উপক্রম হইল, ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে যুদ্ধ চলিতেছে, এই সময় বিভীষণ প্রহস্তকে নিপাত করিলে, ধূম্রাক্ষ কপিগণের প্রতি ধাবিত হইল। বানর সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, এই সময় কপিশার্দ্দূল হনূমান পলায়মান বানরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধার্থ সমরভূমিতে উপস্থিত হইল, তাহার সহিত ধূম্রাক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম চলিল, ধূম্রাক্ষ বানরসেনাকে বিকল করিয়া তুলিলে, শত্রুবিজয়ী হনূমান রোষপরতন্ত্র হইয়া বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক সেই বৃক্ষের আঘাতে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত ধূম্রাক্ষকে নিপাত করিল।

অনন্তর রাবণ সমরে পরাজয় দর্শন করিয়া কুম্ভকর্ণকে স্মরণ করিলেন, তখন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন ছিল, অনেক যত্নে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সমর বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাকে সংগ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কুম্ভকর্ণের সহিত বানরসেনার সমর আরম্ভ হইলে, কুম্ভকর্ণ বানরসেনা ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সুগ্রীব তাহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে পরাজিত করিল। তখন লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর রাক্ষসেশ্বর কুম্ভকর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপন পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সমরে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ উদযুক্ত হইয়া নিকুম্ভিলা গৃহে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিলেন। দুষ্ট দশানন কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতের নিধন সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইল এবং ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কোনরূপেই পরাজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে লক্ষ্মণের প্রতি শক্তি নামক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে ভূতলশায়ী করিল। তখন রাম ভ্রাতৃশোকে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতি মন্ত্রণা করিয়া ঔষধি প্রয়োগদ্বারা লক্ষ্মণকে জীবিত করিলেন।

এদিকে রাবণ লক্ষ্মণকে সমরশায়ী করিয়া মহাহর্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছিল, এমন সময় শুনিতে পাইল লক্ষ্মণ জীবিত হইয়াছে, তখন পুনর্ব্বার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া রামের অদ্ভুত শক্তি স্মরণ করিতে লাগিল। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রামের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাম ও রাবণের তুমুল সংগ্রাম চলিল, এই যুদ্ধের দ্বিতীয় উপমাস্থল নাই। উভয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণ রামের প্রতি মহাশূল বিসর্জ্জন করিলে, রাম তীক্ষ্ণশর দ্বারা সেই শূল কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। রাবণ অমোঘ শূলকে ব্যর্থ দেখিয়া রামের প্রতি সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম সেই সকল অস্ত্র নিবারিত করিয়া তূণ হইতে একটি তীক্ষ্ণশর লইয়া ব্রহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও কার্ম্মুকে যোজনা করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ আকাশ-মার্গে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন,ব্রহ্মাস্ত্রের প্রকাশে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের ত্রাস বিদূরিত হইল। রাম আকর্ণ জ্যাকর্ষণ করিয়া রাবণের প্রতি সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। জাজ্জ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় সেই বাণ বায়ুবেগে গমন করিয়া রাবণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। অনন্তর রাবণ রথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রামের ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের মাংসশোনিত শুষ্ক করিল। রাবণ ধূলিধূসরিত কলেবরে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য হইতে লাগিল। দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবশত্রু রাবণ নিহত হইলে অমরবৃন্দ হৃষ্টচিত্ত হইয়া পূর্ণব্রহ্মরূপী রামের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণের বিনাশ হইলে পৃথিবীর ভার অপনীত হইল। ভূতধাত্রী ধরণী আসিয়া রামের চরণকমল অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। রাক্ষস সেনা মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অবশিষ্ট রাক্ষসগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে রাম রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া সীতাকে আপন সমক্ষে আনিতে আদেশ করিলে বিভীষণ প্রভৃতি সহর্ষে সীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন জানকীর বদন-

কমল প্রফুল্ল হইল। সীতা একাকিনী রাবণ গৃহে ছিলেন এই আশঙ্কায় রাম প্রথমতঃ জানকীকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। পরে বৈদেহীর চরিত্রশুদ্ধি প্রকাশের নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে সীতাকে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিদেব স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। জানকীর গাত্রে অগ্নির উত্তাপমাত্রও লাগিল না। তিনি স্বচ্ছন্দ শরীরে অগ্নি হইতে উঠিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাম লঙ্কাপুরে প্রবেশ কবিয়া মন্দোদরীকে সান্ত্বনা করত বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম লক্ষ্মণ, সীতা ও হনূমান প্রভৃতি সেনা সমভিব্যাহারে সেতুদ্বারা সমুদ্র পার হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। সমুদ্র রামের নিকট আত্মবন্ধন বিমোচনার্থ অনুনয় করিলে অনন্ত শক্তি রামচন্দ্র শরদ্বারা সেই সেতুবন্ধন বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। পরে সকলে সহর্ষে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, বানরগণ "রামজয়" শব্দে রামের অনুগমন করিল। রামচন্দ্র অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিবর্গকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ভরত রামের প্রত্যাগমন শ্রবণ করিয়া নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং রামের চরণে নিপতিত হইয়া রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, মহা সমারোহে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। রাম অপত্যের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রজাবর্গেরও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাম কিছুকাল সীতার সহবাসে কালযাপন করিলে সীতার গর্ভসঞ্চার হইল। এই সময়ে কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীরা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর সমভিব্যহারে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ দর্শনে গমন করিলেন। রাম প্রজাবর্গের সুখ সাধনে তৎপর হইয়া দুর্ম্মুখ নামক কোন ভৃত্যকে গোপনে প্রজা-বর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিজ্ঞানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ম্মুখ আসিয়া রামের নিকট বলিল, প্রজাবর্গ সকলেই মহারাজের যশোগান করিতেছে, কিন্তু কেহ কেহ সীতা একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবন করিয়া লক্ষ্মণকে অনুমতি করিলেন তুমি সীতাকে

লইয়া গঙ্গার অপর পারে পরিত্যাগ কর। লক্ষ্মণ অগত্যা সীতাকে লইয়া বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। অনন্তর সীতা, কুশ ও লব নামে দুই যমজ কুমার প্রসব করিলে বাল্মীকি তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামরাজ্য মধ্যে এক ব্রাহ্মণ তনয়ের অকালমৃত্যু হইলে, রাজার দোষ ব্যতিরেকে অকালে প্রজা নাশ হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়া সেই ব্রাহ্মণ মৃত তনয়কে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া শিরস্তাড়ণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, আমার রাজ্যমধ্যে নিশ্চয়ই কোন অবিচার হইয়া থাকিবে। রাজাপরাধ ব্যতিরেকে অকালে প্রজানাশ হইতে পারে না। এইরূপে আত্মদোষ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন, শম্বুকনামক কোন শূদ্র দণ্ডকারণ্যে তপস্যা করিতেছে, সেই শূদ্র তপস্বীকে বিনাশ করিলেই ব্রাহ্মণতনয় জীবিত হইবে। রামচন্দ্র এইরূপ শুনিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং শম্বুককে বিনাশ করিবামাত্র ব্রাহ্মণশিশু জীবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, বাল্মীকি কুশ, লব ও জানকীকে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রামের হস্তে তাঁহার পুত্রদ্বয় ও বৈদেহীকে সমর্পণ করিলে রাম প্রহৃষ্টচিত্তে পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া, সীতাকে চরিত্রশুদ্ধির পরীক্ষা দিতে কহিলেন। তখন সীতা স্বীয় জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তৎক্ষণাৎ পৃথিবীও জানকীকে গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল হইয়া পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করত স্বর্গারোহণ করিলেন।

অষ্টম

বলরাম-অবতার

"বহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥"—জয়দেব

সময় সময় দৈত্য দমনাদি করিয়া ভূভারহরণই ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য, কিন্তু বলরাম অবতারে বিশেষত্ব আছে। রাম অবতারে লক্ষ্মণ রামের সহিত বনগমন করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষ অনশনে থাকিয়া রাম ও সীতার সেবা করিয়াছিলেন এবং সীতা উদ্ধারার্থ অগম্য গিরি ও দুর্গম অরণ্য পর্য্যটন করিয়া অবশেষে রাবণের শক্তিবাণে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত থাকেন। এইরূপে বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া রাম ও জানকীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাম লক্ষ্মণের প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন, তুমি রাম অবতারে কনিষ্ঠ হইয়া আমার যেরূপ সেবা করিলে ভাবী অবতারে আমি সেইরূপ তোমার কনিষ্ঠ হইয়া সেবা করিব।

কালক্রমে উগ্রসেন নামে নরপতি মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কংস নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, এই কংস কালসহকারে অতি নিষ্ঠুর ও দুরাত্মা হইয়া উঠিলেন। ইনি আপন ভগিনী দেবকীকে বসুদেবের সহিত বিবাহ দেন, যখন বসুদেব দেবকীকে লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন, তখন কংস ভগিনীর সন্তোষার্থ সুশোভিত একশত রথ সমভিব্যাহারে দিয়া, স্বয়ং রথের সারথি হইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে এই আকাশবাণী তাহার কর্ণগোচর হইল, "অরে অজ্ঞ! তুমি যাহাকে বহন করিতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমাকে সংহার করিবে।" কংস এই আকাশবাণী শ্রবণ মাত্র খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক দেবকীর শিরচ্ছেদ মানসে তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন

বলরাম-অবতার।

বসুদেব সেই নৃশংসকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি সাধারণ আকাশবাণী শ্রবণে ভীত হইয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। বিশেষতঃ দৈববাণীতে দেবকী হইতে আপনার কোন ভয় ব্যক্ত হয় নাই, বরং ইহার সন্তান হইতেই আপনার ভয়ের সম্ভব। অতএব আপনি ইহাকে বিনাশ করিবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দেবকীর সন্তান জন্মিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে অর্পণ করিব। আপনি সেই সন্তানের প্রাণ সংহার করিলেই আপনার ভয়ের কারণ দূর হইবে। দুরাত্মা কংস বসুদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিয়া, ভগিনীর কেশ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ভগিনী বধরূপ নৃশংস ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল। তখন বসুদেব প্রীতমনে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুবিদ্বেষী কংস দেবগণের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। যাহার গলদেশে হরিনামের মালা দেখিতে পাইত, তাহার গ্রীবাকর্ত্তন এবং কাহারও নাসিকাতে তিলক দর্শন করিলে তাহার নাসাচ্ছেদ করিয়া বিষ্ণুভক্তদিগের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা করিত। সর্ব্বদা পদাঘাতে পৃথিবীকে তাড়ন করিতে লাগিল। পৃথিবী কংসের ভারবহনে অসমর্থা হইয়া, গোরূপ ধারণপূর্ব্বক সজলনয়নে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মার নিকট কংসের অত্যাচার বর্ণন করিয়া কহিলেন, বিশ্বকারিন্! আপনি কংসের নিধনসাধনে যত্নবান না হইলে আপনার সৃষ্টিরক্ষা পায় না। তখন কমলাসন কহিলেন, কংসের বিনাশ আমার সাধ্যাধীন নহে, চল সকলে ত্রিলোচনের নিকট যাই। পঞ্চানন ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণ ও পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, কংসরাজকে বিনাশ না করিলে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম দেখিতেছি। ভূতনাথ কহিলেন, বৈকুণ্ঠনাথ ভিন্ন কংসের সংহারকর্ত্তা আর নাই, এই বলিয়া নন্দীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও পৃথিবীর সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, বিশ্বাত্মন্! আপনি

কংস বিনাশের উপায় করুন, নচেৎ তাহার অত্যাচারে ত্রিলোক বিনাশ পাইবে। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, তোমরা স্বস্ব স্থানে প্রস্থান কর, আমি কংসের বিনাশার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দেবকণ্টক কংসকে শীঘ্রই নিপাত করিব।

এদিকে যুক্তযোগী দেবর্ষি নারদ কংসের সভায় উপস্থিত হইয়া কংসরাজকে কহিলেন, আমি সুমেরুশিখরে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, দেবগণ তোমার বিনাশার্থ মন্ত্রণা করিতেছেন। তোমার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তানই তোমাকে বিনাশ করিবে। কংস নারদের নিকট আপন বিনাশ-মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া দৈববাণী স্মরণপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তাহার সন্তান জন্মিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবকীর ছয়টী সন্তান বিনাশ করিলে, যখন দেবকীর সপ্তম গর্ভের সঞ্চার হইল, তখন তাহার হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইল। ভগবান্ নারায়ণের অংশ সেই গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। নারায়ণ যোগমায়াকে কহিলেন, দেবি! বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণী গোকুলে বাস করিতেছেন, তুমি তথায় গমন করিয়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। দেবকীর গর্ভস্থ সন্তান আমারই অংশ, ইনি আমার অগ্রজ হইবেন। আমি পুনর্ব্বার স্বয়ং দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এবং তোমাকেও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্যগণ তোমাকে বরপ্রদাত্রী জানিয়া দুর্গা, ভদ্রকালী প্রভৃতি নামে অর্চ্চনা করিবে। তুমি এই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলে রোহিণীর যে সন্তান হইবে, ইনি সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইবেন। ইঁহাকে স্বয়ং অনন্তদেব বলিয়া জানিবে। ইনি লোকের মনোরঞ্জন করিবেন, এইজন্য ইঁহাকে রাম ও বলাধিক্যবশতঃ বলভদ্র বলিবে। যোগমায়া ভগবানের আদেশে দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন, দেবকীর গর্ভস্রাব হইল বলিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল ভগবান দেবকীর গর্ভে

প্রবেশপূর্ব্বক তাহার অন্তঃকরণ আশ্রয় করিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন। বসুদেব জানিতে পারিলেন যে, পরমপুরুষ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং কংস আর আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, নিশ্চয় এই সন্তানই কংসকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে।

এসময়ে যোগমায়া যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিলেন, অনন্তর কতিপয় মাস বিগত হইলে রোহিণীর গর্ভ হইতে বলরাম জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বিষ্ণু স্বয়ং দেবকীর গর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময়ে নন্দপুরে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়াও কন্যারূপে আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর শরীর পূর্ণ শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও চতুর্ভুজ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজিত, নূতন জলধরের ন্যায় নীলবর্ণ দেহকান্তিতে ত্রিলোক সমুজ্জ্বল করিতেছিল। বসুদেব পুত্রের মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং "এখনই ইহাকে কংসদূতে বিনষ্ট করিবে" এই ভাবনায় বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান বসুদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জননি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার নাম পৃশ্নী ছিল এবং বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন. যখন ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন, তখন তোমরা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অনশনে দিব্য পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। অনন্তর আমি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর গ্রহণ করিতে কহিলাম, তখন তোমরা আমার সদৃশ পুত্র কামনা করিয়াছিলে. আমার মায়া তোমাদিগকে বিমোহিত করিয়াছিল, তাহাতেই তোমরা মুক্তি কামনা না করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। অনন্তর তোমরা সামান্য বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হও। আমি জগতে আমার তুল্য অন্য কাহাকে দেখিতে না পাইয়া স্বয়ংই তোমার পুত্র হইয়াছিলাম, পরে কশ্যপ ও অদিতি নামে তোমরাই উৎপন্ন হইয়াছিলে, সেই সময়ে আমি বামনরূপে তোমাদিগের পুত্র

হইয়াছিলাম। এক্ষণে তৃতীয়বারেও আমি তোমাদিগের পুত্র হইলাম। আমি যে পূর্ব্বে দুইবার তোমাদিগের পুত্র হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এইরূপে দর্শন দিলাম। এক্ষণে তোমরা আমাকে চিন্তা করিও, তাহা হইলেই মনোরথ সফল হইবে।”

ভগবান জননীকে এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সামান্য শিশু হইলেন, বসুদেবও বিষ্ণুর মায়ার প্রভাবে তাঁহাকে সামান্য শিশুরূপে জ্ঞান করিয়া কিরূপে কংস দূতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন যে “গোকুলে নন্দরাজের এক কন্যা জন্মিয়াছে, এই শিশুকে তথায় রাখিয়া সেই কন্যা আনিলেই এই বালকের রক্ষা হইতে পারে।” বসুদেব আকাশবাণী শ্রবণমাত্র নবজাত বালককে ক্রোড়ে করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেই তাঁহার বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া গেল। পুরদ্বারের কবাটও লৌহ অর্গলে অবরুদ্ধ ছিল, তাহাও উন্মুক্ত হইল। যোগমায়ার প্রভাবে দৌবারিক ও পুরবাসী সকলেই নিদ্রায় অভিভূত ছিল। বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া নন্দপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এমন সময়ে মেঘগর্জ্জন, বারিবর্ষণ ও বজ্রপাত হইতে লাগিল, অনন্তদেব স্বীয় ফণাদ্বারা বসুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথিমধ্যে গভীর নীরপূর্ণা যমুনা প্রবল বেগে তরঙ্গ ও আবর্ত্তসমূহে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। নারায়ণ শিবারূপে বসুদেবের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া গেলে বসুদেব সেই প্রদর্শিত পথে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। নন্দালয়ে সকলেই নিদ্রায় অভিভূত ছিল, বসুদেব যশোদার শয্যায় আপন শিশুকে রাখিয়া তাঁহার কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক স্বভবনে প্রতিগমন করিয়া দেবকীকে অর্পণ করিলেন। গৃহের দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল এবং তিনিও পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। যশোদা প্রসব করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা কি পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শয্যায় অতি সুন্দর এক পুত্র খেলা করিতেছে। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর দেবকী প্রসব হইয়াছে, ইহা শুনিবামাত্র দ্বারপাল সকল কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল। কংস দূত প্রেরণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে দূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর দূত মুখে দেবকীর প্রসববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুত গমনে সূতিকাগারে প্রবেশপূর্ব্বক দেবকীর ক্রোড় হইতে সেই নবজাত কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং কন্যার পাদদ্বয় ধারণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, যোগমায়া কংসের হস্ত হইতে অন্তরীক্ষে উঠিলেন এবং স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার অষ্টভুজে ধনু, শূল প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রকাশ পাইল। তিনি আকাশে থাকিয়াই কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অরে অজ্ঞ! আমাকে বধ করিলে তোমার কোন উপকারের সম্ভব নাই, তোমার সংহারকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।" ভগবতী যোগ-মায়া এইরূপে কংসকে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং নানাস্থানে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া রহিলেন। কংস দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শিশুবধার্থ নানাস্থানে অসুরদিগকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে নন্দরাজ পুত্র জন্মবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন; স্বয়ং গর্গ-ঋষি সেই নবজাত কুমারের জাতকর্ম্মাদি সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নামে তাঁহার নামকরণ করিলেন। নন্দালয়ে শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণআরম্ভ হইল। নন্দরাজ দীনজনদিগকে ধনবস্ত্রাদি দান করিলেন। বিশ্বান্তরাত্মা নন্দভবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

একদা নন্দ কংসকে বার্ষিক রাজস্ব প্রদানার্থ মথুরায় গমন করিলে বসুদেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নন্দের পুত্রজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দিত হইলেন এবং নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! আমার একটি সন্তান তাহার জননীর সহিত ব্রজপুরে বাস করিতেছে, তোমরাই তাহাকে প্রতিপালন করিয়া থাক, সে তোমাকেই পিতা বলিয়া জানে, সেই বালকটি জীবিত আছে ত? নন্দ সেই সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কংস দেবকীর অনেক সন্তান বিনাশ

করিয়াছে বলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বসুদেব কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার বার্ষিক কর-প্রদান করা হইয়াছে, এক্ষণে ভবনে প্রস্থান কর, গোকুলে অনেক দূত প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা শিশুদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে। নন্দ অবিলম্বে গোকুলে যাত্রা করিলেন। এদিকে কংস পূতনাকে শিশুবধার্থ প্রেরণ করিলে, বলিঘাতিনী পূতনা মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হইল এবং নন্দের শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখে বিষাক্ত স্তন প্রদান করিল। বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূতনার স্তন পান করিতে লাগিলেন, তিনি এইরূপ স্তনাকর্ষণ করিলেন যে, তাহাতেই মায়াবিনী পূতনা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া জীবনত্যাগ করিল। পূতনা বিকৃতবেশে ভূতলে পতিত আছে, এমন সময় যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ পূতনার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতেছে, তৎক্ষণাৎ যশোদা তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন, এমন সময় নন্দ মথুরা হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক পূতনাবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিলেন "বসুদেব যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য দেখিতেছি।"

একদা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে শকটের নিম্নে শয়ন করাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, বালক স্তনপানের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে পদদ্বয় উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই শকট উল্‌টিয়া পড়িয়া ভগ্ন হইল। যশোদা ও অন্যান্য গোপীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, শকট কিরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। অন্যান্য শিশুরা কহিল, কৃষ্ণ পদদ্বারা শকট ভঞ্জন করিয়াছে। কেহই সেই অতুল বিক্রমের বল পরিজ্ঞাত ছিলেন না; সুতরাং তাহারা শিশুদিগের বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইতেছিলেন, এমন সময় তৃণাবর্ত্তনামে দৈত্য চক্রবাকরূপী হইয়া পক্ষপাতে ধূলি উড্ডীন করিয়া সমস্ত গোকুল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকলের দৃষ্টিরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত

হইলে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তৃণাবর্ত্ত তাঁহার ভারে আক্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হওয়াতে সেই দুরাত্মা প্রাণত্যাগ করিল। যশোদা প্রভৃতি গোপীরা রোদন করিতেছিলেন, তাঁহারা পতন শব্দ শ্রবণমাত্র আসিয়া দেখিলেন ভয়ঙ্কর রাক্ষস, সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়া পতিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর উপবিষ্ট আছেন। গোপীরা কৃষ্ণকে আনিয়া যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করিল। বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়েই ব্রজে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, জানুপ্রচলনকাল অতীত হইয়া ক্রমশঃ পদদ্বারা চলিতে শিখিলেন। তাঁহারা ব্রজবালকদিগের সহচর হইয়া ব্রজমহিলাগণের আনন্দবর্দ্ধন-পূর্ব্বক বাল্যক্রীড়া ও গোচারণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাহাদিগের বাল্যোচিত দৌরাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। গোপীরা কৃষ্ণের অনিবার্য্য বাল্যচাপল্য দর্শনকরত যশোদাকে বলিল, "তোমার কৃষ্ণ অসময়ে বৎসগণকে মুক্ত করিয়া দেয়, কেহ তিরস্কার করিলে হাসিতে থাকে। আমাদিগের ঘরের দধিদুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে, যাহা খাইতে না পারে, তাহা বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়, দধিদুগ্ধের ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলে। গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন ভক্ষ্যবস্তু না পাইলে শিশুদিগকে কান্দাইয়া পলায়ন করে। যশোদে! তোমার কৃষ্ণ সর্ব্বদাই আমাদিগের গৃহে যাইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে, তুমি ইহার স্বভাব জান না, তোমার নিকট যেন অতি সুশীল বালকের ন্যায় বসিয়া আছে।"

যশোদা প্রতিবেশিনীদিগের মুখে শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণ ঈষৎহাস্য করিয়া পলায়ন করিলেন। একদা যশোমতী কৃষ্ণকে স্তনপান করাইতেছিলেন, এদিকে চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছিল ; তখন যশোদা কৃষ্ণকে রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন, কৃষ্ণ তাহাতে কুপিত হইয়া গৃহস্থিত দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া অন্য ভাণ্ড মধ্যে যে নবনীত ছিল, তাহার কতক আপনি খাইয়া অবশিষ্ট বানরদিগকে প্রদান করিলেন। যশোদা কুপিত হইয়া তাঁহাকে যষ্টিপ্রহার করিতে উদ্যত হইলে গোপাল ভয়ে

পলায়ন করিলেন। যশোদা কৃষ্ণের বীর্য্য অবগত ছিলেন না, তিনি যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণরজ্জুদ্বারা সামান্য বালকের ন্যায় কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি যতবার রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণের করযুগল আবর্ত্তন করেন, ততবারই রজ্জু উন্মুক্ত হইয়া যায়, বহুকষ্টেও তাহাকে বন্ধন করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইলেন। হরি জননীর পরিশ্রম দর্শনে স্বয়ংই বন্ধন স্বীকার করিলেন। যশোদা হরিকে উদূখলে বন্ধন করিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে হরি দুইটি যমল অর্জ্জুনবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ দুইটি উন্মূলিত হইয়া পতিত হইল এবং সেই বৃক্ষ হইতে দুই দিব্যপুরুষ বহির্গত হইলেন। ইঁহারা পূর্ব্বজন্মে নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে কুবের তনয় ছিলেন, নারদের অভিসম্পাতে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য পরিমাণে একশত বৎসর বৃক্ষ হইয়া থাকেন, এক্ষণে কৃষ্ণের প্রসাদে মুক্ত হইয়া তাঁহার স্তব করিলে ভগবান তাঁহাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমরা পূর্ব্ববৎ স্বর্গে গমন কর। এই সময় নন্দ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের বন্ধনাবস্থা দর্শন করিয়া হাস্যকরত তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। পরে একদিন কৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন, তখন বলরাম আসিয়া যশোদাকে কহিলেন, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে; যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তুই মাটী খাইয়াছিস? কৃষ্ণ কহিলেন, জননি! আমি মাটী খাই নাই, ইহারা মিথ্যা কথা কহিতেছে, তুমি আমার মুখ দেখ, এই বলিয়া হরি মুখব্যাদান করিলেন। যশোদা হরির মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বৈষ্ণবীমায়ায় মোহিত করিলেন। যশোদা হরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সমুদয় ভুলিয়া গেলেন।

অনন্তর উপনন্দ নামে কোন গোপ নন্দকে কহিল, গোকুলের বালকদিগের পক্ষে অনেক উপদ্রব দেখিতেছি। যদি রামকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে চাহ, তবে শীঘ্র গোকুল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস কর। গোপগণ উপনন্দের বাক্য অনুমোদন করিয়া সকলেই

গোকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও বলরাম যমুনা পুলিনে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা রাম ও কৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকের সহিত গোচারণ করিতেছিলেন, এমন সময় বৎসাসুর বৎসরূপধারী হইয়া বৎসগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল, কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বলরামকে দেখাইলেন এবং স্বীয় মনোগত গোপন করিয়া সেই অসুরের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তাহার পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করত বৎসাসুরের প্রাণ সংহার করিলেন। গোপ বালকগণ চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল। অন্য একদিবস গোপশিশুগণের সহিত রামকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে জলপানের নিমিত্ত জলাশয়ে গিয়াছিলেন, তখন এক মহান্ অসুর বকরূপে কৃষ্ণকে গ্রাস করিল। গোপবালক সকল তাহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল, কৃষ্ণ বকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজে অগ্নির ন্যায় তাহাকে দাহ করিতে লাগিলেন। বকাসুর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিয়া তুণ্ডাঘাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বকের তুণ্ডদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

একদা হরি বনভোজন মানসে গোপবালকদিগের সহিত গো ও বৎস সকল লইয়া গোচারণে যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে পূতনা ও বকের কনিষ্ঠ সহোদর অঘাসুর কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃন্দারণ্যে আসিল এবং পর্ব্বতাকার বৃহৎ কলেবর ধারণ করিয়া পথিমধ্যে গিরি-গুহার ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া রহিল। গোপশিশুরা ধেনু ও বৎস-গণের সহিত তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে অঘাসুর তাহাদিগকে চর্ব্বণ না করিয়া মুখমধ্যে আবদ্ধ করত কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তখন কৃষ্ণ সেইস্থানে আসিয়া দেখিলেন, অঘাসুর সকলকে গ্রাস করিয়াছে। তিনি গোপবালকদিগকে রক্ষা করিয়া অসুরকে বিনাশ করিবার মানসে অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন কলেবর বৃদ্ধি করিলেন, তাহাতে অঘাসুরের কণ্ঠরোধ হইল

এবং তাহার দেহমধ্যে বায়ু রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিল, তখনই অঘাসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গোপশিশুরা ধেনু ও বৎসগণের সহিত অক্ষত শরীরে বহির্গত হইয়া যমুনাপুলিনে ক্রীড়া করিতে লাগিল। হরি গোপবালকদিগকে কহিলেন, অহে! বয়স্যগণ! এই পুলিন অতি মনোহর, এস, আমরা সকলে এখানে ভোজন করি, ধেনু ও বৎস সকল তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করুক। বেলা অতিক্রান্ত হওয়াতে সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, সুতরাং কৃষ্ণের কথা অনুমোদন করিয়া ভগবানের সহিত ভোজন করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে গাভী ও বৎস সকল তৃণলোভে দূরবর্ত্তী বনে প্রবেশ করিলে গোপশিশুরা সকলেই ভীত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা ভীত হইয়া ভোজন পরিত্যাগ করিও না, আমি তোমাদিগের গাভী বৎস আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া হরি ধেনুগণের অন্বেষণের নিমিত্ত গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময় ব্রহ্মা আকাশে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা দর্শন করিতেছিলেন, তিনি ভগবানের অন্য মহিমাদর্শন মানসে ধেনু, বৎস ও বালকদিগকে হরণ করিয়া লইলেন। অনন্তর হরি বহু অন্বেষণে ধেনু ও বৎসদিগকে দেখিতে না পাইয়া পুলিনে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গোপবালকদিগকেও দেখিতে না পাইয়া জানিতে পারিলেন, "এই সমুদায়ই ব্রহ্মার কার্য্য।" তখন তিনি স্বয়ং গোপশিশু, ধেনু ও বৎসরূপী হইয়া গোচারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় বৎসর অতীত হইল, পঞ্চদিবসমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সেই সকল গাভীগণ গোবর্দ্ধন গিরিতে বিচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণের মায়াকল্পিত বৎসগণকে ব্রজের অনতিদূরে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া হুঙ্কার পরিত্যাগ করত রক্ষকদিগকে অগ্রাহ্য এবং দুর্গমমার্গ অতিক্রম করিয়া অতি বেগে ব্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের বৎসগণের সহিত মিলিত হইল। এদিকে ব্রজের গোপগণ আপন আপন সন্তান ও গোবৎস সকল হারাইয়া নিতান্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন, সহসা বালকগণের কোলাহল শুনিতে পাইয়া সত্বর গমনে তথায়

উপস্থিত হইলেন এবং স্ব স্ব বালকদিগকে দেখিতে পাইয়া ক্রোড়ে লইলেন, তখন ব্রহ্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন, গোপবালকগণ সকলেই আমার মায়ায় বিমোহিত আছে, তবে আবার এই সকল বালক কোথা হইতে আসিল। ব্রহ্মা এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইলেন, হরি তাহা জানিতে পারিয়া আপন মায়া সংহার করিলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নানা প্রকার স্তবকরত নিজধামে গমন করিলেন। এদিকে গোপ বালকগণ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ ভোজন করিতেছিল, কৃষ্ণ ধেনু ও বৎস লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে শিশুরা বলিল, কৃষ্ণ! তুমি অতি শীঘ্র শীঘ্র আসিয়াছ, দেখ আমরা গ্রাস ভোজন করি নাই, হাতের গ্রাস হাতেই আছে, এস সকলে ভোজন করি। কৃষ্ণ তাহা-দিগের সহিত ভোজন করিয়া যথাসময়ে সহচরগণের সহিত আবাসে উপস্থিত হইলেন।

এক দিবস কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসিনী গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন বনপাদপ সকলকে ফলকুসুমে সুশোভিত দেখিয়া অগ্রজাত বলরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই বন বৃক্ষসকল ফলপুষ্পোপহার দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিতেছে, এইরূপে অগ্রজের প্রশংসা করিয়া সহচরগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে গিরি-নদীর তীরভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। কখন বা শুকসারীর সহিত কথা, কখন কোকিলের সহিত গান ও কখন বা শিখিকুলের সহিত নৃত্য করিয়া নানাপ্রকার আমোদ করিতে লাগিলেন এবং বলরামকে অন্য গোপবালকের ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া আপনি তাঁহার পদসেবা করিয়া বলদেবের শ্রান্তিদূর করিলেন। তখন শ্রীদাম ও সুবল নামে কৃষ্ণের অন্য দুই সখা অন্যান্য গোপবালকের সহিত সেই স্থানে আসিয়া রামকৃষ্ণকে কহিল, এই স্থান হইতে অনতিদূরে এক বন আছে; উহা তালবৃক্ষরাজীতে পরিশোভিত, ঐ বনে নানাপ্রকার সুস্বাদু ও সুগন্ধি ফল পতিত আছে, কিন্তু মহাবল দুরাত্মা ধেনুকাসুর জ্ঞাতিগণের সহিত গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া সেইস্থানে বাস করিতেছে।

সেই মহাসুর মনুষ্য ভক্ষণ করে, সুতরাং কেহই তাহার ভয়ে সেই সুমিষ্ট ফল ভোজন করিতে পারে না, হে রাম। হে কৃষ্ণ। আমাদিগের সেই ফল ভক্ষণ করিতে অভিলাষ হইতেছে। এই কথা শুনিয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে সেই বনে প্রবেশ করিলেন, বলরাম বিশাল বাহুযুগলদ্বারা বৃক্ষগণ পরিকম্পিত করিয়া ফলসকল পাতিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা ধেনুক ফলপতনের শব্দ শ্রবণমাত্র দ্রুতবেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং পদদ্বারা বলরামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল, তখন বলরাম তাহার পদদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধে পরিভ্রামিত করিয়া তালবৃক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেই ধেনুক পঞ্চত্ব পাইল। অনন্তর ধেনুকের সহচর গর্দ্ধভরূপী অসুর সকল রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল, বলদেব ধেনুকের ন্যায় তাহাদিগকেও সংহার করিলেন। তদবধি মনুষ্যগণ নির্ভয়ে সেই বনের ফল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণ তালবনে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া সকলেই চিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময় বলরাম ও কৃষ্ণ গোপবালকের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই অপার আনন্দ অনুভব করিল।

অনন্তর কোন এক দিবস কৃষ্ণ আপন সহচরদিগকে লইয়া কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। কালিন্দীর মধ্যে কালীয়নামে এক হ্রদ ছিল, কালীয়নাগ সেই হ্রদে বাস করিত; সুতরাং সেই জলও বিষাক্ত ছিল, প্রাণীমাত্রই সেই জল সংসর্গে প্রাণত্যাগ করিত। কৃষ্ণের সহচরগণ গোচারণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই বিষাক্ত জলপান করিল এবং তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া পড়িল, হরি আপন সঙ্গিগণের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া অমৃত দৃষ্টিতে তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। তখন গোপগণ বুঝিতে পারিলেন, "আমরা বিষাক্ত জলপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই এ যাত্রায় রক্ষা পাইলাম।" হরি দুষ্টের দমন মানসে কোন উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বিষাক্ত জলে পতিত হইলেন এবং ভুজযুগলদ্বারা জল আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তাহাতে

জল ঘূর্ণিত হইল, সর্পগণ ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দংশন করিতে লাগিল। গোপ, গোপী, গাভী, বৎস সকলেই ইহা দেখিয়া দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ জলমগ্ন হইলেন, গোপ-শিশুরা কান্দিতে কান্দিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল। সেই দিন কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে না লইয়াই গোচারণে গিয়াছিলেন, নন্দ যশোদা প্রভৃতি ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কৃষ্ণের অমঙ্গল শঙ্কা করিয়া কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। বলরাম সেই অমিত বিক্রমের বীর্য্য অবগত ছিলেন; তিনি সকলকে নিবারণ করিলেন। ভুজঙ্গগণ কৃষ্ণকে নাগপাশে বন্ধন করিলে বিশ্বম্ভর আপন কলেবর বৃদ্ধি করিলেন, তখন সর্পসকল ব্যথিত হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ফণা উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। তাহাদিগের শ্বাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকিল, কৃষ্ণ নির্ভয়চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্পগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, কালীয়নাগ সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে হরি কালীয়ের মস্তকে পদার্পণ করিয়া তাহাকে নির্য্যাতন করিলেন। নাগরাজ হীনবীর্য্য হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। হরি কালীয়ের মস্তকসমূহের উপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের পাদভারে ভুজঙ্গের মস্তক মর্দ্দিত হইল এবং অঙ্গসকল ভগ্ন হইয়া গেল। তখন কালীয়পত্নী স্বামীর আসন্ন মৃত্যুদর্শনে শিশুসন্তানদিগের সহিত কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। হরি নাগপত্নীর স্তবে প্রসন্ন হইয়া কালীয়ের মস্তক হইতে পাদ অপসারিত করিলেন, কালীয় অতি কষ্টে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে হরি প্রসন্ন হইয়া কালীয়ের প্রাণদান করিলেন এবং কালীয়নাগকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অবস্থান কর, অনেক গো, ব্রাহ্মণ পিপাসার্ত্ত হইয়া এই যমুনার জলপান করিয়া থাকে। অতএব এ স্থানে তোমার অবস্থান করা হইতে পারে না। কালীয় তৎক্ষণাৎ

শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিল, তদবধি কালিন্দীর জল বিষশূন্য হইয়া অমৃততুল্য হইল।

এদিকে ব্রজবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে কালিন্দীর তীরে আসিয়াছিল, তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সেই রাত্রি কালিন্দীর উপকূলেই অবস্থিতি করিতেছিল, ইতিমধ্যে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এরণ্ডবন হইতে দ্বাবাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া ব্রজবাসীদিগকে বেষ্টন করিল। এমন সময় কৃষ্ণ কালিন্দীর জল হইতে উঠিয়া সেই অগ্নিকে গ্রাস কবিলেন, তখন নন্দ যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসীরা হৃতরত্নের ন্যায় কৃষ্ণকে পাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। সকলেই বালকের অদ্ভুত মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে সমাদর কবিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন একদিন বলরাম ও কৃষ্ণ অন্যান্য গোপ-বালক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন মধ্যে গোচারণ করিতেছিলেন, এই সময়ে প্রলম্বনামে এক অসুর রামকৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় গোপবেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল, কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, আপন সহচরদিগকে কহিলেন, “এস, আমরা বল ও বয়ঃক্রম অনুসারে দুইপক্ষ হইয়া খেলা করি, যে পক্ষ পরাজিত হইবে. তাহারা বিজয়ী পক্ষকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাই আমাদিগের খেলার পণ রহিল।” তখন সকলেই হরির কথায় সম্মত হইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ ইহারাই দুই পক্ষেব অধিনায়ক হইলেন। গোপগণের মধ্যে কতক কৃষ্ণের ও কতক বলরামের পক্ষ আশ্রয় করিলেন, প্রলম্ব কৃষ্ণের পক্ষেই নিযুক্ত হইল। খেলা হইতে হইতে কৃষ্ণের পক্ষ পরাজিত হইয়া বলদেবের পক্ষ বিজয়ী হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে এবং প্রলম্ব বলরামকে বহন করিয়া চলিল। যেস্থানে অবতরণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রলম্ব তাহা অতিক্রম করিয়া চলিল এবং নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় দেহে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল, বলরাম সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন বটে, পরক্ষণেই তাঁহার স্মৃতি উপস্থিত হইয়া ভয় বিদূরিত হইল, তখন তিনি মুষ্টি প্রহার করিয়া প্রলম্বের মস্তক

চূর্ণ করিলেন, তাহার বদন হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ প্রাণ তাহার দেহ পরিত্যাগ করিল। হলধর প্রলম্বকে বধ করিলেন দেখিয়া গোপগোপী সকলেই রোহিনীনন্দনকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিলেন, আকাশ হইতে অনন্তদেবের উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল।

কৃষ্ণ এইরূপে ব্রজের উপদ্রব সকল বিনাশ করিয়া গোপ-গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ব্রজের কুমারী সকল কৃষ্ণের গুণানুবাদ করিতে করিতে তাঁহাতে অনুরক্ত হইল। তাহারা নন্দনন্দনকে পতিলাভ করিবার মানসে হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে হবিষ্যাশিনী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনারূপ ব্রতাচরণ আরম্ভ করিল, প্রতিদিন অরুণোদয়কালে কালিন্দীর সলিলে অবগাহন করিয়া ধূপদীপাদি বিবিধ উপচারে ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এইরূপে একমাস ব্রতাচরণ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। পরে এক দিবস ব্রজকুমারীরা তদ্গতচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ গুণানুবাদ করিতে করিতে যমুনার তীরে আপন আপন বসন রাখিয়া জলকেলি করিতেছিল; তখন সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান কুমারীদিগের অন্তঃকরণের একান্ত ভক্তি জানিয়া ব্রতফল প্রদান করিবার মানসে বয়স্যগণের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং জলকেলী নিমগ্না ব্রজকুমারী-দিগের বসনসকল অপহরণ করত সমীপস্থিত কদম্বতরুর শাখায় আরোহণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা জল হইতে উঠিয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর। ব্রজকুমারীগণ হঠাৎ কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই লজ্জাবনতমুখে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং তাহারা জল হইতে তীরে না আসিয়া আবক্ষ জলমগ্না হইয়া রহিল। কৃষ্ণ কহিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! তোমরা ব্রতাচরণে অতিশয় কৃশ হইয়াছ, আমি তোমাদিগকে পরিহাস করিতেছি না, তোমরা একে একে হউক আর সকলে একত্রিত হইয়াই হউক আমার নিকট আগমন করিয়া তোমাদিগের বস্ত্র লইয়া যাও। গোপীরা

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিনয় বচনে কহিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ আমরা তোমায় অতিশয় ভালবাসি ও তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী, এক্ষণে আমাদিগের বসন প্রদান করিয়া লজ্জানিবারণ কর। কৃষ্ণ কহিলেন, যদি তোমরা আমার দাসী এবং আমার আজ্ঞাই প্রতিপালন করিতে সম্মত আছ, তবে কেন এই স্থানে আগমন করিয়া আপন আপন বসন লইয়া যাও না। তখন তাহারা ভয়প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণকে কহিল, হে বঞ্চক ! আমাদিগের বসন প্রদান কর, নতুবা আমরা রাজাকে বলিয়া দিব। কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজাকে বলিয়া আমার কি করিবে ? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এস্থানে আগমন না করিলে আমি কদাচ তোমাদিগকে বস্ত্র প্রদান করিব না। অবলাগণ অধিকক্ষণ জলমগ্নপ্রযুক্ত শীতে অতিশয় কষ্ট পাইতে ছিল, তাহারা অগত্যা এক হস্তদ্বারা অধোদেশ ও অপর হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন করিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে জল হইতে উঠিয়া লজ্জাবনতবদনে বসন প্রার্থনা করিল। ভগবান তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবলোকন করিয়া প্রীত হইয়া বস্ত্র সকল স্কন্ধে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, তোমরা ব্রতাচরণ করিতে করিতে বিবসনা হইয়া জলে স্নান করিয়াছ, ইহাতে ভগবতীকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, অতএব সেই পাপশান্তির নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বস্ত্র গ্রহণ কর। গোপীগণ কৃষ্ণের আদেশানুসারে ও আপনাদিগের ব্রতপূরণ মানসে তাঁহাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া সকলের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অবলাগণ। তোমরা ব্রজে গমন কর ; তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।

একদা হরি বলদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন সংগ্রহ করিতেছে। হরি তাহা দেখিয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! আপনারা কাহার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন ? তখন নন্দ কহিলেন, আমরা প্রতিবৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া থাকি ও এক্ষণে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতেছি, এই যজ্ঞ করিলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া ধরণীতে বারিবর্ষণ করেন, তাহাতেই পৃথিবীতে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তদ্বারা প্রাণিসকল জীবিত থাকে।" কৃষ্ণ মনে করিলেন, বোধ হয়, ইন্দ্র আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিফল দিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া নন্দকে কহিলেন, তাতঃ! প্রাণিমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না, তবে আপনারা কেন ইন্দ্রযজ্ঞের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, বিশেষতঃ আমাদিগের গ্রাম ও নগরাদি নাই, আমরা বনবাসী, সুতরাং উক্ত যজ্ঞে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। গো-ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রযজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যজাত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে গো-ব্রাহ্মণ ও গিরিযজ্ঞ সমাধান করুন। দর্পহারী হরি ইন্দ্রের দর্প বিনাশার্থ গোপদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগকে গো-ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতগণের নিমিত্ত যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে কৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাসার্থ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন করিয়া কৃষ্ণ ও গোপগণ স্ব স্ব ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ হইয়া গেলে, ইন্দ্র কুপিত হইয়া আপন বশবর্ত্তী মেঘ সকলকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা অনবরত বারিবর্ষণদ্বারা গোষ্ঠ আপ্লাবিত করিয়া ফেল। তাহাতে মেঘ সকল মুষল ধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত করিতে লাগিল। গোপগোপী সকল দেখিলেন, প্রলয়কাল উপস্থিত, আর কোন রূপেই ব্রজপুর রক্ষা পায় না, তখন সকলে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। হরি ব্রজবাসিদিগকে আশ্বাসিত করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটন করত করাগ্রে সংস্থাপিত করিলেন। বালক যেমন ছত্রধারণ করে, হরি সেইরূপ ব্রজবাসিদিগের উপর গিরিধারণ করিয়া নন্দ প্রভৃতিকে কহিলেন, তোমরা সকলে গিরিগর্ভে প্রবেশ কর। নন্দ তখন ব্রজবাসী, গোপগোপীগণ, বালক, বালিকা ও গোবৎস সকলকে লইয়া পর্ব্বতগর্ভে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ

সপ্তাহ নিয়ত বারিবর্ষণ ও বজ্রপাত করিলেন, তাহাতে ব্রজপুরের কিছুই অনিষ্ট হইল না, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি দ্বারা ব্রজপুর আচ্ছাদন করিয়া সকলকে রক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুর রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র মেঘ সকলকে নিবারিত করিলে বারিবর্ষণ ও বজ্রপাত নিবৃত্ত হইয়া সূর্য্যের উদয় হইল। গোপগোপীগণ গিরিগর্ভ হইতে বহির্গত হইলে হরি গোবর্দ্ধন যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ব্রজবাসী সকল শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল, সুরপতির দর্প খর্ব্ব হইয়া গেল। দেবরাজ কৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া আত্মদোষ পরিহারার্থ তাঁহার চরণকমলে নিপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি দুর্ব্বৃত্তের দমনার্থ দণ্ডহস্তে করিয়া জগৎ শাসন করিতেছি, যখন যে গর্ব্বিত হইবে, আমি তাহার শাসন করিব, তুমি আপন গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি কর। তখন দেবরাজ কৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন।

একদা শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে সমুৎসুক হইলেন এবং নিকুঞ্জকাননে বসিয়া বংশীবাদন পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর গানে ব্রজসুন্দরীদিগকে মোহিত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রজকামিনীরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। কেহ স্বামীকে অন্ন পরিবেশন করিতেছিল, কেহ আপন শিশুকে স্তন পান করাইতেছিল, কেহ বা গোদোহন করিতেছিল, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিত হইয়া দ্রুতপদে কৃষ্ণের নিকট আসিল। হরি ব্রজবণিতাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই নিশাকালে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? সকলেই গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপন আপন পতিসেবা কর, তোমরা সাধ্বীরমণী, এই যামিনীযোগে পর পুরুষের নিকট আগমন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূদিগকে অনেক প্রকার হিতোপদেশ দিলেন। তাহারা অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং গদ্‌গদ বচনে গোবিন্দকে কহিল, জগৎস্বামিন! আমরা আপনাকে

চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, আপনি আমাদিগকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবেন না। যোগিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয় লইয়া থাকেন, আমরা আপনার আশ্রয় লইয়াছি তথাপি আপনি আমাদিগকে সংসারজালে আবৃত করিতে চাহিতেছেন কেন? পরমাত্মন্! আপনি জগৎস্বামী, সুতরাং আমরা আপনার আশ্রয় লইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইব না, অতএব আপনি আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন না, আমরা আপনার শরণ লইলাম, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের চিরজাত মনোরথ সফল করুন। হরি গোপকামিনী-দিগের একান্ত ভক্তি জানিয়া তাহাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা :গাপরমণীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে নিশাযাপন ক্রিলেন। গোপবণিতা সকল শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া ্যানিনী হইয়া উঠিল এবং হরি তাহা বুঝিতে পারিয়া ততক্ষণাৎ :সইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে ব্রজবাসিনীরা তাঁহার অন্বেষণ করত উন্মত্তার ন্যায় বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থানেও তাঁহার ন্ধান না পাইয়া কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিচেতন হইয়া তাঁহার বাল্যক্রীড়া কলের অনুকরণ করিতে লাগিল। কেহ কৃষ্ণ হইল, অপর কেহ তেনা হইয়া তাহাকে স্তনপান করাইতে লাগিল, অন্য কোন গোপী কট হইলেন এবং কেহ কৃষ্ণ হইয়া সেই শকট বিপর্য্যস্ত করিয়া ফলিল, এই প্রকার কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াও গোপীরা চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বনে বনে ভ্রমণ করিতে ারম্ভ করিল। কোনস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত কোন ামিনীর পদচিহ্ন মিলিত দেখিয়া তাহারা মনে করিল, কৃষ্ণ মাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীর সহিত ক্রীড়া রিতেছেন। এই সময় হরি প্রেয়সী লক্ষ্মীকে লইয়া নির্জ্জনে ক্রীড়া রিতেছিলেন, সেই কামিনী মনে করিলেন, আমি গোপীদিগের ধ্য প্রধানা, শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া

করিতেছেন। এইরূপে অভিমানিনী হইয়া তিনি হরিকে কহিলেন, আমি চলিতে পারি না, আমাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাও, তখন কৃষ্ণ কহিলেন, স্কন্ধে আরোহণ কর। যখন তিনি স্কন্ধে আরোহণের উপক্রম করিতেছেন তখন হরি সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। লক্ষ্মী কৃষ্ণবিরহে পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময় অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহাদিগের প্রিয়সখী কৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন সকলে একত্রীভূত হইয়া হরির গুণগান করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; এমন সময় হরি অন্তরাল হইতে হাসিতে হাসিতে গোপীদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণকে দেখিয়া যেন মৃতদেহে জীবন পাইল; তাহা-দিগের বদনকমল প্রফুল্ল হইল, সকলেই তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। গোপনারীদিগের বিরহ যন্ত্রণা দূরীভূত হইলে, তাহারা পরস্পর হস্তে হস্তে বন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল। গোবিন্দ তাহাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বংশীবাদনপূর্ব্বক গোপাঙ্গনাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। গোপীগণ হরির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। হরি গোপীকাগণের কণ্ঠধারণ করিয়া তাহাদিগের সহিত এরূপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, গোপাঙ্গনারা সকলেই মনে করিল, কৃষ্ণ আমারই নিকটে আছেন। হরি একাকী মায়া আশ্রয় করিয়া সকলেরই মনোরথ পূর্ণ করিলেন। হরি এইরূপে কখন জলে, কখন স্থলে, কখন তরুতলে, কখন বা নিকুঞ্জমধ্যে গোপিকা সকলকে লইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশে থাকিয়া পুরুষোত্তমের রাসলীলা দর্শনে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং নারায়ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে গোপরমণীদিগকে লইয়া বনমধ্যে যামিনীযাপন করিলেও তাহাদিগের পরিজনেরা কৃষ্ণমায়ায় কিছুই জানিতে পারিত না, এমন কি তাহাদিগের স্বামীরা দেখিতেন যে, তাহাদিগের ভার্য্যা নিকটেই রহিয়াছে। অনন্তর রজনী প্রভাত

প্রায় হইলে সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অনিচ্ছাপূর্ব্বক আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও নন্দভবনে উপস্থিত হইলেন।

একদা নন্দ-উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণ দেবযাত্রা উপলক্ষে অম্বিকার বনে গমন করিলেন। গোপসকল অম্বিকার ব্রতধারণ-পূর্ব্বক সেই রজনীতে সরস্বতীর তীরে বাস করিতেছিলেন, নন্দও সেই বনমধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এক মহাসর্প আসিয়া নন্দকে গ্রাস করিতে লাগিল, নন্দ উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" বলিয়া চীৎকার করিলে হরি জনকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অন্যান্য গোপসকল উল্মুকদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। নাগরাজ জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শেও তাহাকে পরিত্যাগ না করায় ভক্তের বিপদভঞ্জন ভগবান সর্পকে পদাঘাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে তাহার দুরদৃষ্ট নষ্ট হইল, সে সর্পশরীর পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে দিব্যপুরুষ! তুমি কে? কি নিমিত্ত অধম যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছিলে? দিব্যপুরুষ কহিল, আমি "সুদর্শন" নামে বিখ্যাত গন্ধর্ব্ব ছিলাম। একদা রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গিরা ঋষিকে উপহাস করিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে অভিসম্পাত করেন, সেই পাপফলেই আমি সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করি, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে মুক্তি পাইলাম, সংপ্রতি নিজালয়ে যাইতে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। সুদর্শন ভগবানের অনুজ্ঞা পাইয়া নিজপুরে প্রস্থান করিল, গোপগণও ব্রত সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ করিতে করিতে ব্রজপুরে উপস্থিত হইল।

একদা রাম ও কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় শঙ্খচূড় নামে কুবেরানুচর তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রজ-কামিনীদিগকে হরণ করিয়া উত্তরদিকে লইয়া গেলে তাহারা "হে রাম! হে কৃষ্ণ!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা-দিগের রক্ষার্থ স্বয়ং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহারে শঙ্খচূড়ের মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার মস্তকস্থিত

মণি অগ্রজের নিকট অর্পণ করিলেন। গোপিকাগণ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দের সহিত সকলেই গৃহে প্রতিগমন করিল। এক দিবস কৃষ্ণ ও বলরাম গোপগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে অরিষ্ট নামে এক অসুর কৃষ্ণবর্ণ বৃষভরূপ ধারণ করিয়া গোষ্ঠে উপস্থিত হইল এবং খুরদ্বারা পৃথিবীকে বিক্ষত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। গোপগণ ও পশুগণ ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান সকলকে আশ্বাসিত করিয়া বৃষভরূপী অসুরের শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন, তাহাতেই অসুরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। কৃষ্ণ এইরূপে ব্রজের উপদ্রব সকল বিনাশ করিয়া গোপগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করত নন্দালয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কংসকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি মনে করিয়াছেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা জন্মিয়াছিল এবং সেই কন্যাকে বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা জন্মে নাই, ঐ কন্যা যশোদার গর্ভে জন্মিয়াছিল, ঐ দিন দেবকীর যে পুত্র জন্মে, বসুদেব তাহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া যশোদার কন্যা আনয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে বসুদেবের আর এক পুত্র জন্মে, সেই পুত্রও বৃন্দাবনে আছে। আপনি যে সকল চর প্রেরণ করেন, ঐ দুই বালক তাহাদিগকে বিনাশ করে। কংস এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বসুদেবকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন। নারদ তাহা নিবারণ করিয়া কহিলেন, ইহাকে বিনাশ করিলে কোন ফল নাই, যাহা হইতে আপনি মৃত্যু-শঙ্কা করিতেছেন তাহার বিনাশের উপায় করুন। কংস নারদের কথায় বসুদেবকে বিনাশ না করিয়া লৌহময় শৃঙ্খলদ্বারা দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর নারদ প্রস্থান করিলে কংস কেশীকে আদেশ করিলেন, তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া রামকৃষ্ণকে সংহার কর। পরে ভোজেশ্বর, মুষ্টিক, চানূর, শল, তোষণ প্রভৃতি অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা সুসজ্জিত হইয়া

থাক, এইস্থানে বলরাম ও কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে হইবে। কংস এইরূপে অমাত্যগণকে আদেশ করিয়া অক্রূরকে কহিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গমন করিয়া শীঘ্র রামকৃষ্ণকে আনয়ন কর, তাহাদিগকে এই বলিয়া প্রলোভিত করিবে যে, "তোমরা মথুরায় গমন করিলে ধনুর্ম্মহ নামক উৎসব ও মথুরার অনুপম শোভা দর্শন করিতে পাইবে।" অক্রূর কংসের আদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি যে, মৃত্যু নিবারণার্থ মন্ত্রণা করিতেছেন, তাহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। কারণ দৈবই সকল কার্য্যের মূল। দৈববশতই জীবগণ শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে। অক্রূর এই কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন, কংসও মন্ত্রিদিগকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কেশী, অশ্বের আকার ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল এবং খুরদ্বারা পৃথিবী বিদারিত ও কেশর সকলকে কম্পিত করত বনমধ্যে বিচরণ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল। অশ্বরূপী কেশী যুদ্ধার্থী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এমন সময় ভগবান তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রচণ্ড বেগশালী কেশী পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়দ্বারা হরিকে প্রহার করিবামাত্র গরুড় যেমন সর্পকে ধারণ করে, হরি সেইরূপ অশ্বের পদদ্বয় ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিত করত ভূতলে নিক্ষেপ করিলে কেশী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণ কেশীকে নিপাত করিয়া গোপদিগের সহিত গোচারণ করিতেছেন, এমন সময় ময়দানবের পুত্র মহাময় ব্যোমচর হইয়া গোপগণের সমুদায় পশু চুরি করিয়া লইল এবং ঐ সকল পশুকে গিরিগহ্বরে রাখিয়া পাষাণদ্বারা দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। পরে দানব যখন গোপদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন কৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া বিনাশ করিলেন এবং গিরিগুহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পশুদিগকে আনয়নপূর্ব্বক গোপদিগের নিকট অর্পণ করিলেন, গোপালগণ তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল।

এদিকে মহাত্মা অক্রূর সেই রাত্রি মথুরাতে অবস্থিতি করিয়া

পরদিবস রথারোহণপূর্ব্বক নন্দগোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য আমার সৌভাগ্য উপস্থিত দেখিতেছি, আমি এমন কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি যে, যোগিধ্যেয় বৈকুণ্ঠনাথের চরণকমল দর্শন করিতে পাইব। অক্রূর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গোকুলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ গোদোহন স্থানে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকৃষ্ণের চরণোপ্রান্তে পতিত হইলেন। হরি অক্রূরের মনোগত জানিতে পারিয়া বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নন্দের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি দেবকীর বিবাহ অবধি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, কংস আপনাদিগকে মথুরায় লইয়া যাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ হইবে, তথায় নন্দ প্রভৃতি সকলকেই যাইতে হইবে। নন্দরাজ ইহা শ্রবণ করিয়া গোপদিগকে কহিলেন, গোপগণ! তোমরা দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর প্রভৃতি প্রস্তুত কর, সকলকেই রামকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ দর্শনে যাইতে হইবে। রামকৃষ্ণের মথুরাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পশু, পক্ষী, গোপ, গোপী, ধেনু, বৎস সকলেই কৃষ্ণবিরহ ভাবনায় ব্যাকুল হইল। মথুরাগমনের যাবতীয় উদ্‌যোগ হইবামাত্র অক্রূর রামকৃষ্ণকে লইয়া রথাবোহণে প্রস্থান করিলেন। নন্দ প্রভৃতি দধিদুগ্ধাদি উপঢৌকন লইয়া শকট-যানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অক্রূরের রথ মথুরায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ অক্রূরকে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি পুরপ্রবেশ করুন, আমরা এইস্থানে বিশ্রাম করি, অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া পুরপ্রবেশ করিব। অক্রূর কৃষ্ণের কথানুসারে সম্মত হইয়া কংসের নিকট গমন করিলেন এবং কৃষ্ণাগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণ বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া গোপগণের সহিত অপরাহ্ণ সময়ে মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পুরদ্বার স্ফটিক নির্ম্মিত এবং গৃহ সকল তাম্রময়। কংসালয়ের নানাপ্রকার

মনোরম শোভা দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় এক রজককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে রজক! তুমি আমাদিগকে যথোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া দেও। তখন রজক নানাপ্রকার কটূক্তিদ্বারা রামকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিল, কৃষ্ণ কুপিত হইয়া মুষ্টিপ্রহারে রজকের প্রাণসংহার করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ রজকের উত্তম উত্তম বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া অবশিষ্ট বসন সকল গোপদিগকে প্রদান করিলেন। রামকৃষ্ণ রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণ এক কুব্জা রমণীকে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে, তোমার হস্তে কি দেখিতেছি? তখন সেই রমণী কহিল, পুরুষরত্ন! আমি কংসের দাসী, আমার নাম ত্রিবক্রা, রাজার নিমিত্ত অনুলেপন লইয়া যাইতেছি। মহাশয়! আমি কুব্জা রমণী, আমাকে সুন্দরী বলিয়া উপহাস করিতেছেন কেন? কৃষ্ণ কহিলেন, আমি তোমাকে উপহাস করি নাই, তুমি আমাদিগকে অনুলেপন প্রদান কর, আমি তোমাকে যথার্থই সুন্দরী করিব। তখন কুব্জা প্রসন্ন মনে সেই অনুলেপনদ্বারা বলরাম ও কৃষ্ণের অঙ্গ অনুরঞ্জিত করিল, কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে কুব্জার পূর্ব্বরূপ দূরীভূত হইয়া পরম রূপবতী হইল। তখন কুব্জা কহিল, প্রভো! আমার চিত্ত আপনাতে অনুরক্ত হইয়াছে, একবার আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া দাসীর মনোরথ পূর্ণ করুন। কৃষ্ণ কহিলেন, চারুহাসিনি! তুমি গৃহে গমন কর, আমি কার্য্যসাধন করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা সফল করিব।

অনন্তর রামকৃষ্ণ যজ্ঞশালার রক্ষকগণকে অগ্রাহ্য করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশপূর্ব্বক শক্রধনু তুল্য এক অদ্ভুত ধনু দর্শন করিয়া সেই ধনু গ্রহণ করত জ্যা-আকর্ষণপূর্ব্বক তাহা ভগ্ন করিলেন। ধনুর্ভঞ্জন শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ও অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইল। কংস সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন। পরে কৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া হস্তিপককে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র পথ ছাড়িয়া দেও, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে যমভবনে প্রেরণ করিব। হস্তীপক কুপিত হইয়া

রামকৃষ্ণের প্রতি হস্তী পরিচালিত করিল, তখন হরি হস্তীর পুচ্ছ ধরিয়া পঞ্চ বিংশতি ধনু পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেন ও শুণ্ড ধরিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং হস্তীর দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া সেই দন্তাঘাতে হস্তী এবং হস্তীপককে বিনাশপূর্ব্বক রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তখন চানূর কৃষ্ণকে এবং মুষ্টিক বলরামকে আক্রমণ করিল, চানূর কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে মুষ্টি প্রহার করিবামাত্র ভগবান তাহাকে বাহুদ্বারা পরিভ্রামিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। এইরূপে বলরামও মুষ্টিককে ভূতলে পাতিত করিলে মুষ্টিকাসুর রুধির বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর বলরাম কূটককে এবং কৃষ্ণ শল তোষণ প্রভৃতিকে সংহার করিলেন। এইরূপে রামকৃষ্ণ অনেক মল্ল বিনাশ করিলে অবশিষ্ট কতকগুলি পলায়ন করিল। কংস এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, তোমরা নন্দের দুই পুত্রকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও, বসুদেব ও দেবকীকে বধ কর, গোপগণের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া নন্দকে বন্ধন করিয়া রাখ এবং পরপক্ষপাতী উগ্রসেনকে বধ করিয়া ফেল। কৃষ্ণ এই বাক্যশ্রবণ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বকমঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন এবং কংসের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া ভগবান্ বিশ্বম্ভররূপে তাহার উপর দণ্ডায়মানহইবামাত্র কংস প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর কঙ্ক প্রভৃতি কংসের অষ্টভ্রাতা কুপিত হইয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল, বলরাম পরিঘাস্ত্র দ্বারা বন্যপশুর ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিলেন। আকাশে দুন্দুভি বাদ্য হইতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তব করিয়া রামকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কংসের কামিনীদিগকে আশ্বাসিত করিয়া তাহাদিগের মৃতস্বামীগণের প্রেতক্রিয়া করাইলেন এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া আপনি রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণ পিতামাতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগের চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক নানা প্রকার বিনয়বাক্যে বসুদেব ও দেবকীর দুঃখাপনোদন করিলেন। দেবকী বিস্ময়ের বাক্যে মোহিত

হইয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে কৃষ্ণ ও বলরাম নন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। বসুদেব পুরোহিত ব্রাহ্মণগণদ্বারা রামকৃষ্ণের দ্বিজাতি সংস্কার করাইলেন, গর্গাচার্য্য রামকৃষ্ণের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে তাঁহারা বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। রামকৃষ্ণ সন্দীপনি মুনির নিকট গমন করিয়া গুরুর শুশ্রূষা ও বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানে সমুৎসুক হইয়া গুরুকে কহিলেন, আপনি অভিলষিত দক্ষিণা প্রার্থনা করুন। ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, প্রভাস-তীর্থ-সাগর মধ্যে আমার পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে, সেই পুত্র আনিয়া দক্ষিণারূপে প্রদান কর। রামকৃষ্ণ রথারোহণ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, সমুদ্র রামকৃষ্ণের নিকট আগমনপূর্ব্বক যথোচিত অর্চ্চনান্তে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, তুমি যে আমার গুরু সন্দীপনি মুনির পুত্র হরণ করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর। সাগর কহিল, আমি আপনার গুরুপুত্র হরণ করি নাই, পঞ্চ মহাসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্যে বিচরণ করিতেছে, তাহারাই মুনিপুত্র হরণ করিয়াছে। কৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই পঞ্চ মহাসুরকে বিনাশ করিলেন এবং তাহাদিগের অঙ্গস্বরূপ শঙ্খ গ্রহণ করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক বলরামের সহিত গুরু পুত্রের অন্বেষণার্থ যমপুরে প্রবেশ করিলেন। যম রামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনাদিগের কি কার্য্যসাধন করিতে হইবে? কৃষ্ণ কহিলেন, তুমি শীঘ্র আমার গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। যম সন্দীপনির পুত্র আনিয়া দিলে কৃষ্ণ গুরুকে সেই পুত্র অর্পণ করিলেন। সন্দীপনি মুনি সাতিশয় সন্তোষ-লাভ করিয়া কহিলেন, তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর।

কৃষ্ণ গৃহে গমন করিয়া নন্দ, যশোদা ও গোপীগণের সান্ত্বনার্থ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব ব্রজে গমন করিয়া কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা ব্রজবাসিদিগকে নিবেদন করিয়া কহিলেন কৃষ্ণ শীঘ্রই বৃন্দাবনে আগমন করিয়া তোমাদিগের দুঃখ দূর করিবেন। উদ্ধব

গোপগোপীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মথুরায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে ব্রজবাসিদিগের ভক্তি জানাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কুব্জার মনোরথ সম্পাদনার্থ তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন, কুব্জা কৃষ্ণের যথোচিত সেবা করিতে লাগিল। হরি কুব্জাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মনোরথ সম্পূর্ণ করিলেন। পরে ভগবান অক্রূরের গৃহে উপস্থিত হইলেন, অক্রূর সর্ব্বেশ্বরের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। কৃষ্ণ অক্রূরকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, আপনি হস্তিনায় গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের অবস্থা জানিয়া আসুন। আমি শুনিয়াছি পাণ্ডবগণ মহাবিপদে পতিত হইয়াছে, পাণ্ডুর মরণের পর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণের বশীভূত হইয়া পাণ্ডুনন্দনদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতেছে। তখন অক্রূর হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং পাণ্ডবদিগের অবস্থা জানিয়া মথুরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হস্তিনার বিবরণ নিবেদন করিলেন। এই সময় কংসের দুই ভার্য্যা অস্তি ও প্রাপ্তি পিত্রালয়ে গমন করিয়া আপন জনক মগধরাজ জরাসন্ধকে কংসনিধনাদি সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। জরাসন্ধ ক্রোধে অধীর হইয়া পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিবার মানসে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যাদব রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রামকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইয়া জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলে মগধরাজ কৃষ্ণকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। বলরাম তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনেক বাগ্‌যুদ্ধের পর বলরাম জরাসন্ধের সৈন্য সকল সংহার করিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ কোন কার্য্যসাধন মানসে হলধরকে নিবারণ করিবামাত্র জরাসন্ধ পলায়ন করিল। মগধরাজ পরাজিত হইয়াও বারম্বার যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, এইরূপে সপ্তদশবার পরাজিত হইয়া অষ্টাদশবার যুদ্ধের উপক্রম করিলে, কালযবন নামক দৈত্য নারদের মন্ত্রণায় যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। কালযবনের কোটী ম্লেচ্ছ সৈন্য মথুরা অবরোধ করিল। কৃষ্ণ বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, দুইদিক হইতে শত্রু উপস্থিত

দেখিতেছি, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গকে রক্ষা করিয়া যবনদিগকে বিনাশ করা উচিত। কৃষ্ণ এইরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বারকা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপন বন্ধুবর্গকে রাখিয়া পুরদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। এমন সময় কালযবন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, হরি পলায়ন করিয়া পর্ব্বত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে এক পুরুষ তথায় শয়ন করিয়া আছে। যবন তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল, সেই পুরুষ চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র তাহা হইতে তেজ বহির্গত হইয়া কালযবনকে ভস্মসাৎ করিল। এই পুরুষ ইক্ষাকুবংশীয় মান্ধাতার তনয়, ইহার নাম মুচুকুন্দ। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি, মুক্তিকামনায় গুহামধ্যে শয়ান ছিলেন।

কালযবন ভস্মীভূত হইলে হরি মুচুকুন্দকে নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়া কহিলেন, জগন্নিস্তারকারিন্! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। কৃষ্ণ কহিলেন, তুমি এজন্মে আমাকে অবলম্বন করিয়া সমাধিদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরাশি বিনাশ কর, পরে ব্রহ্মাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে পারিবে। মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া গুহা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হরি এইরূপে যবনকে বিনাশ করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া আপন ধন সম্পত্তি সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় জরাসন্ধ আসিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া প্রবর্ষণ নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগের কোন সন্ধান না পাইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠদ্বারা আবৃত করত অগ্নিপ্রদান করিল। পর্ব্বত জ্বলিয়া উঠিলে রামকৃষ্ণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দ্বারকাতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ রামকৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর বলরাম আনর্ত্তদেশাধিপতি রৈবতরাজসুতা রেবতীকে

বিবাহ করেন, এই সময়ে কৃষ্ণও রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদর্ভদেশাধিপতি রাজা ভীষ্মকের পঞ্চপুত্র এবং এককন্যা জন্মে, প্রথম পুত্রের নাম রুক্ম, দ্বিতীয় রুক্মরথ, তৃতীয় রুক্মবাহু, চতুর্থ রুক্মকেশ, পঞ্চম রুক্মমালী এবং কন্যার নাম রুক্মিণী। ভিষ্মকনন্দিনী অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মুখে কৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আপন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণও রুক্মিণীর অন্তঃকরণ জানিয়া তাহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিলেন। এদিকে রুক্ম দমঘোষতনয় শিশুপালের সহিত ভগিনীর বিবাহ অবধারিত করিলেন, রুক্মিণী তাহা জানিতে পারিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণের নিকট গোপনে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে রুক্মিণীর লিপি প্রদান করিলে ভগবান ভিষ্মকতনয়ার একান্ত অনুরাগ জানিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, রুক্মিরাজ সর্ব্বদা আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে, আমি সেই ক্ষত্রিয়াধমকে পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীর মনোরথ পূর্ণ করিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক কুণ্ডিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে কুণ্ডিনাভিপতি ভীষ্মক বৈবাহিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, দমঘোষ তনয়ের আভ্যুদয়িক কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন। পাছে কৃষ্ণ ভিষ্মককন্যা হরণ করেন, সেই ভয়ে দন্তবক্র, জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র, বিদূরথ প্রভৃতি কৃষ্ণদ্বেষী চেদীরাজপক্ষীয় নৃপতিগণ সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে স্ব স্ব সৈন্য সঙ্গে করিয়া শিশুপালের সাহায্যার্থ গমন করিল। এমন সময়ে বলরাম সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃষ্ণের সাহায্যার্থ সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন। রুক্মিণী ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতি দেখিয়া সমধিক চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া যদুনন্দনের আগমন নিবেদন করিল, ভিষ্মকনন্দিনী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর তিনি অম্বিকার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহামায়াকে অর্চ্চন ও নমস্কার পূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিলেন

যে, দেবি! আমি যেন শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীত্বে লাভ করিতে পারি। অনন্তর রুক্মিণী বিবাহোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অম্বিকার মন্দির হইতে সভাভিমুখে আসিতেছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিলে জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। যদুনন্দন নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া রুক্মিরাজের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক খড়্গাদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রুক্মিণী কৃষ্ণকে নিবারণ করিলেন। রুক্মিরাজ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "কৃষ্ণকে বিনাশ না করিয়া পুর-প্রবেশ করিবেন না।" এইরূপ পণ করিয়া ভোজকটে এক পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক বিবাহ করিলেন।

পূর্ব্বে কামদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই মদন রুক্মিণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হইলেন। শম্বরাসুর তাহাকে শত্রুজ্ঞানে হরণ করিয়া সাগর গর্ভে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর এক মৎস্য সেই বালককে গ্রাস করে, কিয়ৎকাল পরে সেই মৎস্য ধীবরদিগের জালে বদ্ধ হইলে মৎস্যজীবিরা সেই মৎস্য আনিয়া শম্বরকে উপহাররূপে প্রদান করিল। পাচকগণ সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব বালক দেখিতে পাইয়া মায়াবতী নাম্নী কোন পাচিকাকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত প্রদান করিল। মায়াবতী প্রথমে শঙ্কিত হইলেন, পরে নারদের মুখে বালকের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। এই মায়াবতীই কামপত্নী রতি, মদনভস্মের পর শিববাক্যে আশ্বাসিত হইয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অল্পকাল মধ্যে প্রদ্যুম্ন যৌবন প্রাপ্ত হইল, রতিও ভার্য্যার ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রতির এইরূপ আচরণ দর্শন করিয়া প্রদ্যুম্ন অতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, জননি! আপনার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির লক্ষণ দেখিতেছি কেন? তখন রতি প্রদ্যুম্নের জন্মাবধি সমস্ত

বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, নাথ। আপনি কামদেব, আমি রতি, শম্বর আপনাকে হরণ করিয়াছিল, আপনি তাহাকে বিনাশ করিয়া জননীর শোকানল নির্ব্বাণ করুন। তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বিনাশ করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ নারদের নিকট প্রদ্যুম্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলেন। রুক্মিণী অপহৃত পুত্রকে পাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

সত্রাজিৎ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল স্যমন্তকমণি প্রাপ্ত হন। এক দিবস সেই মণি কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মণি প্রার্থনা করিলেন। সত্রাজিৎ তাহা প্রদান না করিয়া ভবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতেছিলেন, সেই সময় এক সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতে প্রবেশ করিল। সেই পর্ব্বতে জাম্ববান বাস করিত, ভল্লুকরাজ মণিলালসায় মৃগেন্দ্রকে সংহার করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক আপন বালককে প্রদান করিল। এদিকে সত্রাজিৎ প্রসেনকে না দেখিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, কৃষ্ণ আমার ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া স্যমন্তকমণি গ্রহণ করিয়াছেন। তখন কৃষ্ণের কলঙ্ক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, কৃষ্ণ কলঙ্কক্ষালনমানসে প্রসেনের পদবী অনুসরণকরত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে এক সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে। পরে কিয়ৎদূর গমন করিয়া দেখিলেন সিংহও বিনষ্ট হইয়া এক ভল্লুকের বিলের নিকট পতিত আছে। হরি তখন আপনি বিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন এক ধাত্রী স্যমন্তক মণিদ্বারা জাম্ববানের তনয়কে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কৃষ্ণ মণি গ্রহণে সমুৎসুক হইলে জাম্ববান আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, অষ্টাবিংশতি দিবস তুমুল সংগ্রামের পর কৃষ্ণের মুষ্টি প্রহারে জাম্ববানের জ্ঞান জন্মিল। জাম্ববান ভগবানকে জানিতে পারিয়া স্তব করিয়া কহিল, আপনি আমার ইষ্টদেব রঘুনন্দন, আপনাকে মণির সহিত

আমার কন্যা জাম্ববতীকে দান করিতেছি গ্রহণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক মণি লইয়া তথা হইতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সভামধ্যে সকলের সমক্ষে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক সত্রাজিৎকে মণি প্রদান করিয়া আপন কলঙ্ক বিমোচন করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। পরে একদা বলরামের সহিত সত্রাজিতের কলহ উপস্থিত হয়, তখন সত্রাজিৎ কৃষ্ণের প্রসাদলাভার্থ আপন কন্যা সত্যভামা ও স্যমন্তকমণি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মণি গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর শতধন্নু নিদ্রিতাবস্থায় সত্রাজিৎকে সংহার করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিল। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পিতার নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিবামাত্র কৃষ্ণ শতধন্নুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। শতধন্নু তাহা জানিতে পারিয়া অক্রূর প্রভৃতি অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। কেহই রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শতধন্নুর সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। শতধন্নু নিরাশ হইয়া অক্রূরকে স্যমন্তক মণি অর্পণ করত পলায়ন করিল। কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া চক্র-দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু তাহার নিকট মণি না পাইয়া আক্ষেপপূর্ব্বক বলরামকে কহিলেন, নিরর্থক শতধন্নুকে বিনাশ করিয়াছি। অক্রূর এই সংবাদ শুনিয়া পলায়নপূর্ব্বক দেশান্তরে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অক্রূরকে আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার নিকট যে স্যমন্তক মণি আছে, তাহা কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আমাকে প্রদান করুন, আমার অগ্রজ ঐ মণির নিমিত্ত আমার প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ করিতেছেন। অক্রূর ভগবানকে মণি সমর্পণ করিলে হরি সকলকে মণি প্রদর্শন করিয়া বলরামের সন্দেহ ভঞ্জনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অক্রূরের হস্তে প্রদান করিলেন। একদা কৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবদিগের দর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। বর্ষাকাল একমাস তথায় অতিবাহিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত বনবিহার করিতে গমন করেন। অর্জ্জুন নানাবিধ

বন্যজন্তু বধ করিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া যমুনার জল পান করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া এক কামিনী দেখিতে পাইলেন। ধনঞ্জয় তাহার পরিচয় ও ঐস্থানে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, আমি সূর্য্যের কন্যা, আমার নাম কালিন্দী, শ্রীকৃষ্ণকে পতি কামনা করিয়া এস্থানে অবস্থিতি করিতেছি। কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে রথে তুলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অনেক হিতসাধন করিয়া দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অবন্তী দেশাধিপতি মিত্র ও অনুবিন্ধের ভগিনী মিত্রবিন্ধার স্বয়ম্বরস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে হরণ করেন। পরে কোশল দেশাধিপতি নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীর বিবাহে অভিলাষী হইয় রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, আমার সং গোবৃষগণকে যিনি জয় করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যা দা করিব। কৃষ্ণ সেই সপ্ত গোবৃষকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া হতদ করিবামাত্র কোশলরাজ কৃষ্ণকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পূর্বে যেসকল রাজাগণ গোবৃষের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের পথরোধ করিল, হরি তাহাদিগকে সংহার করিলেন এইরূপে কৃষ্ণ সহস্র সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণে মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষণা কালিন্দী ও মিত্রবিন্ধা ইহারাই প্রধানা ছিলেন।

অনন্তর ধরাতনয় নরকাসুর স্বীয় জননীর কুণ্ডল এবং বরুণের ছ অপহরণ করাতে ইন্দ্র কৃষ্ণকে এই সকল অত্যাচার নিবেদন করিলেন কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সত্যভামার সহিত গরুড়বাহনে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগ উপস্থিত হইয়া নরকের সেনাপতি পঞ্চমুণ্ড মুরদৈত্য ও তাহার সং তনয়কে বিনাশ করিলেন। সৈন্য সকল বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া নর স্বয়ং নারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভগবান তাহাকে সংহা করিয়া পৃথিবীকে কুণ্ডল এবং বরুণকে ছত্র প্রত্যর্পণ করিলেন ধরানন্দন নরক বলপূর্ব্বক অনেক রাজকন্যা অপহরণ করিয়াছিল, কৃ

সেই সকল কন্যা লইয়া দ্বারকায় আসিলেন। এই সময়ে হরি ভার্য্যার অনুরোধে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিজাত হরণপূর্ব্বক সত্যভামার গৃহোদ্যানে স্থাপিত করিলেন। পরে রুক্মিণী প্রভৃতি হরির প্রধানা অষ্ট মহিষী হইতে কৃষ্ণের অনেক পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল; কিয়ৎকাল পরে রুক্মিরাজের পৌত্রীর সহিত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধের বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। কৃষ্ণ বলরাম বন্ধুগণের সহিত সসৈন্যে ভোজকট-নগরে উপস্থিত হইয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। রুক্মিরাজ পাশক্রীড়াচ্ছলে বলরামের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তখন হলধর পরিঘাস্ত্রদ্বারা রুক্মিকে সংহার করিয়া কলিঙ্গরাজের দন্তপাত করিলেন। রুক্মিরাজের পক্ষীয় অন্যান্য রাজাগণ ভয়ে পলায়ন করিল। এদিকে বলিতনয় বাণরাজ তপস্যায় মহাদেবকে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে দ্বাররক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে বাণরাজের উষা নামে এক কন্যা জন্মে, উষার যৌবন সময় উপস্থিত হইলে একদা নিশিযোগে স্বপ্নাবস্থায় অনিরুদ্ধকে দর্শন করেন, তদবধি তাহার চিত্ত অনিরুদ্ধে আসক্ত হইল, উষা সর্ব্বদা বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া চিত্রলেখা নামে এক সখী তাহার মনোগত জানিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, রাজপুত্রি! আপনি কাহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, এই দণ্ডে আমি আপনার অভিলষিত প্রদান করিয়া মনোবেদনা দূর করিব। উষা একটি পুরুষমাত্র স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাহার নামধাম কিছুই জানিতেন না, সুতরাং মনোগত ব্যক্ত করা তাহার অসাধ্য হইল, তখন চিত্রলেখা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নর, নাগ সম্প্রদায়ের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিয়া উষাকে অভিমত পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলিলেন। উষা অনিরুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অধোবদনা হইলেন। চিত্রলেখা তাহা বুঝিতে পারিয়া আপন যোগ-বলে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে আনিয়া প্রিয়সখীর চিত্ত-বিনোদন করিলেন। উষা প্রাণপ্রিয়তম অনিরুদ্ধকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রক্ষকগণ উষার চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া বাণরাজকে বিজ্ঞাপিত করিল। বাণ স্বয়ং

ঊষার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আপন কন্যা অনিরুদ্ধের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছে। বাণরাজা কুপিত হইয়া নাগপাশদ্বারা অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া শোক-বিহ্বল হইলেন, অনন্তর নারদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সসৈন্যে বাণপুরাভিমুখে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। প্রথমতঃ কৃষ্ণের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধেই বৈষ্ণবজ্বর ও শৈবজ্বর সমুৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ যুদ্ধদ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া চক্রদ্বারা বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিলেন। তখন বাণরাজা অনেক প্রকার স্তব করিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি তোমার প্রাণসংহার করিতে অভিলাষী নহি, যেহেতু আমি নিজ ভক্ত প্রহ্লাদকে এই বর দিয়াছিলাম যে, তাহার বংশমধ্যে কাহারও প্রাণসংহার করিব না। এইরূপে বাণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভয় পাইয়া নিজকন্যা ও অনিরুদ্ধকে আনিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। হরি সপত্নীক অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। একদা হলধর নন্দব্রজে গমন করিয়া গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যমুনাতে গমনপূর্ব্বক জলক্রীড়া করিবার মানসে যমুনাকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্যনন্দিনী বলরামকে মদমত্ত দেখিয়া ভয়ে উপস্থিত হইলেননা, তখন যদুরাজ লাঙ্গলাগ্রদ্বারা কালিন্দীকে উত্তোলিত করিলে যমুনা অনেক বিনয়বাক্যে অনন্তদেবের কোপশান্তি করিলেন। বলরাম গোপরমণীদিগের সহিত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এক দিবস বলদেব রমণীদিগের সহিত রৈবতপর্ব্বতে গান করিতে ছিলেন, এই সময় নরকাসুরের সখা দ্বিবিদনামে বানর বন্ধুবধে প্রতিকার মানসে দ্বারকায় আসিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। পরে রৈবতপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া বলরামের কামিনীদিগের উপর মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগ করাতে হলধর স্বীয় হলাগ্রদ্বারা দ্বিবিদ কপিকে আকর্ষণ করত মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে সংহার করিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধনদুহিতা লক্ষণার স্বয়ম্বর উপস্থিত হইল। জাম্ববতী

তনয় শাম্ব স্বয়ম্বর সভাতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করিলেন। কৌরবগণ কুপিত হইয়া শাম্বকে বন্ধন করিয়া রাখিল। বলরাম নারদের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হস্তিনাতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যুদ্ধবাসনা ছিল না, কিন্তু কৌরবদিগের কটু বাক্যে কুপিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া লক্ষণার সহিত শাম্বকে লইয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ভীমসেনদ্বারা মগধরাজকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিলে শিশুপাল সকলের মুখে কৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে কুপিত হইয়া নানাপ্রকার কটুবাক্যে হরিকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলে কৃষ্ণ কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। শিশুপাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণপক্ষীয় রাজাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভগবান চক্রদ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। অনন্তর যদুপতি দ্বারকায় আগমন করিয়া দেখিলেন, প্রদ্যুম্ন সৌভরাজ শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, কিছুতে দুরাত্মাকে পরাজয় করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণ রণস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র শাল্ব তাঁহাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। ভূভারহারী নারায়ণ তৎক্ষণাৎ চক্রদ্বারা শাল্বের শিরচ্ছেদ করিয়া দন্তবক্র* ও তাহার ভ্রাতা বিদূরথকে সংহার করিলেন।

এদিকে কুরুপাণ্ডবের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভারহরণমানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। এই সময় বলরাম তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ ব্রাহ্মণের আসনে আসীন আছেন। ইনি বলরামকে দেখিয়া কোনরূপ সম্মান না করাতে হলধর হস্তস্থিত কুশাগ্রদ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন মুনিগণ কহিলেন, ভগবন্! আমরা ইহাকে ব্রাহ্মণোচিত আসন

প্রদান করিয়াছি ; আপনি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলেন, এক্ষণে এই পাপক্ষালনের নিমিত্ত আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বলদেব কহিলেন, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব, এক্ষণে আপনাদিগের কি অভীষ্টসাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। ঋষিগণ ইল্বলতনয় বল্ক দানবের অত্যাচার জানাইলেন। রোহিণীনন্দন হলদ্বারা গগনচারী বল্ককে আকর্ষণ করিয়া সংহার করিলেন। পরে বলদেব তীর্থপর্য্যটন করত প্রভাসে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের নিধনবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। বলরাম যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং ভীম ও দুর্য্যোধনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিয়া উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা বলদেবে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাতে হলধর কুপি হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ অনুপায় দেখিয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে শা করিয়া বিদায় করিলেন।

কৃষ্ণ চক্রান্তদ্বারা কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সাহায্যকরত কুরুবং ধ্বংস করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এব গোকুলে আগমনপূর্ব্বক নন্দ-যশোদাকে সান্ত্বনা করিয়া গোপীগণে সহিত পুনর্ব্বার বিহার করিতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণ রাধিকা সহিত বনবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় জটিলা আয়ান ঘোষে গোপনে কহিল যে, রাধিকা কৃষ্ণের সহিত নিকুঞ্জকাননে গিয়াছে তখন আয়ান গদাহস্তে রাধিকার শাসনার্থ ধাবিত হইল, অন্তর্যা ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া কালীরূপধারণ করিলেন। রাধি সেই ভবানীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, আয়ান দেখিয়া শবাসনা প্রণামপূর্ব্বক নিজালয়ে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দ্বারকা আসিয়া বসুদেবের ও ব্রাহ্মণগণের মৃতপুত্রসকল জীবিত করি মনুষ্যদিগকে যোগশিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদা নারদাদি মুনিগণ দ্বারকায় সমাগত দর্শনে যাদবেরা শাম্ব নারীবেশে সুসজ্জিত করিয়া মুনিগণকে কহিল, আপনারা গণ করিয়া এই রমণীর প্রসব নিরূপণ করুন। তখন মুনিগণ কুপি

হইয়া কহিলেন, এই বাসুদেবতনয় শাম্ব এক আয়স মুষল প্রসব করিবে, সেই মুষলেই যদুকূল নির্মূল হইবে। অব্যর্থ মুনিবাক্য প্রভাবে পর দিবস শাম্ব এক মুষল প্রসব করিল। যাদবগণ ভীত হইয়া সকলে সেই মুষল চূর্ণ করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেও সেই মুষল নষ্ট না হইয়া অসংখ্য এরকাস্ত্র উৎপন্ন হইল। যাদবগণ সেই সকল অস্ত্রদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সকলেই বিনাশ পাইল। রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই বনগমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক যোগাবলম্বন করিলেন। বলরামের মুখ হইতে এক সহস্রফণা নাগ বহির্গত হইয়া নাগদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যপুরুষরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ মনে করিলেন, ভূভারহরণাদি অবতারের কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, আর পৃথিবীতে অবস্থান নিষ্প্রয়োজন, এই স্থির করিয়া শয়ান হইলেন। এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ আসিয়া মৃগভ্রমে শরসন্ধান করিয়া কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই দেহ হইতে দিব্য কান্তি বহির্গত হইয়া স্বর্গপুরে উপস্থিত হইলে দেবগণ নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবানও স্বীয়ধামে প্রস্থিত হইলেন।

*দন্তবক্র ও শিশুপালকে বিনাশ করিয়া আপন পারিষদদ্বয়কে মুক্ত করাই ভগবানের এই অবতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় এই তৃতীয়জন্মেই ঋষিদিগের অভিসম্পাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক স্বস্বস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবম

বুদ্ধ অবতার

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব।

দ্বাপর যুগের শেষে অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে দৈত্যেরা পৃথিবীতে একাধিপত্য করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেবরাজ দৈত্যগণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তোমরা যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের মনোরথ সফল হইবে। দৈত্যগণ অমর রাজের উপদেশানুসারে যজ্ঞাদিকার্য্য আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু বলিদানের প্রতিই তাহারা বিশেষ মনোযোগী হইল। তাহারা স্বভাবত হত্যা-প্রিয়; সুতরাং অসংখ্য পশুর প্রতি নৃশংস আচরণ করিতে আরম্ভ করিল, দেবগণ এই পশুহিংসা দর্শনে ভীত হইয়া দেবরাজের নিকট গমন করিয়া অসুরদিগের অত্যাচারের বিষয় নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন, আমি দৈত্যগণকে হত্যা করিতে উপদেশ প্রদান করি নাই এবং তাহাদিগকে নিবারণ করিতে আমার সাধ্য নাই, আপনারা বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া ইহার প্রতিবিধানের সদযুক্তি করুন। দেবগণ সমবেত হইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া অসুর-দিগের নৃশংস ব্যাপার নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু কহিলেন, অসুর-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিলে তাহারা হত্যাকাণ্ড হইতে ক্ষান্ত হইবে না, অতএব আমি সত্বরেই বুদ্ধ অথবা সন্ন্যাসী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব। কলিকালে ইক্ষ্বাকুবংশই বিশুদ্ধ বংশ

বুদ্ধ-অবতার।

এই বংশে চতুঃষষ্টি প্রকার গুণ বিদ্যমান আছে। ইহারা জীবহিংসা হইতে বিরত এবং নিরামিষ আহারাদি করিয়া থাকে, ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে শাকই ইহাদের প্রিয় খাদ্য বলিয়া ইহারা শাক্যবংশ নামে খ্যাত। আমি এই ইক্ষ্বাকুবংশে শুদ্ধদানের ঔরসে এবং মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ বিষ্ণুর ভবিষ্যৎ অবতারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নেপালের অন্তর্গত কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধদানের মহিষী ও রাজা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। দিন দিন তাঁহার গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, গর্ভ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই গর্ভ নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্ট হইতেছিল; তাহার মধ্যে বুদ্ধদেব একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে করযোড়ে উপবিষ্ট ও ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। যখন দশ মাসের কয়েক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন মায়াদেবী পতির আদেশ লইয়া পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। যখন মায়াদেবী পথিমধ্যে ফলপল্লবশোভিত পুষ্পোদ্যানের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি প্রসব-কাল উপস্থিত জানিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং বেদনায় কাতর হইয়া একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। কোন আবৃত স্থানে যাইবার অবকাশ না পাইয়া লজ্জাবনতবদনে চিন্তা করিতে-ছিলেন এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। তিনি একটি বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন করিবামাত্র সেই বৃক্ষের অন্যান্য শাখাসকল চারিদিক হইতে অবনত হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিল। কিয়ৎকাল বেদনাভোগের পর মায়াদেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবের পূর্ব্বেই দেবদেবীগণ অদৃশ্যভাবে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মা এক সুবর্ণপাত্রে সন্তানকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, ইন্দ্র সেই নবজাত সন্তানের রক্ষণার্থ এক দেবকন্যাকে প্রদান করিলেন। তখন সদ্যপ্রসূত সন্তান সেই

স্বর্গীয় কন্যার ক্রোড় হইতে সপ্তপদ গমন পূর্ব্বক জননীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন মায়াদেবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

অনন্তর মায়াদেবী পিত্রালয়ে গমন না করিয়া পুত্রের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় তপস্বী নামক কোন মুনি অরণ্য মধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি তপোবনে স্বয়ং নারায়ণ বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া শুদ্ধদানের ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তপোধনকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তপস্বী কহিলেন, আপনার সন্তানকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, তৎক্ষণাৎ রাজা প্রহৃষ্টমনে সন্তান আনিয়া মুনিকে দেখাইলেন। তপোধন সেই বালককে দর্শনমাত্র প্রথমে ক্রন্দন করিয়া পরক্ষণে হাসিতে লাগিলেন। রাজা তপস্বীর ক্রন্দন ও হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনি কহিলেন, আমি কখন বুদ্ধদেবের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করিব না ইহাই আমার ক্রন্দনের কারণ। আর আমি বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইলাম ইহাই আমার হাস্যের কারণ। তপস্বী এইমাত্র বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চম দিবস অতীত হইলে রাজা শুদ্ধদান সন্তানের শুভাশুভ পরিজ্ঞানার্থ কতিপয় দৈবজ্ঞ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল গণনা করিতে কহিলেন। এক দৈবজ্ঞ কহিলেন, রাজন। আপনার পুত্রের হস্তে চক্রচিহ্ন দেখিতেছি, অতএব এই বালক রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। অপর এক দৈবজ্ঞ কহিলেন, ইনি কোন অবতার হইবেন সন্দেহ নাই। আর যখন ইনি জরাগ্রস্ত, রোগী, মৃত ও সন্ন্যাসী দর্শন করিবেন, তখনই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।

রাজা দৈবজ্ঞগণের বাক্যে সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া রাজধানীর ক্রোশ মধ্যে জরা, রোগী, মৃত ও সন্ন্যাসীর আগমন নিবারণ করিয়া-দিলেন। তাঁহার পুত্রকামনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। সিদ্ধার্থ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কার্য্য

করেন নাই, ষোড়শবর্ষ সময়ে সিদ্ধার্থের সংসার বিরাগ উপস্থিত হইল ; তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। রাজা পুত্রের সংসার বিরাগ দর্শন করিয়া দৈবজ্ঞের কথা স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে পুত্রের বিবাহ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন। পরে চুহিদানের কন্যা বসুতারা বা যশোধরাকে[১] মনোনীত করিয়া পুত্রের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। সিদ্ধার্থ প্রথমত কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সপ্তদিবস পরে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন বলিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দিলেন। একবার ভাবিলেন, বিবাহ করিলে সংসারশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে। আবার মনে করিলেন, আমি বিবাহ না করিলে লোক সকল বিবাহ পরিত্যাগ করিবে ; সুতরাং গৃহস্থ ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিবে। সর্ব্বপ্রকার আশ্রয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। এইরূপে মনোমধ্যে তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে বিবাহ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। সপ্তম দিবস অতীত হইলে পুনর্ব্বার মন্ত্রী উপস্থিত হইয়া বিবাহ প্রস্তাব করিল, সিদ্ধার্থ মন্ত্রীর নিকট বিবাহ করিবেন স্বীকার করিলেন। শুদ্ধদান মহাসমারোহে বসুতারা বা যশোধারার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

একদিবস সিদ্ধার্থ রাজবাটীর পূর্ব্বদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া উপবন ভ্রমণে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, পরে আর এক দিবস পশ্চিম তোরণ দ্বারা বহির্গত হইয়া এক রোগী ব্যক্তিকে দেখিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর অন্য এক দিবস উত্তর তোরণে বহির্গত হইয়া সম্মুখে এক মৃত ব্যক্তি দেখিয়া সেদিনও বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কোন একদিন দক্ষিণ দ্বার দিয়া উপবনে যাইতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া সেই দিবস বাটীতে না আসিয়া উপবনেই রহিলেন। তিনি মনমধ্যে চিন্তা করিতেছিলেন যে, সংসারে প্রবিষ্ট না হইয়া বনগমন করিব, এমন সময় কোন লোক আসিয়া সংবাদ দিল আপনার এক

সন্তান[২] জন্মিয়াছে। সন্তান হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু সপ্তদিন মাত্র বাটীতে অবস্থিতি করিয়া এক দিবস গভীর রজনীযোগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বেহার প্রদেশের কোন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি দৈত্যদিগের প্রাদুর্ভাব ও অত্যাচার স্মরণ করিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দানবগণ অরণ্য মধ্যে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিল, আপনি কি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব, দৈত্য অথবা রাক্ষস ? আপনি কি নিমিত্ত এ অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ? আপনাকে দেখিলে কোনরূপেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। তখন বুদ্ধদেবের কোন উৎকৃষ্ট বেশভূষাদি ছিল না, সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব অথবা রাক্ষস নহি। আমি সন্ন্যাসী মাত্র, ইন্দ্র তোমাদিগকে যাগাদি করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তোমরা তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ কেন ? দানবেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বুদ্ধের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত পরস্পর কহিতে লাগিল ইনি ইন্দ্রের উপদেশ বিষয় কিরূপে জানিতে পারিলেন, বোধ হয় ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন। অনন্তর বুদ্ধদেব দৈত্যদিগকে কহিলেন, তোমরা অন্যায় জীবহিংসা করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ। ইন্দ্র তোমাদিগকে যাগাদি কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নিরর্থক প্রাণিহত্যা করিতে কহেন নাই। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ দিতেছি. শ্রবণ কর। দৈত্যগণ তাঁহাকে অভীষ্টদেব জ্ঞানে ভক্তি করিয়া তাঁহার উপদেশ সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব দৈত্যদিগকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পাষাণহৃদয় দৈত্যগণ একেবারে দ্রবীভূত হইয়া জীবহিংসা কার্য্যসকল পরিত্যাগ করত বুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ভগবান হরি বুদ্ধ অবতারে দৈত্যদিগের উচ্চ আশা ভগ্ন ও নিষ্ঠুরতা কার্য্য হইতে বিরত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব দৈত্যগণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কীকতা বা ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। সে সময় রাজা

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে অমরসিংহ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন।
তিনি ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতিষ গণনায় জানিতে পারিলেন, বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করিতেছেন। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অংশ কি না ও তাঁহার গণনা সত্য কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত অমর সিংহ কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদিবস রজনীযোগে দৈববাণী হইল যে, তুমি বর প্রার্থনা কর। অমর দৈববাণী শুনিয়া কহিলেন, অগ্রে আমাকে দর্শন দিন পরে আমি বর প্রার্থনা করিব। তখন আবার দৈববাণী হইল যে কলিযুগে কেহ দেবতার দর্শন পায় না। এই যুগে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া পূজা করিলেই দর্শনের ফল লাভ হইতে পারে। তুমিও বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা কর। তখন অমরসিংহ দৈববাণী অনুসারে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে আরাধনা করিয়া অমরদেব সিদ্ধ হইলেন এবং এক আশ্চর্য্য দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্তরে অঙ্কিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন এবং ঐ দেবালয়ে বিষ্ণুর অবতার সকলের প্রতিমূর্ত্তি, ব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি ও পাণ্ডববংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি সকল যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া রাখিলেন, সেই অবধি ঐ দেবালয় বুদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত হইল। যে কোন ব্যক্তি ঐ বুদ্ধগয়াতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর অমর সিংহ জম্বুদ্বীপের অনেক স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। যাহারা একাগ্রচিত্তে বুদ্ধদেবের আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের দর্শনে একশত, স্পর্শনে এক সহস্র এবং আরাধনাতে লক্ষ লক্ষ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্ত দেবগণও বুদ্ধদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন।

পরে অমর সিংহ অনেক লোককে বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং বৈশালী, বারাণসী, রাজগৃহ উরুবিলা, কোশল ও অন্যান্য স্থানে সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে কুশি নগরে পৌঁছিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিতে তিনি এক শালবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া যোগসাধনা করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন! বুদ্ধদেবের অনেক শিষ্য ছিল, তাহারাও অনেক স্থানে বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন, এইরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ শিষ্যগণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এইরূপ ধর্ম্মের সাবাংশ প্রচার করিতে গিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অনেক বিপর্য্যয় করিয়া তুলিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ কুপিত হইয়া গয়া, কাশী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থস্থান হইতে বৌদ্ধশিষ্যগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অনেক বৌদ্ধপ্রচারক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত, জাভা, চীন, কোচীনচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহলদ্বীপ ও জাপান প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানেও বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। এইক্ষণে ভারত-বর্ষে অল্পমাত্র লোকই বৌদ্ধধর্ম্মের আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু পৃথিবীতে ৪৫,৫০,০০,০০০ সংখ্যক বুদ্ধশিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, বুদ্ধের শিষ্য মধ্যেও অনেকে বুদ্ধ নাম ধারণ করিয়াছিলেন ও নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হইয়া বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

১ কেহ কেহ বলেন সিদ্ধার্থ দণ্ডপাণির কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

২ সিদ্ধার্থের সন্তানের নাম রঘু বা রাহুল ছিল।

৩ ইনি অমরকোষ নামে সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। প্রবাদ আছে যে, এক দিবস রাজা বিক্রমাদিত্য বরাহাচার্য্যকে দিনচর্য্যা গণনা করিতে বলেন, আচার্য্য গণনা করিয়া কহিলেন, অদ্য আকাশ হইতে একটী স্বর্ণাঙ্গুলি পতিত হইবে। তখন রাজা অঙ্গুলি পতনের স্থান নির্দেশ করিতে কহিলে, বরাহ তাহাতে অশান্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু অমরসিংহ সভামণ্ডপের মধ্যে দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন অঙ্গুলি প্রথমাঙ্কিত স্থানে পতিত হইবে এবং কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া দ্বিতীয় অঙ্কিত স্থানে অবস্থিত হইবে।

কল্কি অবতার।

দশম

কল্কি অবতার

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।"—জয়দেব

প্রলয়াবসানে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ সমুৎপন্ন হয়, ইহার নাম অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের পত্নীর নাম মিথ্যা। মিথ্যা ও অধর্ম্ম হইতে দম্ভ, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি অনেক পুত্রপৌত্র জন্মে। অনন্তর হিংসার গর্ভে ক্রোধের ঔরসে কলি নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়, ইহার শরীর দলিত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও প্রকৃতি ভীষণ। এই কলি কালসহকারে প্রবল হইয়া সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিল, মদিরালয় দ্যূতক্রীড়াস্থল প্রভৃতিই ইহার বাসস্থান হইল। ইহার গাত্রের পূতিগন্ধ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। এই কলির বংশ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতে লাগিল। ইহার শাসনে যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সকল অন্তর্হিত এবং বেদাদিশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গেল। দম্ভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ, হিংসা প্রভৃতির এতদূর প্রাবল্য হইয়া উঠিল যে সত্য, শৌচ, দাক্ষিণ্য, দয়া এই সমুদায় সদভ্যাস পলায়ন করিতে লাগিল। চৌর্য্যবৃত্তি, পিতৃমাতৃ হিংসা, গুরুনিন্দা, পরদারামর্ষণ এই সমুদায়ই মনুষ্যের নিত্য ব্রত হইয়া উঠিল। কলির প্রথম পাদেই উক্তরূপ অনেক অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল, দ্বিতীয় পাদে বিষ্ণুর নামমাত্রও স্মরণ থাকিল না, তৃতীয়পাদে সকল মনুষ্যই বর্ণসঙ্কর হইল। চতুর্থ পাদে জাতিভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। পাপভার বসুমতীর অসহ্য হইয়া উঠিল এবং যজ্ঞাদি কার্য্যের বিলোপ নিবন্ধন

দেবগণ অনশনে মুমূর্ষুপ্রায় হইলেন। তখন তাঁহারা দৈন্যগ্রস্ত পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং কলির সমাচরিত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বিধাতাকে সৃষ্টিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কমলাসন কলির দমনে আপনাকে অশক্ত জানিয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থানপূর্ব্বক অমরবৃন্দের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদায় গোলোকনাথকে নিবেদন করিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবগণ তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। আমি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে তৎপত্নী বসুমতীর গর্ভে আবির্ভূত হইব এবং কল্কি নামে অবতীর্ণ হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকে বিনাশপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম স্থাপন করিব। আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মী সিংহলাধিপতি বৃহদ্রথের মহিষী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মা নামে অভিহিত হইবেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর বাক্যশ্রবণ করিয়া প্রস্থান করিলে, ভগবান নারায়ণ শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণপত্নী বসুমতীর গর্ভে প্রবেশ করিবামাত্র বসুমতীর গর্ভসঞ্চার হইল। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে চতুর্ভুজ নারায়ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, দেবগন্ধর্ব্বাদি সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া নারায়ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাষষ্ঠী ধাত্রীকার্য্য স্বীকার করিলেন, অম্বিকা নাভিচ্ছেদন এবং সাবিত্রী গঙ্গাজলদ্বারা তাঁহার গাত্রধৌত করিয়া দিলেন। পবণদেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সূতিকাগারে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই দেবদুর্ল্লভ চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করুন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজধারী হইলেন। এই সময় পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, বেদব্যাস ও অশ্বত্থামা ইঁহারা স্বীয় বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, সত্যই নারায়ণ কলিকে সংহার করিয়া পৃথিবীর পাপাপনোদনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমাধানান্তে তাঁহারা "কল্কি" এই নামে নারায়ণের নামকরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কল্কির জন্মের পূর্বে

ঞ্চুযশার আর তিন পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও মন্ত্র। কল্কি পিতার নিকট কলির অত্যাচার শ্রবণে বাল্যকাল ইতেই কলিকুল সংহারের সঙ্কল্প তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিল। নন্তর কল্কির উপনয়ন সংস্কার সমাহিত হইল। তিনি গুরুকুলে বস্থিতি করিতে অভিলাষ করিলে পরশুরাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে ানিয়া কহিলেন, আমি তোমাব অধ্যাপনা কার্য্য করিব। আমি ামদগ্ন্য পরশুরাম, বেদাদি সমুদায় বিদ্যাই আমার কণ্ঠস্থ আছে, বশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যায় আমি বিশেষ পারদর্শী, আমি তোমাকে চতুর্দ্দশ বদ্যায় দীক্ষিত করিব। কল্কি পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদ ধ্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কল্কি বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়া রুকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে াপনি দক্ষিণা প্রার্থনা করুন এবং কোন কার্য্যদ্বারা আপনার পরিতুষ্টি ইতে পারে, তাহা আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। তখন ভার্গব হিলেন, আপনি কলির সংহার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করুন বং সিংহলে গমনপূর্ব্বক স্বীয় প্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণ করিয়া কলির প্রয়পাত্র নৃপতিবর্গের উচ্ছেদসাধন পুরঃসর দেবাপি ও মরুনামক দুই ার্ম্মিক ব্যক্তিকে পৃথিবীর রাজকার্য্যে সংস্থাপন করুন, ইহাই এক্ষণে মামার প্রীতিকর কার্য্য।

কল্কি গুরুর নিকট বিদায় লইয়া বিল্বোদকেশ্বর নামক শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মহেশ্বরের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। আশুতোষ কল্কির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে এই কামচর অশ্ব ও সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এই অশ্ব ও শুকের মহাত্ম্যবলে তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিজয়ী বলিয়া ানিবে। আর এই করবাল প্রদান করিলাম, ইহাই পৃথিবীর পাপভার রণে তোমার সাহায্য করিবে। তখন কল্কি মহেশ্বরকে নমস্কার রিয়া অশ্বে আরোহণ ও করবাল গ্রহণপূর্ব্বক পিতামাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পরম তেজা কল্কি গুরু পরশুরাম এবং র্গ, ভর্গ, প্রভৃতি বন্ধুগণের নিকট মহাদেব হইতে বর প্রাপ্তি বৃত্তান্ত

যথাবৎ বর্ণন করিলেন, শম্ভল গ্রামবাসীরাও সকলেই জানিতে পারিল, ভগবান কলিদমনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। মাহিষ্মতীর অধিপতি রাজা বিশাখযূপ লোক পরম্পরায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, তখন রাজা বিশাখযূপ বিশুদ্ধচিত্তে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে যাহারা অধর্ম্ম নিরত ছিল, তাহারাও ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইল। ভগবান বিষ্ণু কলির দমনের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে সকলেই ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া উঠিল, ইহা দেখিয়া লোভমোহাদি কলির অনুচরবর্গ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কল্কি শিবপ্রদত্ত করবাল গ্রহণপূর্ব্বক কামচর অশ্বে আরোহণ করিয়া বিজয়ার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে রাজা বিশাখযূপ কল্কির দর্শন মানসে শম্ভল গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কল্কি বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান আছেন। অনন্তর কল্কি রাজা বিশাখযূপের সহিত কিয়ৎদিবস অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের আশ্রম ধর্ম শিক্ষা দিলেন। এই কলিকালে সকলই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমার শাসনে মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রহণ করিবে। রাজন! তুমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা আমার আরাধনা কর। আমিই সকল ধর্ম্মের মূল, আমার আরাধনাতেই সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় দেবাপি ও মরুনামক দুই ব্যক্তিকে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিব।

রাজা বিশাখযূপ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান রাজার নিকট সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাও বিলয় পাইয়া থাকেন; সেই সময়ে কেবল আমিই বিদ্যমান থাকি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই লয় পায়, পুনর্ব্বার আমিই সৃষ্টি করিয়া থাকি। কল্কি এই প্রকারে বিশাখযূপের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলে রাজা

পুনরায় দ্বিজাতিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান কল্কি কহিলেন, রাজন! ব্রাহ্মণগণ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, কপালে ত্রিপুণ্ড্র ও মস্তকে শিখা ধারণ করিয়া বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি করিবে। ব্রাহ্মণগণ আমার অতি প্রিয়, আমি তাঁহাদিগের বাক্য প্রতিপালন করি, এই নিমিত্তই দ্বিজগণ ভূদেব বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ইত্যাদি প্রকারে কল্কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বর্ণন করিলে রাজা বিশাখযূপ তাহা শ্রবণ করিয়া কল্কিকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত হইলে শিবদত্ত সর্ব্বজ্ঞ শুক কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। কল্কি শুকমুখবিনির্গত স্তুতিবাদ শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া শুকের মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কোন স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলে? শুক কহিল, প্রভো! আমি এক কৌতূহলপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া আসিলাম, আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া দেখিলাম; তত্রত্য রাজা বৃহদ্রথের পরমরূপলাবণ্যবতী একটি কন্যা আছে, তাঁহার নাম পদ্মা, ঐ কুমারীর চরিত্র শ্রবণ করিলে পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। এই পদ্মা পার্ব্বতীর ন্যায় সখীগণের সহিত শিবের আরাধনা করিতেছিলেন। মহাদেব পদ্মার তপস্যা জানিতে পারিয়া ভগবতীর সহিত তাঁহার সমীপে আবির্ভূত হইলেন এবং "পদ্মে বর গ্রহণ কর" বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পদ্মা পঞ্চাননকে দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন, পদ্মার মুখ হইতে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চন্দ্রশেখর ইহা দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার মনোগত ভাব জানিয়াছি, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। নারায়ণ ভিন্ন কোন রাজকুমার, দেব, দানব, অথবা গন্ধর্ব্বগণ সকাম হৃদয়ে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা নারীভাব প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তোমার তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে, গৃহে প্রতিগমন কর। মহাদেব পদ্মাকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মাও ত্রিলোচনকে নমস্কার করিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন।

কিয়ৎদিবস অতীত হইলে রাজা বৃহদ্রথ আপন কন্যা পদ্মাকে বয়স্থা দেখিয়া মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যার নিমিত্ত কাহাকে জামাতৃপদে বরণ করি! দেবী কৌমুদী কহিলেন, নাথ! ভগবান ভূতনাথ এই কন্যাকে বরপ্রদান করিয়া কহিয়াছেন "ভগবান বিষ্ণু তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।" রাজা মহিষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার এমন কি পুণ্যবল আছে যে, নারায়ণকে কন্যা প্রদান করিতে পারিব? বৃহদ্রথ এইরূপ চিন্তা করিয়া কন্যার স্বয়ম্বর অবধারিত করিলেন। অনন্তর পৃথিবীর যাবতীয় নৃপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ম্বর সভা সুসজ্জিত করিলেন। রাজগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় কন্যা পদ্মাকে সভামণ্ডলে আনয়ন করিলেন। সকলেই কন্যার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া, সকাম হৃদয়ে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নারী হইয়া গেলেন। তখন পদ্মা তাঁহার কোন প্রিয় সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিমলে! আমি অতি হতভাগিনী, বিধাতা বোধহয় আমার অদৃষ্টে যাবজ্জীবন দুঃখভোগই নিরূপণ করিয়াছেন। নতুবা এইরূপ অঘটন ঘটনা হইবে কেন? যদি শিববাক্যই মিথ্যা হইল, জগৎপতি বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন না হইলেন, তবে আমি অনলে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। প্রভো! আমি এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া পদ্মার যেরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম, আপনার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করুন।

কল্কি শুকমুখে পদ্মার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শুক তুমি সত্বর সিংহলে গমন করিয়া প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা কর এবং তাঁহার নিকট আমার পরিচয় জানাইয়া উভয়ের মিলন করিয়া দেও। শুক ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সিংহলে যাত্রা করিল এবং রাজপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নাগকেশর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পদ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেবি। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জানিতে ইচ্ছা করি

পদ্মা পক্ষীর মুখে মনুষ্যের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুক কহিল আমি কামচর শুক, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি এবং আপনার মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা করি। তখন পদ্মা সমুদায় ঘটনা নিবেদন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে ভগবান কল্কি ব্যতিরেকে আমাব জীবন রক্ষার উপায় নাই। তুমি ভগবানকে আনিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। এই বলিয়া শুককে শম্ভল গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শুক শম্ভলে উপস্থিত হইয়া কল্কির নিকট পদ্মার সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইল, তখন কল্কি শুককে সঙ্গে করিয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভগবান সিংহলে উপস্থিত হইয়া শুককে পদ্মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পদ্মা শুকমুখে কল্কির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শিবিকারোহণে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং দখিলেন কল্কি সরোবর তীরে মণিবেদিকায় শয়ন করিয়া আছেন।

পদ্মা কল্কিকে দর্শন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক পিতৃসমীপে উপস্থিত ইয়া পিতার নিকট কল্কির আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। রাজা হদ্রথ কল্কির আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মহা সন্তোষ লাভ করিয়া অতি মারোহে কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কল্কিদর্শনে ীত্বপ্রাপ্ত রাজগণের পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্তি হইল। রাজগণ কল্কিকে স্কার ও স্তব করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজধানীতে স্থান করিলেন। কল্কিও পদ্মার সহিত শম্ভল গ্রামে গমন কবিতে ৎসুক হইলে ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মাকে অনুমতি করিলেন, তুমি সত্বর শম্ভল মে যাইয়া ভগবান কল্কির বাসোপযোগী সুরম্য পুবী নির্ম্মাণ কর। শ্বকর্ম্মা দেবরাজের আদেশানুসারে শম্ভলে আসিয়া অমরাবতীর ন্যায় নাহরপুরী নির্ম্মাণ করিল। এদিকে কল্কি শম্ভলে আসিবার মানসে দ্মার সহিত সিংহল হইতে বহির্গত হইয়া সাগর জলে অবগাহন রিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক শৃগাল জলের উপর দিয়া ইতেছে। তখন তিনি জলস্তম্ভ হইয়াছে জানিয়া পাদচারে সমুদ্র ীর্ণ হইয়া অগ্রে শুককে শম্ভলে পাঠাইয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই পনিও পদ্মার সহিত শম্ভলে উপস্থিত হইয়া পিতা মাতাকে

অভিবাদন করিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে কল্কির অগ্রজ
সহোদর কবির পত্নী কমলার দুই পুত্র হয়, ইহাদিগের মধ্যে একের
নাম বৃহৎ কীৰ্ত্তি এবং দ্বিতীয়ের নাম বৃহদবাহু। কল্কির অপর ভ্রাতা
প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নতি, যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন,
অপর সহোদর সুমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান নামে
দুই পুত্রের জন্ম হয়। অনন্তর কল্কির পত্নী পদ্মার জয় ও বিজয় নামে
পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই পরম ধাৰ্ম্মিক হইয়া উঠিল।

অনন্তর কল্কি পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অভিলাষ জানিয়া জনককে
কহিলেন, আমি দিগ্বিজয় করিয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে যজ্ঞ
করাইব। কল্কি পিতৃসমীপে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া বহির্গত
হইলেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধদিগের আবাস স্থান কীকটপুর আক্রমণ
করেন, ঐ দেশে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, কেবল শরীর
পোষণই বৌদ্ধদিগের নিত্যব্রত ছিল। ইহারা কোন দেবতা বা ঈশ্বর
স্বীকার করিত না এবং তাহাদিগের জাতিভেদও ছিল না। কল্কি বৌদ্ধ-
পুরী কীকট আক্রমণ করিলে জিন দুই অক্ষৌহিনী সেনাদ্বারা পরিবৃত
হইয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভগবান কলিকুল
নাশন মানসে বহুক্ষণ নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া পদাঘাতে জিনকে
পরাস্ত করিলেন। কল্কির পদাঘাতে জিনের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে
শুদ্ধোদন প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ সৈন্য কল্কির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।
কল্কির ভ্রাতা কবি তাহার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে শুদ্ধোদ
ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া গদাঘাতে কবিকে ভূতলে নিপাতিত করিল
কল্কি তাহা দেখিয়া শিবপ্রদত্ত করবাল দ্বারা ম্লেচ্ছগণকে সমরশায়ী
করিলেন। ম্লেচ্ছগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে ম্লেচ্ছকামিনীরা আসিয়
কল্কিসৈন্যের সহিত সমর আরম্ভ করিল। কল্কি তাহাদিগের প্রতি
অস্ত্রক্ষেপ করিবেন না বলিলেন, তথাপি তাহারা ভর্ত্তৃবধের প্রতিকার
মানসে কল্কির গাত্রে শরক্ষেপের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্ত
অস্ত্রসকল ম্লেচ্ছ যুবতীদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না এবং
কহিল, তোমরা যাঁহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে চাহিতেছ, ইনি

ঈশ্বর, অতএব এই কল্কিদেবের অঙ্গস্পর্শ করিতেও আমাদিগের শক্তি নাই। তখন নারীগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সেই মহাপুরুষের শরণ লইল, ভগবান কল্কি তাহাদিগকে যোগোপদেশ দ্বারা মুক্তি প্রদান করিলেন। কল্কি এইরূপে ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক কীটক নগর হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান কল্কি ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া বন্ধুগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বালখিল্য মুনিগণ আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং কহিলেন, ভগবান্! আমাদিগের মহাবিপদ উপস্থিত, আপনি ভিন্ন রক্ষাকর্ত্তা নাই। কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভের কন্যা কালকঞ্জপত্নী কুথোদরীনাম্নী রাক্ষসী হিমালয়ে মস্তক ও নিষধাচলে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আপন তনয় বিকঞ্জকে স্তনপান করাইতেছে। ইহার নিশ্বাস-বায়ুদ্বারা আমরা বিবশাঙ্গ হইতেছি, এক্ষণে আপনি রক্ষা করুন। কল্কি মুনিগণের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কুথোদরীর বিনাশমানসে সসৈন্যে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। হিমালয়ের উপত্যকাতে এক দুগ্ধনদী দর্শন করিয়া মুনিগণ বলিলেন, সেই কুথোদরীর একটি স্তনের দুগ্ধে এই নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাত ঘটিকার পর ইহার দ্বিতীয় স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া আর একটি নদী সমুৎপন্ন হইবে। কল্কি ও তাঁহার সেনাগণ সকলেই সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব নদীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সত্বরগমনে সেই নিশাচরীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে এক অদ্ভুতাকার রাক্ষসী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার নিশ্বাসপবনে মত্ত মাতঙ্গগণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সিংহ শার্দ্দূলাদি পশু সকল নিশাচরীর কর্ণবিবরে নিদ্রিত আছে, মৃগ-নিকর লোমকূপে সুখসচ্ছন্দে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বাস করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার রাক্ষসীর দেহ দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইল। কল্কি সৈন্যগণকে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া নিশাচরীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুথোদরী উঠিয়া প্রলয় পবনে পর্ব্বত বিদারণের ন্যায় ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার প্রশ্বাসে গজ, অশ্ব ও

রথের সহিত সৈন্যগণ কুথোদরীর উদরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান কল্কিও রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষাস্ত্র দ্বারা তাহার কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক সসৈন্যে বন্ধুগণের সহিত বহির্গত হইলেন। কুথোদরী গিরিমালা চূর্ণ করিয়া প্রাণত্যাগ পুরঃসর পতিত হইল। তাহার শিশুতনয় বিকঞ্জ জননীর দুর্দ্দশা দর্শনে কল্কিকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবামাত্র কল্কি পরশুরাম প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বিকঞ্জের শিরচ্ছেদ করিলেন। দেবগণ আকাশে থাকিয়া দুন্দুভিবাদনপূর্ব্বক কল্কির উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কলিকুলবিনাশন কল্কি কুথোদরীকে বিনাশ করিয়া হরিদ্বারের সমীপবর্ত্তী গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় নারদাদি দেবর্ষিবৃন্দ আসিয়া তাঁহার অনেক প্রকার স্তব করিলেন। কল্কি ঋষিদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া ভাগীরথীর বিমলসলিলে অবগাহন করিয়া শম্ভলগ্রামে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর মরুর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে সূর্য্যবংশ বর্ণন ও রামচরিত শ্রবণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ভগবানকে দর্শন করিবার মানসে সত্যযুগ ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। কল্কি ভিক্ষুকের অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিক্ষো! আপনি কে? তখন সত্যযুগ কহিল, ভগবন্! আমি সত্যযুগ, আপনাকে দর্শন কবিতে আসিয়াছি। কল্কি সত্যযুগের উপাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সত্যযুগ ভগবানের নানাপ্রকার স্তব করিয়া কহিলেন, কলিনাশন! আপনি সত্বর কলিকে সবংশে ধ্বংস কবিয়া আমাকে অধিকার প্রদান করুন। যেন আমার অধিকারে প্রজাসকল ধর্ম্মতৎপর হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারে। তখন কল্কি সত্য-যুগকে সমাগত দেখিয়া কলির সংহারার্থ বিশসন নামক পুরীতে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রার আদেশ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু মরু, দেবাপি ও বিশাখযূপ প্রভৃতি কল্কির অমাত্যগণ অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিল। ভগবান দশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত সমরে যাত্রা করিলেন। এই সময় ধর্ম্ম কলি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে অনুচরবর্গের

সহিত কল্কির নিকট উপস্থিত হইলেন। কল্কি তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আপনাকে পাষণ্ড কর্ত্তৃক পরাভূতের ন্যায় দেখিতেছি, আপনার অনুচরবর্গও অতিশয় কাতর হইয়াছে, অতএব আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করুন। তখন ধর্ম্ম কহিলেন, আমার নাম ধর্ম্ম, আমি আপনার আজ্ঞানুসারে সাধু-দিগের কার্য্যসাধন করিয়া থাকি। এক্ষণে শক, কাম্বোজ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির অধিকারে বাস করিতেছি এবং দুর্দ্দান্ত কলির পরাক্রমে পরাভূত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইলাম। কল্কি কহিলেন, ধর্ম্ম! আর ভয় নাই, আমি বৌদ্ধগণকে দমন করিয়াছি। সত্যযুগও উপস্থিত হইয়াছেন এবং সূর্য্যবংশীয় মরুনামক এক ব্যক্তি রাজা হইবেন, অতএব তুমি অকুতোভয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর। আমি তোমার অনুগমন করিতেছি, শীঘ্রই কলিকুল নির্ম্মূল করিয়া তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিব। ধর্ম্ম কলির বাক্য শ্রবণ করিয়া কলির সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং কল্কির সমভিব্যাহারে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া কলির সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। অনন্তর কল্কি ও অন্যান্য সকলে কুক্কুরাদি শ্বাপদগণে পরিবৃত; গোমাংসাদির পূতিগন্ধপূর্ণ ও কাকভল্লুকগণে পরিবেষ্টিত কলিরাজধানী বিশসন নগরে উপস্থিত হইলেন। কলি ইহা জানিতে পারিয়া পেচকধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক বৌদ্ধনগর হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর কলি ও কল্কি উভয়পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের সহিত কলির, সন্তোষের সহিত লোভের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, সুখের সহিত ভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া আকাশ মার্গে সমুপস্থিত হইলেন, মরুরাজ ভীমপরাক্রমে শক ও কম্বোজদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র দেবাপির সহিত চীন ও বর্ব্বর জাতির সংগ্রাম চলিল। রাজা বিশাখযূপ পুলিন্দ ও শ্বপচগণের উপর দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কল্কি ব্রহ্মবরে দর্পিত কোক ও বিকোক এই দানবদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন, বহুকাল যুদ্ধের পর কলির সৈন্য সকল পরাজিত

ও আহত হইয়া পলায়ন করিলে কলিও রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার রথ চূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

এই রূপে কলির সৈন্যগণ পরাজিত হইলে কোক ও বিকোকের সহিত কল্কির যুদ্ধ চলিতেছিল। হরি যেমন মধু ও কৈটভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কল্কিও সেইরূপ কোক ও বিকোকের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোক ও বিকোক উভয় ভ্রাতাই গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিল, তাহাদিগের প্রক্ষিপ্তগদাপ্রহারে কল্কির অঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ক্রোধভরে ভল্লাস্ত্রদ্বারা বিকোকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, তৎক্ষণাৎ বিকোকের প্রতি কোকের দৃষ্টিপাত হওয়াতে বিকোক পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। পরে কল্কি কোকের শিরঃকর্ত্তন করিলেন, তাহাতেও কোকের মৃত্যু হইল না, কারণ বিকোকের দৃষ্টিমাত্র কোক মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। অনন্তর কল্কি উভয় সহোদরের শীর্ষ কর্ত্তন করিলেন, তথাপি তাহারা ব্রহ্মার বরে পুনর্ব্বার জীবন পাইল। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে কল্কির শিবদত্ত অশ্ব কোক ও বিকোককে পাদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা অশ্ব কর্ত্তৃক আহত হইয়া সেই তুরঙ্গমের পুচ্ছ ধারণ করিল, তখন সেই অশ্ব পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ে উভয় দানবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল, তাহাতে তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কল্কি ইহা দেখিয়া তাহাদিগের বিনাশের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া কল্কিকে কহিলেন, ভগবন্! ইহাদিগকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে পারিবেন না। এই উভয় দৈত্যের এই রূপ বর আছে যে, একের বিনাশ হইলে অন্যতরের দৃষ্টিমাত্র সে জীবন পাইবে। অতএব এককালে উভয়কে মুষ্টি প্রহারে বিনাশ করুন। কল্কি এইরূপ ব্রহ্মার উপদেশ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারে তাহাদিগের মধ্যস্থলে গমন করিলেন এবং উভয় হস্তে মুষ্টিপ্রহার করিয়া কোক ও বিকোকের মস্তক চূর্ণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা মূর্চ্ছিত ও ভগ্ন গিরিশিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ কল্কির স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর কল্কির অনুচরগণ অপেক্ষাকৃত প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কবি, প্রাজ্ঞ ও বিশাখযূপ ইহারা কলিসৈন্য ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর ও নিষাদগণকে বিনাশ করিলেন।

কল্কি এইরূপে সানুচর কলিকে পরাজয় করিয়া শয্যাকর্ণদিগের বিজয়ার্থ ভল্লাটনগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ভল্লাটাধিপতি শশিধ্বজ সাতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, তিনি কল্কিকে পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু অবতার জানিয়াও সমরোদ্যোগ করিলে তাঁহার পত্নী সুশান্তা পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! এই কল্কি জগতের অধীশ্বর ও সাক্ষাৎ নারায়ণ, ইহার অঙ্গে আপনি কিরূপে প্রহার করিবেন? তখন শশিধ্বজ কহিলেন, প্রিয়তমে! যুদ্ধকার্য্য ক্ষত্রিয় সন্ততির নিত্যধর্ম্ম, যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিলে স্বর্গভোগ এবং পরাঙ্মুখ হইলে নিরয় সেবা করিতে হয়। বিশেষতঃ এই ত্রিলোকনাথের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে অতুল-কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ হইলে অনন্তকাল পরমানন্দ ভোগ করত স্বর্গপুরে বাস হইবে, অতএব এই যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই বাঞ্ছনীয়। শান্তে! আমি সেই পুণ্ডরীকাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলাম, তুমি সেই কমলনাথের চরণ পূজা কর। এই বলিয়া শশিধ্বজ প্রিয়তমা মহিষীকে আলিঙ্গন করিয়া ভবার্ণবকর্ণধার মধুসূদনের চরণযুগল চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুপরায়ণ সৈন্যগণের সহিত নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং কল্কিসেনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সৈন্যগণকে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলে শশিধ্বজতনয় সূর্য্যকেতু মরুরাজার সহিত, সূর্য্যকেতুর কনিষ্ঠ সহোদর বৃহৎকেতু দেবাপির সহিত এবং রাজা বিশাখযূপ শশিধ্বজের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

এদিকে রাজা শশিধ্বজ অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন বিশালযূপ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ ধর্ম্ম ও সত্যযুগ প্রভৃতি অনুচরগণে পরিবৃত কল্কিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, লোকনাথ! আপনি আগমন করিয়া আমার গাত্রে প্রহার করুন, অথবা তমসাচ্ছন্ন আমার হৃদয়গুহাতে লুক্কায়িত

হউন। কল্কি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিধ্বজের শরীরে অস্ত্র প্রহার করিলেন, শশিধ্বজ নৃপতি তাহাতে কাতর না হইয়া দিব্য শরনিকর-দ্বারা কল্কিকে আঘাত করিতে লাগিলেন, এইরূপে উভয়ের অনুপম সংগ্রাম হইতে লাগিল। কল্কির মুষ্টি প্রহারে শশিধ্বজ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরন্তু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তীব্রবেগে কল্কির শরীরে প্রহার করিলে কল্কি অচেতন ও ভূতলশায়ী হইলেন। তখন ধর্ম্ম ও সত্যযুগ ইহারা মূর্চ্ছিত কল্কিকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে শশিধ্বজ ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে দুই কক্ষে আবদ্ধ করত মূর্চ্ছাপন্ন কল্কিকে বক্ষঃস্থলে লইয়া স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন। এইরূপে শশিধ্বজ কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে লইয়া নিজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রিয়মহিষী সুশান্তা হরিগৃহে ধ্যানমগ্না আছেন, বৈষ্ণবীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে হরিগুণ গান করিতেছে। তখন শশিধ্বজ মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! যিনি ত্রিলোকের হৃদয়ে বাস করেন সেই ত্রিলোকনাথ কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগের সহিত তোমার ভক্তি দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তুমি ইহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া আপন জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। সুশান্তা পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং আরাধ্যদেব কল্কি, সত্যযুগ ও ধর্ম্মের চরণে নিপতিত হইয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন এবং জগৎপতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই অনন্ত গুণের গুণগান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশান্তার গানে কল্কির সাতিশয় পরিতোষ অনুভব হইল, তাহাতেই কল্কির মূর্চ্ছাপনয়ন হইয়া গেল। তিনি সম্মুখে সুশান্তাকে, পার্শ্বদ্বয়ে ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে এবং পশ্চাদ্ভাগে শশিধ্বজকে দেখিয়া সুশান্তাকে কহিলেন, কমলনয়নে! তুমি কে? এবং কি নিমিত্ত আমার সেবা করিতেছ? ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে কহিলেন, কি নিমিত্ত আমরা শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি? এবং কি নিমিত্তই বা শশিধ্বজ আমাদিগকে বিনাশ করে নাই? তখন সুশান্তা কহিলেন, প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, কে আপনার সেবা না করিয়া পারে? আমার স্বামী আপনার দাস,

আমি আপনার দাসী, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়াছেন। শশিধ্বজ কহিলেন, আমি কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া আপনার শরীরে প্রহার করিয়াছি, এক্ষণে নিজদাসের প্রতি প্রসন্ন হউন। কল্কি কহিলেন, রাজন্! তুমিই আমাকে যথার্থ জয় করিয়াছ। শশিধ্বজ নানা প্রকারে কল্কির স্তব করিয়া তাঁহাকে রমানাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন, মহাসমারোহে বিবাহ-কার্য্য সমাহিত হইল। এই সময়ে বিশাখযূপ প্রভৃতি শয্যাকর্ণ নামক ভূপতির সহিত ভল্লাটনগরে গমন করিয়া সেই পুরী বিমর্দ্দিত করিলেন! অনন্তর কল্কি বিবিধ বাক্যালাপে শশিধ্বজকে পরিতুষ্ট করিলে রাজা অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বনগমন করিলেন। কলিনাশন কল্কিও কাঞ্চনী পুরীতে গমন করিয়া শরনিকর দ্বারা বিষধর সর্পগণের সংহারসাধন পুরঃসর পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, সেই পুরী নাগগণে পরিপূর্ণ। অনন্তর কল্কি পুরীতে প্রবেশ করিবেন কিনা, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন, "এই পুরী মধ্যে বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিমাত্র কল্কি ব্যতিরেকে সকলেই প্রাণত্যাগ করিবে।" তখন কলিকুলনাশন একাকী পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যা কল্কিকে দর্শন করিয়া কহিল, ভগবন্! আমার দৃষ্টিপাতে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য মধ্যে অনেকে হতজীবন হইয়াছে, এক্ষণে আমি আপনার দৃষ্টিপাতে অমৃত প্লাবিত হইতেছি। প্রভো! আমি আপনাকে নমস্কার করি। তখন কল্কি কহিলেন, সুন্দরি! তোমার আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন কর। কন্যা কহিল, ভগবন্! আমি চিত্রগ্রীব গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা, আমার নাম সুলোচনা, আমি একদা পতির সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিহার করিতে করিতে যক্ষমুনিকে উপহাস করিয়াছিলাম, মুনি কুপিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই আমি এই নাগপুরীতে বাস করিতেছি, এবং আমার দৃষ্টি বিষবর্ষণ করিয়া থাকে। এক্ষণে আপনার চরণকমল দর্শনে আমার শাপবিমুক্তি হইল, অনুমতি করুন,

আমি পতিসন্নিধানে গমন করি। এই বলিয়া সেই কন্যা স্বর্গে গমন করিল। কল্কি মহামতি নামক রাজাকে কাঞ্চনী পুরীতে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কল্কি তথা হইতে বহির্গত হইয়া মথুরারাজ্যে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যকেতুকে সেই রাজ্যের অধিপতি করিয়া দেবাপিকে বারণাবত নগরের আধিপত্য প্রদান করিলেন। পরে শম্ভলগ্রামে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতা কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রকে শৌম্ভ, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র ও মগধদেশের অধীশ্বর করিয়া অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে কীকট, মধ্যাকর্ণ, অন্ধ্র, ওড্র, অঙ্গ ও বঙ্গ এই সকল দেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পদ্মা ও রমা এই পত্নীদ্বয়ের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কলিকুল সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল এবং সত্যযুগের আবির্ভাব হইতে লাগিল। চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, পৃথিবী সর্ব্বত্র শস্যপূর্ণ হইয়া উঠিল, শঠতা, চৌর্য্য, মিথ্যা কথা, কপট ব্যবহার প্রভৃতি কলির ধর্ম্ম সকল ভূমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে ও রমণীসকল পতিসেবায় তৎপর হইল, ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ব্রত, পূজা, হোমাদি সদনুষ্ঠানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ হরিগুণ গান ও হরি কথালাপ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে থাকিল।

সমাপ্ত

অবতার তত্ত্ব

কবিশেখর

ভুবনমোহন দাশ

প্রার্থনা

ধর্ম্মাধর্ম্ম মোর চূর্ণ ক'রে দাও
কর্ম্ম-ফল নাও কেড়ে,
সকল পথ রুদ্ধ করিয়া
রাখ, অথর্ব্ব আমায় ক'রে।

ঘু'চে যাক্ মোহ পূজা অর্চ্চনার
জপ-তপ দাও থামায়ে,
সংসার বন্ধন প্রিয়াপ্রিয় যাহা
দাও, সে সব চিহ্ন মুছায়ে।

ইড়া পিঙ্গলায় সুষুম্নার পথে
কর, বায়ু চলাচল রুদ্ধ,
তোমাকে আনিয়া আমিত্ব কাড়িয়া
ক'রে দাও 'আমি' শুদ্ধ।

—ভুবন দাশ

নিবেদন

আজি গদ্য-গল্প-যুগে, পদ্যের আশ্রয়ে কেন,
সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রকাশের আস্পর্দ্ধা হইল হেন ?
আদি কবি বাল্মীকি-ব্যাস-বশিষ্ঠ ঋষিগণ
উত্তর দিবেন তাঁরা—হয় যদি প্রয়োজন।
নিমিত্তের ভাগী কবি, প্রেরক অন্তরযামী,
যে ভাব—যে ভাষা দিলা, তাহাই গাঁথিনু আমি।
পরিমার্জ্জিত ভাষায় গদ্য পদ্য নির্ব্বিচারে
যাতে যার ভাব আসে, তাতে সে সাহিত্য-গড়ে।
গদ্যের বিষয় ইহা—পদ্যের বিষয় নয়,
থাকিলে এ গণ্ডী মাঝে সাহিত্যের মৃত্যু হয়।
গদ্য ভঙ্গী—পদ্য ভঙ্গী—হোক্ না যে ভঙ্গীময়,
প্রকৃত ঔষধে করে মানুষকে নিরাময়।
ছন্দে ভঙ্গিমায় মাতঃ করি নাই বাধাদান,
বিরক্ত হইয়া তুমি হও পাছে অন্তর্দ্ধান।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাশগুপ্ত কবিশেখর প্রণীত অবতার-তত্ত্ব কাব্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলাম। হিন্দু ধর্ম্মের অবতার বাদের এমন সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে লেখক যে মনস্বিতা ও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সকল জাতিরই আদিম সৃষ্টিবাদ ও দেব-পরিকল্পনার মধ্যে এমন একটা উদ্ভট কল্পনার আতিশয্য থাকে, যাহা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার সমর্থন লাভ করিতে পারে না। লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত উদ্ভট কল্পনা প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য ও বিবর্ত্তনধারার ছদ্মবেশ মাত্র অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন অবতারবৃন্দকে সৃষ্টির ক্রম-বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তর-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিজ যুক্তি সমর্থনের জন্য তিনি প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে একাধারে তাহার ব্যাপক শাস্ত্র-জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ দুরূহ তত্ত্ব প্রতিপাদন তিনি স্বচ্ছন্দগতি কাব্য ছন্দের ভিতর দিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁর তর্কের শৃঙ্খলা কোথাও ছন্দ-প্রয়োজনের দ্বারা ব্যাহত হয় নাই ছন্দের গতি ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে সংহত হইয়া গঙ্গা-যমুনা-ধারার ন্যায় পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি তাঁহার অভিপ্রায়-বহির্ভূত। কিন্তু দুরূহ তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, সূক্ষ্ম যুক্তিধারার অস্খলিত অনুসরণে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশদ অভিব্যক্তিতে, ছন্দোবন্ধনের নিয়ম রক্ষা এবং আলোচনার বুদ্ধিগত উৎকর্ষবিধানে, লেখক যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কাব্যক্ষেত্রেও তিনি যে অনধিকার প্রবেশ করেন নাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে সমস্ত মনস্বী হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া ইহার প্রকৃত মহিমা ও নিগূঢ় সত্যানুসন্ধিৎসার গৌরবময় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কবিশেখর মহোদয় যে তাঁহাদের মধ্যে স্থান লাভের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(১)

কবিশেখর মহাশয় এই গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের অবতার-তত্ত্বের যে ক্রমবিবর্ত্তনমূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যেমন শাস্ত্রসম্মত সেইরূপ আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

তাঁহার কল্পনা সৃষ্টি-প্রারম্ভের রহস্যময় অবস্থার ভিতর অনুপ্রবেশ করিয়া তাহা সৃষ্টির আদিম বীজের অঙ্কুরোদ্গম আবিষ্কার করিয়াছে। মহাশূন্যের নীরন্ধ্র অন্ধকা ঝটিকাপ্রসূত 'ওম' শব্দই আদিম সৃষ্টির ধ্যান-বীজ—নিরাকার ঈশ্বরের প্রথম আ স্ফুরণ-সূচনা। তাই শব্দ-ব্রহ্মের মাহাত্ম্য সমস্ত পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে

মহাব্যোমে শব্দ-তরঙ্গ-ব্যাপ্তির ফলে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ও সূর্য্যউৎক্ষিপ্ত অগ্নি পৃথিবীর আবির্ভাব। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য হইতে ভগবানের আদিরূপের ধ্যান 'সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ভর্গে'র পরিকল্পনা। তার পর ব্যোম, বায়ু ও তেজোরাশি যুগপৎ ক্রিয়ায় আকাশব্যাপী সলিলপ্লাবনের উদ্ভব। ইহাই ক্ষীরোদ-সমুদ্রশা ভগবানের অনন্তশয়নের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। অনন্ত নাগ দেহাভ্যন্তরে ক্রিয়া প্রাণবায়ুর প্রতীক। ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ তাঁহার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থা সংক্রমণ সূচিত করে।

এইবার সর্ব্বপ্রথম প্রাণশক্তির উন্মেষ। এই বিশ্বগ্রাসী 'প্রলয়-পয়োধি জ মৎস্য-সৃষ্টি ভগবানের অবতার তত্ত্বের প্রথম সক্রিয় নিদর্শন। মৎস্য-মেদে গঠি বলিয়া সাগর-উত্থিতা পৃথিবীর নাম মেদিনী। বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ড নামকরণ এই তথ্যের সূক্ষ্ম আভাস। তার পর মধুকৈটভসংহার সৃষ্টি-বিবর্ত্তনের এই স্তরেরই কাহিনী বিষ্ণু-কর্ণ-মল-জাত অসুর মধুকৈটভ সৃষ্টির আদিম যুগে মহাব্যোমে পরিব্যাপ্ত ও কুহেলিকার রূপক। শব্দ-শ্রুতির আধার মহাকাশই বিষ্ণুর কর্ণ। সৃষ্টির এই দিগন্তব্যাপী বাষ্প ও ধূমরাশির সংহারেই সৃষ্টি-বিবর্ত্তনের পথে আর স্তর অগ্রসর হইল। স্বচ্ছ, নির্ম্মল আকাশ-বাতাস সৃষ্টি-পরিণতির অনুকূ প্রতিবেশ রচনা করিল। মধু সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যক উপাদান বলিয়া বেদে মধুর মহিমা উদ্গীত হইয়াছে,—পরবর্ত্তী যুগের কৃতজ্ঞতা এই স্তোত্রে রূপকচ্ছ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মৎস্যের দ্বারা বেদ উদ্ধার অর্থে সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তির বিকাশ সূচিত হইয়াছে। বেদ অর্থে সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান ও উদ্ধার অর্থে স্বরূপ প্রকাশ।

জলে স্থলের উপাদান ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকিলে ভগবানের দ্বিতী অবতাররূপে উভচর কূর্ম্মের উদ্ভব। কূর্ম্ম পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন প্রচলিত শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধে লেখক বলেন যে ধারণ অর্থে সমগ্র পৃথিবীর ভার বুঝায় না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা মৃত্তিকার খণ্ডাংশ গ্রহণ বুঝায়। কূর্ম্ম ও পৃথিবী মধ্যে সাধারণভাবে আধার ও আধেয় সম্বন্ধই এই উক্তির দ্বারা নির্দ্দেশি হইয়াছে।

তৃতীয় অবতার বরাহ সৃষ্টি-বিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী পরিণতির স্তরের যোগ্য অধিবাসী। পল্বলধর্ম্মী সিক্ত মৃত্তিকাকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে দন্ত দ্বারা মাটি খনন একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া; তলদেশের মাটি সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ শুষ্ক ভূভাগ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই বরাহের দন্ত দ্বারা পৃথিবী-ধারণের নিগূঢ় অর্থ। হিরণ্যাক্ষ অসুর ভূগর্ভজাত অক্ষিচিহ্ন-সমন্বিত বন্য উদ্ভিদের প্রতীক। বরাহ দন্ত দ্বারা এই সমস্ত উদ্ভিদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পৃথিবীকে কর্ষণোপযোগী করিয়াছিল বলিয়াই তাহার অবতারত্ব। বিশ্বের নিগূঢ় প্রাণ-সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন করিয়া যে শক্তি তাহাকে চরম পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহাই ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপী অবতার।

এতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ মানবজাতির আবির্ভাবহয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ-নর নরসিংহ মূর্ত্তির মাধ্যমে সৃষ্টিপ্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিল। পশুরাজের দুর্ধর্ষ শক্তির সহিত মানবোচিত অমোঘ ন্যায়নীতির সংমিশ্রণে গঠিত এই পরিকল্পনা হিন্দু শাস্ত্রকারদের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুবর্ত্তনের সহিতধর্ম্মবিষয়ক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির এক বিস্ময়কর সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। এতাবৎকাল ভগবদিচ্ছা সৃষ্টি-বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অনেকটা অর্দ্ধ-অচেতন প্রাণিধর্ম্মের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াছিল—মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহ কেবল বিশ্বের বহিরঙ্গমূলক গঠনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু নরসিংহ হইতে বিবর্ত্তনধারা সর্ব্বপ্রথম অন্তর্মুখীন হইল—সমাপ্তপ্রায় বিশ্বদেহের অভ্যন্তরে ধর্ম্মবোধের, সজ্ঞান নীতির প্রথম বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইল,বাহিরের নিয়মের সহিত অন্তরের বিধান সংযুক্ত হইল; শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিশ্ববিধানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বস্তুবিন্যাসের মধ্যে গর্ভস্থ-ভ্রূণের ন্যায় মানবের শাশ্বত নীতিবোধ প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল; বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠা হইল। হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষের অনুজ—ভূগর্ভস্থ কষায় রসপ্রধান উদ্ভিদের প্রকার-ভেদ। নরসিংহ এই উদ্ভিদের উচ্ছেদ করিয়া কেবল যে নবগঠিত পৃথিবীর বহির্দ্দেশকে জঞ্জালমুক্ত করিলেন তাহা নহে, তাঁহার বজ্রগম্ভীর সিংহগর্জ্জনে অমোঘ ন্যায়নীতির সর্ব্বাতিশায়ী শক্তির জয়ঘোষণা হইল। স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া এই নব অবতার নিজ সর্ব্বব্যাপিত্ব সপ্রমাণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু কেবল মাত্র লতাগুল্ম-উদ্ভিদের পর্য্যায় হইতে উন্নীত হইয়া অত্যাচারী হিংস্র মানবশক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছে। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'-রূপী যে মূলমন্ত্র প্রত্যেক বারে ভগবানের অবতারত্বের হেতুভূত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম আভাস এই নরসিংহ অবতারে ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রহ্লাদের রূপক ব্যাখ্যা লইয়া লেখকের অভিমত একটু কষ্টকল্পনাদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রহ্লাদ নিষ্কাম হরিভক্তিপরায়ণদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; অহেতুকী ভক্তিরসের প্রথম সাধক। তাঁহার জীবনকাহিনী কিংবদন্তীর কুহেলিকার আবরণ ভেদ করিয়া সুপরিস্ফুট ব্যক্তিত্বের আলোকে ভাস্বর। ভক্তির বিশুদ্ধ ও চরমোৎকর্ষ তাঁহাকে যুগ-প্রসাবিত ভক্তশ্রেণী পরম্পরার শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাব এই প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে কদলী ফলের রূপক কল্পনায় উড়াইয়া দেওয়াতে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও পূর্ব্বসংস্কার উভয়ই সংশয়াচ্ছন্ন হয়। মনুষ্যভক্ষ্য প্রথম ফল হিসাবে এই কদলী দেবানুগ্রহের সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করিয়া আমাদের দেব-পূজা-বিধিতে, ধর্ম্মোৎসবের ক্রিয়াকলাপে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এখন পর্য্যন্ত একটি গৌরবময় প্রাধান্যের আসন অধিকার করিয়া আছে। এই কদলী প্রীতি ও ইহাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ও পবিত্রতার স্বীকৃতির পিছনে নিশ্চয়ই কোন সমাজতত্ত্ব-ঘটিত কারণ বর্ত্তমান। সৃষ্টির প্রথম যুগে খাদ্যাভাব-ক্লিষ্ট মানবের প্রথম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ইহার যে মর্য্যাদা তাহাই বোধ হয় ভবিষ্যৎযুগের শাস্ত্রবিধিবিধানে ইহার কৌলীন্য-গৌরবের মূলে। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইহার প্রাণশক্তির টিকিয়া থাকার যে অসাধারণ প্রবণতা তাহাই পুরাণ সাহিত্যে ইহার অমরত্বের নিদর্শন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি প্রহ্লাদকে কদলীতে পর্য্যবসিত হইতে দিতে আমরা বিশেষ রাজি নাই। এখানে পারম্পর্য্যসূত্রে একটি শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিংবা পরবর্ত্তী যুগের ভক্তিবাদের প্রবল প্রভাব ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যকে প্রাকৃতিক হইতে মানবিক পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া অনেকটা রূপান্তরিত করিয়া থাকিবে।

(২)

ইহার পর সত্যযুগের অবসানে মানবিক আদর্শের ক্রমোন্নতির সূত্রে অবতার-পরম্পরা গ্রথিত। প্রথম মানবরূপী অবতার বামন; তাঁহার ত্রিপাদ রাখিবার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার অর্থ লেখক দিয়াছেন সে যুগে পরিষ্কৃত ভূমির অপ্রাচুর্য্য, ও বলিকে পাতালে প্রেরণের অর্থ জঙ্গল পরিষ্কার করা। বামন অবতারের আর কোন উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি নাই; ইহা মানুষের প্রথম আবির্ভাব সূচিত করার জন্যই স্মরণীয়।

ত্রেতার প্রারম্ভে পরশুরামযুগের আধ্যাত্মতাৎপর্য্য উদ্ঘাটনে লেখক অপূর্ব্ব মনীষার পরিচয় দিয়াছেন—পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক সত্য

আবিষ্কারে অত্যদ্ভুত নিপুণতা দেখাইয়াছেন। ভৃগুরাম যে যুগের প্রতীক তাহাতে সভ্যতা প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তের পরশু জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবীকে পরিষ্কার ও মনুষ্যোপযোগী করিবার নবাবিষ্কৃত অস্ত্র। তাঁহার একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়উৎসাদন পৃথিবীর অস্বাস্থ্যকর, সূর্য্যালোক-বায়ু-প্রবাহরোধী অরণ্যানীর বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক অভিযানের রূপক। 'ক্ষত্রিয়' জাতিবিশেষকে বুঝায় না। কেন না জাতিভেদের প্রবর্ত্তন একটু পরবর্ত্তী যুগের ব্যাপার; ইহা ক্ষেত্রজ বৃক্ষের বোধক। বিশেষতঃ একবিংশতিবার ক্ষত্রকুল উৎসাদিত হইলে ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইত ও ক্ষত্রবংশোদ্ভূত দশরথ ও রামের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। পরশুরামের পিতৃমাতৃহন্তা সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অসংখ্য শাখা প্রশাখা-সমন্বিত মহাকায় অর্জ্জুন দ্রুমেরই রূপক; এবং গৃহাশ্রয়হীন তরুতলবাসী জমদগ্নি ও তাঁহার পত্নী ভগ্ন বৃক্ষ শাখার আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পরশুরামের মাতৃহত্যা-বিষয়ক অপবাদ লেখক অতি সুকৌশলে ক্ষালন করিয়াছেন। মাতৃহন্তা কখনও অবতারের অনবদ্য কীর্ত্তিগৌরব অর্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার অব-তারত্বে উন্নয়নই এই অপবাদের যথেষ্ট খণ্ডন। এই অলীক অপবাদের উৎপত্তির মূল তাঁহার সংস্কারকপ্রবণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিহিত। তিনি সভ্যতার সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গৃহনির্ম্মাণ ও ভূমিকর্ষণের সূত্রপাত করেন। ধরিত্রীজননী-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত, মৃত্তিকাখনন প্রাচীন যুগের সংস্কারে মাতৃহত্যার মত অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত। তাঁহার মাতার রেণুকা এই নামের মধ্যেই কর্ষণ ফলে সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত ভূভাগের সাঙ্কেতিক অর্থের আভাস মিলে। যাহা হউক, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে পরশুরাম এই অমূলক কলঙ্ককে কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অবতার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

(৩)

বামন ও পরশুরাম অবতারের প্রধান অবদান প্রয়োজনাত্মক পৃথিবীর শিল্প-কৃষি-সম্পদের পরিবর্দ্ধন, উন্নততর জীবন-মানের প্রবর্ত্তন। ইহার পরবর্ত্তী অবতার শ্রীরামচন্দ্রে কিন্তু নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের উন্নতির পরাকাষ্ঠা। রামচন্দ্রের যুগে পৃথিবীর সহিত আদিম সংগ্রামের অবসান হইয়াছে, ভৌগোলিক আবেষ্টনের সহিত মানবজাতির একটা সুষ্ঠু, নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন বহির্জীবনে ভারসাম্যপ্রাপ্ত মানব নিজ সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ও অধ্যাত্ম সত্তার

দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিবার অবসর পাইয়াছে। রামচন্দ্র এই অন্তঃপ্রকৃতিকে মার্জিত ও বিশুদ্ধ করিবার যে নবোদ্ভূত প্রেরণা তাহারই ধারক ও বাহক, আদর্শ-প্রধান আত্মশুদ্ধিমূলক নীতিবাদের প্রবর্ত্তক। প্রথম জীবনে পরশুরামের সঙ্গে তাঁহার যে শক্তি পরীক্ষা হয়, তাহাতে বিজয়ী হইয়া তিনি নবযুগের উদ্বোধকরূপে পরিচিত হইলেন। পশুভাবাপন্ন আদিম সমাজে ক্ষাত্রশৌর্য্যের ভিত্তির উপরই চরিত্র-মহিমার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। কাজেই রামের প্রথম কীর্ত্তি তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী অবতার পরশুরামের দর্প চূর্ণ করা। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মধ্যেও অস্ত্রকৌশলের ক্রমোন্নতির নিদর্শন মিলে—স্পর্শযোগ্য ব্যবধানে ব্যবহার্য্য কুঠারের দূরপাল্লার ধনু-র্বাণের নিকট পরাভব। যে নিয়ম অনুসারে পরবর্ত্তীকালে আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট ধনুর্বাণ পরাভূত, ব্যোমচারী বোমাবাহী বিমানের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র তিরস্কৃত, ঠিক সেই নিয়মেই নবপ্রহরণ-উদ্ভাবনকারী রামচন্দ্রের নিকট কুঠারধারী ভার্গবের নতি স্বীকার। এইরূপ নিজ বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়া রামচন্দ্র পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে সে যুগের অনধিগম্য আদর্শবাদের অনুশীলনে, ত্যাগপূত, সত্যনিষ্ঠ, ক্ষমাস্নিগ্ধ জীবনাদর্শের দৃষ্টান্ত-স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের অভিযান বর্ব্বর যুগসুলভ বিজিগীষা-প্রসূত নহে; ন্যায়-নীতির মর্য্যাদা রক্ষার্থ। তিনি পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে আদর্শস্থাপন করিলেন তাহাই ভারতের ঐতিহাসিক যুগে তাহার জীবনযাত্রানিয়ামক নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বীজমন্ত্রেরই অনুশীলন ও বাস্তব জীবনে সম্প্রসারণ। অসভ্য বানরজাতি ও অন্ত্যজ গুহক চণ্ডালের সহিত তাঁহার মৈত্রী তাঁহার সাম্যবাদ-মূলক সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টার পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে। পক্ষান্তরে তপস্যানিরত শূদ্রকের প্রাণবধ নবপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও সমাজ বিধ্বংসী স্বৈরাচার প্রবেশ না করে তাহারই প্রতিষেধক প্রয়াস। আধুনিক যুগের মানদণ্ডে এই কার্য্যের বিচার করিলে ঐতিহাসিক অনৌচিত্যদোষের স্পর্শ লাগিবে।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে লেখক মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় সেরূপ পরিস্ফুট নহে। তবে কৃষ্ণচরিত বর্ণনায় তাত্ত্বিক মৌলিকতার অভাব কবি পূর্ণ করিয়াছেন গীতিকবিতার অকৃত্রিম সুরমাধুর্য্যে। তাঁহার কাব্য তত্ত্বালোচনা-প্রধান বলিয়া কবিতার ভাষা ও ভাবের সৌকুমার্য্য, কাব্যের সৌন্দর্য্যরীতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। যুক্তি-তর্ক-আলোচনার দীর্ঘ-গ্রথিত শৃঙ্খল পায়ে জড়ান আছে বলিয়া তাঁহার কবিতা

ভাবরাজ্যের ঊর্দ্ধগগনে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কবিতার চমৎকারিত্ব ছন্দো-ঝঙ্কারে বা ভাষার সুললিত বিন্যাসে নহে, ছন্দের মাধ্যমে অতিসূক্ষ্ম যুক্তি ও আলোচনার দাবী মেটানোর নিপুণ সাবলীলতায়। নদীপ্রবাহ যেমন ভূভাগের উচ্চাবচ সংস্থিতির অলক্ষিত, অথচ অনিবার্য্য আকর্ষণ অনুবর্ত্তন করিয়া চলে, লেখকের কবিতাও সেইরূপ নানা জটিল আলোচনার আঁকা বাঁকা প্রণালী বাহিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যুক্তি-পরম্পরার ধারাবাহিকতা ও ছন্দের গতিভঙ্গিমা যেন এক সাধারণ প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও সহযোগিতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্থানে স্থানে নিছক কাব্য-মাধুর্য্যের হয়ত কতকটা হানি হইয়াছে; যুক্তি-চক্র-আবর্ত্তনের কর্কশ শব্দ সময় সময় কাব্য-সরস্বতীর বীণাধ্বনিকে অভিভূত করিয়াছে; কবিতা-প্রবাহের মধ্য হইতে উদ্দেশ্যের অসম উপলক্ষ্যও কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অশোভনরূপে মাথা তুলিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর বিষয়ের সহিত রীতির, তত্ত্বপ্রতিপাদনের সহিত ছন্দোবিন্যাসের একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কোথাও উৎকটভাবে ক্ষুন্ন হয় নাই।

(৪)

অনাগত ভবিষ্যতে যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে আশ্বাসবাণী শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক অতি আধুনিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়াছেন। যেমন সুদূর অতীত, সেইরূপ ছায়াভাসে অনুভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাতেও গ্রন্থকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্যজগতে যে আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম 'ম্লেচ্ছ-নিবহনিধনে' করবালধারী কল্কিদেবের আবাহন। লেখক ঋষির এই ভবিষ্যৎ বাণীতে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল, এবং সমসাময়িক উদ্‌ভ্রান্ত জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপ এই সম্ভাবনার আশুপুরণের লক্ষণ। এই নিখিলব্যাপী জড়বাদের ধ্বংসস্তূপের উপর ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সৌধ গড়িয়া উঠিবে এবং সমস্ত জগতে নূতন শান্তি ও ধর্ম্মসাধনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রন্থকার এই প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত নব পরিস্থিতির জয়গানের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। হিংসা-লোভ-বর্জ্জিত ব্রহ্মবাদের সার্ব্বভৌম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, মৈত্রী সৌহার্দ্য বন্ধনে একীভূত ভবিষ্যতের এই মানব সমাজে অবতারবাদের চরম সার্থকতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। স্মরণাতীত অতীত

হইতে কল্পনাতীত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত নিগূঢ় ঐশী অভিপ্রায়ের ক্রম-প্রসারশীল জয়যাত্রা অস্খলিত গতিতে অগ্রসর হইবে। লেখকের কল্পনা এই বিরাট সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরবোৎফুল্ল হইয়াছে ও নিরাশাক্লিষ্ট যুগমানবের মনে নিজ জ্বলন্ত বিশ্বাস ও আস্তিক্য-বুদ্ধির উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লেখকের এই গ্রন্থখানি যে প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে ইহা বিশেষ আশা ও আনন্দের বিষয়। যে প্রকাশক সম্ভাবিত আর্থিক ক্ষতিকে উপেক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশেব ভার লইয়াছেন তিনিপ্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিব ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন। যদিও কবিশেখর মহাশয়ের রচনা প্রকাশের পূর্ব্বেই বাঙ্গলার সুধী-সমাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে, তথাপি প্রকাশক মহাশয়ের দৌত্যে ইহার বাণী যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ করিবার সুযোগ পাইল তাহার পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য। কবিশেখর মহাশয় বার্দ্ধক্যের চবম প্রান্তে দাঁড়াইয়া, তাহার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানিকে যে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহার জন্য তাঁহার তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা তাঁহার এই সংকল্প-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নহে, ধর্ম্মেব প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগরুক করা, অধ্যাত্মবোধের মন্দীভূত প্রবাহে নূতন স্রোতোবেগ সঞ্চার করা। ধর্ম্মপ্রেরণা আধুনিক যুগে যে প্রস্তরীভূত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে তাহাকে দ্রবীভূত করিয়া আবার চলমান হৃদয়াবেগের সহিত ইহার পুনঃ সংযোগে বাস্তব জীবনে ইহার প্রভাবকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাতেই ইহার সত্যিকার সার্থকতা। কবিশেখর মহাশয় আমাদের শাস্ত্রবিৎ ঋষিরা যে কেবল উদ্ভট কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তাঁহারা যে ধ্যানদৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম ছিলেন তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আধুনিক হিন্দুর মনে ঋষিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিবার যে প্রবণতা ধর্ম্মের নৈতিক প্রভাব পুনরুদ্ধারের প্রথম সোপান, তাহা তিনি রচনা করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই হিন্দুধর্ম্ম কাব্যসাহিত্যমূলক গবেষণায় উৎসাহদান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না—ইহা জীবনের মর্ম্মমূলে নিজ পূর্ব্বতন স্থান অধিকার করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিপূত কর্ম্মযোগের প্রেরণা দিবে।

সেই ঈপ্সিত পরিণতির পথ-প্রদর্শকরূপে আমি এই গ্রন্থখানির প্রতি অনন্য-সাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। অবতারবাদ সম্বন্ধে সত্য, সুস্পষ্ট ধারণা অবতার-প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদকে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এই আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

সূচীপত্র

'অবতার তত্ত্ব' গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত

মহামহোপাধ্যায় কবিবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহোদয়ের অভিমত :—

* * * বর্ত্তমান জগৎ যুক্তিপ্রবণ। লৌকিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে বস্তু-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে তাহাকেই বর্ত্তমান জগৎ স্বীকার করিতে চাহে। এই কারণেই যে সকল বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহ্যময় বিষয় সমূহে লৌকিক যুক্তির অবতারণা করিলে উহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয় আমরা তাহাকে কোন মতেই দৃঢ় বিশ্বাসে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হই না। অবতার বাদ সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ একই কথা। এই অবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি স্বরূপ অবতার তত্ত্বে শাস্ত্রের অবিরোধী লৌকিক যুক্তি ও রূপকমার্গ অবলম্বনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য চিন্তাশীল কবি কবিশেখর মহোদয় যে এই অবতার তত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা দ্বারা জগতের মহোপকার সংসাধিত হইবে এবং ইহা তাঁহাকে কবিজন-সমাজে অমর করিয়া রাখিবে।

রূপকাবলম্বনে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আধুনিক নহে। যিনি রূপকমার্গ অবলম্বন করিয়া অভিনব ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও সুদূরদর্শিতা অত্যাবশ্যক। কবিশেখর মহাশয় অবতার তত্ত্ব গ্রন্থে যে সকল যুক্তি তর্কাদি অবলম্বন করিয়া যে নব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন উহা আর্য্য ধর্ম্ম বা মানব ধর্ম্মের অপচয় ত করেই নাই, প্রত্যুত উহার পরিপুষ্টি সাধনই করিয়াছে। সুতরাং কবিশেখর মহাশয়ের এই গবেষণা মূলক নব তত্ত্বের আবিষ্কারকে অতি উপাদেয় বলিয়া সকলে যে গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

* * কবিশেখর মহাশয়ের সুললিত রচনাভঙ্গী, সুন্দর ছন্দ, সুমধুর পদবিন্যাস, ভাব সমূহের স্পষ্টতা ও কাব্যের উৎকর্ষ সাধক অপরাপর গুণরাশি তাঁহার এই গ্রন্থকে একখানি উচ্চস্তরের দার্শনিক সাহিত্য গ্রন্থরূপে পরিণত করিয়াছে।

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য
সংস্কৃত কলেজ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

মহোদয়ের অভিমত ঃ—

কবিশেখর মহাশয়ের শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস, গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার অবতারণা দেখিয়া উঁহার ও উঁহার এই গ্রন্থের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে কেবল আমি কেন, গভীর শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ ও দেশ কাল পাত্র বিবেকী ব্যক্তিমাত্রই অবতার তত্ত্ব গ্রন্থের প্রশংসা করিবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিতে পারেন, গ্রন্থখানি পদ্যে না লিখিয়া গদ্যে লিখিলেই ভ হইত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, পদ্য গ্রন্থে যে চমৎকারিত্ব অনুভব হয় গদ্য গ্রন্থে তাহা হয় না। অতএব পদ্যে রচনাই সমীচীন হইয়াছে গ্রন্থখানি পদ্যে রচনা হইয়া থাকিলেও কোন স্থানই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় ন আমি আশা করি কবিশেখর মহাশয় এই জাতীয় আরও গ্রন্থ রচনা কি বিপথগামী লোকদিগের অন্ততঃ সৎপথ বিবেচনার সহায়তা করিবেন।

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগী

৪২নং দেব লেন, ইন্টালি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ

মহোদয়ের অভিমত ঃ—

* * * কবিশেখর মহাশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জাতির প্রাচী আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই কবিশে মহাশয়ের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। যিনিই এ পুস্তকখানি পাঠ করিবেন তিনিই লেখকের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাইবে এবং হিন্দুর সনাতন আদর্শের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তকের ভা মার্জ্জিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

পুস্তকখানা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অবসর আমার মোটেই নাই। অবসর থাকিলে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। আশা করি গ্রন্থখানি হিন্দু সমাজে সমোচিত সমাদর লাভ করিবে। আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে যতটা পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়াবহ। দেশ ও সমাজ আপনার নিকট চিব ঋণী থাকিবে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত কালীদাস রায়, বি, এ কবিশেখর
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে সকল বিষয়ই পদ্যে লিখিত হইত। ইহার প্রধান কারণ পদ্যে লিখিলে বক্তব্য বিষয় অনেকটা সরস হয় এবং মনে রাখিবার সুবিধা হয়। * * * মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর এবং গদ্যভাষা প্রচলনের পর কাব্য ছাড়া আর কিছুই ছন্দে লেখা হয় না। কাব্যও বর্ত্তমান যুগে ছন্দোবন্ধন মুক্ত হইতে চলিয়াছে। এ যুগে লেখক 'অবতার তত্ত্ব' ছন্দে লিখিয়া যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আমার মতে গদ্য ভঙ্গীর মত পদ্য ভঙ্গীও ভাব প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। সকল বিষয়ই পদ্য ভঙ্গীতে চিরকালই রচিত হইতে পারে। লেখক প্রাচীন ধারার অনুবর্ত্তন করিয়া অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু করেন নাই। বরং পদ্যভঙ্গীকে আশ্রয় করায় লেখকের বক্তব্য বেশ সরসই হইয়াছে। লেখকের ভাষা সরল সরস স্বচ্ছ ও সাবলীল।

* * * কবির উদ্দেশ্য শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশ নয়। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম যে অবতার বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই অবতারবাদকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ; লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-বিমুখ সমাজে ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। লেখকের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কবির তত্ত্ব-বিশ্লেষণে রীতিমত মৌলিকতা আছে। সমস্ত রচনার অন্তরালে লেখকের অকৃত্রিম ভাগবদ্ ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইতি—

শ্রীকালিদাস রায়

ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ ; পি, এইচ, ডি,
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

: * এই খানি সাধারণ শ্রেণীর কবিতা পুস্তক নহে। ইহা এক খানি কবিতাকারে রচিত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। রচয়িতা যে কেবল কবি তাহা নহে। তিনি একজন দার্শনিকও বটেন। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ব্যাখ্যায় দার্শনিক কবি যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। আধুনিক কালের ছাত্রগণ ও মনীষিবৃন্দও এই পদ্যাত্মক অবতার তত্ত্ব উপাদেয় বলিয়া উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতি—

২।৫৮, কাকুলিয়া রোড,
বালিগঞ্জ। **শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক**

শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম, এ ; পি, আর, এস,
বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের অভিমত ঃ—

* * * শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয় সুকবি দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস বিজ্ঞানাদি নানা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র-সমূহ শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন ; ঐ সকল শাস্ত্রের তত্ত্ব নিজ বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন ও প্রাঞ্জল পদ্যের সাহায্যে উহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। * * * বহু স্থলেই তাঁহার অনুমানপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য। তিনি শাস্ত্রতত্ত্বকে উড়াইয়া না দিয়া উহার যথাযথ মৌলিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর প্রায় অধিকাংশ স্থলেই সে সকল বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে নাই। মহর্ষি যাস্ক বেদমন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যার নিদর্শন দিয়াছেন। প্রাচীন মীমাংসকগণ ত বেদ-মন্ত্রের একমাত্র মৌলিক ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহের গ্রন্থকারগণও শাস্ত্রের যথাশ্রুত অর্থ অপেক্ষা নিগূঢ় তাৎপর্য্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসী হইয়াছেন। অতএব গ্রন্থকার মহোদয়ের এ প্রয়াস অমূলক নহে। বরং এ নিদারুণ অবিশ্বাস ও শাস্ত্র উপেক্ষার যুগে শাস্ত্রের এরূপ যৌগিক ও বাস্তব (rational) ব্যাখ্যানের প্রচেষ্টা আস্তিক হিন্দুমাত্রেরই অভিনন্দনার্হ। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-কৌশল প্রত্যেক পাঠকেরই পর্য্যাপ্ত চিন্তার অবসর দিবে এবং ক্রমশঃ শাস্ত্রের এইরূপ বাস্তব ব্যাখ্যার পথ প্রশস্ততর করিবার পক্ষে সহায়তা করিবে।

গ্রন্থকারের পদ্য রচনা সুললিত। তাঁহার ব্যাখ্যামূলক পাদটীকাগুলি তাঁহার বহুশ্রুততার নিদর্শন ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

গুণমুগ্ধ—**শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী**

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

* * * গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত। জটিল বিষয়ের অবতারণা থাকিলেও ইহা চিত্তের অবসাদ আনয়ন করে না। গ্রন্থকারের যুক্তি প্রণালী সুসঙ্গত ও তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। স্বাভাবিক কবিত্বগুণে মণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার রচনা সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে গ্রন্থকারের এই দার্শনিক আলোচনা বঙ্গসাহিত্যের একটি দিক সুসমৃদ্ধ করিবে। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ গীতা, মহাভারত ও উপনিষৎ আদির সমুদ্র মন্থন করিয়া যেরূপ বাঙ্গালীর মধ্যে সুধা পরিবেশন করিয়াছেন ভুবন বাবুও তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু মুমূর্ষু হিন্দু কি তাহার পুরাতন ঐতিহ্য স্মরণ করিবে?

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার
এমেরিটাস্ অধ্যাপক।

ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্, এ ; পি, এইচ, ডি
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

* * * দাশগুপ্ত মহাশয় একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার অবতার তত্ত্ব বিষয়ে একটি স্বকীয় দৃষ্টি আছে সেই দৃষ্টিটি তাঁহার নিকট এত সুস্পষ্ট যে প্রতি অধ্যায়ে সেটি বেশ স্ফুট হ'য়ে উঠেছে। অবতার যাহাই হউন না কেন, কোন অবতার সামাজিক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে পারেন না। যদিও সমাজকে নবীন-ভাবে উদ্দীপ্ত করতে চান তাঁরা, তবুও সমাজের সমষ্টিগত ধারাকে তাঁরা অস্বীকার করেন না। বরং তাঁরা উদ্বোধিত করেন তাঁর উদ্দীপ্ত দৃষ্টির দ্বারা। এই জন্যই অবতারের বিকাশে এক নিয়ম আছে—ক্রমাভ্যুদয় আছে। পুস্তক খানিতে ভাববার বিষয় অনেক আছে।

অবতার যদিও বিশ্বের হিতের জন্য অবতরণ করেন কিন্তু সে কালানুযায়ী ও

শক্তির সন্নিবেশানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অবতারের ভিতর স্বরূপ ও কার্য্য। সৃষ্টির অভ্যুদয়ে শক্তির বিকাশানুযায়ী অবতারের পূর্ণতা প্রাপ্তি!

পুস্তক খানির কবিতা সুললিত ছন্দোবদ্ধ। ভাষা গতিচ্ছন্দে অনাবিল স্ফুরিত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ

ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী, এম,এ ; পি, এইচ, ডি ; পি, আর, এস ;
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের অভিমত ঃ—

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার দর্শনের পটভূমিকায় বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য এবং বিশ্বস্তরের অবতার তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। পৌরাণিক অবতারবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পুরাণের উক্তি অবৈজ্ঞানিক কল্পনা নহে। পুরাণ ভারতের অমূল্য সম্পদ্। বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়াই জনসাধারণের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ সাধিত হইয়াছিল। এইরূপ পুরাণের প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে আজিও অনেকে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত ভুবনবাবুর 'অবতার তত্ত্ব' পুরাণ সম্পর্কে সুধীমণ্ডলীকে সচেতন করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের পাদটীকায় বেদ উপনিষদ গীতা প্রভৃতির অনেক উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে গ্রন্থকারের গবেষণার এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং সাবলীল।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী
অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাঃ শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী, এম, এ, পি, এইচ, ডি
মহোদয়ের অভিমত ঃ—

* * * কবি পৌরাণিক অবতারবাদের যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যে মৌলিকতার সহিত এমনই একটি সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা আছে যাহা সাধারণতঃ এ জাতীয় রচনায় দেখা যায় না। কবিশেখর মহাশয় প্রাচীন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল দার্শনিক এবং রসজ্ঞ কবি। তাই তিনি শাস্ত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়াছেন এবং হৃদয় দিয়া

অনুভব করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি প্রাচীন দার্শনিকতত্ত্বগুলিকে দুর্ব্বোধ্যতা, অসামঞ্জস্য এবং উদ্ভট কল্পনার জটিলতা হইতে মুক্ত করিয়া অতি সরল পদ্যে এমন হৃদয়গ্রাহী রূপ দিতে পারিয়াছেন। * * *

শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী
অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ

ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, বি, এ; পি, এইচ, ডি ও
ডাঃ শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী, এম,এ; পি, এইচ, ডি
মহোদয় ও মহোদয়ার অভিমত :—

* * * এ গ্রন্থে আমাদের অবতার তত্ত্ব সুপরিস্ফুট হয়েছে এবং কবিশেখর মহাশয় বহু নূতন নূতন দিকে আলোক সম্পাত করেছেন। সুললিত কবিতায় লিখিত এ অবতার তত্ত্ব পাঠক মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করবে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তাধারার অনৈক্য এবং ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র কবি সুন্দরভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন। ইহা অনায়াসে বলা চলে যে, এ গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের দর্শন শাস্ত্রের বহু তত্ত্ব বঙ্গ ভাষায় নববিভায় প্রকটিত হবে। * * * সত্য ও সুন্দরের আবির্ভাব জগতের মঙ্গলের হেতু। * * *

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ
শ্রীমতী রমা চৌধুরী
দর্শন শাস্ত্রের প্রধানা অধ্যাপক
লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার লেকচারার
ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম, এ; পি, এইচ, ডি
মহোদয়ের অভিমত :—

আমাদের অবতারগণ সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে বর্ত্তমান দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক যুগে সেই কাহিনীগুলি আর আমাদিগের মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না। সুতরাং সেই প্রাচীন কাহিনীর একটা যুগোপযোগী ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় কাব্যাকারে আমাদিগকে সেই অবতার তত্ত্বের মূল ব্যাখ্যাটিই উপহার দিয়াছেন। কবিশেখর দাশ মহাশয়ের

এই তত্ত্বব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, ইহাতে অতীতের কোন কাহিনীকেও একেবারে আজগুবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। অন্যদিকে আবার যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গেও তিনি তাহার তত্ত্ব ব্যাখ্যার একটি নিবিড় যোগ রক্ষা করিয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি তাঁহার কবিত্ব শক্তির সহিত গভীর পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃতির সহিত লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। আবার শাস্ত্র বাক্য ব্যতীত নিজের ধ্যান ও চিন্তার দ্বারা সত্য উপলব্ধির চেষ্টাও তাঁহার যথেষ্ট। এই সকল গুণের সন্নিবেশে আলোচ্য গ্রন্থখানি রসিক এবং পণ্ডিত পাঠকের নিকট হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
লেকচারার বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

—:)*(:—

অবতার তত্ত্ব

অন্ধকার যুগ

স্বষ্টির সে আদি তত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণী,
অকৃতি কেমনে দিবে খনি হ'তে মণি আনি !

অজ্ঞানান্ধ আঁখি খুলে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়,
দিব্য দৃষ্টি দাও গুরো, সে অসাধ্য সাধনায়।

ভরসা ও পদ করি হইয়াছি অগ্রসর,
অবতার তত্ত্ব গানে কণ্ঠে মোর কর ভর।

স্বষ্টির আদিতে ব্যোম নাহি ছিল কিছু আর,
শূন্য—মহাশূন্য শুধু—নিরাকার—নিরাকার !!

রাজত্ব করিতেছিল অন্ধকার ব্যাপি তায়,
'একমেব—অদ্বিতীয়' সূচীভেদ্য তমিস্রায় !! [১]

নাহি ছিল চন্দ্র সূর্য্য,—না হইত নিশি দিন,
ছিল না পৃথিবী চিহ্ন, জলের না ছিল চিন্ !

সে ব্যোমে জন্মিয়া পরে মদমত্ত প্রভঞ্জন।
ভীষণ ঝটিকা তুলি আন্ধারকে দিত রণ।

শূন্যে—শূন্যে—মহাশূন্যে সে শব্দ মিশিয়া যেত,
আন্ধার রাক্ষস যেন মুখ মেলি সব খেত !!

১ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে। —শ্রুতি।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ —মনু।

স্বষ্টির পূর্বে সমস্তই নিবিড় অন্ধকারময় ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার মত ছিল না। সে অবস্থা কোন লক্ষণার দ্বারা অনুমেয় নহে। তখন এই বিশ্ব সংসার তর্ক এবং জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল।

স্বষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্। —মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কল্পনারো নাহি ছিল সেই দেশে অধিকার,
অঙ্কন করিয়া দিবে ভয়াবহ অবস্থার। [১]

উন পঞ্চাশৎ বায়ু বহিত উন্মত্তভাবে,
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে তার ব্যোম পূর্ণ হ'তো রাবে—

ওম্ ওম্ নাদ ব্যোমে কেবল উঠিতে ছিল,
শব্দবাহী বায়ু তাহা আকাশ ভরিয়া দিল।

তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিদের 'শব্দ ব্রহ্ম' হ'তে জ্ঞান,
সে আদ্য প্রণব বীজে ঈশ্বরে দেখিতে পান।

অহঙ্কার হ'তে ব্যোম আদিতে জনম নিয়া
ভেদাভেদ বিবর্জিত নিরাকারে ডুবে গিয়া।—

তাই আদি শব্দ ব্রহ্ম ব্রহ্ম হন নিরাকার,
অব্যক্ত—অব্যয়—চিৎ গুণাতীত—নির্বিকার॥

শব্দগুণ ব্যোমে পেয়ে স্পর্শ পেয়ে বিধাতার,
পরশমণিকে ছুঁয়ে জগৎপ্রাণও নির্বিকার।

'ওম্' 'বম্' একই বীজ নাদে দুই স্বপ্রকাশ,
'বম্ বম্' গানে তাই মত্ত সদা কৃত্তিবাস।

জগৎপ্রাণ—মহাপ্রাণ হ'য়ে ব্যোমে স্বপ্রকাশ,
কেমনে সৃজিল বিশ্ব ঋষি দিলা যে আভাষ,—

সে আকাশ তত্ত্ব কথা আধুনিক এ বিজ্ঞান,
এখনো পারেনি তার করিবারে সমাধান।

১ স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা। —শ্রুতি।

There are more things in heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio. —Shakespeare.

অব্যক্ত—যাহা কোন কার্য্য ব্যতীত কিছুতেই ব্যক্ত হয় না।

কৃত্তিবাস—মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহার এক নাম।

জগৎপ্রাণ—বায়ু।

অনন্ত শয়ন

লোক প্রকাশক সূর্য্য সে ব্যোমে প্রকাশ হ'তে
অন্ধকার স'রে গিয়ে তেজে রূপ বিভাসিতে,—

সবিতৃ মণ্ডল মধ্যে ভর্গরূপী নারায়ণ
ধ্যান-যোগে পাইলেন দেখিবারে ঋষিগণ। [১]

গাঁথিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে রূপ কার্য্য আদি তাঁর
ব্রহ্মের স্বরূপ ভবে করিলেন সুপ্রচার।

অরূপী ধরিয়া রূপ স্বপ্রকাশ হ'তে তাই,
বেদ-বেদাঙ্গ-ছন্দে সে রূপে ডুবিয়া যাই!

সবিতা উৎক্ষিপ্ত পিণ্ড—প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি,
আকর্ষণে ব্যোম-পথে দেখা দিল পরে আসি।

সে অনল পিণ্ড এই পৃথ্বী ভিন্ন কিছু নয়,
ফল পুষ্পে হাস্যময়ী আজি যার পরিচয়। [২]

মূলে গুণে ব্যোম বায়ু উভয়েই নিরাকার,
অনল প্রকাশি রূপ আদিরূপ-পারাবার।

পরে, ব্যোম-বায়ু-অনলেতে অনন্ত সলিল রাশি
জনমি প্লাবিত হ'ল তরঙ্গেতে ব্যোম গ্রাসি।

১ ওঁ ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তি নারায়ণ সরসিজাসন সান্নিবিষ্ট কেয়ূর-বান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটিহারী হিরন্ময়র্বপু ধৃত শঙ্খচক্র।

২ পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, দুইশত কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। গাছপালার জন্ম যে কতদিন আগে হইয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী ঠাণ্ডা হইতে এবং তাহার উপরে এখনকার মত জল ও বাতাসের উৎপত্তি হইতেই অন্ততঃ একশত সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছিল।

দেখে সে ভীষণ দৃশ্য ব্যোমবাসী দেবগণে
ক্ষীরোদ সাগরে গেলা জাগাইতে নারায়ণে।

অনন্ত শয়নে হরি ক্ষীরোদ সাগর জলে, [১]
সেবিছে প্রকৃতি লক্ষ্মী সে পদ ধরিয়া কোলে! [২]

ব্যোমবাসী দেবগণ কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সবে
আরম্ভিলা স্তব তাঁর তরিতে বিপদার্ণবে। [৩]

রক্ষ হরি দয়াময়, রক্ষ তব দেবগণে,
ভীষণ প্রলয় বুঝি গ্রাসে স্বর্গ লয় মনে!

আদি জল দৃষ্ট হ'তে 'অপ' হ'ল নারায়ণ,
সে জলে রচিলা ঋষি শয্যা—'অনন্ত শয়ন'।

অনন্ত—অনন্ত ব্যাপী কেবল শুধুই জল,
নারায়ণ 'অপ' যদি জলের শয্যাই জল। [৪]

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস চারি গুণান্বিত জল,
রস স্বরূপেরে পেয়ে রসে ভরা টল টল!

তাই সে জীবনরূপে জীবের জীবন হয়।
গঙ্গাকে ধরিয়া শিরে গঙ্গাধর—মৃত্যুঞ্জয়!

অনন্ত জল-বিতান—শয্যা 'অনন্ত শয়ন'
বাসুকী অনন্ত নাগে শয্যার কি প্রয়োজন! [৫]

১ রসো বৈঃ সঃ। তিনি রস স্বরূপ। —শ্রুতি।

২ কারণ গুণাএব কার্য্যে বর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে।

৩ There are more things in heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio. —Shakespeare

৪ রসো বৈঃ সঃ। তিনি রস স্বরূপ। —শ্রুতি।

৫ কারণ গুণাএব কার্য্যে বর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে।

জল-বিতান—Water sheet.

এ অনন্ত নাগ হয় নাগ-কূর্ম্ম-প্রাণ-অপাণ,
যোগ-মায়া অন্তরালে মহাযোগে ভগবান্। [১]

ঋষির বিজ্ঞান বাণী, ঈশ্বর তত্ত্ব কৌশল,
সর্ব্ব ভূতে ব্রহ্মদর্শী না হ'লে পাঠ বিফল।

কার্য্য ব্যতীত যাহা কিছুতে না ব্যক্ত হয়,
তাহাই অব্যক্তাবস্থা—দেবতার নিদ্রা কয়!

১ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

—গীতা ৭ম অঃ ২৫শ শ্লোক।

নাগ-কূর্ম্ম-কৃকট-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় এই পাঁচটি বায়ু দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়া যে কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রাণ-অপাণ-উদান-ব্যান ও সমান এই পাঁচটি বায়ু দেহীর জীবনধারণ পক্ষে ও যোগীর যোগক্রিয়া সম্পাদনে যে সাহায্য করে যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন তাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন।

—গ্রন্থকার।

উত্থান

ব্রহ্মের যে অংশে ব্যক্ত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হয়,
সে অংশ যে জানিয়াছে হইয়াছে জ্ঞানোদয় ॥

ব্রহ্মের অব্যক্ত অংশ সেই হয় মহাজ্ঞান,
জানিলে সমাধি যোগে জন্মে তার সে বিজ্ঞান।

এ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে যেই জন,
পরমাত্মা স্বপ্রকাশে মিলে ব্রহ্ম দরশন।

অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়াবস্থা ধরা ছোঁয়া নাহি যার,
তাহাই শয়ন কাল বলা হয় বিধাতার।[১]

সৃষ্টি প্রকরণারম্ভে নিদ্রাভঙ্গে সমুত্থান,
নয়ন গোচর কার্য্যে ধরা দিলা ভগবান্।[২]

দেবগণ স্তবে হরি মেলিয়া যুগল আঁখি,
বলিলা কি হেতু সবে অসময়ে হেথা দেখি।

শুনে হৃষীকেশ বাণী দেবগণ কেঁদে কয়,—
এ মহাপ্রলয় হ'তে রক্ষা কর দয়াময়।

দেখ নারায়ণ ওই, দেখ চেয়ে কি প্রলয়।
স্বর্গ সনে দেবগণে গ্রাসে হেন মনে লয়।

জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ বোধ। (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং)

বিজ্ঞান—শাস্ত্রার্থ তত্ত্ব নিশ্চয়। (সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি)

অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়াবস্থা—কূটস্থ অবস্থা।

১ "এতত্তু কূটস্থং নত্বন্যাবতার বদাভির্ভাব তিরোভাবাৎ।" অবিকৃতভাবে যিনি চিরকাল থাকেন তাহাকে কূটস্থ বলে। যিনি নিজে নিশ্চল অথচ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় গতি ও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়া থাকে তাহাকে কূটস্থ বলে।

২ কারণগুণাএব কার্য্যে বর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে।

দেবগণে প্রবোধিয়া বলিলেন নারায়ণ,—
ভয় নাই যথাস্থানে যাও সব দেবগণ।

এ মহাপ্রলয় আমি করিবারে প্রশমিত
উপায় করেছি স্থির হইওনা কেহ ভীত।

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা
ক্রিয়ার আশ্রয় হেতু ঋষির এ দেব-বর্ত্তা।

দেব ও দানব জন্ম অসুর, রাক্ষস আর
সৃষ্টি না হইতে শাস্ত্রে তাই দিলা সমাচার। [১]

এক একটি পরিবর্ত্ত সৃষ্টির ব্যাপার নিয়া,
আদি যুগে কত কাল কি অবস্থা মধ্য দিয়া।—

হ'য়েছিল সংগঠন, অন্ধকার সে অধ্যায়
জড় বিজ্ঞানের পণ্ডা আজো পূর্ণ বিতণ্ডায়। [২]

হৃষীকেশ—হৃষীকানামিন্দ্রিয়ানামীশঃ
পরমাত্মা স্বরূপেন নিয়ামকঃ।

১ সৃষ্টি প্রকরণ বুঝাইতে জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরের জন্ম বা সৃষ্টি যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা সাধারণকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন দেখা যায়। দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন বর্ণনা ও আরও বহু ব্যাপারে বিষয়-বস্তু বুঝাইবার সৌকর্য্যার্থই কেবল ঋষির এ কৌশল। আদি বীজের ক্রম বিবর্ত্তনের শেষ পরিণতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঋষির এ বিজ্ঞান। —গ্রন্থকার।

২ স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা। —শ্রুতি।

বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামে যে তিনটি কথা প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে—

বাদ—জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে বিচার হয়।

জল্প—পরমত যেরূপেই হোক খণ্ডন করিয়া আত্মমতের ব্যবস্থাপন করা।

বিতণ্ডা—আত্মমত সংস্থাপিত হউক বা না হউক, কেবল পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর।

মৎস্য যুগ

শ্রীভগবান মৎস্য অবতার পরিগ্রহ করতঃ "প্রলয় পয়োধি জল" হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। —পুরাণের কথা।

আলোকে রহস্য ভেদ নহে যা কঠিন কর্ম্ম,
তাহা নিয়া নাড়া চাড়া করাই জীবের ধর্ম্ম।

কিন্তু, আঁধারে আলোক ফেলি ভিতরে প্রবেশি তত্ত্ব
জানিতে যাওয়াই হয় মানুষের মনুষ্যত্ব।

আঁধারের এই মোহ ভিতরে ঢুকার সাধ
তত্ত্বজ্ঞান দেয় নরে ঘুচাইয়া পরমাদ।

সৃষ্টিতত্ত্বটাও হয় এমন রহস্যময়,
অন্ধকার সরাইলে আবার উদয় হয়।

সুতরাং এ তত্ত্ব মাঝে করিতে প্রবেশ লাভ,
সংস্কার আবদ্ধ জীবে একেবারে অসম্ভব। [১]

সর্ব্বউচ্চ চিন্তাদ্বারা মন পূর্ণ না রাখিলে
আত্মলাভ অসম্ভব ঈশ্বর কভু না মিলে। [২]

যে শকতি জন্মে মনে তাহাই আকার নিয়া
প্রকাশিত হয় কার্য্যে স্থূল ইন্দ্রিয় মধ্যদিয়া।

সুউচ্চ আদর্শ তাই চিন্তার বিষয় হ'লে,
কার্য্যও মহৎ হয় দ্বিধাভাব যায় চ'লে।

---

১ যখনই আমরা আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব কেবল তখনই ধর্ম্ম বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিবে। তখনই ইহা আমাদের প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সঙ্গী হইবে, সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ লাভ করিবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক কল্যাণপ্রসূ হইবে।
—স্বামী বিবেকানন্দ।

২ মনএব মনুষ্যণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তো নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ।

তাই শাস্ত্রে উপাখ্যান বহু রকমের পাই,
যাহার তুলনা দিতে এ বিশ্বে দ্বিতীয় নাই।

আশ্বাসিয়া দেবগণে অভয় প্রদান করি,
"বহুস্যাং প্রজায়েয়" সংকল্প করিয়া হরি,—[১]

অতি সূক্ষ্ম চিদাভাস 'প্রলয় পয়োধি জলে'
নিক্ষেপিয়া মৎস্য সৃষ্টি করিলেন ইচ্ছা বলে।[২]

এক একটী মৎস্য হ'তে হ'ল লক্ষ সমুৎপন্ন,
এরূপে সে জলরাশি মৎস্যে হ'ল পরিপূর্ণ।

তাহাদের মৃত দেহে সৃজিত হইল মাটী
পৃথিবী উৎপত্তি ঠিক এইরূপে হ'ল খাঁটি!

কে জানে কত যে যুগ কত ভাবে গত করি,
মৎস্য মেদে এ মেদিনী উঠিল আকারে গড়ি।

ব্রহ্ম অণ্ডে এ ব্রহ্মাণ্ড শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নয়,
ঋষি বাণী মৎস্য ডিম্বে ধরা জন্ম পরিচয়।[৩]

অণ্ডজের জন্ম অগ্রে, তাই অণ্ডে এ ব্রহ্মাণ্ড;
সর্ব্ব ভূতে ব্রহ্ম দ্রষ্টা ঋষির বিজ্ঞান ভাণ্ড।[৪]

প্রবাল পোকাতে হয় দ্বীপ সৃষ্টি যে প্রকার,
সেরূপ, প্রকৃতির যোগে জন্ম মৎস্য মেদে মৃত্তিকার।[৫]

---

১ স ঐ ক্ষত একোঽহং বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়। —শ্রুতি।

২ শ্রুত্যুক্তমীক্ষণরূপং জগদ্বিস্তার হেতুং চিদাভাসং।

৩ If you apply criticism merely to judge but not to discover, then the value of criticism is lost.

৪ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। —শ্রুতি।

৫ The Coral Island in the Indian Ocean.
ভারত-মহাসাগরস্থ কোরাল বা প্রবাল পোকার দ্বারা গঠিত দ্বীপপুঞ্জ।

বিষ্ণু কর্ণ-মল-জাত অসুর মধুকৈটভ,
উহাদের মেদে হ'ল এ মেদিনী সমুদ্ভব !!

কিন্তু, মধুকৈটভের জন্ম যুদ্ধ-মৃত্যু পরিচয়,
ঋষি পরিকল্পনার সাক্ষ্য দিবে সমুদয়।

বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপিনের ব্যাপি কর্ণ ব্যোম ঠাঁই,
মল—বাষ্প ধূমায়িত তখন যা ছিল তাই। [১]

শব্দ গুণান্বিত ব্যোম, কর্ণে শব্দ শ্রুত হয়,
তাই, ব্যোম-কর্ণে মল-বাষ্প অসুরের অভ্যুদয়! [২]

যুদ্ধ—বহু শত বর্ষ, আলোড়ন প্রহরণে
নিহারিকা—কুহেলিকা মরে জল প্রজননে! [৩]

জল দেখাইয়া ঋষি প্রকার অন্তরে তার
অসুর মধুকৈটভের দিলা মৃত্যু সমাচার। [৪]

মধু—বাষ্প জলকণা, ধূম সে কৈটভ আর,
দৃষ্টিশক্তি রোধকারী অসুরেরা অন্ধকার !!

শাস্ত্র প্রতিপাদ্য অর্থ মুমুক্ষু জনের তরে
কঠিন আবরণে ঋষি রাখিলা হেঁয়ালি ক'রে।

১ তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে। —শ্রুতি।

২ কারণ গুণাএব কার্য্যেবর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে।

৩ সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহু প্রহরণো বিভুঃ॥ —চণ্ডী।

৪ পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া বায়ুমণ্ডলের আন্দোলন আলোড়নের দ্বারা তমোরাশি জলে পরিণত হওয়ায় মধুকৈটভের (কুয়াসার অপসারণে) মৃত্যু ঘটিল। তাই অসুরদ্বয়ের "আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা," কথার ইঙ্গিতে ঋষি অসুরদ্বয়ের বধবার্ত্তা জল দেখাইয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারে আবদ্ধ সকল জীব,
সংস্কার অনুরূপ দেখিতে সে পায় শিব ।[1]

প্রকৃতি সম্ভূত গুণে হ'য়ে ভবে জ্ঞানহারা,
ইন্দ্রিয় বিষয় কার্য্যে আসক্ত রয়েছে যারা,—

সে অজ্ঞান জীবে করি ব্রহ্ম-জ্ঞান উপদেশ,
বিচালিত না করিতে গীতায় শ্রীকৃষ্ণাদেশ । [2]

দুর্ব্বোধ্য করিয়া তাই ধর্ম্ম কথা গল্পচ্ছলে
ব্রহ্মজ্ঞান গুপ্ত রাখি ঋষিরা গেছেন ব'লে ।

স্বধর্ম্মে করিতে রত অনাসক্ত জ্ঞানিগণ
অজ্ঞানের সহ কর্ম্ম করি তাঁরা আচরণ,—

লোক সংগ্রহের লাগি আত্মতত্ত্ব না কহিয়া
গল্পচ্ছলে ধর্ম্মকথা রাখিলেন বিবচিয়া । [3]

ঋষি পরিকল্পনার তাই শক্ত সূত্র ধরা,
ধর্ম্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান জটিল হেঁয়ালি ভরা ।

সদ্‌গুরুর কৃপালাভ পাইয়াছে যেই জন,
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় ভেদ তার আবরণ ।

---

১ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ গীতা ৩য় অঃ ৩৩শ শ্লোক

২ প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ গীতা ৩য় অঃ ২৯শ শ্লোক

৩ ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম ।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরান্ ॥ গীতা ৩য় অঃ ২৬শ শ্লোক
লোক সংগ্রহার্থ—লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করণার্থ ।

সদ্‌গুরু—গুরু সকল সময়, সকল অবস্থাতেই সৎ । তিনি কখনও অসৎ হইতে পারেন না । সদ্‌গুরু অর্থে সিদ্ধপুরুষ—যিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন ।

অজ্ঞান বাহিরে তাই জন্ম জন্ম ক্ষয় করি,
না পাইয়া তত্ত্ব তার রহে অন্ধকারে পড়ি !

এ মধু হ'তে জন্মি জলে ধরা ধন্য হয়,
মধু নাম 'মধু' পেয়ে নামের গাহিল জয়।[১]

দ্রষ্টা-দৃক্-দৃশ্য—মধু কর্ত্তা-কর্ম্ম-সম্প্রদান,—
মধুরং—মধুরং—মধুরং—মধুরম্ আত্মজ্ঞান।

বৈদিক যুগেতে তাই পিণ্ডদানে প্রেতাত্মায়।
মধু—মধু—মধু বাক্যে পিণ্ডও মধুত্ব পায় ॥

অতুল্য প্রভাব যাঁর সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি,
তাঁরই কর্ণমল-জাত অসুর বিনাশে তিনি,—

যুদ্ধ করি না পারিয়া ন্যূনতা স্বীকার করি,
বর নিয়া বধিলেন আপন জঘনে ধরি ![২]

১ যখন মধুকৈটভের জন্ম বা সৃষ্টি তখন পুষ্প মধু কোথায়? তবে ঋষি কুজ্ঝটিকাবৎ বস্তুর নাম মধু রাখিলেন কেমন করিয়া? এ প্রশ্নের উত্তর, বস্তুর সারাংশ মধু বলিয়া। এই মধু হইতে জলের সৃষ্টি বা এই মধু মধ্যে জল লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল বলিয়া ইহার নাম মধু রাখিয়াছেন। এই মধু জলের আদি কারণ বলিয়া তাহা চিরস্মরণে রাখিবার জন্য পুষ্পের সারাংশকে মধু নাম দেওয়া হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুকে এই মধু নামে অভিহিত করিয়া ইহার সম্মান বাড়ান হইয়াছে। পরলোকগত আত্মা সে আদি কারণে গমন করায় "মধু—মধু—মধু" বলিয়া পিতৃ পুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। তাই ঋষি উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছেন,—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। —গ্রন্থকার।

২ কেন ঋষি ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্বকথা এইরূপ জটিল জালে আবৃত করিয়া রাখিলেন? সকলের বোধগম্যের নিমিত্ত খোলাখুলিভাবে না বলিয়া এসব গল্পের অবতারণাই বা করিলেন কেন? দুইটী মহৎ কারণ ইহার ভিতর রহিয়াছে দেখা যায়।—প্রধান কারণ, পিপাসু ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর জ্ঞানের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিবার জন্য। যাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি আরো তীক্ষ্ণীকৃত হয়—জানিবার ও জটিলতা

এ ন্যূনতা দৃষ্টি, ঋষি পরিকল্পনার ছল,
পরীক্ষা করিয়া নিতে মুমুক্ষুর যোগ-বল ;

সে বিরাট পুরুষের জঘনই মহাব্যোম,
প্রধুমিত ছিল যাহা বাষ্প রাশিতে বিষম।

কুহেলী মধুকৈটভ ব্যোম-উরুদেশে তার
পরিণত হ'য়ে জলে ধ্বংসপ্রাপ্তে-সংহার !! [১]

যদি, বক-সর্প-বৃষ-অশ্ব অসুর রাক্ষস হয়,
নারী স্তন বেয়ারামে পূতনা রাক্ষসী কয়।

সর্পের নিধনে নাম কালীয় দমন দিবে,
অশ্বের সংহারে নাম কেশিনিসূদন গাবে।

তবে আদি অন্ধকার,—অসুর মধুকৈটভ
নামে অভিহিত হবে, কোথায় সে অসম্ভব ?

বিষ্ণুমায়া প্রভাবেতে পেতে তমঃ পরাজয়,
"মধুকৈটভ বিধ্বংসী"—'মধূকৈটভারি' কয়। [২]

সর্ব্বভূতে ভগবান দেখিলে এমন হয়
তাঁর সত্তা ভিন্ন আর কোথা কিছু নাহি রয়। [৩]

ভেদ করিবার একাগ্রতা জন্মে। দ্বিতীয় কারণ,—সাধারণকে এই সব ধর্ম্মবিষয়ক উপাখ্যান পড়িবার ও শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন না কোন কালে বা জন্মে তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচাইবার জন্য জ্ঞানালোক প্রদানার্থ।

বিশ্বাসী ভক্তের ধর্ম্মপিপাসা বাড়াইবার জন্য অতি দুর্গম ও দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে এই জন্যই ঋষিগণ তীর্থাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দেখা যায়। কে কতদূর যোগ-মার্গে অধিরোহণ করিয়াছে, পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝিবার জন্য ঋষির এ কৌশল। —গ্রন্থকার।

১ কারণ গুণাএব কার্য্যে বর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে। —শ্রুতি।

২ তমঃ পরে দেবে একী ভবতি।

তমঃ শব্দ বাচ্যায়াঃ প্রকৃতে পরমাত্মনি একীভাব শ্রবণাৎ। —রামানুজ।

৩ সর্ব্বং ব্রহ্মেবেতি। ইদং সর্ব্বং ব্রহ্ম। —শ্রুতি।

শুধু জড়বিজ্ঞানের দিলে ঋষি পরিচয়,
পাণ্ডিত্য প্রকাশ ভিন্ন কি হইত ফলোদয় ?

জগদীশ প্রেমে মত্ত কয়জন হ'ত আজি,
সে চরণে কয়জন দিত ভক্তি পুষ্পরাজি ?

অভিন্ন একত্বে পুরুষ প্রকৃতি, স্রষ্টা সৃষ্টি কার্য্য পৃথক নয়।
আত্মতত্ত্বে জ্ঞান জন্মে নাই যার, ভিন্ন দেখে তারা—পৃথক কয়!

তাই ঋষি দেখাইলা মিলাইলা পরস্পর,
যুগলেতে রাধাকৃষ্ণ শিবে অর্দ্ধনারীশ্বর। [১]

প্রকৃতি শক্তিতে তাই অসুর দানব মারি
সুধাভাণ্ড জীব মুখে ঋষিরা যা দিলা ধরি।

সে অমৃত পানে আজি শত শত নারী-নর।
ধরা করিতেছে ধন্য প্রেমে ভুলে আত্মপর।

মধুকৈটভেরে আনি সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে
রচিলা যে ভক্তি গাথা মুক্তিদান জীবে দিতে,—

ঘরে ঘরে প্রেম ভরে হইতেছে তাহা গীত,
জড়বিজ্ঞানের পণ্ডা সে ভক্তি কভু না দ্বিত।

কার সাধ্য কি করিতে বিনে সর্ব্বশক্তিমান্,
তাই ঋষি প্রতি কাজে সে হস্ত দেখিতে পান। [২]

---

১ Matter ও Force সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যেখানে জড় সেখানেই শক্তি, যেখানেই শক্তি সেখানেই জড়। জড় ও শক্তি পরস্পর নিত্য সহচর। No Matter without Force—No Force without Matter Matter and Force are consistent and inseparable.

এই প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহে, তাহারা ব্রহ্মের পরতন্ত্র—তাহারা ব্রহ্মের প্রকৃতি ও প্রকার বা বিধা মাত্র—তাহারাই modes of manifestation.

তিনিই একমাত্র সৎ—আর যাহা কিছু কেবল বাক্যের যোজনা, নামের রচনা মাত্র। —হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২ তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি। —শ্রুতি।

জলচর ছাড়া জলে থাকিতে না পারে আর,
তাই আদি মৎস্যরূপে ভগবান—অবতার।

তাম্র শাসন কিম্বা শিলালিপি 'পাঠ-উদ্ধার'
করিতে 'উদ্ধার' শব্দ অর্থজ্ঞানে ব্যবহার। [১]

সেরূপ, পৃথিবীর জন্ম যদি বিজ্ঞানে খুঁজিতে যাই,
বেদ—জ্ঞানে, মৎস্য দেখি 'বেদ উদ্ধার' কার্য্য পাই।

অপৌরুষেয় 'বেদ' শাশ্বত অনাদি হয়,
মহাপ্রলয়েও তার সাধিত হয়নি লয়।

সে অনাদি বেদ—'জ্ঞান' প্রকাশে ভগবান হরি,
মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন কৃপা করি।

এ 'বেদ' না সাম, ঋক,—আকারে যা দেখা যায়,
'বেদ'—জ্ঞান, চিৎশক্তি বিকাশের পরিচয়। [২]

নিমজ্জিত বস্তু মৎস্য জল হ'তে তুলে নাই,
রূপে মৎস্য দেখা দিতে 'বেদ উদ্ধার' কার্য্য পাই।

বেদ—জ্ঞান—চিৎশক্তি স্বরূপেতে গুপ্ত ছিল,
জল সৃষ্টি হ'তে মৎস্য রূপে তাহা দেখা দিল।

---

১ টোলের অধ্যাপক কঠিন স্থানের পাঠ উদ্ধার করিতে ছাত্রদিগের প্রতি আদেশ করেন অর্থাৎ নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে অনুজ্ঞা করেন।

বেদ—জ্ঞান। জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। —শ্রুতি।

শাশ্বত—নিত্য। অবিনশ্বর।

২ বেদ বা জ্ঞান বা চিৎশক্তি যাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে স্বরূপে গুপ্ত ছিল, তাহা মৎস্যরূপে স্বপ্রকাশ হওয়ায় মৎস্যের দ্বারা 'বেদ উদ্ধার' হইল ঋষি ইহাই বলিতেছেন। অর্থাৎ চেতনাত্মক জীবের আবির্ভাব হওয়ায় জ্ঞান বা চৈতন্যের সূত্রপাতে শ্রীভগবান স্বপ্রকাশ হইলেন। —গ্রন্থকার।

জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর পর করণ বাচ্যে ঘঞ্ করিয়া বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার যৌগিক অর্থ অনন্ত জ্ঞান।

"জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", মৎস্যরূপে দেখা দিতে
সাধিত উদ্ধার কার্য্য সৃষ্টিবীজ উপ্ত হ'তে।

"বহু স্যাং প্রজায়েয়", সংকল্পের কাল হ'তে
প্রকৃতির কার্য্যারম্ভ হয়েছিল বিধিমতে।

প্রকৃতির এই যুদ্ধ সংগঠন কার্য্য হয়,
অসুর তাহারা, যারা তাতে বাধা দিতে রয়!

সায়ন বলেন—অলৌকিক পুরুষার্থের (ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের) উপায় ইহা দ্বারা জানা যায়, সেই জন্যই ইহার নাম বেদ।

প্রত্যক্ষ বা প্রমাণের দ্বারা অলৌকিক পুরুষার্থের উপায় বুঝিতে পারা যায় না, বেদের দ্বারা উহা বুদ্ধির উপগম্য হয় বলিয়াই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়। রূপ ও লিঙ্গ না থাকায় ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও অননুমেয়।

—গ্রন্থকার।

কূর্ম্ম যুগ

শ্রীভগবান কূর্ম্ম অবতারে ধরণী ধারণ করিয়াছিলেন।

—পুরাণের কথা।

সে চৈতন্য ক্রমোন্নত বজ্র দণ্ডাকৃতি ধরি
অবতীর্ণ হয়েছিল প্রকৃতিরে ভর করি।

উভচর জন্তু কূর্ম্ম দ্বিতীয় সে অবতার,
ধরা জন্ম পরিচয় পৃথিবী ধারণে তার।

মৃত্তিকা উপরে বসি ধারণ করিল তায়,
পুলক আলোক দেখি এক দৃষ্টে সূর্য্যে ধ্যায়!

ধারণ করিতে ধরা ধরণী হইল নাম,
অবতার কূর্ম্মে ধ'রে পৃথিবীও পূর্ণকাম। [১]

হস্তে দন্তে পৃষ্ঠে মাথে যে বস্তু গৃহীত হয়,
তদ্দ্বারা তা ধৃত হ'ল ইহাই কি শাস্ত্র নয়?

উভচর জন্তু কূর্ম্ম জন্মিয়াই জলে ছিল,
ধরা সৃষ্টি হ'তে তাতে উঠে বসে দেখা দিল।

জল অভ্যন্তর হ'তে দেখা দিতে ধরা সনে,
পৃষ্ঠে ধরা নিয়াছিল, কার্য্য ও কারণে আনে। [২]

পৃষ্ঠে ধরা রাখুক বা ধ'রে থাক এতকাল,
ছেড়ে দিলে সে কল্পনা রূপকের জঞ্জাল।

১ কূর্ম্ম পৃথিবী সৃষ্টি হইতেই সর্ব্বাগ্রে তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া তাহাকে যে ধারণ করিয়াছিল ঋষি প্রকারান্তরে পৃথিবীর নাম 'ধরা' রাখিয়া তাহাই বুঝাইয়াছেন। ধরার আদি জীব উভচর কূর্ম্মকে পৃথিবীও বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়া তাহার ধরণী নাম সার্থক হওয়ায় তিনিও পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

২ কারণ গুণাএব কার্য্যে বর্ত্তন্তে নতু কার্য্যগুণাঃ কারণে।

ধরা সৃষ্টি হইয়াছে উভয়ের ধারণে তা
বুঝা যায় নিঃসন্দেহে, —যে যাহারে ধরুক না ॥

জলে থাকি সূর্য্যে দৃষ্টি হয়নি সম্ভবপর,
সে আদি দর্শনে বদ্ধ রহিয়াছে সংস্কার। [১]

১ মৎস্য জন্মের বহুকাল পরে, মৎস্য মেদে মাটীর সৃষ্টি সম্ভবপর হইলে, কূর্ম্মের জন্ম। কূর্ম্ম যতকাল জলের ভিতর ছিল সূর্য্য দর্শনে সুবিধা মত সুযোগ পায় নাই। ধরা সৃষ্টির পর তাহার উপরে উঠিয়া বসিয়া প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছিল। অতি পূর্ব্বকালের যে সংস্কার আজিও ছাড়াইতে পারে নাই। ধরা পৃষ্ঠে বসিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকে। —গ্রন্থকার।

বরাহ যুগ

হিরণ্যকশিপুর অগ্রজ হিরণ্যাক্ষ অসুর পৃথিবীকে পাতালে লইয়া যাইতেছিল। শ্রীভগবান বরাহ রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে তথায় (পাতালে) বিনাশ করতঃ দন্ত দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করেন। —পুরাণের কথা

যে চিন্তায় মায়ামুগ্ধ নর জীবন ভরিয়া থাকে তার,
মৃত্যুকালে বিবশ অন্তরে সে চিন্তাই আসে অনিবার।

বিষয় বাসনা ছাড়াইতে দিতে শান্তি অন্তিম সময়,
শাস্ত্রাদির উপাখ্যান ভাগ ঋষির কৌশল ভাবময়।

পড়—ভাব—আলোচনা কর, মনপূর্ণ করহ ইহাতে
মৃত্যুকালে স্মরণে আসিবে মুক্তিদান সবাকারে দিতে।

বজ্রদণ্ড মেরুদণ্ডে পরিণত পরিচয়,
তৃতীয় বরাহরূপ প্রকৃতির দান হয়।

সে মাটীতে হ'ল যবে তৃণলতাগুল্ম আর,
পশুর হইল সৃষ্টি উপযোগী মত তার।

অকঠিন মৃত্তিকারে করিতে কঠিনতর,
কর্ষণের প্রয়োজনে জন্মে বরা দন্তধর। [১]

ধরার প্রথম স্তরে কূর্ম্ম হ'ল অবতার,
দ্বিতীয় স্তরের জীব বরা অবতার তার।

---

১ কূর্ম্ম অবতারে আদিতে যে মাটীর উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নিতান্ত নরম কর্দ্দম থাকায় উহা এক একবার ভাঙ্গিতেছিল বা জলে ধুইয়া যাইতেছিল ও আবার গড়িতেছিল। বরাহ অবতারের প্রথমভাগে একটু কঠিন হইলেও ভাঙ্গা বা ডুবিয়া যাওয়ার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বরাহেরা গুল্ম খুঁড়িয়া খাইতে ঐ লোদা মাটী ক্রমশঃ উর্ব্বরতা প্রাপ্তে শক্ত হইয়াছিল। তাই সহজে ভাঙ্গিতে বা জলে ডুবার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ায় জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন বা পাতাল হইতে তাহাকে উত্তোলন বরাহের দন্ত দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। ঋষি প্রকার অন্তরে ইহাই বলিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

কর্দ্দম মৃত্তিকা হয় প্রিয়ভূমি বরাহের
জন্মে যাতে গুল্ম আদি খাদ্যবস্তু তাহাদের।

চালনা করিলে মাটী উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হয়,
জন্মিল যে জীব তার খাদ্য ধরা গর্ভে রয়।

মাটী খুঁচে গুল্ম খেতে দন্তে ধৃত বসুন্ধরা,
উৎকর্ষের বিঘ্নকারী ধরা দীর্ণে গেল মারা।

হিরণ্যকশিপু অগ্রজ হিরণ্যাক্ষ মহাসুরে,
বরাহ রূপেতে হরি মারিলা পাতাল পুরে।

ধরা গর্ভে অগ্রে জন্মি অগ্রজ সে হিরণ্যাক্ষ,
রক্তমাংসে করে নাই ইহাদের এ সম্পর্ক। [১]

আদিমূল অযোনিজা হিরণ্য গর্ভেতে হয়,
তাই ঋষি সেই নামে দিলা গর্ভ পরিচয়।

অক্ষিচিহ্ন থাকা হেতু হিরণ্যাক্ষ নাম তার,
ধরিয়া বিরুদ্ধ শক্তি গর্ভে রয় মৃত্তিকার।

কচু ও শালুক, শঠি, অক্ষিচিহ্ন মূলে ধরে,
থাকিয়া মৃত্তিকা গর্ভে পৃথিবীর শক্তি হরে। [২]

---

১ শাস্ত্রে দেখা যায় হিরণ্যাক্ষ অসুর হিরণ্যকশিপুর অগ্রজ ভ্রাতা। উভয়েই হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত (বিধাতার সংকল্প হইতে ধরাগর্ভজাত) এক স্তর আগে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়ায় তাহাকে হিরণ্যকশিপুর অগ্রজ ভ্রাতা বলা হইয়াছে। ধরা গর্ভজাত বস্তু সকল স্তর ভেদে অগ্র পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ জন্য উৎকর্ষ অপকর্ষ ভেদ বুঝাইতে ঋষির এ বিজ্ঞান। —গ্রন্থকার।

হিরণ্য গর্ভ—বিধাতার সংকল্প হইতে জাত।

২ কচু, শালুক, শঠি প্রভৃতি মূলজ গুল্ম অগ্রে জন্মিয়াছিল বুঝা যায়। জীবের প্রকৃতি অনুরূপ খাদ্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তেমনই আবার, সেই সকল জন্তু দ্বারা পৃথিবীকে উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাওয়াও তাঁহারই অন্যতম বিধান। —গ্রন্থকার।

খাদ্য অন্বেষণ তরে, অসুর বিনাশ করি,
করিলা উদ্ধার পৃথ্বী বরাহ রূপেতে হরি। [১]

শক্তির স্ফূরণ তরে বিরুদ্ধ শকতি চাই,
সুধা উত্তোলনে দেখি সুর ও অসুর তাই।

মেরুদণ্ডযুত জীব স্তন্যপায়ী অবতার,
তৃতীয় বরাহরূপে ক্রমোন্নতি সমাচার। [২]

অতিপূর্ব্ব জনমের কাদা মাখা সে অভ্যাস
ছাড়াইতে না পারিয়া কাদা জলে করে বাস। [৩]

---

১ এখানে খাদ্য ও খাদক মধ্যে যে বিরুদ্ধ সম্পর্ক গুল্ম ও বরাহ মধ্যে াহা বিদ্যমান। মৃত্তিকা দন্ত দ্বারা ভেদ করিয়া তাহা ওলট পালট করাতে থিবীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং মূলজ-বস্তু সকল ধরার শত্রু বলা ইয়াছে। তাই ধরাকে উহাদের হাত হইতে রক্ষা বা উদ্ধার করার কথা ষি বুঝাইয়াছেন। কন্দ গুল্মের অনেকগুলির শিরে অক্ষিচিহ্ন দৃষ্ট হয়।
মাটী ভেদ করিয়া গুল্মাদি খুঁচিয়া খাইতে দন্তে মাটী বাজিয়া উঠাতেও ন্তে বসুন্ধরা ধৃত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

২ দুইশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই াছ পালা জীব জন্তর সৃষ্ট হয় নাই। পৃথিবী ঠাণ্ডা হইতে এবং তাহার পর এখনকার মত জল বাতাসের উৎপত্তি হইতেই অন্ততঃ একশত সত্তর াটি বৎসর লাগিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয় কেবল ত্রিশ কোটি ৎসর আগে পৃথিবীতে প্রথমে গাছ-পালা ও তার পরে পশু প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। বং উহার অনেক পরে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাণিগণ মধ্যে প্রথমে াগুজের সৃষ্ট হয় এবং তৎপরে মেরুদণ্ডযুক্ত স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্ট হইয়াছিল।
মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাকে পৃথিবীর সত্যযুগ বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

৩ পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম স্তরের মাটী একবার জলে ধুইয়া যাইতেছিল ও াবার গড়িতেছিল। তাই তদুপোযোগী কূর্ম্মের সৃষ্ট হইয়াছিল। তাই উহারা কল সময় স্থলে থাকিবার সুবিধা না পাওয়ায় উভচর। ইহার পরে অপেক্ষাকৃত াটী কিঞ্চিৎ শক্ত হইলে ও তাহাতে গুল্ম প্রভৃতি জন্মিলে বরাহের সৃষ্ট হয়। ন্তু তখনও যে পৃথিবীর কর্দ্দমত্ব বিদূরিত হয় নাই তাহা বরাহদের কাদা জলে াস করার অভ্যাস হইতে বুঝা যাইতেছে। বরাহেরা তাহাদের সে প্রকৃতিগত ভ্যাস আজিও ছাড়াইতে পারে নাই—শুকনা মাটীতে থাকিতে ভালবাসে না।
—গ্রন্থকার।

নরসিংহ যুগ

নরসিংহ অবতারে হরিভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব
হরি বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে হরিনাম ছাড়াইবার জন্য বিষ প্রয়ো
অগ্নি ও জল মধ্যে নিক্ষেপ, হস্তীর পদতলে নিষ্পেষণ দ্বারাও বিনাশ করিতে
পারায় প্রহ্লাদের নিকট তাহার হরি কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সর্ব্ব
আছেন এ উত্তর প্রাপ্তে, স্ফটিকের স্তম্ভ মধ্যে আছেন জানিয়া, তাহাকে বিনাশা
উহা ভাঙ্গিয়া ফেলায়, ভগবান হরি তন্মধ্য হইতে নরসিংহরূপে বহির্গত হই
হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করতঃ প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। —পুরাণের কথ

চতুর্থেতে নরসিংহ,—অর্দ্ধ পশু—অর্দ্ধ নর,
প্রকৃতিরে ভর করি অবতীর্ণ যোগেশ্বর।

ক্রম শঙ্কুচিত হ'য়ে যে চৈতন্য সুপ্ত ছিল,
পূর্ণ বিকাশেতে আসি কিরূপে তা দেখা দিল।

ধারাবাহিক রূপে তাহা জীবাণু হইতে ক্রমে
বিকাশের অবস্থায় কে কি ভাবে পরিভ্রমে,—

জেনে ঋষি আদি অন্ত যোগসূত্র জীবাণুর,
বীজেই বুঝিয়াছিলা কে দেবতা—কে অসুর। [১]

ধরার তৃতীয় স্তরে নরসিংহ অবতার,
পশু হ'তে নর জন্ম বলেছেন শাস্ত্রকার। [২]

---

১ There are more things in heaven and earth than ar
dreamt of your Philosophy Horatio. —Shakespear

২ ধরা সৃষ্টি না হইতে, জলে পূর্ণ থাকা সময়ে, মৎস্য অবতার। ধরা সৃষ্টি হইতে
তাহার প্রথম স্তরে কূর্ম্ম, দ্বিতীয় স্তরে বরাহ, তৃতীয় স্তরে নরসিংহ। পৃথিবী
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর জীবের আবির্ভাব দ্বারা আত্মস্বরূপের স্বপ্রকাশ
—গ্রন্থকার

অর্দ্ধেক আকৃতি সিংহ, অর্দ্ধেক আকৃতি নর,
মানবের আদিরূপ সে যে অতি ভয়ঙ্কর।

সিম্পাঞ্জি, গরিলা আর ওরাংওটান গণ
যকৃতের অসমতা দিতে ক্রমে বিসর্জ্জন।

চারি হাত পায়ে কভু, কখনো দুপায়ে হাঁটি
পরবর্ত্তী জনমের সূচনা করিল খাঁটি। [১]

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ উভয় কি বস্তু হয়,
অন্ধকার সে যুগের তথ্য অন্ধকারময়।

চেতন কি অচেতন পৃথ্বী বিঘ্নকারী যারা,
ভাগবতে, পুরাণে, বেদে, অসুর রাক্ষস তারা।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বাক্য, শাস্ত্র তত্ত্ব প্রবচন
স্বপ্রকাশ হ'তে তাহা গুরু কৃপা প্রয়োজন। [২]

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রতিপাদ্য যে বিষয়
জ্ঞান পরিপাকে তার রস উদ্ঘাটিত হয়। [৩]

১ দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া চারি পায়ে পশুরা চলে বলিয়া তাহাদের যকৃতের তলদেশ অসমান। বহুযুগ যাবৎ মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া চলায় ঐ অসমতা দূর হইয়াছে। কিন্তু একেবারে তাহার পশু জীবনের চিহ্ন লোপ পায় নাই—অনেকগুলি অংশ জুড়িয়া যেন এক করা হইয়াছে এরূপ দাগ রহিয়া গিয়াছে। মানব ভ্রূণের যকৃতে ইহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

—গ্রন্থকার।

২ সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিন্ স্তবে।
তেনাস্য শ্রবণাৎ তথার্থমননাৎ ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ॥
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতি সহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ।
সিধ্যেৎ তৎ পুনরষ্টধাপরিণতঞ্চৈশ্বর্য্য মব্যাহতম্॥ —শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য।

৩ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

—গীতা ২য় অঃ ৪১ শ্লোক।

কি গূঢ় রহস্য আছে ঋষি পরিকল্পনায়।
আভাষ রয়েছে তার ব্যাস ক্ষমা প্রার্থনায়। [১]

প্রহ্লাদ—হ্লাদিনী শক্তি, সত্ত্বগুণ প্রবর্দ্ধন,
সৎ-চিৎ-আনন্দঘন মিলে যাতে দরশন।

এ প্রহ্লাদে কি যে বস্তু ভাবিবার সে বিষয়,
আদি চারি অবতারে মানুষ না সৃষ্টি হয়।

অধ্যায়ের পর অধ্যায় এ বিশ্ব পুস্তক খানি
প্রাণ-মন দিয়া পাঠে হইয়াছে যারা জ্ঞানী,—

এ বিশ্ব রহস্য ভেদ হবে তার সুনিশ্চয়,
সত্য উপলব্ধি সেথা আপনা আপনি হয়।

রোপিয়া কদলী বৃক্ষ জমি শৈত্য রক্ষা তরে
ফলের বাগিচা যথা মানুষ সকলে করে।

এ ভব-বাগিচা খানি প্রস্তুতেও সেইরূপ
অন্য বৃক্ষ আগে কলা রুপেছিলা বিশ্বরূপ।

অধিত্যকা—উপত্যকা বন জঙ্গলের মাঝে,
লোকালয়হীন স্থানে, কলাগাছ জন্মিতেছে।

ফলবৃক্ষ মাঝে ইহা সর্ব্ববৃক্ষ আদি হয়
একবাক্যে বলিতে কি কারো আছে সে সংশয় ?

---

১ রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥ —বেদ-ব্যাস।

হ্লদিনী শক্তি—যে শক্তি প্রভাবে পরমানন্দ লাভ হয়।
বিশ্বরূপ—বিশ্বই হইয়াছে রূপ যাঁর।
যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি।

অসভ্য সময়ে যবে না ছিল রন্ধন প্রথা,
আম-মাংস ফল মূলে নিবারিত বুভুক্ষুতা।

সে সময় হ'তে জীব পুষ্টিকর কলা খেয়ে
করিত জীবন রক্ষা অসীম আনন্দ পেয়ে।

সূর্য্য অগ্নি বরুণের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করি।
ভয়ে মঙ্গলার্থ দিত কিছু উপহার ধরি। [১]

সে কালের খাদ্য কলা দিয়েছিল উপহার,
ফল বহুলেও আজি রয়েছে সে ব্যবহার।

দেব-কার্য্য পিতৃ-কার্য্য যা কিছু শাস্ত্র বিধান,
কলা পরিকল্পে অন্য ফল নাহি পায় স্থান।

অসভ্য সময়ে যবে না ছিল বিবাহ প্রথা,
নাহি ছিল বাড়ী ঘর, সম্বন্ধের কোন কথা।

তখন মিলন হ'ত তাদের যে কলাতলে,
আজিও এ সভ্যযুগে সে প্রথা আসিছে চ'লে।

সভ্যতা ও সুরুচির উৎকর্ষে বিবাহ প্রথা
চরমে উঠেও আজি যায়নি সে অসভ্যতা।

---

১ আদিম অসভ্য অবস্থায় যখন সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ যে কি পদার্থ তাহা জানিত না। অগ্নি রক্ষিত হয় নাই। কাঠে কাঠে ঘর্ষণে বা অন্য উপায়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তাহার দাহিকা শক্তি সন্দর্শনে সূর্য্যের অনলবর্ষী তেজে এবং বরুণের হঠাৎ প্লাবনে ভীত সন্ত্রাসিত হইয়া রক্ষা পাইবার মানসে আপনাদের একমাত্র খাদ্য কলা, রক্ষা কর,—রক্ষা কর॰বলিয়া, তাহাদিগকে উপহার দিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল। যাহা মানুষ অসভ্য সময়ে প্রাণ রক্ষার জন্য না বুঝিয়া করিয়াছিল, আজি তাহা দেবতার পূজার উপকরণ হইয়া অসভ্য সময়ের আচরণ বিঘোষিত করিতেছে। সভ্যতার চরমে পৌছিয়াও সে সংস্কার ছাড়াইতে পারে নাই। আজিকার দিনে বহু প্রকারের ফল পাওয়া গেলেও, দেব-কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য ব্রত নিয়মাদি সকল কাজে সে আদি ফল কলা না হইলে অন্য কোন ফল তাহার পরিকল্পে চলে না। —গ্রন্থকার।

'ছালনা তলায়' নিয়ে 'বর কনে' উভয়েরে,
কলাতলে স্ত্রী আচার বাঁচায়ে রেখেছে তারে।

দুবার বিবাহ পরে তৃতীয় বিবাহ বার,
কলাগাছ বিবাহের রয়েছে যে ব্যবহার,—

তারো মূলে কলাতলে সংঘটিতে সে মিলন,
তিনে তারা করেছিল কলাবধূ আলিঙ্গন।

সুসভ্য বৈদিক যুগে বস্তুগুণ বিচারেতে
পুষ্টিকর সত্ত্বগুণ পেয়ে তারা এ কলাতে,—

মুগ্ধ হ'য়ে ফল মধ্যে দিয়ে একে শ্রেষ্ঠ স্থান,
মাঙ্গলিক কার্য্যমাত্রে করিত ইহারে দান।

আতপ চাউল, আর কাঁচাকলা আহারের,
গুণ ব্যাখ্যা বহু আছে সত্ত্বগুণ প্রচারের।

অনাদি প্রকৃতি শক্তি সর্ব্ব ভয় পরিত্রাতা,
দশ ভুজে দশ দিক রক্ষাকারিণী মাতা;

ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান ত্রিনয়ন
জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধি-শক্তি সঙ্গে যাঁর অনুক্ষণ; [১]

সে দুর্গা পূজার কালে ঋষি পরিকল্পনায়
মায়ের পূজার সনে কলাগাছও পূজা পায়। [২]

---

১ মহামায়া আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গা ত্রিকালদর্শী বলিয়া ত্রিনয়না। জ্ঞানের প্রতীক সরস্বতী, বিত্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, অভিলাষ পূরণে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাশক্তিধর দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, আদ্যাপ্রকৃতি মহাশক্তির মধ্যে বিরাজমানা ষড়ৈশ্বর্য্য বিধায়, তাহার সঙ্গে তাঁহার বিভূতি সকলের পূজা অর্চনার বিধান ঋষি করিয়া দিয়া জীবের মুক্তির পথ প্রশস্ততর করিয়াছেন। —গ্রন্থকার

২ কদলী তরু সংস্থাসি বিষ্ণুবক্ষস্থলাশ্রিতে।

—দুর্গাপূজার নবপত্রিকা স্নানের মন্ত্র।

আদি ফল বৃক্ষ বলি দিতে সম্মাননা তার,
বৃক্ষে বধূ সাজাইয়া ফল দিলা উপচার।

হ্লাদিনী শক্তিপ্রবণ সত্ত্বগুণ প্রবর্দ্ধন,
সে ফল প্রহ্লাদে ঋষি রচিলা যে দরশন,—

শত শত ভক্ত জন্মি তাহে এই ধরাধামে,
মুক্তি পেল ভক্তিগুণে মধুর শ্রীহরি নামে।

প্রাণিগণ আদি খাদ্য, প্রকৃতির আদি দান,
একমাত্র যাহা খেয়ে জীবের বাঁচিল প্রাণ।

জেনে ঋষি যোগ-বলে সে সকল বিবরণ,
রচিলা হ্লাদিনী ফলে এ অপূর্ব্ব দরশন।[১]

যে সকল অত্যাচার পাই প্রহ্লাদের পরে,
সে সকল অত্যাচারে কলাগাছও নাহি মরে।

বিষ-অগ্নি-জল মধ্যে হস্তী পদতলে আর
কোনরূপে কলা বৃক্ষ নাহি হয় সংহার॥

অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেও নাহি মরে,
বেঁচে উঠে পুনরায় যেন বিধাতার বরে॥

কলা গাছ শত্রু হয় মহীলতা নিদারুণ,
এ আনন্দ বৃক্ষ ধ্বংসে হয়েছিল সুনিপুণ।[২]

কলাগাছ রক্ষা তরে যে সকল জানোয়ার
আবির্ভূত হয়েছিল তাহারাই অবতার।

---

১ কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
—মনু ১২শ অঃ ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কল্লুকভট্ট উদ্ধৃত বৃহস্পতি বচন।

২ এ সময় জমি অত্যন্ত আর্দ্র থাকায় মহীলতা কেছুয়ার উপদ্রব অতিশয় ছিল। এখনও আর্দ্র ভূমির কদলীবৃক্ষ মধ্যে কেঁচোগুলি প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছে দেখা যায়। —গ্রন্থকার।

নখরে চিড়িয়া বৃক্ষ মহীলতা নাশ করি,
হ্লাদিনী শক্তির ফলে রক্ষিলেন নরহরি। [১]

সংকল্প হইতে জাত অযোনি সম্ভবা হয়,
হিরণ্য গর্ভেতে জন্মি গর্ভ নামে পরিচয়।

কশে দেহ ভরা বলি 'কশিপু' বলিলা ঋষি,
'হিরণ্যকশিপু' হ'ল দুনাম একত্রে মিশি।

কলাগাছ ধ্বংস করি পাইল অসুর নাম,
দেব ও অসুর তারা যাহার যেরূপ কাম।

অগ্রে বৃক্ষ কিম্বা বীজ এ প্রশ্নের সমাধান,—
বৃক্ষ ফলে পিতা পুত্র এ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান।

আদি বস্তুগত ধর্ম্ম ক'রে ঋষি আবিষ্কার,
শব্দ সৃষ্টি ক'রে দিলা উপযুক্ত নাম তার।

ফল পাকিলেই মরে, অথচ না ধ্বংস হয়,
'পোর' উঠে বেঁচে থাকে এ জন্য আত্মজ কয়। [২]

১ সিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটান প্রভৃতি নরহরি জন্তুগণ কদলীবৃক্ষস্থিত কেঁচোগুলিকে নখরে বৃক্ষ চিড়িয়া বাহির করতঃ ভক্ষণ করিয়াছিল। আহারে তৃপ্ত হইয়া আনন্দে তাহাদিগকে মালারূপে কখনো কখনো গলদেশে ধারণ করিত। নরহরি জন্তুগণ দ্বারা এভাবে জীবের আদি খাদ্য, জীবন ধারণের একমাত্র ফলবৃক্ষগুলি, রক্ষা পাওয়ার বিষয় ঋষিগণ সমাধিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা জানিয়া এই সকল আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া মানুষকে ধর্ম্মপথে নিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

'কশিপু' শব্দে শয্যাও বুঝায়। মাটীর ভিতর বাস করে বলিয়া কিঞ্চুলুকদিগের মাটী শয্যা বলা হইয়াছে। আধার ও আধেয় এক করা হইয়াছে।

২ কদলী বৃক্ষের ড্যাম বা চারা বৃক্ষকে একেবারে সমূলে ধ্বংস হইতে দেয় না বলিয়া উক্ত ড্যাম বা চারাসমূহকে মূল বৃক্ষের আত্মজ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মানবসন্তানগণ যে পিতার আত্মজরূপে পরিণত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? —গ্রন্থকার।

পোর—অনেক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে অথবা আপনা হইতে তাহাদের মূলে যে গাছ বাহির হইয়া থাকে তাহাকে পোর বলে।

বৃক্ষ চিড়ি মহীলতা-সমূহ বাহির করি
নাড়ি জ্ঞানে মালাকারে পরেছিলা নরহরি।

মহীলতা নাড়ি কশে বৃক্ষের 'কশিপু' নাম,
প্রহ্লাদ হ্লাদিনী শক্তি ফল বৃক্ষ গুণধাম।

গুণাতীত অবস্থার প্রহ্লাদ দৃষ্টান্ত স্থল,
অহৈতুকী ভক্তি নরে অসম্ভব—সুবিরল।

সত্ত্বগুণ প্রবর্দ্ধনে হ্লাদিনী শক্তির বলে
লাভ করা যায়, ঋষি দেখাইলা সুকৌশলে।

জ্ঞান কর্ম্ম ঈশ্বরেতে, মন প্রাণ ঈশ্বরে যার,
অর্পিত ঈশ্বরে দেহ ভক্তি জন্মিয়াছে তার।

দেব-দুর্লভ হেন ভক্ত প্রহ্লাদে করিয়া সৃষ্টি,
আকর্ষণ করিবারে তাহাতে সবার দৃষ্টি,—

গীতা 'ভক্তি যোগ তত্ত্ব' দিতে লোকে শিক্ষা দান,
বিষ্ণু পুরাণেতে সৃষ্ট প্রহ্লাদের উপাখ্যান।[১]

প্রবৃত্তি জন্মিতে কর্ম্মে চিন্তা নিয়ামক হয়,
চিন্তা নিয়ামক মন দেয় কর্ম্ম পরিচয়।

মন নিয়ামক বুদ্ধি চিন্তার বিচার করে,
বুদ্ধি নিয়ামক আত্মা ভাল মন্দ করে নরে।

১ সত্ত্বা সক্ত-মতিঃ কৃষ্ণে দংশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎ স্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥ —বিষ্ণু পুরাণ।

মহাসর্পসকল দংশন করিতেছে তথাপি কৃষ্ণ-স্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। ইহা একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির দ্বারাই সম্ভবপর। এই জন্যই প্রহ্লাদের সৃষ্টি। রক্তমাংসের শরীরধারী জীবের পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।

—গ্রন্থকার।

সর্ব্ব উচ্চ-চিন্তা দ্বারা মন পূর্ণ তরে তাই
শাস্ত্রে ঋষি প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

তাই প্রহ্লাদের সৃষ্টি জীবে দিতে মুক্তিদান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরশন প্রহ্লাদের উপাখ্যান।

দিনের উপর দিন, মাসের উপর মাসে,
চিত্তপূর্ণ করে যেই ঋষির এ ইতিহাসে।

চতুর্বর্গ ফল তার করতলগত হয়,
আনন্দ সাগরে ভাসে থাকে না মৃত্যুর ভয়।

ধ্রুবের সে ভক্তিমার্গ মানবের সাধ্যায়ত্ত,
থাকিলে কামনা গন্ধ অহৈতুকী অনায়ত্ত।[১]

প্রহ্লাদ অপূর্ব্ব সৃষ্টি যোগের রহস্য গূঢ়,
আস্বাদ না পায় তাতে আসুরী সম্পদে মূঢ়।

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ কি নৃসিংহ বামনে আর,
ক্ষমতা জন্মেনি কোন জ্ঞানকার্য্য সাধিবার।

আদি চারি অবতারে যখন ঘটেছে যাহা
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পরে বর্ণিলেন তাহা।

মৎস্য কূর্ম্ম এ বরাহ নৃসিংহ এ চতুষ্টয়,
পর পর না আসিয়া অন্যরূপ অভ্যুদয়,—

হ'ত যদি, তাহা হ'লে বাধা পেয়ে ক্রমোন্নতি
দিত না কি এ সৃষ্টির পরিবর্ত্ত ক'রে গতি?

---

১ প্রহ্লাদকে ভগবান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তুমি এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আমাকে ভালবাস কেন? তুমি কি চাও? প্রহ্লাদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—আমার কোন কামনা বা প্রার্থনা নাই। আমি আপনাকে ভালবাসি বলিয়াই ভালবাসি। কামনা বা প্রার্থনাহীন ভালবাসাই অহৈতুকী ভক্তি। চতুর্বর্গ মধ্যে যাহাই কেন প্রার্থনীয় না হোক্ তাহাই কামনা দোষে দুষ্ট। মুক্তিকামীও কামনা দোষে দুষ্ট। —গ্রন্থকার।

যে যুগের যেই কার্য্য ধরা সৃষ্টি সম্পাদনে,
সে কার্য্য উদ্ধারি তারা অবতার এ ভুবনে।

সত্যযুগে চারি স্তরে প্রকৃতিরে ভর করি,
অবতীর্ণ হয়েছিলা ধরা সৃষ্টি তরে হরি।

প্রকৃতি যেরূপ যদা শক্তিশালিনী ছিল
তখন সেরূপ জীব গর্ভে ধরে জন্ম দিল।

জড়বস্তু সমষ্টি যা জগতে রয়েছে ভরি
সৎ তাহা—সত্য তাহা, বিজ্ঞান নিয়েছে ধরি।

পরিচালনায় তাহা যে শক্তি চালিত হয়,
সৎ-চিৎ-আনন্দ তার একমাত্র পরিচয়। [১]

হ'তে সে সচ্চিদানন্দ জন্মি বিশ্ব প্রাণিচয়,
তাহাতে পাইছে বৃদ্ধি তাহাতেই পায় লয়।

বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর নিজকে প্রকাশ করি,
লীলাময় কত লীলা দেখান জগৎ ভরি।

সংহরণ—সংবরণ সেরূপ করিতে তাঁর,
প্রলয়ে মজিয়া বিশ্ব পুনঃ আসে অন্ধকার। [২]

স্বরূপে অব্যক্ত থাকি মহাযোগে যোগেশ্বর,
আবার সৃজেন বিশ্ব প্রকৃতিতে ক'রে ভর।

সমাধি যোগেতে ঋষি স্বরূপ তাহার জানি
দিতে জগতের জীবে আত্মতত্ত্ব যোগবাণী,—

স্তোত্রে—গানে ঢেলে দিয়ে তাহাদের মহাপ্রাণ,
নানা ভাবে—নানা শাস্ত্রে দিতে জীবে পরিত্রাণ,—

---

১ Herbert Spencer এই মহাশক্তিকে Inscrutable power of nature বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ এই মহাশক্তিকে সংকারণ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বররূপে দর্শন করিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

২ নাশঃ কারণ লয়ঃ। —শ্রুতি।

দর্শন-পুরাণ-বেদ সাকার সে নিদর্শন,
দিব্য দৃষ্টি দিতে জীবে পাত্ররূপ জ্ঞানাঞ্জন।

তিল তিল শক্তি মিলে মহাশক্তি সমুদ্ভব,
সংহতি—সংশক্তি বলে বিশ্ব সৃষ্টি অভিনব। [১]

আসুর শক্তির ধ্বংসে প্রকৃতির সে নির্ঘোষ,
ধ্বনিয়া—রাণয়া মন্দ্রে বিঘোষিল মহারোষ,—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি,
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।" [২]

কাল হস্তে প্রকৃতির হ'তে তাই পরাজয়,
মূলা প্রকৃতির 'পতি' শাস্ত্রে মহাকাল হয়। [৩]

---

১ অতুলং তত্রতত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ —চণ্ডী।

সংহতি—যে শক্তির প্রভাবে জড়দ্রব্যের অণুসমূহ সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। সংহতির পরাক্রম যত অধিক হয়, জড়দ্রব্যের কঠিন ভাবেরও তত আধিক্য হইয়া থাকে।

সংশক্তি—যে শক্তি প্রভাবে সন্নিকৃষ্ট একাধিক দ্রব্যের অণুসমূহ আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। সংহতির প্রভাবে এক একটী দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে; কিন্তু সংশক্তি প্রভাবে কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয় ভিন্ন ভিন্ন জড় দ্রব্যের অণুসকল সকল অবস্থাতেই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিই দেবতা। নারীরূপা পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য ভূ সকলের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দরকার হইয়াছিল। ঋষি ইহাই বলিয়াছেন।

—গ্রন্থকার

২ চণ্ডী।

৩ মহাকালের অন্তর্গত সময় মধ্যে এ বিশ্ব সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যাহা ধ্বংস বা বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া পরিত্রাণ বা রক্ষা পাইবে। তাই প্রকৃতি সতী মহাকালের কুক্ষিগত হওয়ায় মহাকালকে প্রকৃতির পতি বলা হইয়াছে।

—গ্রন্থকার

প্রকৃতি সে মহাবিদ্যা,—অনাদি ঈশ্বর শক্তি,
যোগবলে জেনে ঋষি আঁকিলেন আদ্যাশক্তি। [১]

প্রকৃতির দশ-রূপ দশ-মহাবিদ্যা হয়।
অবতার সনে তার যোগসূত্র গাঁথা রয়।

জ্ঞান পরিপাকে তাহা সময়ে জানিতে পারি,
মরণ অমৃত হয় ধন্য হয় নরনারী।

অবিদ্যা আবৃত নরে বিদ্যা—মহাবিদ্যা তাই,
আত্ম দরশন হীনে জানিবার শক্তি নাই।

সৃষ্টি প্রারম্ভেতে বিষ্ণু মধুকৈটভেরে মারি
গুপ্ত ভাবে থাকি কার্য্য প্রকৃতিরে দিলা ছাড়ি।

তাই দেখি প্রকৃতির লীলা-খেলা-অট্টহাস্য
রক্তবীজ রক্তপান ব্যাদানি বিকট আস্য॥

তাই অনন্তকাল উপরে খণ্ডকাল কালী নাচে,
গলে মুণ্ডমালা দোলে হস্তে বরাভয় আছে। [২]

তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ,—অজ্ঞান ও অহঙ্কার
বলদৃপ্ত হ'য়ে অতি পেয়েছিল ফল তার॥

বুঝাইলা তাহাদেরে স্বপ্রকৃতি পরাৎপরা,—
"একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" [৩]

---

১ আধারভূতা জগতস্তমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়াত্বয়ৈ তদাপ্যায্যতে কৃৎস্ন মলজ্ঘ্যবীর্য্যে। —চণ্ডী।

২ মহাকাল যে অনন্ত সময়, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় পাতিত রাখিয়া তাহার উপরে তাঁহার প্রকৃতিস্বরূপা খণ্ডকাল কালীকে জীবের আয়ুষ্কাল বুঝাইবার জন্য গলে মুণ্ডমালা, কটিতে হস্তেরমালা ও হাতে খাঁড়া দিয়া লোকসংহারের প্রতীকরূপে দণ্ডায়মানা অবস্থায় রাখা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

৩ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

তাই ঋষি প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্যে বারংবার
দণ্ডবৎ হ'য়ে তারে করেছিলা নমস্কার। [১]

প্রকৃতির ষড়ৈশ্বর্য্য সত্তার দর্শন ক'রে
বর প্রার্থনায় স্তব করেছিলা যুক্ত করে,— [২]

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ—নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—শুচিস্মিতা।" [৩]

হৃদিগত না হইলে আধ্যাত্মিক বাণী মর্ম্ম,
কেমনে বুঝিবে জীব কি অধর্ম্ম—কিবা ধর্ম্ম।

বাস্তব জীবন্ত ধর্ম্মে হ'লে পরে অধিকার,
মরমের কালি ঘুচে নাহি থাকে হাহাকার!

উপাখ্যানে ধর্ম্ম কথা আদর্শ চরিত্র আঁকি,
মুক্তি দিতে বিশ্বজনে একমাত্র লক্ষ্য রাখি,—

যে কৌশল ঋষি ভবে করিলেন সুপ্রচার,
উপলব্ধি না হইলে প্রকৃত মরম তার,—

পড়াশুনা বৃথা শাস্ত্র, বৃথা যাগ-যজ্ঞ-হোম,
ঘুচে না দুর্ভাগ্য কভু,—ছাড়ে না তাহারে যম!

তাই শাস্ত্র অর্থ আগে বুঝিতে হইবে ঠিক্,
পাণ্ডিত্যের শুষ্ক জ্ঞানে হারাবে সকল দিক্।

আর্ত্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসু যে যায় নাই গুরু স্থানে,
বুঝে না সে শাস্ত্র অর্থ কি প্রকৃত তার মানে।

---

১ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

—গীতা ৪র্থ অঃ ৩৩শ শ্লোক

২ সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি। —শ্রুতি

৩ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

আর্ত্ত নহে পীড়াগ্রস্ত, অর্থ নহে টাকা কড়ি,
জিজ্ঞাসুই হয় জ্ঞানী গুরু কৃপা লাভ করি ।[১]

জড় প্রকৃতির কার্য্য সংগঠন শক্তি তার,
জড় বিজ্ঞানেতে জানি হয়ে লোক চমৎকার,

মূলে তার ঈশ্বরের শক্তি করে দরশন।
হেন ভাগ্যবান্ লক্ষে মিলা কষ্ট এক জন। [২]

নাস্তিকতা দোষে দুষ্ট সকলে হইয়া তায়,
পাছে প্রেমরাজ্য করে পরিণত সাহারায় ॥

তাই ঋষি প্রতি কাজে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আনি
দেখাইলা নারী নরে ঈশ্বরের হস্ত খানি ।[৩]

তাই মধুকৈটভের হইয়াছে অভ্যুদয়,
'হরে মুরারে' ধ্বনি গগন পবনময় !

আভাসরূপ পরিচ্ছেদ ত্যাগে উপাধির লয়,
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যাতে জীব ব্রহ্ম এক হয়।

---

১ চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গীতা—৭অঃ ১৬শ শ্লোক।

যে চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভজনা করেন বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ হইলেই বোধ হয় ভাল হয় এবং উহাই বোধ হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত, কারণ শ্রীভগবানকে পাওয়ার জন্য আর্ত্তিভাব থাকিলে তবে সে জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট ছুটে এবং শাস্ত্র বাক্যের অর্থ বা ভাব গ্রহণে জ্ঞান লাভ করতঃ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারে বা হয়।
—গ্রন্থকার

২ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥
—গীতা ৭ম অঃ ৩য় শ্লোক।

৩ অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীর্ভবতি। —শ্রুতি।

বুঝিতে হইবে তাই শাস্ত্র অর্থ অন্যরূপ,—
খনির তিমির গর্ভে মণি মাণিক্যের স্তূপ।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জানিয়াছে যেই জন, [১]
তার কাছে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ব্রহ্মই হন।

যোগবলে জেনে ঋষি অপরা প্রকৃতি তত্ত্ব
ঈশ্বরের পরা শক্তি দেখিলেন অবিভক্ত।[২]

তাই, সত্যযুগে শব্দব্রহ্ম বায়ু আত্মা—মহাপ্রাণ,
সূর্য্যে ভর্গ—নারায়ণ রূপেতে বিরাজমান।

হইতে জলের সৃষ্টি 'অপ' পাই নারায়ণ
কারণ সলিলে হ'ল পৃথ্বী জন্ম এ কারণ।

তাই গাহিলেন তারা,—
"নারায়ণ পরা বেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা,
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতি।" [৩]

তাই, তারক ব্রহ্ম নামে বাদ দিয়া অবতার,
মূলা প্রকৃতিতে ঋষি করিলেন সার উদ্ধার।

তাই, সত্যে তারক ব্রহ্ম নাম হয় শুধু নারায়ণ,
মনুষ্য কি অবতার যুক্ত নহে সে বচন।

---

১ সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম, ব্রহ্মে বেদং সর্ব্বং। —শ্রুতি

২ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
—গীতা ৭ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক

যোগবলে—যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ।
ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরমাত্মনি যোজনং যোগ। —পাতঞ্জল।

৩ সত্য যুগের তারক ব্রহ্ম নাম।

কিন্তু, ত্রেতাতে মানব জন্মে সে নামে দেখিতে পাই,
ব্রহ্ম সহ অবতার সম্মিলিত এক ঠাঁই। [১]

অগ্রে পরে রাম বামন ব্রহ্ম নাম সহ দিয়া,
জীবশ্রেষ্ঠ ত্রেতাযুগ দিলা ঋষি বুঝাইয়া।

মানব হইল শ্রেষ্ঠ প্রেম ভক্তিগুণ ধরি,
আবাস রচিয়া হৃদে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপুরী। [২]

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" নামে বাদ অবতার
অহং স,—সঃ অহং—সোঽহম্ দ্বাপরের সমাচার। [৩]

---

১ রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংশারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

সত্য যুগের তারকব্রহ্ম নামের সহিত অবতারগণের নাম যুক্ত হয় নাই। ব্যোম-বায়ু-তেজ ও সলিলের মাহাত্ম্যই কেবল ঘোষণা করা হইয়াছে। অবতারগণ মনুষ্যেতর জীব বলিয়াই তারকব্রহ্ম নামে স্থান পায় নাই। ত্রেতাযুগে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হইতে তারকব্রহ্ম নামে অবতার যুক্ত হইয়া সৃষ্টির উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছে। মানবে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়ায় তাহাদের হৃদয়ই যে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীভগবানের বাসস্থান, তাহা ঋষি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।
—গ্রন্থকার।

২ পুরী শয়নাৎ পুরুষ আত্মাচ। বুদ্ধি কোষে সর্ব্বসাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ প্রত্যগাত্মা জীবঃ।

"Ye are the temples of the God."

৩ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধরাধামে আবির্ভূত হওয়ায় দ্বাপরের অবতার বলরাম তারকব্রহ্ম নামে যুক্ত হন নাই।

পুরক ও রেচক এই দ্বিবিধ শ্বাসের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে হংস ও সোঽহম এইরূপ অণুলোম ও প্রতিলোমরূপে প্রকাশমান অজপা মন্ত্রদ্বারা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যোক্ত তৎ পদ ও ত্বং পদের অর্থানুরূপ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য—পর্য্যায়ক্রমে "ব্রহ্ম আমি এবং আমি ব্রহ্ম"। "হকারেন বহির্যাতি, সকারেন বিশেৎ পুনঃ।"

দ্বৈতবাদ দূরে গিয়া আসিল অদ্বৈতবাদ,
'তত্ত্বমসি' জ্ঞান আনি ঘুচাইল পরমাদ। [১]

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ," জীবব্রহ্ম ঐক্য ক'রে
কলিযুগে হ'ল নাম মুক্তিদান দিতে নরে।

সত্যযুগ ছাড়া আর তিন যুগে ব্রহ্ম নাম,
মানবের সহযোগে পুরাইছে মনস্কাম।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্যযুগে থাকিলে মানুষ কেহ
তারকব্রহ্ম নামে যুক্ত হইত সে নিঃসন্দেহ। [২]

অবতার শ্রেণী মধ্যে তার কেহ পেত স্থান,
শাস্ত্রে ঋষি বর্ণিতেন তার শত অবদান।

অতএব সত্যযুগে মানুষ যে জন্মে নাই,
তারকব্রহ্ম নামে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই।

যাঁহাকে জানিলে পর বিশ্বচরাচরে আর,
নাহি থাকে বাকি কিছু অন্য কিছু জানিবার। [৩]

১ ত্রেতাযুগে দ্বৈতবাদ প্রচারিত ছিল। তখনকার অবতার বামন পরশুরাম ও রামচন্দ্র ইহারা কেহই আপনাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রচার করেন নাই দ্বাপরযুগে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। —গ্রন্থকার

২ প্রাণীদিগের মধ্যে মানবজাতির বয়সই সব চেয়ে কম। উহারা অন্যান্য প্রাণীর অনেক পরে—অল্পাধিক তিন লক্ষ বৎসর হইল পৃথিবীতে মানুষ জন্মিয়াছে যদি দুইশত কোটি বৎসর পৃথিবীর বয়স হয়, তাহা হইলে এই তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার সময়কে মনুষ্যবিহীন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ বলা যায় এবং তাহাতে প্রথমে বৃক্ষাদি ও পরে পশু আদি সৃষ্টি হওয়ার বহু পরে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাই বুঝিতে হইবে এবং তাহাই ত্রেতাযুগ। —গ্রন্থকার

৩ যস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। —শ্রুতি

ব্রহ্মকে জানিয়া ঋষি ব্রহ্মত্ব করিয়া লাভ
দ্রষ্টা মৎস্য কূর্ম্মাদির সৃষ্টি তত্ত্ব—আদিভাব। [১]

সুবিভক্ত ভূত সবে আত্মতত্ত্বে অবিভক্ত
জ্ঞান-বিজ্ঞানেতে ঋষি হয়েছিলা অবগত। [২]

দেহ ভিন্ন কিন্তু আত্মা অখণ্ড অব্যয় হয়
যোগ বলে ঋষিগণ পেয়েছিলা পরিচয়। [৩]

আত্মায় আত্মায় যোগ হইয়া গিয়াছে যাঁর,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথা দ্বিতীয় তাঁহার আর। [৪]

স্বপ্রকাশ তাঁর কাছে এ বিশ্ব রহস্য যত,
প্রতিবিম্ব দর্পণেতে ধরা পড়ে যেই মত।

ঋষি পরিকল্পনায় দ্রষ্টারূপে তাই তাঁরা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যেন উপস্থিত আপনারা। [৫]

---

১ ব্রহ্ম বেত্তি ব্রহ্মৈব ভবতি। —শ্রুতি।

২ সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥
গীতা ১৮শ অঃ ২০শ শ্লোক।

৩ সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্‌।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
গীতা—১৩শ অঃ ২৭শ শ্লোক।

৪ যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে॥ —ঈশোপনিষদ্‌।
যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ।
তত্র ক মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥ —ঈশোপনিষদ্‌।

৫ প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখ দুঃখে ন বিন্দতি।
তথাচেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥ —যোগবাশিষ্ঠ।

আত্মজ্ঞানীর নিকট সৃষ্টির আদি অন্ত স্বপ্রকাশ। বীজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও ঋষিদের বা অন্যান্য লোকের উপস্থিত থাকার

তরঙ্গেতে জলবৎ সর্ব্বত্রেতে বিরাজিত
বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে বিভু তাতে সদা অবস্থিত।[১]

দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মা, তারে কেহ শুনি—কেহ জানি,
শুনিয়া না বুঝি কেহ স্তম্ভিত,—আশ্চর্য্য মানি।[২]

আত্মা যে কি বস্তু তাহা শব্দে না বুঝান যায়,
তত্ত্বজ্ঞ জেনেছে মাত্র উপলব্ধি দ্বারা তায়।[৩]

সবিকার প্রকৃতির অতীত বলিয়া তায়,
অজ্ঞান আনিতে নারে কভু তারে ধারণায়।[৪]

যে প্রমাণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার কারণ, ঋষিগণের আত্মজ্ঞানলাভে ভূত ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা তাঁহাদের নিকট রূপে প্রকট হইয়াছিল। —গ্রন্থকার।

১ তৎ সৃষ্টা তদেবাণু প্রবিশ্য। —শ্রুতি।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
গীতা—১৩শ. অঃ ১৩শ শ্লোক।

২ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্যবৎ-বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।
গীতা—২য় অঃ ২৯শ শ্লোক।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নে মা বিদ্যুতো ভান্তি
কুতোঽয়মগ্নি তদেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
—শ্রুতি।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
য মে বৈস বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনু স্বাম্। —শ্রুতি।

৩ আত্ম তত্ত্বন্তু ন কস্যাপি শব্দস্য বিষয়। —শ্রুতি।
স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ
সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি। —শ্রুতি।

৪ বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তৎবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥
গীতা—১৩শ অঃ ১৫শ শ্লোক।

জ্ঞানে অপরোক্ষ, তাই নিত্যজ্ঞানী সন্নিহিত,
স্ফটিকের স্তম্ভে ঋষি প্রমাণিলা ওতপ্রোত।[১]

স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ জ্ঞানে অসংমূঢ় বুদ্ধি যার,
হ্লাদিনী শক্তিতে মিলে স্ফটিকেতে হরি তার।[২]

স্ফটিকের সর্ব্বত্রই অন্তর বাহিরে সম,
ভেঙ্গে তাহা ঘুচাইলা বিষ্ণু মায়া—বুদ্ধিভ্রম![৩]

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

গীতা—১৩শ অঃ ১৭শ শ্লোক।

১ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। —শ্রুতি।
তদেব সুবর্ণমিব কটক কুণ্ডলাদিনাং
জলতরঙ্গানামান্তর্ব্বহি জলমিব। —শ্রুতি।
নিত্যং বিভু সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্। —শ্রুতি।
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ —শ্রুতি।

২ যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥

গীতা—৬ষ্ঠ অঃ ২০শ শ্লোক।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা—২য় অঃ ৫৫শ শ্লোক।

৩ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

গীতা—৭ম অঃ ১৪শ শ্লোক।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

গীতা—৭ম অঃ ১৫শ শ্লোক।

হিরণ্যের রাজ-গৃহে বস্তুর অভাব নাই,
তবু সে স্ফটিক স্তম্ভে কেন হরি খুঁজে তাই,—

অসংমূঢ় প্রাজ্ঞ যেই মিলিবে সন্ধান তার,
কেন এ স্ফটিক স্তম্ভ সার্থকতা কি তাহার ॥

"বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমে ব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥"[১]

শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী করিবারে সপ্রমাণ,
সর্ব্বত্রে স্ফটিক মাঝে বুঝাইতে ভগবান্,—

না দেখায়ে অন্য কিছু সব বস্তু ত্যাগ করি,
অসুর স্ফটিক স্তম্ভে দেখিতে চাহিল হরি।

ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী দিতে সেই সমাচার,
কৌশলে স্ফটিকে ঋষি ঘুচাইলা অন্ধকার।

নাস্তিক অসুরে দিতে আত্মতত্ত্ব—মহাজ্ঞান,
ভাঙ্গিয়া স্ফটিক স্তম্ভ দেখাইলা ভগবান্। [২]

প্রত্যক্ষ করিলা ঋষি জড় ব'লে কিছু নাই,
শক্তিই তাদের প্রাণ দেব দেবী তারা তাই। [৩]

---

১ তিনি তাঁহারই সৃষ্ট জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে (কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে স্বর্ণবৎ, তরঙ্গেতে জলবৎ সর্ব্বত্র) অবস্থান করিতেছেন। স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি (যেহেতু কার্য্যমাত্রেই কারণাত্মক) সূক্ষ্মতাবশতঃ (রূপাদিহীন বলিয়া) তিনি অবিজ্ঞেয় (স্পষ্টরূপে জানিবার অযোগ্য) অজ্ঞানদিগের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ (কারণ তিনি সবিকার প্রকৃতির অতীত বলিয়া অজ্ঞানী তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ) এবং জ্ঞানিগণের অপরোক্ষ। সুতরাং নিত্য সন্নিহিত।

গীতা—১৩শ অঃ ১৫শ শ্লোক।

২ ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ গীতা—৭ম অঃ ১৫শ শ্লোক।

৩ নিত্যং বিভু সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্। —শ্রুতি।
অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব ;
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ —শ্রুতি।

পুরুষ সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতি সে ক্রিয়াম্বিতা,
কোন্ বস্তু ছাড়া বিভু ? জড়ের অস্তিত্ব কোথা !! [১]

১ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

গীতা—১৩শ অঃ ২০শ শ্লোক।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব ঋষি স্ফটিক দ্বারা নাস্তিক অসুরকে বুঝাইয়াছেন। অগ্রে উহার বাহিরের স্বচ্ছ ওতপ্রোতভাব দর্শনেও যখন ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব বোধ জন্মিল না, তখন উহা ভাঙ্গিয়া তাহার অণুপরমাণুও যে বাহিরের ন্যায় ওতপ্রোত তাহা সেখানে প্রমাণ করাইয়া নাস্তিক অসুরকে বিনাশ করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করাইয়া আস্তিক করিলেন। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্বভাব বোধগম্য হওয়ায় নাস্তিক অসুরের মনের সংশয় দূর হওয়াতে তাহার অসুরত্ব ঘুচিয়া মুক্তিলাভের অধিকার জন্মিল। —গ্রন্থকার।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ —শ্রুতি।

ত্রেতা—বামন যুগ

ক্ষুদ্র মানবরূপী ভগবান্ বামন তিন পদ ভূমির ছলনায় অর্থাৎ তাঁহার ক্ষুদ্র তিনখানি পদ রাখিবার মত স্থান অসুর বলিরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্তেঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য দুই পদের দ্বারা অধিকার বা আবৃত করিয়া নাভিদেশ হইতে তৃতীয় আর একখানি পদ বহির্গত করিয়া তাহা রাখিবার মত স্থান বলিরাজ দিতে না পারায় তাহার মস্তকে ঐ পদস্থাপন করতঃ তাহাকে পাতালে লইয়া যান। —পুরাণের কথা।

দর্শন শুধুই নহে চোখ চাহি বস্তু দেখা,
দর্শনে দর্শন হয় বিশ্বপ্রকৃতির লেখা।

সব দেখা শেষ হয় দিব্য দৃষ্টি হ'লে পরে,—
পরম সে উপলব্ধি, সৃষ্টি স্রষ্টা একাধারে।

অঙ্গহীন জীবাণুর কোটি কোটি জন্ম গতে,
পরিণত হয়েছিল মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহেতে।

তার বহু জন্ম পরে অর্দ্ধ পশু—অর্দ্ধ নর,
সত্যযুগে এইরূপে অবতীর্ণ যোগেশ্বর।

এ অধ্যায়ে পৃথিবীর চারি অবতার মাঝে,
গর্ভাঙ্ক কত যে গেছে তার কি ইয়ত্তা আছে॥

বিবর্ত্তন ধারা তার হইতে সামান্য অতি,
ধৃত হইয়াছে মাত্র তার শেষ পরিণতি।[১]

প্রথম পঞ্চক মধ্যে সূক্ষ্মদ্রষ্টা ঋষিগণ
বুঝেছিলা সে সবের সম্ভব কি কারণ।

---

১ শাস্ত্রে বহু অবতারের কথা উল্লেখ আছে দৃষ্ট হয়। এই সকল বিবর্ত্তন পর্য্যায় সামান্য বলিয়া উহাদের মধ্যে বিশিষ্ট বিবর্ত্তন পর্য্যায় গ্রহণ করতঃ অন্যগুলি বাদ দিয়া দশটি অবতার ধরা হইয়াছে। মানব অবতার বামনের পূর্ব্বে সত্য যুগের অবতার চতুষ্টয়ের মধ্যে এই সকল পর্য্যায় ঘটিয়াছিল। মানব জন্মের পর আর কোন বিবর্ত্তন পর্য্যায় নাই। —গ্রন্থকার।

কিন্তু, মোহান্ধ মানব জন্য সূক্ষ্ম ধারা করি ত্যাগ,
সৃষ্টি প্রকরণ ঋষি করিলেন দশ ভাগ। [১]

সে চৈতন্য ক্রম-ধারা লক্ষ লক্ষ বর্ষ গতে
মানব বামন রূপে অবতীর্ণ এ জগতে।

সংগঠন কার্য্য নিয়া বিরুদ্ধ শক্তির সনে।
প্রকৃতির আদি যুদ্ধ দেবী যুদ্ধ এ ভুবনে।

যোগ-বলে প্রকৃতির মাতৃরূপ দরশন
ক'রে ঋষি দিব্য নেত্রে হ'য়ে ভাবে নিমগন,—

জগদ্ধাত্রী-জগন্মাতা ছিন্নমস্তা-ধূমাবতী
কল্যাণী কমলাত্মিকা ভৈরবী-বগলা-সতী।

শ্রীদুর্গা-চামুণ্ডা-তারা কালী করালবদনী
আঁকিলা যে মাতৃরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারিণী।

সে সব সকলি সত্য একবিন্দু মিথ্যা নয়,
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শান্ত রৌদ্র পরিচয়। [২]

শিবে শবে ভেদ-জ্ঞান থাকিতে নিস্তার নাই,
অখণ্ড কালের পরে কালী খণ্ড কাল তাই,—

---

১ পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌।
কশ্চিদ্ধীরং প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌॥ —কঠোপনিষৎ।

২ All the various forms of cosmic energy such as matter thought, force, intelligence and soforth are simply the manifestation of that cosmic intelligence. —Vivekananda.

জড়-শক্তি-মন-চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিবিধ জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ!

This cosmic intelligence is tactly implied in scientific reasoning the chief difference is that with science it remains a piece of mechanism which Vivekananda breathes life into it.
—রোঁমা রোঁলা।

দাঁড়াইয়া জীব আয়ু করিছেন নিরূপণ,
হস্তে খাঁড়া নর-মুণ্ড মালা গলে বিভূষণ। [১]

ত্রিগুণা প্রকৃতি গুণে আবদ্ধ সকল জীব,
মোহিত তাহাতে থাকি লভিতে না পারে শিব।

প্রকৃতি শক্তিতে পুনঃ করিতে তাদেরে জয়,
ছন্দে-গানে জীবগণে প্রদানিলা যে উপায়।

সে স্তোত্র ঋষির স্বতঃ সমুদ্গত অধরেতে
অতুলন যে সম্পদ মানবের এ জগতে।

যুগ বিভাগেতে ঋষি আদি চারি অবতারে,
রেখে দিলা সত্যযুগে পশু যুগ বুঝিবারে।

সৎ হ'তে পৃথ্বী জন্ম জেনেছিলা ঋষিগণ,
আদি যুগে সত্য নাম দিলা তারা সে কারণ। [২]

শ্রেষ্ঠত্ব তাহার দিতে তারা পরে বহু মতে,
বরণীয় করিলেন সত্যযুগ এ জগতে।

বিধাতার আদি রাজ্যে নাহি ছিল লোকাচার
বিবর্জিত পুণ্যাপুণ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব তার। [৩]

---

১ অখণ্ড কাল,—প্রবাহাত্মক অক্ষয় বা অনন্ত কাল।
কালানাং কলমুহূর্ত্তাদি রূপানাং মধ্যে অক্ষয়ঃ ক্ষয় রহিতঃ কালঃ।
(কালায় নমঃ কল বিকরণায় নমঃ) শ্রুতি প্রসিদ্ধ কালকালঃ পরম শিবঃ।
খণ্ডকাল,—কালঃ কলয়তামহম্। —গীতা।
ইত্যত্র আয়ুর্গণনাত্মক সংবৎসর শতাদ্যায়ুঃ স্বরূপ কাল উক্তঃ স চ তস্মিন আয়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে।

২ সদেব সৌম্যদমগ্র আসীৎ। —শ্রুতি।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি। —শ্রুতি।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। —শ্রুতি।

৩ শাস্ত্রে দেখা যায়, সত্যযুগে পাপ ছিল না। মানুষ সৃষ্টি না হওয়ায় পাপ পুণ্য বিবর্জিত ছিল। সত্যের কার্য্য পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইতে থাকায় পূর্ণমাত্রায়

ত্রেতা যুগে নর জন্মে জ্ঞানের বিকাশে পরে
ত্রিপাদ হইল পুণ্য এক পাদ পাপ ধরে। [১]

'বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র' হ'তে ক্রমে প্রবর্ত্তন,
দ্বাপরেতে পাপ পুণ্য সম ভাগ সে কারণ। [২]

কলিযুগে শাস্ত্র প্রতি মানবের শ্রদ্ধা নাই,
একপাদ পুণ্য মাত্র ত্রিপাদই পাপ তাই। [৩]

হয় নাই যুগ-ভাগ প্রলয়ে মজিয়া সৃষ্টি,
ঋষির এ যুগ-ভাগ আত্মতত্ত্বে রেখে দৃষ্টি।

সত্যযুগে চারি স্তরে চারি জীব অবতার
ধরা জন্ম—সংগঠন দিতে স্তর সমাচার। [৪]

ত্রেতোর আরম্ভে হ'ল নর জন্ম অনুষ্ঠান,
বামন আদিতে তার, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান।

পুণ্য থাকার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্ট্য জীবের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ না হইলে পাপ পুণ্যের কথা অচল। —গ্রন্থকার।

১ ত্রেতাযুগে মানুষের জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ইহা ন্যায়, ইহা অন্যায় এরূপ বিচার বুদ্ধির উন্মেষে পাপের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তাই তিন ভাগ পুণ্য ও এক ভাগ পাপ বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

২ দ্বাপরযুগে ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্যের একটা বাঁধা নিয়ম বা আইন 'বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র' প্রণীত হওয়ায় ত্রেতা হইতে পাপের কার্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্তে পাপ পুণ্য সমভাগ হইয়াছিল। —গ্রন্থকার।

৩ কলিযুগে সে 'বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র' কোন কার্য্যকরী না হওয়ায় পাপের ভাগই বেশী দেখা যায়। শাস্ত্রের অনুশাসন কেহই আর মানিয়া চলিতেছে না বলিয়া, পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া তিন পাদ পাপ ও এক পাদ পুণ্য হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

৪ মৎস্য অবতারে মাটি জন্মে নাই—জলে পরিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় কূর্ম্ম অবতারে সে জলের কোন কোন স্থানে কর্দ্দম দেখা দিয়াছিল। উভচর কূর্ম্মের ধরা ধারণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধরা সৃষ্টির ইহাই প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে বরাহের জন্মে ঐ স্তর মূলজ গুল্মাদি উৎপন্নে সমর্থা বুঝা যায়। এবং কিঞ্চিৎ শক্ত হইয়া

ধরা সৃষ্টি ক'রে ধরা পড়িতা না নারায়ণ,
মানুষ করিয়া সৃষ্টি ধরা দিলা জনার্দ্দন।

উৎকর্ষ বা রক্ষা হেতু প্রয়োজন হ'তে তার,
তদাকারে অবতীর্ণ হইলেন বারংবার। [১]

মৎস্য-কূর্ম্ম ও বরাহ নৃসিংহ বামনাকারে
প্রয়োজন হ'য়েছিল ধরা সৃষ্টি কার্য্য তরে।

উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধরার তৃতীয় স্তরে একদিকে যেমন ক্রমোন্নত অর্দ্ধ-পশু এবং অর্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি জীবের জন্ম হইয়াছে, অন্যদিকে, ধরার সে স্তর ক্রমশঃ জল হইতে উচ্চ ও কঠিন হওয়ায় শক্তিশালিনী হইয়া উন্নততর জীবের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

—গ্রন্থকার।

নারায়ণ—নার (জল) হইয়াছে অয়ণ (আশ্রয়) যাহার। মনুষ্য সৃষ্টি না হইলে নারায়ণকে জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারা কেবল জলেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মানব সৃষ্টি না হইতে কেবল প্রকৃতি হইতেই নারায়ণ নামের উদ্ভব বা সৃষ্টি, যথা—শব্দ (ব্রহ্ম)—নারায়ণ; বায়ু (মহাপ্রাণ)—নারায়ণ। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী 'ভর্গ'—নারায়ণ; অপ (জল)—নারায়ণ। কিন্তু ত্রেতাযুগ আসিতে, সে নাম মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে জনার্দ্দনে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়।

জনার্দ্দন—জন (লোক) অর্দ্দ (যাচঞা করা) অনট—র্ম্ম। জনগণ যাহাকে যাচঞা বা পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিল। সুতরাং মানুষ হইয়াছে বুঝা যায়।

তদাকারে—প্রয়োজন অনুসারে।

১ কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

গীতা—১৩শ অঃ ২০শ শ্লোক।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

গীতা—১৪শ অঃ ৪র্থ শ্লোক।

সত্য যুগে ব্রহ্ম নাম অপ হ'তে নারায়ণ,
নর জন্ম হ'তে হ'ল ত্রেতা যুগে জনার্দ্দন। [১]

পুরুষ প্রকৃতি লীলা সংগঠন কার্য্য হয়,
'বহু স্যাং প্রজায়েয়' হ'তে তার পরিচয়। [২]

সমাধি যোগেতে ঋষি হ'য়ে সব অবগত,
সুধা দানে তুষিলেন পিপাসু মুমুক্ষু যত।

গীতায় অর্জ্জুনে কৃষ্ণ বহুবার জন্ম কথা,
বলেছেন নানা ভাবে নাশিবারে অজ্ঞানতা—

আমি না ছিলাম পূর্ব্বে এমন কভু না হয়,
সেরূপ ছিলে না তুমি তাহাও কখনো নয়,

হেন নহে ছিল না এ নৃপতি-মণ্ডল ভবে,
পরেও নিশ্চয় মোরা পৃথিবীতে রব সবে। [৩]

---

১ "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।"

মানুষ সৃষ্টি না হইলে কাহার ভাব গ্রহণ করিবেন? তাই মনুষ্য সৃষ্টি হইলে, শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনার পরে তাহাতে পাছে দোষ থাকিয়া গেল মনে করিয়া, তাহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল,—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণ তদস্তুমে॥

২ মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥

গীতা—১৪শ অঃ ৩য় শ্লোক।

সমাধি যোগ—মনসোবৃত্তিশূণ্যস্য নির্ব্বিকারাত্মনা স্থিতি অসংপ্রজ্ঞাত নামাসৌ সমাধি যোগিনাং প্রিয়ঃ।

৩ ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

গীতা—২য় অঃ ১২শ শ্লোক।

তোমার আমার পার্থ বহু জন্ম হ'ল গত,
অজ্ঞানে জান না তুমি আমি তাহা অবগত। [১]

বহু লক্ষ জন্ম অন্তে প্রাপ্ত যে মানব দেহ,
শ্রীকৃষ্ণের এ বচনে নিরাকৃত সে সন্দেহ।

দেহ-স্বামী জীবরূপী ঈশ্বর আবার ভবে,
কর্ম্মবসে দেহান্তরে গমন করেন যবে,—

পূর্ব্বের ইন্দ্রিয় যান করিয়া হরণ তিনি,
লয় যথা ফুল গন্ধ মন্দ সমীরণ জিনি। [২]

ব্রহ্মার দিবসাগমে চরাচর প্রাণিগণ,
বশীভূত স্বকর্ম্মেতে জন্ম মৃত্যু অগণন।

কারণ স্বরূপ ব্রহ্মা হ'তে নিদ্রাবস্থাপন্ন,
তাহাতে ডুবিয়া বিশ্ব অব্যক্ত—প্রলয়ে মগ্ন।

ব্রহ্মার সে অহোরাত্রে এইরূপে প্রাণীচয়,
জন্ম মৃত্যু অনুগামী কর্ম্মবসে হ'য়ে রয়। [৩]

বৃক্ষ প্রস্তরের প্রাণ আছে জীবগণ মত,
ঋষিগণ বহু পূর্ব্বে ছিলা তাহা অবগত।

বৃক্ষ ত্বক-পত্র নিতে তাই ক্ষমা প্রার্থনায়,
প্রদক্ষিণ ক'রে তারে স্তব স্তুতি করা হয়। [৪]

১ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীতা—৪র্থ অঃ ৫ম শ্লোক।

২ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ গীতা—১৫শ অঃ ৮ম শ্লোক।

৩ ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ গীতা—৮ম অঃ ১৯শ শ্লোক।

৪ বৃক্ষ প্রস্তরাদির যে প্রাণ আছে ঋষিগণ তাহা অবগত ছিলেন। তাই আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার্থ কোন বৃক্ষের শিকড় ত্বক নির্য্যাস কি পত্র যাহা কিছু

পাহাড়-পর্ব্বত পূজা রয়েছে যে ব্যবহার,
প্রাণ আছে ব'লে ঋষি বিধান করিলা তার।

ক্ষেত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ক্ষেত্র তত্বে অবগত,
স্থাবর জঙ্গমই ক্রমে নরে হ'ল পরিণত।

কড়া, ক্রান্তি, তিল, ধূল পায়নি হিসাবে পার,
যে বিন্দুর সংবাদ রাখে সিন্ধুও খবরে তার!! [১]

আদি বীজে ধ'রে ঋষি সূক্ষ্মতম গণনায়
পেয়েছিলা তাহাদের বিবর্ত্তন পরিচয়। [২]

আবশ্যক, তাহা সংগ্রহকালে, গললগ্নিকৃতবাসে যুক্তকরে সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাকে যে বেদনা দেওয়া হইল তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ পত্রাদি গ্রহণের বিধান এই জন্যই শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান, এ তথ্য প্রচার করার পূর্ব্বে, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানকে বর্ব্বরতা বলা হইত ও তাহা হাস্যকর ছিল। —গ্রন্থকার।

১ কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি ঋষিদিগের সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন "আর্য্য ঋষিগণ কেবল কড়া-ক্রান্তি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, বড় বড় বিষয় আলোচনা করিবার অবসর বা সাধ্য তাঁহাদের ছিল না।" কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ যে বড় বড় বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া তাহাতে তৃপ্তি বা সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া তাহার কড়া ক্রান্তি কেন, তিল ধূল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া জগৎ সমক্ষে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের অযোগ্য বংশধর বলিয়া তাহা না বুঝিয়া অবহেলায় ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি এবং বিদেশীয়দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহাতে বাহবা দিতেছি। ইহা হইতে আমাদের লজ্জার বিষয় ও অধঃপতন আর কি হইতে পারে!! —গ্রন্থকার।

২ যদি মানব—পূর্ণ মানব, বুদ্ধ মানব, খৃষ্ট মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তু বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রম সঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ (কিছু না) হইতে ত কখন সতের (কিছুর) উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখনও শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে

স্থাবর জঙ্গম বীজে দেখে নর বিদ্যমান,
সত্যযুগে চারি স্তরে দিলা মানবের স্থান।

তাই যারা ছিল পূর্ব্বে এই সেই নরগণ,
জন্মি মরি করিতেছে আবর্ত্তন—বিবর্ত্তন! [১]

পূর্ব্বাপর জন্মবার্ত্তা জেনে ঋষি সবিশেষ,
ভ্রান্তিনাশ হেতু দিলা অসংলগ্ন এ—নির্দ্দেশ। [২]

আদি চারি অবতারে শাস্ত্রাদির মধ্যে তাই,
অন্য জীব জন্তু সহ মানুষ দেখিতে পাই।

স্থাবর ও জঙ্গমাদি ধরা সৃষ্টি পর হ'তে
জন্মিয়াছে ক্রমাগত যে সকল এ জগতে।

তার আদি কূর্ম্ম হয় ক্রমগতি বিজ্ঞাপন,
রামত্রয় অবতারে প্রকাশিলা ঋষিগণ।

আর্য্য অনার্য্য সংঘর্ষে আদি পাঁচ অবতার,
বিষয় হইয়াছিল দেবাসুর বর্ণনার।

পারে না, তাহা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান ছিল। আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ক্ষুদ্র মাংসল জন্তু বিশেষ বা জীবাণু (Proto Plasm) পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে আদি কারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চয় যে, ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন না কোনরূপে অবস্থিত ছিল। —স্বামী বিবেকানন্দ।

১ ভূতগ্রাম স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ গীতা—৮ম অঃ ২৯শ শ্লোক।

২ যাহাদের আত্মতত্ত্বে জ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদের নিকট ঋষি প্রদর্শিত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশ অসংলগ্ন ও অসম্ভবই বোধ হইবে। বৃক্ষ ও নিকৃষ্ট জীব হইতে যে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা এবং আদি বীজকে ধরিয়া মানুষের তৎকালে বর্ত্তমান থাকার বিষয় তত্ত্বজ্ঞানহীনের নিকট অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হইবে। তাই অসংলগ্ন নির্দ্দেশ বলা হইল এবং গীতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহা প্রমাণ করিতে হইল। —গ্রন্থকার।

তাই, জড় ও জীবাণু হ'তে দেবাসুর নর গড়ি,
রামত্রয় অবতারে আদি বীজে সূত্র ধরি,—

রূপক আকারে ঋষি বর্ণিলেন সে বিষয়
আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মবাদে পূর্ণ তাহা সমুদয়। [১]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই ঋষি পরিকল্পনায়,
সমুজ্জ্বল এ ভারত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রায়।

দর্শন ও পুরাণের সে ঋষি বাক্য 'ব্যাসকুট',
অজ্ঞানের লক্ষ জন্মে নাহি হবে দন্তস্ফুট।[২]

হাসিল বিটপী লতা ফল-পুষ্পে সুসজ্জিত,
সুললিত রবে পাখী মোহিত করিল চিত।

এরূপে ক্রমশঃ যদি বাস-যোগ্য হ'ল ধরা,
মানবে বামনরূপী ধরণী হইল ভরা !!

অপরা প্রকৃতি জড়া হইতে সৃষ্টির যোগ্য,
পরা প্রকৃতির যোগে হ'ল তা বিধাতা ভোগ্য। [৩]

---

১ পরশুরাম রাম ও বলরাম সময়ে—ত্রেতাযুগের সভ্যতার সূত্রপাত হইতে, দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত, আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে সত্যযুগের আদি বীজের পরিচয়ে আর্য্যকে দেবতা ও অনার্য্যকে অসুর বলিয়াছেন। বীজের অঙ্কুর ও পরিণতি দেবতা ও অসুর দ্বারা কৌশলে দেখান হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

২ ভগবান গণেশকে, ব্যাসদেব তাঁহার পুরাণাদির লেখকরূপে বরণ সময়ে উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে, ব্যাসদেব গণেশকে লেখা বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিতে না পারিলে, গণেশ লেখনী বন্ধ করিবেন। গণেশও লেখা বিষয়ের অর্থবোধ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণেশ অতিদ্রুত লিখিতে পারিতেন, এজন্য তাঁহাকে লেখায় ব্যাপৃত রাখিতে না পারিয়া ব্যাসদেব রচনায় যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহার করেন তাহাকে 'ব্যাসকুট' বলে।

৩ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা—৭ম অঃ ৪র্থ শ্লোক।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা—৭ম অঃ ৫ম শ্লোক।

শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া হরি,
হইলেন অবতীর্ণ বামন আকার ধরি।[১]

আত্মজ্ঞান লাভ করি মানুষ ব্যতীত জীব,
প্রযত্ন করেনি কেহ হইতে পরম শিব। [২]

তাই, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি পূর্ব্বে নারায়ণ,
সত্যযুগ ভরে তার করেছিলা আয়োজন।

বায়ু-তেজ-জল-ভূমি সৃষ্টি করি ভগবান্,
পশু পক্ষী সৃজি তাতে দিয়েছিলা আগে স্থান।

নানাবিধ ফুল ফলে পৃথিবী সাজায়ে হরি,
সবুজ বরণ পত্রে নয়ন রঞ্জন করি।

সুখ-শান্তি দিতে নরে যাহা কিছু প্রয়োজন,
উপযুক্ত মত করি সব বিধি আয়োজন।

মহিমা করিতে তাঁর প্রচার জগত ভরি,
শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি করিলেন হরি। [৩]

ত্রেতাতে মানব জন্ম বামন আদিতে তার,
নানা ভাবে ঋষি বিশ্বে দিলা সেই সমাচার।

---

১ মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ গীতা ১৪শ অঃ ৩য় শ্লোক।

২ মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ।

৩ The higher faculties in main point clearly to an unseen world—to a world of which the worldof matter is altogather subordinate. —Professor Verchon.

মানুষের প্রবৃত্তিতে যে সকল উন্নততর বৃত্তি রহিয়াছে সেগুলি আলোচনা করিলে ইহা পরিষ্কাররূপে মনে হয় যে, এক অদৃষ্ট জগৎ আছে, সেই জগৎ আত্মার বা চৈতন্যের জগৎ। এই জড়জগৎ সেই চিন্ময় আধ্যাত্মিক জগতের সম্পূর্ণরূপে অধীন।

আদি মানবেরে তাই ভিক্ষারূপে দেবগণ,
পাইবারে ভগবানে করেছিলা আরাধন।

পশু জন্ম ঘুচে তাই আসিতে বামন ভবে,
দেবগণ ঋষিগণ তাই আনন্দিত সবে। [১]

মানুষের অবয়বে যেখানে যে হাড় আছে,
তদ্দ্বারা কিছু না কিছু কার্য্য সেথা রচিয়াছে।

কিন্তু, মেরুদণ্ড নিম্ন ভাগে গুহ্যদেশ স্থিত হাড়,
কয়েক খানি যাহা আছে কোন কাজ নাহি তার।

অতিপূর্ব্ব পশু জন্ম সাক্ষী কি ইহারা নয়,
লাঙ্গুল গেলেও খসে দেহ তার চিহ্ন বয়!!

সম্পূর্ণ মনুষ্য রূপ যে পঞ্চম অবতার,
এত দিনে পশু হ'তে হ'ল ঠিক নরাকার।

তিন পদ ভূমি মাত্র বামনের প্রয়োজন,
কিন্তু, পরিষ্কার অভাবেতে বলিপ্রাপ্ত হ'তে বন।

১ আদি মানব বামনের জন্মতত্ত্ব ঋষিগণ জ্ঞানযোগে অবগত হইয়া আনন্দের আতিশয্যে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন দ্বারা জগতে মানবের প্রথম পদার্পণ সকলের নিকট চিরজাগ্রত রাখিতে,মানব সমাজের জাতকর্ম্ম-চূড়া-উপনয়ন যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডাদি ব্যবস্থা সকলের উল্লেখ করিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। প্রকৃতি অদিতি মানব সন্তান গর্ভ ধারণে সমর্থা হইয়া দিতি নন্দন অসুর বিনাশের জন্য ভগবানের নিকট মানব সন্তান পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পশু হইতে উৎকৃষ্ট জীবের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বামনরূপী মানবের আগমনে পশ্যাদি নিঃকৃষ্ট জীব অসুরের অধোগতি হইল। অর্থাৎ দিতি (অপরা প্রকৃতি) জাত অচেতন ও অর্দ্ধচেতন জীবের পর (পরা প্রকৃতি) অদিতিজাত মানব বামনের আবির্ভাব হইল। ঋষি ইহাই জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন। দিতি ও অদিতি—অপরা ও পরা প্রকৃতি। —গ্রন্থকার।

তিনপদ ভূমি—বামনের ক্ষুদ্র তিনখানি পা রাখিবার মত স্থান তাহার বাসের জন্য যাহা দরকার তাহাও জঙ্গলে আবৃত ছিল।

বলিপ্রাপ্ত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বামনের পূর্ব্বে বন জঙ্গলের সংস্কার না হওয়ায় কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল।

তাহাও জঙ্গলাকীর্ণ আছিল যে সে সময়,
বলিরে ছলনা ছলে দিলা সেই পরিচয়

যে রূপে উদ্ভিদে নাশে শ্লথ ও পঙ্গপাল,
তথা বলি-জঙ্গলেরে, নিলা তারা রসাতল !

বিষ্ণু ছাড়া বিশ্বে আর দ্বিতীয় যে সত্তা নাই
বুঝাইতে তিন পদ ঋষি সৃজিলেন তাই।

অন্তরীক্ষ এক পদে আক্রমণ করে হরি,
দ্বিতীয় পদেতে ধরা দেখাইলা গেছে ভরি। [১]

বলির পাতাল বাস নাভিপদে লয় ক্রিয়া ;
বুঝাইলা সৃষ্টি স্থিতি প্রথম দ্বিতীয় দিয়া। [২]

শ্লথ—আমেরিকা মহাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদভোজী জীব। পঙ্গপাল ও শ্লথের ন্যায় বামনগণ বৃক্ষের কচি ডাল ও পাতা নিরন্তর খাওয়ায় তাহাদিগকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় নাই। অনেক বৃক্ষ মরিয়াও গিয়াছিল।

১ পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। —পুরুষ সূক্ত।

অহঙ্কার হইতে ব্যোমের উৎপত্তি। সৃষ্টির আদি ব্যোম বুঝাইবার জন্য ঋষি অগ্রে অন্তরীক্ষ এক পদে আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পদের দ্বারা পৃথিবী ও তাহাতে অবস্থিত জীবের কথা বুঝাইয়াছেন। বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপকত্বভাব বুঝাইবার জন্য ঋষি তাঁহার তিন পদের স্থান ও কার্য্য নির্ণয় করিয়াছেন দেখা যায়। পৃথিবীর মেরুদেশ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম কল্পনা করতঃ উহা হইতে তৃতীয় পদ বহির্গত করাইয়া পৃথিবীর বলিপ্রাপ্ত জীবের সহিত প্রলয়ে তাহার ধ্বংসপ্রাপ্তির কথা বুঝাইয়াছেন। এইভাবে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যদিকে সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের কার্য্য বুঝাইয়াছেন।
—গ্রন্থকার।

২ নাভিশ্বাস থাকা পর্য্যন্ত জীবের পরমায়ু। তাই বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অবস্থান সময়ে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে (মূলাধারে) অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। কারণ বিষ্ণুর কোন কার্য্য আত্মপ্রকাশ না করায় তখন তিনি যোগনিদ্রায় সমাধিস্থ এবং মহদ্‌যোনি ব্রহ্মা বীজরূপে তাঁহার নাভিতে অবস্থিত। পৃথিবীরও যখন এই নাভিশ্বাস হয় তখনই তাহার প্রলয় সংসাধিত হয়। তাই

অনন্ত সত্তার সনে জীবে মিলাইতে ঋষি
যে কৌশল—যে উপায় চিন্তিলেন দিবা নিশি।

তাহাই হইল শাস্ত্র বেদ-বেদান্ত-দরশন,
করিতে যে নাহি পারে মর্ম্ম তার উদ্ঘাটন।

পঠন পাঠন তার হস্তী স্নানবৎ হয়,
মনের না ক্লেদ ঘুচে যায় না মৃত্যুর ভয়। [১]

জ্ঞান ও আনন্দ ছাড়া সত্তা কভু নাহি রয়,
আনন্দ ও জ্ঞান তথা ছাড়াছাড়ি কভু নয়।

অনন্ত সত্তা ও জ্ঞান অনন্ত আনন্দ আর,
এ তিন অভিন্ন বস্তু জানিয়া এ তত্ত্ব সার

চরম উন্নতি লাভে হ'লে পরে যত্নবান,
মিলিতে পরম ব্রহ্মে জন্মে তত্ত্বমসি জ্ঞান।[২]

উপাখ্যানে রস আছে, আছে তাহে মাদকতা,
পরাণ জুড়ান আছে আনন্দদায়ক কথা।

নাভিদেশ হইতে তৃতীয় পদ বহির্গত করিয়া বলিপ্রাপ্ত পৃথিবীর লয়ের কথা বুঝাইয়াছেন। ইহাদ্বারা সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের কার্য্যও ইঙ্গিত করিয়াছেন।
—গ্রন্থকার।

১ যখনই আমরা আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, তখনই —কেবল তখনই, ধর্ম্ম বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিবে। তখনই ইহা আমাদের প্রকৃতিতে পরিণত হইবে, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সঙ্গী হইবে, সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশলাভ করিবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক কল্যাণপ্রসূ হইবে। —স্বামী বিবেকানন্দ।

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been solace of my life—it will be the solace of my death.

জার্ম্মাণ দার্শনিক সোপেনহাওয়ার।

২ আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে। —শ্রুতি।

জন্ম জন্মার্জ্জিত জ্ঞান কয়জন তাহা পায়,
কয়জন সেই পথে সহজে পা দিতে চায়।[১]

সুতরাং আনন্দে রাখি দিতে জ্ঞানে অধিকার,
এই রসাল উপাখ্যান নিতে ভবার্ণব পার।

ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়া তাই শাস্ত্রাদি করিলে পাঠ,
নিশ্চয় খুলিয়া যায় মূঢ়তার এ কপাট।

কোন জন্মে জ্ঞান-সূর্য্য প্রভাতি হৃদয়াকাশে,
সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হয় সেথা অনায়াসে।

যাহা হ'তে যতটুকু পেল ধরা উপকার,
আদি ক্রম বিকাশেতে তারা পঞ্চ অবতার।

অন্যদিকে পৃথিবীর অপকারী সব যারা,
হোক্ চেতন অচেতন অসুর রাক্ষস তারা।

মহাভারতের সেই বালখিল্য জীবগণ
খর্ব্বাকৃতি বামনের সুপ্রকৃষ্ট নিদর্শন।[২]

আবশ্যক করে নাই তাহাদের বাড়ী ঘরে,
বৃক্ষের কোটরে গর্ত্তে থাকিত তাহারা প'ড়ে।

প্রকৃতি উন্নতি সনে লয় প্রাপ্ত হ'ল তারা,
ক্বচিৎ যা এবে জন্মে পিতৃ মাতৃ দোষ দ্বারা।

১ মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

গীতা—৭ম অঃ ৩য় শ্লোক।

২ গজ কচ্ছপকে নখে বিদ্ধ করিয়া গরুড় পক্ষী ভক্ষণ করিবার মানসে একটা প্রাচীন বৃক্ষের বড় ডালে উপবিষ্ট হয়। উহাদের অতি বৃহৎ তিনটি প্রাণীর ভারে বৃক্ষের শাখাটি ভাঙ্গিয়া ভূমিতলে পতিত হওয়ায় ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য মানব তাহার পেষণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ বালখিল্যগণ উচ্চতায় এক বিঘৎ পরিমাণ ছিল। —মহাভারত।

আদি চারি অবতারে ভ্রূণ তত্ত্ববিদ্‌গণ
গর্ভ ক্রম বিকাশেতে পেয়েছেন নিদর্শন !

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ ও নৃসিংহ পর্য্যায়ক্রমে
এক-দুই-তিন-চারি মাসে গর্ভে উপরমে ! [১]

এমন কি মৎস্য কানকা ভ্রূণে স্তন্যপায়িদের
অগ্রে দেখা দিয়া পরে সৃষ্টি করে ফুসফুসের ! [২]

পরশুরামের যুগ সভ্যতার আদিকাল,
পূর্ব্বযুগ বর্ণনায় সে হইতে সুরসাল !

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর গাভী-করী ও কুক্কুর
সবাকার মাঝে ব্রহ্ম সমভাবে ভরপূর।

ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের সমদর্শনের ফলে
স্থাবর জঙ্গমে পাই তাই এক চেলাঞ্চলে। [৩]

---

১ Embryology ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন আদিম প্রাণী যেমন জলচর, উভচর, সরীসৃপ ও খেচর প্রভৃতি পর্য্যায় একে একে অতিক্রম করিয়া শেষে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের পরিণতিতেও অবিকল সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

২ মৎস্যাদি জলচর প্রাণীর ফুস্‌ফুস্‌ নাই। ইহারা কানকা (Gill) দ্বারা শ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করে। মানব বা অপর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের পর্য্যায় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় উহাতেও প্রথমে সত্যই কানকা জন্মায় এবং উহার অস্থিগুলি পর্য্যন্ত চিনিয়া লওয়া যায়।

৩ ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ জগৎ ব্রহ্মময় দেখায় মানুষ ও মনুষ্যেতর চেতন অচেতন জীব ও বস্তু ব্রহ্ম জানিয়া একখুটে বান্ধায় তাই তত্ত্বজ্ঞানহীনের নিকট একটা মহা ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই আদি বীজে মানুষ থাকার কথা যাহা তাঁহারা বলিয়াছেন তাহা বোধগম্য হইতেছে না—দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। —গ্রন্থকার।

যে আদি পুরুষ হ'তে এ সংসার প্রবর্ত্তন,
সেই পরমার্থ বস্তু করিবারে অন্বেষণ,— [১]

দেখাইতে সেই পথ, দিতে চেষ্টা সেই দিকে
মুমুক্ষু রসিকে, আর পথহারা অরসিকে।

উপাধি করিতে নাশ পূর্ণতা প্রাপ্তির তরে,
সে শিক্ষাই দিলা ঋষি শাস্ত্র মাঝে নারী নরে। [২]

১ পূর্ব্বমেবাহমিহাসমিতি তৎপুরুষস্য পুরুষত্বম্। —শ্রুতি।

২ তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়া পরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্প নৈপুণ্যম্॥

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been solace of my life—it will be the solace of my death.

—সোপেনহাওয়ার।

ত্রেতা—পরশুরাম যুগ

ভার্গবরামের পিতা জমদগ্নিকে ও মাতা রেণুকাকে ক্ষত্রিয়রাজ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ করিয়া তাহার হোমধেনু লইয়া যাওয়ায় রাম পরশুদ্বারা একবিংশতি বার ধরা নিঃক্ষত্রীয় করেন। তিনি পিতার আজ্ঞায় মাতা রেণুকাকে কুঠারদ্বারা হত্যা করায়, কুঠার তাহার হাতে লাগিয়া থাকে, পরে ব্রহ্মপুত্রের জলে পাপ ধৌত হওয়ায় হাত হইতে সে মাতৃহত্যার কুঠার স্খলিত হয়।

—পুরাণের কথা।

কারণ কার্য্যের স্রষ্টা জননী তাহার হয়,
কারণ রয়েছে ব'লে চৈতন্যের পরিচয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে কারণ অনুযায়ী তারা,
কার্য্য ক'রে দিয়েছিল চৈতন্যের যেই সারা।

জ্ঞানের ছিল না তাতে সবিশেষ পরিচয়,
কাল উপযোগী মাত্র সে জ্ঞান আবদ্ধ রয়।

কিন্তু, আসিতে ভার্গব-যুগ জ্ঞানের বিকাশ হ'তে,
উদ্ভাসিত হ'ল ধরা সভ্যতা-আলোক-পাতে।

যে চৈতন্য ছিল পূর্ব্বে সঙ্কুচিত অবস্থায়,
মানবের জ্ঞান-রাশি তারই অভিব্যক্তি হয়!

বিশ্বজনীন সে চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী ভগবান্,
মুক্ত মানবের রূপে তাঁরই শেষ অধিষ্ঠান!

দেব-মানব—বুদ্ধ-মানব, রূপে পূর্ণ মানবে আর,
যত দিন না অভিব্যক্তি তত দিনই এ সংসার!!

পঞ্চভূত-শক্তি-সনে বৃদ্ধি-প্রাপ্তে নরদেহ,
বাস জন্য আবশ্যক তখন হইতে গেহ,—

পরশুর আবিষ্কর্ত্তা জন্মে ছিলা ভৃগুরাম,
কাটিয়া জঙ্গল বন স্থাপিতে নগর গ্রাম। [১]

---

১ মানুষের জন্ম হওয়ার পর হইতেই তাহাদের এখনকার মত বুদ্ধিবৃত্তি

মানুষ সহস্র-বাহু কখন সম্ভব নয়,
অর্জ্জুন সহস্র-শাখ বৃক্ষ কার্ত্তবীর্য্য হয়।[১]

ক্ষেত্রে জন্ম ব'লে তার দিলা ঋষি ক্ষাত্র খ্যাতি,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সৃষ্টি হয় নি তখনো জাতি।

শিশু-বৃদ্ধ-যুবা যদি নির্ব্বিশেষে হত হয়,
দুই তিন বার পরে কেমনে ক্ষত্রিয় রয়।

একবিংশ বার তাতে এইরূপে হত হ'লে,
অসংখ্য ক্ষত্রিয় বাঁচে এ ভারতে কোন্ ছলে॥

চন্দ্র-সূর্য্য-বংশধর বহু ক্ষাত্র রাজগণ,
ভৃগুরাম-কালে ছিল হ'তে জাতি-সংগঠন।

এ ক্ষত্রিয় কারা তবে? ভাবিবার সে বিষয়;
ক্ষেত্রে জাত বৃক্ষ ছাড়া এ ক্ষাত্র ক্ষত্রিয় নয়॥

ক্ষেত্রে জাত বৃক্ষ ক্ষাত্র প্রকৃতি প্রত্যয় হ'তে,
ক্ষেত্রপতি ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ঋষির মতে।[২]

জন্মে নাই। তাহাদের বুদ্ধি বানরের বুদ্ধি অপেক্ষা বেশী ছিল না। গাছের ফলমূল অথবা পাতালতা খাইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিত। মড়া জন্তুর কাঁচা মাংস খাইত, উলঙ্গ অবস্থায় বনে জঙ্গলে পশুর মত বেড়াইত। মানুষ জাতি এ অবস্থায় যে কতকাল পৃথিবীতে বাস করিয়াছে তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ একলক্ষ বা দেড়লক্ষ বৎসর এইভাবে কাটিয়াছিল। মানব জাতির সৃষ্টি তিনলক্ষ বৎসর হইলে, তবে এ হিসাবে, অপরাপর জন্তু অপেক্ষা তাহাদের সৃষ্টি অনেক পরে হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। —গ্রন্থকার।

১ একটি মানুষের সহস্রখানা হস্ত থাকা অসম্ভব। বৃক্ষেরই সহস্র বাহু বা শাখা থাকা সম্ভবপর। বৃক্ষটি অর্জ্জুন বৃক্ষ, উহার নাম কার্ত্তবীর্য্য। ক্ষেত্রে জাত বলিয়া তাহাকে ক্ষাত্র বা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া সহস্রবাহু বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

২ যখন ভৃগুরাম বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন সে সময় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি জাতি সংগঠিত হয় নাই। সভ্যতা বিস্তারের

প্রকৃতির সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ঋষির প্রত্যক্ষ হ'তে,
শব্দব্রহ্মে রচি নাম শুনাইলা এ জগতে। [১]

আশ্রয় ছিল না কারো ছিল তরু তলে বাস
অর্জ্জুনের শাখা ভেঙ্গে জমদগ্নি হ'ল নাশ।

পত্নীও আঘাত পেয়ে শরীরের বহু স্থানে,
দেখা যায় মরেছিল কার্ত্তবীর্য্যে বাধা দানে। [২]

কুণ্ড-উৎসর্গিত তার হোমধেনু সে সময়,
অর্জ্জুনের একাঘাতে একত্রে পঞ্চত্ব পায়।

পিতৃ মাতৃ অপমৃত্যু আঘাত বাজিতে প্রাণে
প্রতিকারে যে দৃঢ়তা শ্রেষ্ঠ মানবেতে আনে।

এখানেও রাম মাথে এনেছিল সে মরণ,
বিষম ব্যথার চিন্তা মুক্তি-পথ উদ্ধারণ। [৩]

সঙ্গে সঙ্গে গুণ-কর্ম্ম বিভাগানুসারে পরে এই চারি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ও কলিযুগের প্রথমভাগে, উহাই আবার ব্যবসাগত জাতিতে পরিণত হইয়া, অসংখ্য জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। —গ্রন্থকার।

১ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে, অপরের দর্শনে বা কথায় প্রত্যয় জন্মিতে পারে না। ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাই প্রকৃতিতে প্রত্যয় জুড়িয়া, শব্দব্রহ্মে পরব্রহ্মের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা। —গ্রন্থকার।

২ জমদগ্নি, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে হোমধেনু প্রদান না করায় কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নিকে বিনাশ করিয়া ও তাঁহার পত্নী রেণুকাকে একবিংশতি আঘাতে মৃতবৎ ফেলিয়া রাখিয়া হোমধেনু লইয়া যান। রাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার প্রতি অর্জ্জুনের নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্যের জন্য মাতার একবিংশতি আঘাতের প্রতিশোধার্থ একবিংশতিবার ধরা নিঃক্ষত্রিয় করার প্রতিজ্ঞা করেন। —পুরাণের কথা।

৩ Necessity is the mother of invention.

কুঠারের সৃষ্টি করি একে একে বার বার,
কেটে মহীরুহ তাই করিয়া ক্ষাত্র সংহার,—

স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি আশ্রয় প্রদানি সবে,
কুঠারের সহ পূজা তাই পেতেছেন ভবে।

কর্ত্তন করিতে বৃক্ষ পুনঃ তার মূল হ'তে
আবার জন্মিল বৃক্ষ নাহি মরে কোন মতে।

এইরূপে বহু বার ছেদিতে সে বৃক্ষগণ,
বেঁচে উঠে পুনরায় ক'রে রাম নিরীক্ষণ,—

উৎপাটিত মূল তার ক'রে শেষ একেবারে,
ক্ষেত্রে জাত ক্ষাত্র ধ্বংস কৈলা একবিংশ বারে।

বহু বৃক্ষ বংশ-নাশ এ ভাবে করিয়া রাম,
লভিলা অক্ষয় কীর্ত্তি "ক্ষাত্র কুলান্তক" নাম।

কুঠারেতে ভূপাতিত ক'রে বৃক্ষ অগণন,
দেখাইলা রাম যেই ধৈর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রম,—

আদি যুগে সে বীরত্ব ভীতির সঞ্চার করি,
সর্ব্ব-সাধারণ-উর্দ্ধে রেখেছিল তাঁরে ধরি।

রোদ-বৃষ্টি-ঝটিকায় উন্মুক্ত আকাশ তলে,
প্রকৃতির সহ বুঝি আর নাহি থাকা চলে।

ভার্গব এ লক্ষ্য করি বাঁচাইতে নরগণ,
আশ্রম করিলা সৃষ্টি আশ্রয়ের প্রয়োজন।

আশ্রয়-প্রদান-হেতু আশ্রম হইল নাম,
মুনি-ঋষি-তাপসের পূত ব্রহ্মানন্দ-ধাম।[১]

---

১ আদিতে নরগণ রোদ বৃষ্টি ঝড় বাতাসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যাহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহাই পরে কুটীরে পরিণত হইয়া, মুনিঋষিদের আশ্রম হইয়াছিল। —গ্রন্থকার।

উন্মুক্ত আকাশ তলে প্রাণবায়ু বহির্গত
না হ'লে মৃতের আত্মা প্রেতত্বেতে পরিণত—

হয় বলি রহিয়াছে লোকে যেই সংস্কার,
আদি কাল হ'তে চ'লে আসিয়াছে সে আচার।

গৃহ নাহি ছিল কারো থাকিত আকাশ তলে,
আবদ্ধ স্থানেতে মৃত্যু তাই দোষাবহ বলে।

পরশুরামের হাতে লাগাইয়া যে কুঠার,
দিলা ঋষি বিশ্বে যেই মাতৃহত্যা সমাচার।

সে কুঠার—সে কুঠারী, কার্য্যকলাপ তার,
সে সমাজে না পেলেও সপ্রশংস অধিকার।

অবতার বলি মান কেন ঋষি দিলা তায়,
সে সমাজ কেনই বা পূজে তাবে পুনরায়?

উপাখ্যান ভাগের এ রহস্যের মধ্য দিয়া
জিজ্ঞাসু ভাবিলে পরে চিত্তবৃত্তি নিরোধিয়া।

মিলিবে তাহার তায় যে রস আনন্দ জ্ঞান,
তাহাতেই হ'য়ে যাবে এ প্রশ্নের সমাধান।

অধিকারী না হলেও ক্ষতি কি হইবে তায়?
যে রস আনন্দ পাবে কালে হবে জ্ঞানোদয়!

তাই, বিষয়বস্তুর করি ঘোর প্যাঁচ এই মত,
তত্ত্ব উদ্ঘাটনে ঋষি মানুষে করিতে রত,—

এ অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাঠের সুযোগ দিয়া
সুকৌশলে রাখিলেন মুক্তি পথ বিরচিয়া!

আছিল যে জলকষ্ট তাহা রাম ঘুচাইতে
পার্ব্বত্য ঝরণা নিয়া মিলাইলা সাগরেতে।[১]

---

১ পর্ব্বত হইতে বহির্গত একটি আবদ্ধ সরিৎ বা ঝরণা পাহাড় কাটিয়া

শীতের প্রকোপ হ'তে পেতে সবে সুনিস্তার
অনল জ্বালায়ে রাখা হ'য়েছিল দরকার।

অগ্নি ধ'রে জমা ক'রে রাখিতে জ্বালিয়া অগ্নি,
তাই রাম পিতা নাম পেয়েছিলা জমদগ্নি।[১]

সে অনলকুণ্ড হ'তে নিয়ে অগ্নি সাধারণ
শীতের প্রকোপ আগে করেছিল নিবারণ।

খাদ্য পোড়ায়ে খেতে, কিম্বা পাক ক'রে নিতে,
প্রয়োজনীয়তা তার এসেছিল ক্রমে চিতে।

তাই, অনায়াসসাধ্য প্রাপ্য অনল করিয়া নিতে
'সাগ্নিক' প্রথার সৃষ্টি হ'য়েছিল সে কালেতে।[২]

হোমকুণ্ডে পরিণত উহাই হইল পরে,
সাগ্নিক হইল তারা রাখিল যে অগ্নি ধ'রে।

সে সাগ্নিক হোমকর্ত্তা জমদগ্নি আদি হয়,
হোমের তিলক সাক্ষী দিতে সেই পরিচয়।

পথ করিয়া প্রবহমাণ করায় ঐ সরিৎ নদীতে পরিণত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ নামে পরিচিত হইয়াছে। যে স্থান খনিত হইয়াছিল, তাহার নাম এখনও লোকে পরশুরাম খাত বা খাদ নামে নির্দ্দেশ করিতেছে।

১ আদিমযুগে যখন কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্নি জ্বালিবার প্রথা আবিষ্কার হয় নাই, শীতের প্রবল প্রকোপ হইতে বাঁচিবার জন্য তখন আগুন জ্বালিয়া রাখার দরকার হইয়াছিল। ভৃগুরামের পিতা সর্ব্বপ্রথমে কাষ্ঠে অগ্নি ধরিয়া চিরতরে উহা প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং এই জন্যই তাঁহার নাম 'জমদগ্নি' বলিয়া সর্ব্বলোকে প্রচারিত হইয়াছিল মনে হয়। —গ্রন্থকার।

বমদ্-রুধির এই পদের ন্যায় জমদগ্নি পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।

২ শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে অনল কাষ্ঠে ধরিয়া প্রজ্জ্বলিত রাখা হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণ মধ্যে অগ্নির অভাব দূর করিতে না পারায়, তখনকার বিজ্ঞ সমাজ উহা ধর্ম্ম-সম্মত উপায়ে প্রচারের জন্য সাগ্নিক প্রথার প্রবর্ত্তন করেন এবং এ উপায়ে বহু গৃহে চিরতরে অগ্নি জ্বালিয়া রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এরূপ সমীচীন প্রথা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা সর্ব্বকালদর্শী ঋষি। —গ্রন্থকার।

এইরূপে যজ্ঞ হোম সমাজেতে প্রচলন
হয়েছিল ধীরে ধীরে যখন যা প্রয়োজন।

তাই শাস্ত্রে বহু যজ্ঞ ব্যবস্থা দেখিতে পাই,
সমাজের কল্যাণার্থ যাহার তুলনা নাই। [১]

ধরিত্রীর বুকে জন্মি কোলে শুয়ে ধরিত্রীর
জানিতা সন্তান তারা মাতৃরূপা পৃথিবীর॥

আশ্রম প্রস্তুত জন্য সে মাটি কাটিতে তাই,
মাতৃহত্যা করে রাম পাপী তার মত নাই,—

ব'লে অপবাদ যাহা দিতেছিল সাধারণ,
জল-কষ্ট নিবারণে হইল তা প্রক্ষালন।

একে একে জমদগ্নি তিন পুত্রে দিলা ভার
কিন্তু, কেহ না সম্মত হ'ল কাটিতে মায়েরে তার।

---

১ এই সকল অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি নিয়া লোকে আবশ্যক কাজ নির্ব্বাহ করিত, পরে উহা হোমকুণ্ডে পরিণত হইয়া সাগ্নিক প্রথার সৃষ্টি করতঃ সুচারুরূপে অগ্নির অভাব দূরীভূত করিয়াছিল। অগ্নির একান্ত প্রয়োজনীয়তা হেতু তৎপ্রতি ভক্তি ও তাহার আদর সমাজে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য তদ্দ্বারা সাধিত কার্য্যাদি যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। তাই রন্ধনকার্য্যকেও যজ্ঞ বলা হয় এবং শবদাহও মহাযজ্ঞ। শাস্ত্রে যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ায় সমাজের বহু সৎকার্য্য যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে দেখা যায়।

—গ্রন্থকার।

অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ গীতা ৪র্থ অঃ ২৮শ শ্লোক।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি। —শ্রুতি।

পরে রাম ক'রে নিয়ে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য,
সম্পন্ন করিয়াছিলা রেণুকার বধকার্য্য ! [১]

প্রিয়পুত্র কার্য্যে পিতা তুষ্ট হ'য়ে দেখা যায়,
রেণুকার প্রাণদান করেছিলা পুনরায় !

রেণুকার এই মৃত্যু ও তাহার প্রাণদান,
মাটিকাটা জ্ঞান অজ্ঞান বিরোধের সমাধান !

প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ক্ষাত্র কার্ত্তবীর্য্য করে
বিষম আঘাত পেয়ে তাহাতে রেণুকা মরে।

তবে, মরিয়া রেণুকা মাতা বাঁচে এ যে পুনর্ব্বার,
মাটিকাটা—মাতৃহত্যা ভিন্ন কি তা হবে আর ?

ভৃগুরাম জননীর হইতে রেণুকা নাম,
প্রকার অন্তরে ঋষি সারিলা বিজ্ঞপ্তি কাম।

১ সে আদিমযুগে ভৃগুরামের পিতা জমদগ্নি অনেক কাজের প্রবর্ত্তক ছিলেন। পুত্রদের মধ্যে একমাত্র রামই তাঁহার আরব্ধ ও সংকল্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং নিজেও সে অসভ্য, অশিক্ষিত সমাজকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে বিস্তর বাধা এবং এমন কি, মাতৃহত্যার অপরাধ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন বাধাবিঘ্নই তাঁহাকে তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া জনসাধারণের জন্য আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিয়া ও জলকষ্ট নিবারণ করিয়া শেষে সমাজে সর্ব্বসাধারণের নিকট অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন।

ভৃগুরামের অগ্রজ অপর তিন ভ্রাতা মাটিও মাতা এ সংস্কারের বশবর্ত্তী থাকায় তাহারা মাটি খনন করিয়া মাতৃহত্যা পাপের ভয়ে আশ্রম প্রস্তুত কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ রাম "পরলোকগত পিতার আত্মা তাহাকে মাটি মাতাকে কাটিয়া লোকহিতার্থ আশ্রম প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন" মাটি কাটার এ কৈফিয়ৎ দিয়া মাটি খনন করিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বৃক্ষের নীচে বাস করা আর নিরাপদ নহে। পিতার অপমৃত্যু তাঁহাকে লোকের জন্য আশ্রম প্রস্তুত কার্য্যে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

রেণু মৃত্তিকার কণা, খনন করিতে তায়,
হত্যা করায়ে তারে দিলা মাতৃহত্যা দায়। [১]

মানবী মায়েরে হত্যা করিলে, পরশুরাম,
অবতার বলে পূজা পাওয়ার কি হত কাম ?

সংকল্প-সংজাত ভৃগু ধরা বক্ষে পা ফেলিতে
সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু বক্ষে পদ দিলা বুঝাইতে,—

তাই, ভৃগু পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষে ধরে, নারায়ণ,
আদি মানবেরে ঋষি দিয়া শ্রেষ্ঠ এ আসন,—[২]

---

১ এই মাটি কাটা মাতৃহত্যার দ্বারা মৃত্তিকার কণাও রেণু বিধায় পরশুরামের মাতা রেণুকাকে হত্যা করাইয়া তখনকার সমাজের শিক্ষা, আচার, ব্যবহার ও অন্ধ সংস্কারের একটা হুবহু চিত্র ঋষি লোকসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। শিক্ষা ও সভ্যতার পথ প্রদর্শন করিতে ভৃগুরামের যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্যই যে ঋষি তখনকার সমাজের চিত্র এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়া পরশুরামের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিতে এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ঘটনার প্রতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ মাতৃ-হত্যা অপবাদ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

২ মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।

গীতা ১০ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, তাহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি মহর্ষি চতুষ্টয়, স্বায়ম্ভূবাদি চতুর্দ্দশ মনু—ইহারা সকলেই আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রভাব বিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জগতে পরিবর্দ্ধনশীল এই সমুদয় ব্রাহ্মণাদি তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিরূপে অথবা শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুবক্ষে যে চেতন অচেতন সকলেই স্থানলাভ করে তাহা —"কদলী-তরু-সংস্থাসি বিষ্ণু-বক্ষঃ-স্থলাশ্রিতে" এ মন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার এই চারিজন ভৃগুর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও ভৃগুর ব্রহ্মাত্মবোধ জন্মায় অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এ অভিন্ন জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পদাঘাতই বিষ্ণুবক্ষে অঙ্কিত করিয়া বিষ্ণু ও ভৃগুর অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

—গ্রন্থকার।

জ্ঞানের পরখ করি দিতে মুক্তি-অধিকার,
দিলা এ ধাঁধার মাঝে বৈকুণ্ঠের সমাচার। [১]

আদি মানবের জন্ম ধরা পৃষ্ঠে পদার্পণ,
এইরূপ বর্ণনার কিবা ছিল প্রয়োজন?

"যত্র জীব তত্র শিব" শিবই জীব বুঝাইতে,
চিন্তার ভিতর দিয়া জ্ঞানের চেতনা দিতে। [২]

গুহ্যাদপি গুহ্য করি মুক্তিদান দিতে নরে,
ধর্ম্মতত্ত্বে জটিলতা ঋষিরা রাখিলা ভ'রে।

তাই, বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত, রামের এ মাতৃহত্যা,
ক্ষত্রিয় নিধন কার্য্য, চেতনার্থে গুহ্যবার্ত্তা !!

সংস্কার বিরুদ্ধ কাজে বাদী হ'তে সাধারণ,
বুঝাইলা তাহাদেরে মাটিকাটা প্রয়োজন,—

আশ্রয় কাহারো নাই করি তরুতলে বাস,
মরণ আশঙ্কা ল'য়ে রহিয়াছি বারমাস।

পিতৃআত্মা তৃপ্তি-তরে পাইয়াছি অনুমতি,
মায়েরে কাটিনু তাই করিতে লোকের গতি।

---

১ কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রত-পরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন। —মোহমুদ্গর।

২ অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ গীতা—৪র্থ অঃ ৩৬শ শ্লোক।
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীতা—৪র্থ অঃ ৩৭শ শ্লোক।

ভৃগু বংশের আদিপুরুষের ব্রহ্মাত্মবোধ জন্মিয়াছিল। সেই বংশাবতংস জমদগ্নি ও তৎপুত্র রাম উপযুক্ত বংশধর বিধায় তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপও ঋষিগণ লোকের মনে চিরজাগরূক রাখার জন্য এরূপ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন যদ্দ্বারা জ্ঞানীর মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হইবে এবং অজ্ঞান তাহা আলোচনা ও ধারণার দ্বারা সে পথে অগ্রসর হইবার সন্ধান পাইবে। —গ্রন্থকার।

কিন্তু, তাঁর সে নির্দ্দেশে তুষ্টিলাভ না করিয়া
মাতৃহত্যা পাপে তাঁরে রাখে সবে ডুবাইয়া ॥

হোক না কুপ্রথা কিছু কদাচার অতিশয়,
না থাক তাহাতে শান্তি উন্নতির পরিচয়।

যে প্রথা—যে দেশাচার রহিয়াছে বহমান,
পরিবর্ত্তনেতে তার করে লোকে বাধাদান।[১]

মহামহীরুহ তলে লোকের আশ্রয় ছিল,
কর্ত্তনে সে বৃক্ষগণ সকলেই বাধা দিল।

বৃক্ষের নির্য্যাস কস রক্ত মনে ক'রে তার,
যে ক্ষোভ—যে ত্রাস উঠে, ঋষি দিলা সমাচার।

আদিযুগ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-সংস্কার-ধর্ম্ম,
সমাজ-সভ্যতা আর, তাহাদের কত কর্ম্ম,—

পুরাণ আখ্যানে ঋষি বর্ণিলা যে সমুদয়,
অজ্ঞান তিমির হৃদে তাহার না স্থান হয়।

না হইলে গুরু-কৃপা, না থাকিলে স্বাধ্যায়,
না জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞান, সে ধন না পাওয়া যায়।

পরশুরামের হাতে কুঠার না লেগে ছিল,
লাগে মাটি-মাতৃহত্যা—অপবাদ যা লোকে দিল।[২]

---

১ মনে রাখিতে হইবে এ অবস্থা আদিম সমাজের ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ের,: যখন জ্ঞানের সামান্য আলোক কোথাও বিকীর্ণ হয় নাই। কিন্তু জগদ্বাসী সভ্যতার চরম সীমায় পঁহুছিয়াও সমাজ প্রচলিত প্রবহমাণ অনুষ্ঠানাদি তুলিয়া দিতে গেলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর বাধাদান করে।

—গ্রন্থকার।

স্বাধ্যায়—বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ।

২ হাতে কুঠার লাগিয়া থাকা বিংশ শতাব্দীর দিনে গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া মনে হইবে। তখনকার সমাজের অবস্থা যে কিরূপ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ছিল তাহাই ঋষি বর্ণনা করিতেছেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে মাটির বুকে তাহারা

আশ্রমে থাকিয়া সবে ঝড় জলে পেয়ে ত্রাণ,
বুঝেছিলা উপকার কি করিলা পরশুরাম।

পুনঃ ব্রহ্মপুত্র জলে জলকষ্ট নিবারিতে
কুঠার—কুঠারি-পাপ রহিল না কারো চিতে।

পরিবর্ত্তে, সে হইতে ব্রহ্মপুত্র তীর্থস্থান,
বিযুক্ত পরশুরামে যুক্ত করি করে ধ্যান।

পরশুর আবিষ্কারে রাম সে পরশুরাম,
ক্ষাত্রহীন ধরা একবিংশবারে পূর্ণকাম। [১]

ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ; যাহার কোলে লালিত পালিত হইতেছে ; যাহার ফল জল খাইয়া জীবনধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে এবং যাহার কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তাহার বুকেই চির শায়িত রহিবে সে সর্ব্বকল্যাণকারিণী মাটি তাহাদের মাতা। রাম বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়হীন করিল এক্ষণ আবার পরম মঙ্গল বিধায়িনী সকল সময়ের আশ্রয় প্রদায়িনী মাটি মাতাকে কাটিল, কাহারো নিষেধও শুনিল না ও মানিল না, এমন মমতাহীন সমাজদ্রোহী রামকে মাতৃহত্যার পাপের জন্য সকলে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিল। কিন্তু কিছুদিন পরে আশ্রমে আশ্রয় পাইয়া ধীরে ধীরে রামের উপর যে ভীষণ বিদ্বেষ ছিল তাহা কমিয়া আসিতেছিল, ঠিক এমন সময়েই আবার রাম একটা ঝরণা বা সরিৎকে পাহাড় কাটিয়া প্রবহমাণ করিয়া দিয়া সকলের জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা করায় রামের মহৎ কার্য্য সকল লোকের পূর্ব্ব বিদ্বেষভাব দূর করিতে সমর্থ হইল এবং জনগণদ্বারা যে অপরাধ স্বরূপ অপবাদ-কুঠার রামের হাতে লাগাইয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল সে অপবাদরূপ কুঠার জলকষ্ট-নিবারক জলে স্খলিত হইল। অর্থাৎ সে-অপরাধকৃত অপবাদ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল। রাম কুঠার দ্বারা মাটি খননকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন বুঝা যায়। —গ্রন্থকার।

১ রাম মহামহীরুহ সকল কর্ত্তন করিয়া তাহা একেবারে ধ্বংস করিতে না পারিয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করতঃ গ্রাম, জনপদ, নগর প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে পারায় তাঁহার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল।

—গ্রন্থকার।

অবতার বলি তারে তাই পূজি নরগণ,
কুঠারের সহ করে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন।

জননী করিলে হত্যা হাতে দিয়া সে কুঠার,
করিত কি কেহ পূজা তারে বলি অবতার ?

ত্রেতার সে আদি বীর, সভ্যতা পত্তনকারী,
লোকহিত-ব্রত নিয়া হইলা কুঠারধারী।

ক্ষত্রিয় নিধনকার্য্য কভু না সম্ভবে তায়,
ক্ষত্রিয় তাহার কালে বহু ছিল দেখা যায়। [১]

উন্নতি আরম্ভ হ'ল পৃথিবীর এইখানে,
মোহিত করিল সবে দশদিক্ সাম গানে।

ধর্ম্মপ্রিয় লোক যারা শান্তিপ্রিয় অনুক্ষণ
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে তারা সবে দিলা মন।

বলশালী লোক যারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করি,
লইল শাসনদণ্ড, সমস্ত জীবের 'পরি।

দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য কাজে,
রত হল এক দল আদিকালে সে সমাজে। [২]

---

১ ভৃগুরামের সময় চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষে বাস করিতে থাকার বিষয় পুরাণে দৃষ্ট হয়। অযোধ্যা ও হস্তিনা প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিতেন দেখা যায়। ভৃগুরামের সহিত যুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয় বীর বা রাজা নিহত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আক্রোশ বশতঃ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তিনি কোন ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়াছেন দেখা যায় না। মহাবীর কর্ণকে ক্ষত্রিয় জানিতে পারিয়াও তিনি তাঁহার মিথ্যা ভাষণ জন্য তাঁহাকে বধ করেন নাই।

ভীষ্মের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বেও তিনি কাশীরাজ কন্যা অম্বাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ভীষ্মকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভীষ্ম সে অনুরোধ রক্ষা না করায় পরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

২ আদিকালে সমাজ-পত্তন-সময়ে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। দ্রব্য বিনিময়ের দ্বারা লোকের অভাব দূর হইত। বিনিময়ের জন্য লোকের বহু স্থান ঘুরিয়া তবে

দুর্ব্বল অজ্ঞান লোক সেবাকার্য্যে হ'ল রত,
এরূপে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'ল ধরা প্রথমত।

চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি হ'ল এইরূপে বুঝা যায়,
জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত ফল মূল মৃগয়ায়। [১]

হইল রন্ধন-প্রথা তখন যে আবিষ্কার,
ফল-মূলাহারী বহু, সে কালের সমাচার।

আশ্রমে থাকিয়া সবে অভাব বোধেতে তার,
উন্নতিতে মন দিয়া পাতাইলা এ সংসার।

ক্রমে ক্রমে এল পরে জাতকর্ম্ম-চূড়া-বিয়া
উপনয়ন-শ্রাদ্ধ-অশৌচ নানা ব্যাপার মধ্য দিয়া।

মানুষ মরণশীল কেহ না অমর হয়,
জন্মিলে মরণ আছে কভু না অন্যথা হয়।

তাহার আবশ্যক বস্তু মিলিত। সমাজের এ অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রথমে কড়ির প্রচলন হইয়াছিল। তাই পাপ কার্য্যাদির প্রায়শ্চিত্তে কড়ির ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। কড়ির দ্বারা গণ্ডা, কাহন ও পণ প্রভৃতি গণনা কার্য্য হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই, পাঁচ গণ্ডায় এক পয়সার মান এখনও চলিতেছে। খনিজ-সম্পত্তি-আবিষ্কারের পর তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। —গ্রন্থকার।

১ মুনি, ঋষি, যোগী ও তাপসদিগের মধ্যে অনেকেই ফলমূল আহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। অগ্নি রক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ জনমানব কাঁচা মাংসও খাইত। অগ্নি রক্ষিত হওয়ার অনেককাল পরে পাক-প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে সমাজে পক্ক দ্রব্য ভক্ষণের প্রসারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এ সময়ও অনেকে আমমাংস বা অসিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছিল। সমাজে উহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিত। এইভাবে লোকের ভালমন্দ কার্য্যের বা আহারাদির দ্বারা দেবতা ও রাক্ষস মানব ও দানব বলিয়া সভ্য ও অসভ্যদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। রাক্ষস ও অসুর মানুষ ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতি ও আহারাদির দ্বারা বিভেদ হইয়াছে মাত্র। —গ্রন্থকার।

মানুষ ভার্গবরাম অমর না হ'তে পারে,
তথাপি অমর ব'লে কেন লোকে জানে তারে।

দেহনাশ সঙ্গে মৃত্যু তারই সংসাধিত হয়,
জনহিতকর কার্য্যে যে করেনি দেহক্ষয়!

অসাধ্য সাধন রাম অসভ্য সমাজ তরে
করিলা যে সব কাজ কার সাধ্য তাহা করে!

অমর হইয়া তিনি জীবিত আজিও তাই,
মৃত্যু তাঁর ঘটাইতে কালের ক্ষমতা নাই!

তাই তিনি অবতার, তিনি তাই লোক-পূজ্য,
অমর রবেন তিনি যাবৎ এ চন্দ্র-সূর্য্য!!

ত্রেতা—রামচন্দ্র যুগ

সঞ্চিত দুঃখে যে পুণ্য সুখ-কালে তার ক্ষয়,
সুখ-দুঃখ-সমজ্ঞানে অকল্যাণ কিছু নয়।

তাই, অতৃপ্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষা-অনল নির্ব্বাণ তরে
ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষা ভারতের ঘরে ঘরে।

চরম-সভ্যতা লাভে উৎকৃষ্ট আদর্শ চাই,
সে আদর্শ—রাজ-আদর্শ হইলে তুলনা নাই।

তাতে তাঁর কীর্ত্তি কথা তাঁর দয়া—তাঁর স্নেহ
তাঁর ক্ষমা—তাঁর ত্যাগ ছাড়াতে না পারি কেহ—

সে প্রভাবে মুগ্ধ হ'য়ে প্রজাগণ ধরা দেয়,
আপনিই আপনাকে সে আদর্শে গড়ে নেয়। [১]

তাই যেই ভাবধারা দর্শন-পুরাণে পাই,
তাহার তুলনা দিতে এ বিশ্বে দ্বিতীয় নাই।

সর্ব্বদিকে সে সভ্যতা উন্নতি করিয়া লাভ,
দিয়েছিল এই বিশ্বে যেই নব নব ভাব।

লইয়া সে ভাবধারা মিশর-গিরিস-রোম
পারস্য-সিরিয়া জাগে কাঁপায়ে সাগর ব্যোম।

এ সভ্য জগতে আজি পরিশোধে সেই ধার,
দিয়ে এই বিশ্বে তার নব নব আবিষ্কার॥

১ যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ —গীতা ৩য় অঃ ২১শ শ্লোক।
রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, প্রজাপালন ও সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন ভারতে পূর্ণ সভ্যতা আনয়ন করায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ বলিয়া, তাঁহাকে পূর্ণ অবতার বলা হয়। —গ্রন্থকার।

পূর্ণরূপে রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মবীর
নিবারিলা অত্যাচার রাবণের কাটি শির।

পরশুরামের বীর্য্য, পরশুর পরাক্রম,
দাশরথি রাম করে বাণে খর্ব্ব সে বিক্রম।

রাজ্যের শাসন-বিধি, প্রজার পালন আর,
পত্নী-ত্যাগে দেখাইলা, শিক্ষা দিলা চমৎকার।

দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প বাণিজ্যাদি উন্নতি
করিলেন দেশ ভরি জ্ঞানবীর দাশরথি।

ধনুর্বাণে যুদ্ধবিদ্যা কুঠারাদি-পরিবর্ত্তে
প্রচারি ধানুকী রাম পূজা পান স্বর্গে মর্ত্ত্যে।

সত্য-প্রিয়—পিতৃ-সত্য অবনত শিরে ধরি
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে রহিলেন রাজ্য ছাড়ি।

সীতার হরণে যিনি গোদাবরী কূলে কূলে
কেঁদে কেঁদে তরুতৃণে সীতাবার্ত্তা গেলা বুলে। [১]

১ সত্যভাষণ ও সত্যপালন দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করে এবং উহার অপলাপে মানব দানবে পরিণত হয়। সত্যভাষণ দ্বারা বাক্‌সিদ্ধ ঋষিগণ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন। সত্য পালন করিতে ভারতের আর্য্যগণ অতি কঠোর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীরামচন্দ্র নিজে সত্যপাশে আবদ্ধ না হইয়াও, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ পিতা দশরথকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিতে রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। সত্যবাদী রাজা যুধিষ্ঠির সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ ও পত্নীসহ বনগমন করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে ক্ষমতাশালী বীর পুরুষ; যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে পরাস্ত করতঃ রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেন। অধুনাতন সভ্য জগদ্বাসীর ন্যায় সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহা অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করতঃ ধরা রক্তস্রোতে প্লাবিত করেন নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। —গ্রন্থকার।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় সেই কুসুম-কোমল হৃদি
কেটে দিলা অর্দ্ধ অঙ্গ,—সীতা-নির্ব্বাসন-বিধি। [১]

লক্ষ্মণের শক্তি শেলে, লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে আর,
ভ্রাতৃ-স্নেহ-কর্ত্তব্যের যে কোমল বজ্রাচার—

দেখাইয়াছিলা যাহা ত্রেতাযুগে এই ভবে,
মহামানব বলি তায় আজো পদে নমে সবে।

ভিন্ন দেহ হইলেও সীতা ও রামের এক,
অর্দ্ধঅঙ্গ দুজনের মিলে পূর্ণে অভিষেক। [২]

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, সীতা রাবণ আয়ত্তে থাকি,
রক্ষা করেছেন ইহা রামের জানিতে বাকি—

ছিল না, তবুও তিনি উদ্ধার করেই সীতা,
অগ্নি পরীক্ষায় দিয়া প্রমাণিতে নির্দ্দোষিতা,—

লঙ্কায় করিয়াছিলা যে কঠোর অভিনয়,
তাতেও হ'ল না পরে কিছুমাত্র ফলোদয়! [৩]

১ ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরাস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচাত্বচম্।
—যজুর্বেদ।

২ ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥ —ঋগ্বেদ।

৩ সীতা যে সতীসাধ্বী পতিব্রতা এবং তিনি যে রাবণের আয়ত্তে থাকিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহা রাম ভালরূপেই জানিতেন। তবু লোকে পাছে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করে ও তাহার অনুকরণ করিয়া প্রজাগণ বিপথগামী হয় এই আশঙ্কায় তিনি সীতাকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কাতেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীতার অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাই বিবেকবিরুদ্ধ এ অগ্নি পরীক্ষাকে কঠোর অভিনয় বলা হইয়াছে। যে যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নহে, তাহা প্রকাশ করাই অভিনয়। —গ্রন্থকার।

অযোধ্যায় এসে ধীরে উঠিল লোকের মনে
সতী-ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা সীতা রাবণের প্রলোভনে।

এ ধারণা সংক্রামিতে উপায় বিহীন রাম,
রাজধর্ম্ম-রক্ষা তরে কেটে দিলা অর্দ্ধ বাম।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করে যাহা অন্যেও তাহাই করে,
তাঁহার প্রামাণ্য যাহা তাহাই অপরে ধরে। [১]

ভ্রষ্টা রাণী ল'য়ে রাজা করিছেন গৃহবাস,
তবে ভ্রষ্টা দুষ্য নহে, জেনে হবে সর্ব্বনাশ!

বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি এভাবে করিলে আমি,
প্রজাদের সর্ব্বনাশ হবে রাজ্য অধোগামী। [২]

তাই সীতা বনে দিয়া রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ রাজা,
আছিল শান্তিতে সুখে রামের রাজত্বে প্রজা।

রাম-সীতা—সীতারাম একে ছাড়া অন্যে নয়,
অভিন্ন একত্বে তাঁরা পূর্ণত্বের পরিচয়।

সতীধর্ম্ম—অনপূর্ব্বা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥ —মনু

রাজধর্ম্ম—পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন। প্রজাসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন।

অর্দ্ধবাম—স্বামী স্ত্রীতে মিলিত হইয়া মানব পূর্ণাঙ্গ। বাম অর্দ্ধ স্ত্রী, দক্ষিণার্দ্ধ স্বামী। তাই হরগৌরী মিলিয়া অর্দ্ধ নারীশ্বর।

১ যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ —গীতা ৩য় অঃ ২১শ শ্লোক।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
—গীতা ৩য় অঃ ২৩শ শ্লোক।

২ উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
—গীতা ৩য় অঃ ২৪শ শ্লোক।

সীতা বনে দিয়া রাম দার পরিগ্রহ আর,
বশিষ্ঠের ব্যবস্থায় করেন নি পুনর্ব্বার।

অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী পত্নীসহ হতে হয়,
সে কাজ সাধিলা রাম স্বর্ণ-সীতা-প্রতিমায়।

বহু বিবাহের প্রথা থাকিলেও সে কালেতে,
কারো বাক্যে পারে নাই রামচন্দ্রে টলাইতে। [১]

তাই সীতা বনে দিয়া তবু রাম অবতার,
কলঙ্কের বোঝা মাথে দিতেছে না কেহ তার।

পতি-পত্নী সম্বন্ধের এমন প্রতীক আর,
এক রামচন্দ্র ছাড়া এ জগতে মিলা ভার।

অযোধ্যা সরযু তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া ধন্য,
ভারত সে পদ-রজে পবিত্র-কৃতার্থন্মন্য। [২]

বিলাস ভোগের তৃষ্ণা ত্যাগ কর্ত্তব্যের তরে,
এ দৃশ্য বিরল নহে ভারতের ঘরে ঘরে॥

---

১ রামচন্দ্রের পিতা দশরথের প্রধানা তিন রাণী ছাড়া আরও বহু পত্নী থাকার কথা পুরাণে পাওয়া যায়।

২ অযোধ্যানগরী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও তাঁহার গৌরবমণ্ডিত রাজধানী। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণ-বর্জ্জন-অন্তে নিজেও সরযূ নদীতে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণের যেমন বৃন্দাবন ও যমুনা লীলাস্থল বলিয়া ধন্য হইয়া রহিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রেরও তেমনই অযোধ্যা ও নদী সরযু কঠোর কর্ত্তব্য সাধন ক্ষেত্র বলিয়া ভারতে ধন্য হইয়া রহিয়াছে। এই দুই মহামানবের জন্য ভারত পবিত্র এবং জগতে বিখ্যাত। কিন্তু হায়! আজ আমরা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সম্মানিত সেই সর্ব্বকাল সর্ব্বলোক আদর্শ মহাপুরুষদের মহান্ চারিত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা লইয়া তাঁহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আনন্দ অনুভব করি। ইহা অপেক্ষা জাতির অধঃপতন আর কি হইতে পারে॥ —গ্রন্থকার।

কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা রাজ্য সুগ্রীব ও বিভীষণে,
মিত্রতার নিদর্শন নহে শুধু সমর্পণে।

বানর রাক্ষস আখ্যা দিত তারে আর্য্যগণ,
সে অনার্য্য কুলোদ্ভূত সুগ্রীব ও বিভীষণ।

অন্ত্যজ চণ্ডাল জাতি মিত্র সে গুহক রাজ,
আর্য্য অনার্য্য মিলন এ মিত্রতা শ্রেষ্ঠ কাজ।

লোক-সংগ্রহার্থ ভবে এমন মানব প্রীতি
এক রামচন্দ্রে ছাড়া দেখেনি কখনো ক্ষিতি।

শক্তিশেলে মৃতকল্প লক্ষ্মণে লইয়া বুকে
বলেছিলা রাম যাহা প্রকাশ বাল্মীকি মুখে।

স্বর্ণাক্ষরে লেখা সেই বাল্মীকির বীণা রব,—
"দেশে দেশে পত্নী মিলে, দেশে দেশেতে বান্ধব।

দেখিনা এমন দেশ মিলে সহোদর ভ্রাতা"
ভ্রাতৃস্নেহ সুধাদানে রাম জাতি-পরিত্রাতা।[১]

লোক সংগ্রহার্থ—লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করার জন্য।

১ দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ —বাল্মীকি

"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এ কথা ভারতের প্রাচীন যুগের কথা নহে। বিদেশাগত শিক্ষা ও সভ্যতাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের কথা। রামচন্দ্র জগদ্বাসীকে ভ্রাতৃস্নেহ শিক্ষা দিতে ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য দিয়া অম্লান বদনে রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে রাবণের লঙ্কাপুরীতে ফেলিয়া রাখিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন। যে পিতৃসত্য পালনার্থ বনে গিয়াছেন তাহা পর্য্যন্ত তখন তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। লক্ষ্মণ সরযূর জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে, নিজেও সেই সরযূর জলে দেহত্যাগ করিয়া ভারতে ভ্রাতৃস্নেহের যে দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছেন সে ভ্রাতৃবৎসলতা সুধা স্বরূপ হইয়া এখনও তাহার ঘরে ঘরে সহোদরপ্রীতি সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। বিদেশাগত সভ্যতা এখনও তাহাকে একেবারে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারে নাই। —গ্রন্থকার।

লক্ষ্মণ বর্জ্জনে হ'ল শ্লোকাঙ্ক পরিশেষ,
চরিত্র মাহাত্ম্যে রাম জিনিলা সকল দেশ।

শূদ্র তপস্বী, শূদ্রক যুগ-ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘিতে
অকালে ব্রাহ্মণ-পুত্র কাল-গ্রাসে প্রাণ দিতে,—

কাক তালীয়বদ্ভাবে ঘটিতে এ দুটি কার্য্য
লঙ্ঘনে শাস্ত্রীয় বিধি হ'য়েছিল মৃত্যু ধার্য্য।

স্বহস্তেতে রামচন্দ্র কাটিতে মস্তক তার,
আজি হত্যা-দোষে দোষী কিন্তু, তৎকালেতে অবতার। [১]

ইহা দ্বারা এ হত্যার মীমাংসা হইবে ঠিক্,
বিচারের তুলাদণ্ডে তুলে দিয়ে দুই দিক্।

মানবের দেহরাজ্যে শির-বাহু-উরু-পদ
পরিচালনায় তার কেহ নহে কম আস্পদ।

মানব-সমাজ-দেহে সেইরূপ বর্ণ চারি,
তার পরিচালনায় জমাতে সংসারে পারি,—

শির-বাহু-উরু-পদ রূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়,
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ তায়।

---

১ যখন রামচন্দ্র শূদ্রকের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন তাহার বহু শত বৎসর পরে আজি আমরা তাঁহাকে হত্যা-দোষে দোষী সাব্যস্ত করিতেছি। কিন্তু যখন সে-হত্যা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তখন কেহই তাঁহাকে হত্যাকারী বলে নাই,—অবতার মনে করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনাই করিয়াছে। যে কাজই হউক, ভাল মন্দ বিচার ঘটনার সময়ই সকলের মধ্যে আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং তৎসময়ের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনার দ্বারা এ হত্যার বিচার করাই কর্ত্তব্য।

—গ্রন্থকার।

করিতে সমাজ সেবা যার যে শকতি নিয়া
হয়েছিল এ বিভাগ গুণ-কর্ম্ম মধ্য দিয়া। [১]

বাহিরে যদিও তাতে উচ্চ নীচ দেখা যায়,
আন্তর সাম্যেতে কিন্তু ভরা ছিল পূর্ণতায়।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেতে গুরুগৃহে ছাত্রগণ,
পারেনি করিতে কভু গুরু আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন।

রাজপুত্র কি দরিদ্র নিয়মানুবর্ত্তিতার,
চুল ব্যতিক্রম করে সাধ্য নাহি ছিল কার !!

সমাজের নিম্নস্তর সেই বিধি ব্যবস্থায়
উন্নত করিতে ঋষি সেবা কর্ম্ম দিলা তায়।

চিত্তবৃত্তি করিবারে তাহাদের সুসংযত,
ঘৃণ্য নহে সেই সেবা কর্ম্মযোগে অবস্থিত। [২]

তাই, অনার্য্য শূদ্রকে রাখি উর্দ্ধ তিন বর্ণ কাছে
শিক্ষাদানে তাহাদের সেবার ব্যবস্থা আছে।

কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জন্মে জ্ঞান লাভে অধিকার
তিন বর্ণ সঙ্গে শূদ্র কর্ম্ম শিক্ষা পায় তার।

ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম একের অন্য পথে হ'লে গতি,
ভ্রষ্টাচারে না থাকিবে স্বকর্ম্মে কাহারো রতি।

---

১ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ গীতা—৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ঐ ১৬ অঃ ২৩শ শ্লোক।

২ স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত কামাদি ত্যাগ অসম্ভব। এজন্য শ্রীভগবান কহিতেছেন
|স্ত্রোক্ত বিধি পরিত্যাগে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত
|স তত্ত্বজ্ঞান শান্তি ও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তাই রত্নাকর "মরা মরা"
|া রাম নাম পাইয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

উচ্ছৃঙ্খলা সমাজেতে উপস্থিত নাহি হয়,
তার লাগি কর্ম্ম ভাগ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ রয়। [১]

শাস্ত্রের প্রণেতা ঋষি ত্রিকালজ্ঞ—উদাসীন,
শাস্ত্র সংস্থাপক রাজা সমদর্শী—স্বার্থহীন। [২]

সমাজ চলিতে ছিল শাস্ত্র অনুশাসনেতে,
সাধ্য নাহি ছিল কারো চলিবে স্ব-ইচ্ছা মতে।

করিলে অনধিকারী অধিকার ছাড়া কর্ম্ম,
সিদ্ধিলাভ নাহি হবে কলুষিত হবে ধর্ম্ম।

মায়োপাধি বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম হ'তে জন্মে ভূত,
অথবা যে ব্রহ্ম হ'তে কর্ম্মে জীব চেষ্টা যুত—

কারণ স্বরূপ সেই ব্রহ্ম ব্যাপী চরাচর,
স্বকর্ম্মে অর্চ্চিয়া তারে সিদ্ধি লাভ করে নর। [৩]

১ ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ গীতা—১৮শ অঃ ৪১শ শ্লো
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ঐ ৪৫শ শ্লো

২ শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহাদের লেংটী-লোটা ও ক ছাড়া অন্য সম্বল ছিল না বা রাখিতেন না। সুতরাং শাস্ত্র প্রণয়নমধ্যে সমা মঙ্গল ছাড়া কোনরূপ স্বার্থ থাকিতে পারে না। আর যিনি সেই শাস্ত্র সম প্রবর্ত্তন বা চালু করিতেন সে রাজাও বিচার কার্য্য বা শাসন-সংরক্ষণ জন্য প্রজা দিক্ হইতে তাহার মূল্য বা মাশুল আদায় করিতেন না। সুতরাং স্বার্থ-গন্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা শাস্ত্র-প্রণয়নে ও সে শাস্ত্র সমাজে চালিত হওয়ায় সমাজের ক ভিন্ন অকল্যাণের আশঙ্কা কি থাকিতে পারে? —গ্রন্থকা

৩ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ গীতা—১৮শ অঃ ৪৬শ শ্লো

যে মায়োপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের উৎপত্তি অথবা কার্য্য চেষ্টা এবং কারণ রূপ যে ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহ অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে।

শৃঙ্খলা-রক্ষার তরে তাই রামচন্দ্র রাজা,
শূদ্র তপস্বীর মাথা কেটে তার দিলা সাজা।

আর কেহ নাহি করে নিজ হাতে এই জন্য
কাটিতে শূদ্রক মাথা সে কাজ হইল ধন্য। [১]

বর্ণ-চতুষ্টয়-মধ্যে শূদ্রকের এ সাজায়,
উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্র বিধি কেহ না সাহস পায়।

এ বিধি-ব্যবস্থা শুধু নহে এক শূদ্র তরে
দ্বিজেরাও শাস্ত্র বিধি মানিয়া চলিত ডরে! [২]

---

১ তপস্যা নিরত শূদ্র তপস্বী শূদ্রকের হত্যাকার্য্য ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের প্ররোচনায় ম করিয়াছিলেন এ কথা এক্ষণে অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে াহা ঠিক্ নহে। রাম শূদ্রক অন্ত্যজ জাতি বলিয়া তাহাকে হত্যা করেন নাই। ণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে তখনকার সমাজ চলিতেছিল। শূদ্র, শূদ্রক তপস্যা রিতে গিয়া আদি সমাজের সে শৃঙ্খলা নষ্ট করিলে, তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে য়া সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ব্যভিচার অনাচার আসিতে পারে, তাহা রোধ রা রাজধর্ম্ম বিধায়, রামচন্দ্র নিজ হস্তে শূদ্রকের সাজা দিয়া চারি সমাজের ভীতির দ্রেক করিয়াছিলেন। উচ্চ বর্ণ ত্রয়ও এ শাস্ত্র শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য ছিল। ন্ত্যজ জাতি যে তাহার নিকট ঘৃণ্য নহে, তাহা গুহক চণ্ডালকে কোল দেওয়ায় ং রাজা রামচন্দ্র যে বশিষ্ঠের হাতের ক্রিড়নক পুতুলও নহেন, তাহাও অশ্বমেধ জ্ঞের সময় সীতার অভাবে অন্য পত্নী গ্রহণ বশিষ্ঠের উপদেশ ও ব্যবস্থা মতেও তিপালন না করিয়া, সীতার স্বর্ণমূর্ত্তির দ্বারা স্বস্ত্রীকের কার্য্যনির্ব্বাহ করাতে, তাহা মাণিত হইতেছে। —গ্রন্থকার।

২ একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনো দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ॥
তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
শ্রৌতং চাপি তথা স্মার্ত্তং কর্ম্মালম্ব্য বসেৎ দ্বিজঃ।
তদ্‌বিহীনঃ পতত্যেব হ্যালম্বরহিতান্ধবৎ॥ —স্মৃতি

আদি সমাজেতে তাই এরূপ কঠোর বিধি,
এনেছিল এ ভারতে যে অমৃত মহৌষধি,—

তাহে যেই শক্তি বলে গড়েছিল রাষ্ট্র জাতি
আলোকিত এ জগৎ লইয়া তাহার ভাতি !!

প্রজার হিতার্থে যিনি করিলেন পত্নী ত্যাগ,
অন্ত্যজ চণ্ডালে যাঁর অলিঙ্গনে অনুরাগ—

পিতৃসত্য রক্ষা তরে যে পারে যাইতে বনে,
প্রাণাধিক লক্ষ্মণে যে বর্জ্জে অকাতর প্রাণে,—

শূদ্র তপস্বীর সাজা দিতে তাঁরই অধিকার
নিজ হাতে মাথা কেটে তবু তিনি অবতার !!

গাঁথিতে সমাজ ভিত্তি যে বৈশিষ্ট্য ঋষিগণ,
গুণ-কর্ম্ম বিভাগেতে করেছিলা সংস্থাপন।

তারই ফলে সমাজের ব্যষ্টির উন্নতি লাভে,
সমষ্টি গৌরবান্বিত হয়েছিল এই ভাবে।

দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-বিদ্যায়,
কোন জাতি নাহি ছিল সমকক্ষ তুলনায়।

মরিয়াও মরে নাই শতবিপ্লবেও তারা,
অভেদ্য বৈশিষ্ট্য-বর্ম্মে জাতিকে রেখেছে খাড়া! [১]

---

১ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের হাতে সমাজ পরিচালনের কোন ভার অর্পিত হইত না। সর্ব্বদর্শী জ্ঞানীদের বিধি-ব্যবস্থায় সমাজ গঠিত ও পরিচালি[ত] হইত। তাঁহারা মুখে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উচ্চ, নীচ, অর্দ্ধশিক্ষি[ত] অশিক্ষিত গোটা সমাজটাকে তাঁহারা যে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া গড়ি[য়া] তুলিয়াছিলেন তাহা একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই দৃষ্টিগোচর হয়। চূড়[া] উপনয়নাদিতে মস্তক-মুণ্ডন-সময়ে ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষুর দিয়া কিছু চুল ফেলিয়া দেন বৃষোৎসর্গ-সময়ে ষাড়ের কোন্ স্থানে ত্রিশূল ও কোন্ স্থানে চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে তাহাও সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণ ব্রাহ্মণগণই অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন

অন্য পক্ষে বিপ্লবী সে হুন-শক-শিথিয়ান,
সংস্পর্শে আসিয়া মিশে করিয়াছে আত্মদান।

আন্তর সাম্যেতে হ'তে এ বৈশিষ্ট্য বলবান্
পরশ মণিকে ছুঁয়ে কেহ পায় নাই ত্রাণ!!

বালি-বধে যে কলঙ্ক রামচন্দ্রে দেওয়া হয়,
রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহা বড় দূষণীয় নয়।

করমণ্ডল-উপকূল না হ'লে আয়ত্তাধীন,
আর্য্য আক্রমণ হ'তে বিঘ্ন ঘটে কোন্ দিন। [১]

রাজনীতি-বিশারদ এ আশঙ্কা দশানন।
করি মনে, বালি-সনে মৈত্রী ক'রে সংস্থাপন,—

বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজে এনেছিলা নিজদলে,
আর্য্যশক্তি উভয়েতে দিবে বলে রসাতলে।

অনার্য্যের শক্তিবৃদ্ধি, হইলে ভারত জয়,
অনায়াস-সাধ্য হবে, দ্বিধাহীন—সুনিশ্চয়!

এ ধারণা বহু পূর্ব্বে রাবণ করিয়া মনে,
দণ্ডকারণ্যেতে সৈন্য খর ও দূষণাধীনে,—

এইরূপ ভাবে সমাজকে হাতে ধরিয়া শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আর কোনও প্রাচীন দেশেই অবলম্বিত হয় নাই। এই জন্যই ভারত সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিতে পারিয়াছিল। —গ্রন্থকার।

১ করমণ্ডল-উপকূল (Concan Coast) প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য অনার্য্য বীর বালীর রাজধানী। মহাপরাক্রান্ত আর্য্য-বিরোধী বালিরাজকে নিজপক্ষে আনিয়া আর্য্য শত্রু আক্রমণ ও আর্য্যশক্তি ধ্বংস-মানসে লঙ্কেশ্বর রাবণ বালীর সহিত মিত্রতা সংস্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। মহাবলশালী বালিরাজকে পরাভূত না করিয়া কেহ লঙ্কারাজ্য আক্রমণে সমর্থ হইবে না ইহাও রাবণের উদ্দেশ্য ছিল। —গ্রন্থকার।

নিয়োজিত করেছিলা, বালীর পাইয়া বল,
দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-শল্য-রূপে বালী বিন্ধ্যাচল। [১]

বনবাসী রামচন্দ্র সহায়সম্পদ্‌হীন,
রাবণে করিতে জয় বালী মাঝে সমাসীন।

সম্মুখ-সমরে যদি আক্রমেণ বালিরাজে,
রাবণ সহায় হবে আসিয়া সসৈন্য সাজে!

সীতার উদ্ধার তাহে হবে দূরপরাহত,
আর্য্যাবর্ত্ত রাজ্য হবে অনার্য্যের কুক্ষিগত!

খর ও দূষণ সহ রাবণ-রক্ষিত সৈন্য,
পৃষ্ঠ রক্ষা তরে অগ্রে বিনাশিয়া এই জন্য,—

বল সঞ্চয়ের লাগি মিত্র সুগ্রীবের অরি,
বালীকে করিলা বধ আক্রমিতে লঙ্কাপুরী। [২]

---

১ রাজনীতি বিশারদ রাবণ আর্য্যদিগের অগ্রগতি নিবারণের জন্য সেনানায়ক খর ও দূষণাধীনে দণ্ডকারণ্যে দশ সহস্র সৈন্য গুপ্তভাবে রাখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন।

বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আর্য্যবসতি আর্য্যাবর্ত্ত এবং উহার দক্ষিণে অনার্য্য নিবাস দাক্ষিণাত্য। এই দুইদেশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হওয়া যেরূপ অসাধ্য ও ভীতিপ্রদ ছিল বীরশ্রেষ্ঠ বালীর জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ সেইরূপ ভীতিজনক ছিল। দূরদর্শী রাবণ এ জন্য বালিরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।
—গ্রন্থকার।

২ সুগ্রীবের সহিত এই সর্ত্তে মৈত্রী সংস্থাপিত হয় যে, সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সৈন্য লইয়া সাহায্য করিবেন এবং রাম সুগ্রীবের শত্রু বালীকে বিনাশ করিবেন। সৈন্য বালিরাজের হস্তে। তাহাকে বিনাশ না করিতে পারিলে সুগ্রীব সৈন্য দ্বারা রামকে সাহায্য করিবেন কি প্রকারে? এদিকে রাম সম্মুখ সমরে বালীর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলে, অনায়াসে মহাবীর বালিরাজকে বিনাশ করিতেও পারিতেন না। কার্য্য কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায়, রাবণ-সহায়ে বালী রামচন্দ্রকে বিনাশ অথবা পরাভূত করিত। রাম ও লক্ষ্মণের মত বীর ও কৌশলী যোদ্ধা আর্য্যদিগের

বালী সহ সম্মিলিত না হইতে দশানন,
তার অগ্রে বালি-বধ হয়েছিল প্রয়োজন।

রাজনীতি-বিশারদ রাবণের অভিসন্ধি,
ব্যর্থ করে রামচন্দ্র তাতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী !!

একের বিনাশে যদি হয় শান্তি সংস্থাপিত
রাজনীতি-মতে তাহা নহে কার্য্য অনুচিত।

যে বিপ্লব রাষ্ট্র-ধর্ম্মে সমাজেতে কিষ্কিন্ধ্যায়
উপস্থিত হ'য়েছিল বালি-বধে থেমে যায়।

হনুমন্ত কাছে রাম দেশের অবস্থা জানি,
সংগ্রহ করিলা সৈন্য বালী বধি শান্তি আনি।

জ্ঞান-ভক্তি-ত্যাগ-নিষ্ঠা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রেম-স্নেহ,
পতিত্বের—ভ্রাতৃত্বের, মূর্ত্তিমান্ সে বিগ্রহ।

স্বামী-ভ্রাতা-রাজা-মিত্র এমন আদর্শ আর,
হয় নাই—হইবে না, তাই রাম অবতার।

কোন দেশে—কোন যুগে কোন ধর্ম্মে এইরূপ,
আত্মত্যাগী বীর-কর্ম্মী মিলে না এমন ভূপ।

এ চরিত্র রবে ভবে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর,
গঠন করিতে রাজা,—অমর করিতে নর।

সহস্র—সহস্র বর্ষ অতীত হ'তেও তাই,
পৃথিবীর বক্ষ হ'তে রাম নাম মুছে নাই॥

রামের চরিত্র-গাথা গাহি ধন্য রামায়ণ,
পদরজে ধরা ধন্য ধন্য করি তপোধন।

মধ্যে কেহ ছিল না। কোন প্রকারে ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ অথবা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে আর্য্যাবর্ত্ত-জয় সহজসাধ্য হইবে, ইহাও রাবণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। —গ্রন্থকার।

জীবিত কি মৃত্যুকালে নিলে তাই রাম নাম,
হয় না আসিতে জীবে ফিরে পুনঃ মর্ত্ত্যধাম। [১]

তাই, উচ্চারিতে 'মরামরা' রামনামে রত্নাকর,
মহাপাপী দস্যু হ'ল আদি কবি মুনিবর। [২]

এ সময়ই চতুরাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি
সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানই তার আদি।

আশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড আশ্রমধর্ম্ম পেল নাম,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদিতে পূরাইতে মনস্কাম।

পরে জাতি বিভাগেতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সৃষ্টি,
জাতি সমাজ পত্তনধারা ঋষি-জ্ঞান সূক্ষ্ম-দৃষ্টি।

মানব জাতির হিতে যে বিধান ঋষিগণ,
সমাধি যোগেতে লভি করিলেন সংস্থাপন।

---

১ মৃত্যুকালে তাই 'তারক ব্রহ্ম রাম নাম' শুনাইয়া মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যিনি নিজের সুখ শান্তির প্রতি তিল মাত্র দৃষ্টি না করিয়া, সারা জীবন প্রজা সাধারণের মঙ্গল চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নামের মহিমা জীবনে মরণে সকল সময়ের জন্য কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া, ঋষিগণ মানবজাতির পরম উপকার সংসাধিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই মহাত্মা গান্ধীও এ রাম-নাম মহামন্ত্র নিজে আমরণ লইয়াছেন ও সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।
—গ্রন্থকার

২ দেবর্ষি নারদের কৌশলে দস্যু রত্নাকরের সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মিলে, তিনি রত্নাকরকে 'রাম নাম' মন্ত্র প্রদান করেন। কিন্তু মহাপাপী রত্নাকর রাম নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, যে কাজ—যে লোকহত্যা সে জীবনভর করিয়াছে, সেই লোকসংহার দৃশ্যই তাহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয় ও সে মরা মরা বলিতে থাকে। ঐ 'মরা মরা' বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে কালে রাম নাম জিহ্বাগ্রে আসিবে জানিয়া ঋষি তাহাকে উহাই জপিবার উপদেশ করেন। স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা যে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় রত্নাকর তাহার দৃষ্টান্ত। তিনি 'মরা মরা' জপিয়া রাম নাম পাইয়াছিলেন এবং মুক্তিলাভ করিয়া সেই জীবনেই জীবন্মুক্ত মহামুনি বাল্মীকি হইতে পারিয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

আশ্রম হইতে তাহা উদ্ভব হ'য়েছে ব'লে,
আশ্রম শব্দ যোগে আসিয়াছে তাহা চ'লে।

আশ্রম-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য আর
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমেতে মূল তার। [১]

কোথা হ'তে এ সংসারে? কোথা তার অবসান?
আশ্রমে এ প্রশ্ন উঠে হয়েছিল সমাধান। [২]

তারই ফল বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি-ষড়্‌দরশন,
স্মৃতি-পুরাণ শাস্ত্রাদি মুক্তি পথ প্রদর্শন।

গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বাঙ্গ তার
উত্তরাঙ্গ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম আর। [৩]

সংসার ধরমে বদ্ধ যদিও সন্ন্যাস নয়,
আশ্রমে প্রাধান্য দিতে সন্ন্যাস আশ্রম হয়।

---

১ হিম-রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-বাতাস ইত্যাদির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভার্গব রাম আদি সভ্যতা পত্তন সময়ে যে আশ্রয়ের স্থান (Shelter) সংস্থাপিত করিয়াছিলেন উহাই কালে মুনি ঋষিদের আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। ঋষি তাপসগণ ঐস্থানে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা যে সকল বিধিব্যবস্থা জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস এই চারিভাগে সমাজকে গঠিত করিয়াছিল। আশ্রম হইতে শাস্ত্রদ্বারা সমাজকে শাসন করায় উহার সহিত আশ্রম শব্দ যুক্ত হইয়াছে। তাই সন্ন্যাসীদের অন্য তিন আশ্রমের ন্যায় বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে না হইলেও সন্ন্যাসও অন্য তিন আশ্রমের ন্যায় আশ্রম-শব্দ-যোগে চলিয়া আসিতেছে।

—গ্রন্থকার।

২ কুতোঽয়ং মম সংসারঃ। কথং বায়ং নিবর্ত্ততে। —শ্রুতি।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। —শ্রুতি।

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been solace of my life—it will be the solace of my death. Schopenhauer.

৩ প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। —জৈমিনি।

ভারতেই রাম জন্মে, ভারত রামের দেশ,
একেতে কোথায় পাবে এতগুণ সমাবেশ ?

ভারতের ক্ষিতি-অপ্ তেজো-বায়ু-ব্যোমে আর,
ভরত-লক্ষ্মণ জন্মে ভ্রাতৃ-স্নেহ-পারাবার।

কোথায় উর্ম্মিলা পাবে ? কোথা পাবে সীতা সতী ?—
মনোবৃত্ত্যনুসারিণী অনন্য-শরণ-গতি ! ! [১]

ধন্য আমি এ ভারত আমার জনম ভূমি,
ফিরে আসি প্রভু যদি পাঠাইও হেথা তুমি।

১ "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং।" —চণ্ডী।

পুরুষের পক্ষে এই যে কাম্য ও প্রার্থনীয় বিষয় ইহা ভারতীয় রমণীগণ আন্তরিক সেবা-যত্ন দ্বারা মিটাইতে পারিয়া নিজেরা সুখী হইয়াছিলেন এবং পতিকে শান্তি দিতে পারিয়া সংসার মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ভারতের সে সুখের সংসার আর কি ফিরিয়া আসিবে ? —গ্রন্থকার।

দ্বাপর যুগ
ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং,—অবতার বলরাম।

পতি প্রতি পত্নী-ভালবাসা, জননীর বাৎসল্য সন্তানে,
স্বামীকেই ভালবাসিতেছে, স্নেহ করিতেছে পুত্রগণে।

আকর্ষণ করিছেন বলি পতি পুত্রে ঈশ্বর থাকিয়া,
এ ধারণা পত্নী-জননীতে অগোচরে রয়েছে জুড়িয়া। [১]

চলিলেও অজ্ঞাতসারেতে ঠিক্ পথে চলিয়াছে তারা
যে পথেই যাক্ না যে কেহ, ভিন্ন আর নাহি তাহা ছাড়া।

আকর্ষণ করিবার বস্তু একমাত্র ঈশ্বরই ধরায়।
নিরন্তর তাই জীব সবে জ্ঞানাজ্ঞানে সেই দিকে ধায়।

এইভাবে পরমেশ পানে অবিরত ছুটিতেছে জীব,
যতদিন তাহাতে মিশিয়া না হয় সে শুদ্ধ-বুদ্ধ-শিব।

কিন্তু, জ্ঞাতসারে এই আকর্ষণ দেয় জীবে মুক্তি অধিকার,
অজ্ঞানের আকর্ষণ মাঝে দুঃখ কষ্ট জ্বালা অনিবার।

তাই, প্রদানিতে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান দিয়া জীবে গীতা উপদেশ,
ভবার্ণব করিবারে পার ভারতে আসিলা হৃষীকেশ।

সেদিন—সে মহাসুপ্রভাত যে অধ্যায় সৃজিল ধরায়,
দিকে—দিকে, বিশ্ব ভরি তাহা নব বার্ত্তা দিতেছে সবায়।

---

১ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। —বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রী যে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নহে; স্বামীর মধ্যে ভগবান্ আছেন বলিয়া। ভগবান্ আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।

সে আদর্শ—সে জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজনীতি—অর্থনীতি বল,
ত্যাগ-নিষ্ঠা-ক্ষমা-ধৈর্য্য আদি জগতের পরম মঙ্গল।

মহাশিক্ষা—মহাভারতের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন-বিধি,
আজিও এ সভ্য জগতের সে আদর্শ তুল্য মহানিধি।

ভারতের সে মহাপুরুষ নহে আজি শুধু ভারতের,
মস্তক করিছে নত পদে নরনারী সবে জগতের।

ধরা-ভার করিতে বিনাশ যুগে—যুগে এসেছ মুরারি,
পরিপূর্ণ ধরা পাপ ভারে আবার কি আসিবে না হরি ?

আবার কি বাজিবে না তব পাঞ্চজন্য হে মধুসূদন।
আবার কি আসিবে না তুমি ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন ?

ভারতের এ মহাদুর্দ্দিনে স্মরি তব প্রতিজ্ঞা কেশব,
চেয়ে আছি ভবিষ্যৎ পানে অতীতের ল'য়ে সে গৌরব।[১]

ধর্ম্মগ্লানি—পাপ বৃদ্ধি হইতে দ্বাপরে অতি
কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলা লক্ষ্মীপতি।

সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবার তরে,
পাপীদের ধ্বংস তথা সাধিতে সে অবসরে।

---

১ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ গীতা—৪র্থ অঃ ৭ম শ্লোক

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা—৪র্থ অঃ ৮ম শ্লোক

সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে ধরাধামে আসিয়া থাকি। কোন দেশে কোন মহাপুরুষ এ বাণী বিশ্বে প্রচার করেন নাই। একমাত্র ভারতবাসীকে এ বাণী দিয়া শ্রীভগবান্ আশ্বস্ত করিয়াছেন বলিয়া ভারত মুক্তিক্ষেত্র ও তাঁহার কৃপালাভে গৌরবান্বিত। এবং তিনি যে কল্কি অবতার পরিগ্রহ করিয়া দুষ্কৃতকারীদের বিনাশার্থ শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন ইহাও ভারতবাসী বিশ্বাস করে। —গ্রন্থকার।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হয়েছিল আগমন,
তারই ফল কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন।

শৈশব কৈশোর লীলা ব্রজে যমুনার তটে,
এখনো সে স্মৃতি জাগে তথাকার গোঠে মাঠে।

এখনো সে যমুনার তটে বংশী শুনা যায়,
এখনো সে বৃন্দাবনে পাখী শ্যাম-গুণ গায়।

এখনো সে গোপবালা কালা তরে জেগে আছে,
এখনো সে বনফুল ফোটে তাঁর তরে গাছে।

এখনো সে গাভীগণ কানু পথ চেয়ে থাকে,
সে বংশী শুনিতে পেয়ে 'হাম্বা হাম্বা' রবে ডাকে

ভক্ত তাঁর পদ চিহ্ন এখনো দেখিতে পান,
নর্ত্তন নূপুর ধ্বনি সহ তাঁর শুনে গান।

ব্রজ-বৃন্দাবন ছাড়া ক্ষণ নহে শ্যামরায়,
হৃদে যার প্রেম জাগে সে তাঁরে দেখিতে পায়।

কৃষ্ণ প্রেম অনুরক্তা আভীর বালারা সবে,
রমণী সর্ব্বস্ব লজ্জা দিয়াছিল সে কেশবে।

ধন্য তারা হয়েছিল তাঁর কৃপা লাভ করি,
প্রেম-ডোরে তাহাদের তাই বান্ধা ছিলা হরি।

রাধা নামে সাধা বাঁশী সেই যে বাজিয়াছিল
যার সুর কানে পশি ব্রজধাম মাতাইল।[১]

১ স্বামী-পুত্র-ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন সকলের প্রতি যে খণ্ড খণ্ড ভালবাসা তাহা গুছাইয়া এক করতঃ সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। সেখানে লজ্জাসরম কিছুমাত্র রাখিলে চলিবে না,—সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। ব্রজগোপীগণের দ্বারা ঋষি জগদ্বাসীকে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন। —গ্রন্থকার।

বিশ্ব ঐক্য তানে তান না পারিলে মিলাইতে,
বংশীর কি সাধ্য আছে প্রাণ মন মাতাইতে !

কেশবের মুখে বাঁশী বেজেছিল সেই সুরে,
নিয়ত বাজিছে যাহা এ বিশ্বের মণিপুরে। [১]

আজিও সে সুর-রেশ গগনে পবনে মিশি,
রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে মাতাইছে দশদিশি !

শৈশব-কৈশোর-লীলা বৃন্দাবনে শেষ করি,
এসেছিলা মথুরায় কংস-বধ তরে হরি।

যুদ্ধ করি না নাশিয়া একটি সৈন্যের প্রাণ,
কংসে বধি উগ্রসেনে রাজত্ব করিলা দান।

অষ্টাদশ বার যুদ্ধ জরাসন্ধ সনে হয়,
এড়াইয়া চলি তাহা করিলা না লোকক্ষয়।

---

১ বংশীরব ত অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু কয়জন তাহাতে পাগল হইয়া—আত্মহারা হইয়া—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সেই বংশীবাদকের উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে ? তবে এ বংশীর এত মাহাত্ম্য কেন ? এবং সেই বংশীবাদক কালাচাঁদকেই বা পাইবার জন্য নরনারীগণ এত আকুল প্রাণে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, লাজ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিল কেন ? ইহাই ভাবিবার বিষয়। কালাচাঁদের বাঁশি হৃদয়ের তারে আঘাত করিয়া বিশ্বসুরের সহিত প্রাণমন এক করিয়া দিয়াছিল। তাই তাহারা আত্মারাম বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য পাগল হইয়া ছুটিয়াছিল। বিশ্বসুরের সহিত সুর মিলাইতে না পারিলে আত্মারামের সহিত সম্মিলিত হইতে পারা যায় না। এই মেলোডি বা হারমোনি বা ঐকতান আত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— —গ্রন্থকার।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

গীতা—৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩২শ শ্লোক।

অবশেষে দ্বৈত-যুদ্ধে ভীমে দিয়া তারে মারি,
উদ্ধারিলা নৃপবৃন্দে এক প্রাণী না সংহারি।

রাজসূয় যজ্ঞ স্থলে যজ্ঞপণ্ডে শিশুপাল
দুষ্ট রাজগণ ল'য়ে ঘটাইলা যে জঞ্জাল।

বিনাশি তাহারে তথা সমক্ষে সে রাজগণ,
করিলা সে মহাঝঞ্ঝা নিমিষেতে নিবারণ।[১]

দুর্দ্ধর্ষ কালযবনে পর্ব্বত গুহায় নিয়া
মুচকুন্দ দ্বারা তার সাধিলেন বধ-ক্রিয়া।

লোকক্ষয়কর যুদ্ধ এইভাবে বার বার
এড়াইয়া চলেছিলা দেখা যায় বহুবার।

দৌত্যকার্য্যে হস্তিনায়, শেষ চেষ্টা বৃথা হ'তে
সংঘটিল কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিতে।

মাত্র 'পাঞ্চজন্য' নিয়া—সুদর্শন চক্রধারী,
সারথি অর্জ্জুন রথে হইলেন অস্ত্র ছাড়ি।

যে কলঙ্ক গুপ্তহত্যা প্রসেনজিতেরে করি,
ষড়্‌যন্ত্র করে কৃষ্ণ লয়েছেন মণি হরি।

যাদবগণের মধ্যে স্যমন্তক মণিতরে
যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলে দ্বারকার ঘরে ঘরে,—

---

১ রাজসূয় যজ্ঞ স্থলে যজ্ঞপণ্ডের নেতা শিশুপালকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে দূরদর্শিতার ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দুষ্ট রাজগণকে এত ভয়-বিহ্বল করিয়াছিল যে, যাহারা ক্ষণকাল পূর্ব্বে বীরত্ব প্রকাশে আস্ফালন করিতেছিল, এমন কি, ভীষ্ম ও ভীমের বীর্য্যবত্তাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অবলীলাক্রমে বীর শিশুপালের বধ-কার্য্য সন্দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পায় নাই—সভা মাঝে মস্তক লুকাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও উপস্থিত-কার্য্যকারিতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা জগতে দুর্ল্লভ এবং এই জন্যই তিনি তদানীন্তন ভারতে মহামানব বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

তাহা, প্রসেনেরে মারি সিংহ, সিংহে মারি জাম্বুবান্,
মণি কেড়ে লইয়াছে ক'রে কৃষ্ণ সে সন্ধান।

প্রবেশি পুরীতে তার একবিংশ দিনে মণি,
ঘোরতর যুদ্ধ করি, উদ্ধার করিয়া আনি,—

ঘুচাইতে সে কলঙ্ক,—নিভাইতে সে অনল,
সত্রাজিতে দিলা মণি নিজে রহি অচঞ্চল।

সে মণি হরণ কথা,—শ্রদ্ধাযুক্ত অন্নদান,
করিলে উদ্দেশে কারো করে তারে বলবান। [১]

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিধি শ্রাদ্ধ তাই বৃথা নয়,
কৃষ্ণ দিতে সে প্রমাণ সকলে মানিয়া লয়।

চার্ব্বাকের মত তাই সমাজে পায়নি স্থান, [২]
প্রেতাত্মার উদ্দেশেতে এক শ্রাদ্ধ—শ্রদ্ধার দান।

কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতি বধে পার্থে হেরি বিষাদিত,
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিলা তারে সমুচিত।

কর্ম্ম যোগে—জ্ঞান যোগে আত্মজ্ঞান দিয়া তারে,
যুদ্ধে রত করাইলা, "আত্মা নাহি মরে মারে।" [৩]

সে অমৃত গীতা বাণী পার্থে কৃষ্ণ উপদেশ,
তত্ত্বজ্ঞান দিতে জীবে নাহি কিছু তার শেষ।

---

১ There are more things in heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio. Shakespere.

২ কারণং বিনৈব কার্য্যং ভবতি। স্বাভাবিকং জগৎ ইদম্। স্বভাব এব জগতঃ কারণম্। —চার্ব্বাক।

৩ বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ গীতা—২য় অঃ ২১শ শ্লোক।

বংশীধারী কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন নটবর,
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপক পার্থ রথে যোগেশ্বর। [১]

"কানু ছাড়া গান নাই" বর্ণে বর্ণে ইহা সত্য,
ভারত জুড়িয়া তাঁর সর্ব্বত্রে একাধিপত্য ॥ [২]

পূর্ণ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তাঁরে ছাড়া কিছু নাই,
অন্তরে বাহিরে তিনি জুড়িয়া সকল ঠাঁই।

গীতার্থ সংগ্রহ করি সর্ব্বশেষ ভগবান্,
পার্থে করেছিলা যেই মহাউপদেশ দান।

---

১ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ মান্য করিতেন বটে, কিন্তু একাত্মভাবের পরিচয় সেখানে নাই। পার্থের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার যুদ্ধ-রথেও সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পাণ্ডবগণের মধ্যে একমাত্র পার্থই তাঁহাকে জ্ঞান-ভক্তিদ্বারা লাভ করায় তিনি পার্থ-সারথি—রথে ও হৃদয়ে। —গ্রন্থকার।

২ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর লীলাস্থান বৃন্দাবন, ব্রজধাম ও যমুনা। যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বের অলৌকিকী কীর্ত্তির ক্ষেত্র মথুরা, দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র। সর্ব্বত্রই এই শ্রেষ্ঠ মানবের সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি যেমন তাঁহার অপার গুণগ্রামের পরিচয় দিতেছে, অন্যদিকে তেমনই, স্নেহ-ভালবাসা-দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি কমনীয় গুণনিচয়ের পরিচয়ে সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। কি বুদ্ধিমত্তায়, কি দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনায়, কি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনায়, কি বীরত্বের পরাকাষ্ঠায় কোন স্থানেই এই অতিমানবের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সর্ব্বত্রই তাঁহাকে হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গের ন্যায় সগর্ব্বে দণ্ডায়মান পরিলক্ষিত হইতেছে। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিলে ভারতের গৌরব করার মত যাহা কিছু থাকে, তাহাতে পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নাই। ভারতের জলে-স্থলে, বৃক্ষ-লতায় ফল-পুষ্পে, এক কথায়, তাহার অণু পরমাণুতে এই দুইটি মহাপুরুষের অস্তিত্ব যেন বিরাজিত থাকিয়া তাহার আকাশ বাতাস তাহাদের অনুপ্রেরণায় ভরিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে করিয়া ভারতবাসী আজিও জগতে অধ্যাত্ম বিদ্যায়, ত্যাগে ও ক্ষমায় শ্রেষ্ঠ এবং গুরুস্থানীয়। —গ্রন্থকার।

তাহার তুলনা নাই এ জগতে কোন ধর্ম্মে,
সর্ব্ব মন্ত্রসার তাহা মিলিতে পরম ব্রহ্মে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" [১]

নির্ভর না এলে তাতে কাহারো নিস্তার নাই,
নির্ভরে লজ্জায় ত্রাণ দ্রৌপদী পাইলা তাই। [২]

পার্থের সে দেহ-রথে যোগেশ্বর বংশীধারী
চালক সারথিরূপে না হইলে কৃপা করি,—

ভগবদ্ বাক্য গীতা আত্মতত্ত্ব মহাজ্ঞান,
প্রচার হ'ত না কভু দিতি জীবে পরিত্রাণ!

ধন্য পার্থ গুড়াকেশ যন্ত্ররূপে যারে ধরি,
প্রকাশিলা গীতা ভবে গোলোক বিহারী হরি।

---

১ গীতা ১৮শ অঃ ৬৬শ শ্লোক।

২ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের আদেশে, দুঃশাসন পাশায় 'পণে হারা' দ্রৌপদীকে কেশে ধরিয়া কুরুসভা মাঝে উলঙ্গ করণ মানসে বস্ত্র আকর্ষণ সময়ে, যতক্ষণ পাঞ্চালী এক হস্তে বস্ত্র ধারণ করতঃ সাধ্যানুসারে দুঃশাসনকে বাধা দিতেছিলেন ও বস্ত্র টানাটানি করিতেছিলেন এবং অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া আকুল প্রাণে মধুসূদন মধুসূদন বলিয়া চীৎকার করতঃ কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ততক্ষণ কৃষ্ণাকে সাহায্য করিতে সুযোগ পান নাই। কিন্তু যাই দ্রৌপদী কাপড় ছাড়িয়া দিয়া হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তখনই তিনি যাজ্ঞসেনীর লজ্জা নিবারণার্থে অসংখ্য বস্ত্র যোগাইতে পারিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে ভগবান্ প্রার্থীকে রক্ষা করিবার কোন সুযোগ পান না। আত্মস্বরূপের সহিত আত্মার যোগসাধন না হইলে বা না করিতে পারিলে তিনি আসিবেন কি প্রকারে?

—গ্রন্থকার।

গুড়াকেশ—তন্দ্রাহীন, অতন্দ্রিত।

বন্ধু-সুহৃদ্-মিত্র-সখা পর্য্যায়ের উপযুক্ত
পার্থ ভিন্ন এ জগতে মিলে না এমন ভক্ত। [১]

তাই পার্থ বিশ্বরূপ করেছিলা দরশন,
কোন ধর্ম্মে—কোন ভক্ত দেখে নাই যা কখন।

'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়' তাই পার্থে ক'রে ভর
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেছিলা যোগেশ্বর।

কবির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-গাথা-গানে,
সাধকের সাধ্য বস্তু অফুরন্ত তাঁর ধ্যানে।

ভাগবতে ও ভারতে কীর্ত্তিগাথা অভিনব,
পুরাণ পুরুষে পুরাণ নিত্য নব—নিত্য নব॥

পত্রে পুষ্পে, ফলে জলে তাঁর রূপ—তাঁর হাসি,
তাঁর কথা—তাঁর স্মৃতি বিশ্বজোড়া—অবিনাশী!!

শ্রীরাম লক্ষ্মণ মত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহবদ্ধ দ্বাপরে এ দুটি নাম।

শস্য উৎপাদন প্রথা আছিল যা অন্য মতে,
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু অপ্রচুর তাহা হ'তে,—

লাঙ্গলে কর্ষণ প্রথা সৃষ্ট করি বলরাম,
এতদিনে পৃথিবীর পুরাইলা মনস্কাম। [২]

---

১ অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

২ লাঙ্গল দ্বারা চাষ-প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, লোকসংখ্যা অল্প থাকা সময়ে, জোমপ্রথা' প্রচলিত ছিল। কিছুস্থান খুঁচিয়া একটা গর্ত্ত করিয়া তখনকার আবিষ্কৃত খাদ্যবীজ তন্মধ্যে রাখিয়া মাটিচাপা দেওয়া হইত এবং ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যথাসময়ে ফল বা শস্য জন্মিলে যে সময় যেটি সংগ্রহ করার উপযুক্ত হইত, তাহা তখন কাটিয়া লওয়া হইত। সমাজ পত্তনের আদি অবস্থায় এ প্রথা প্রচলিত ছিল মনে হয়। যাহারা এ কাজ করিত

আপনি কর্ষণ করি শিখাইলা সবে চাষ,
নানাবিধ শস্যে ধরা পূর্ণ হ'ল বারমাস।

ছুটিল সুখের স্রোত পৃথিবীর ঘরে ঘরে,
আনন্দে বিহঙ্গকুল নানাবিধ গান করে।

আহার করিয়া অন্ন বেঁচে রল জীবগণ,
করিলা লাঙ্গলরাম চাষ-প্রথা প্রবর্ত্তন।

হলচালনায় নাম হলধর—সংকর্ষণ,
মুষলী—ভাঙ্গিয়া মাটি মুষলের প্রায়োজন।

সহজ প্রথায় করি কৃষিকার্য্য সুপ্রচার,
অন্নের সুব্যবস্থায় কৃতজ্ঞতা—অবতার।

লাঙ্গলে মুষলে করি পৃথিবীর উপকার
আজিও তৎসহ পূজা পেতেছেন সবাকার

এ সময় আর্য্যগণ ইউরোপ আফ্রিকায়
বিস্তারিলা সুসভ্যতা উপবিষ্ট হ'য়ে তায়।

তাহাদিগকে 'জুমিয়া' বলা হইত। সমাজ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে এ প্রথা লোপ পাইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কোদালী দ্বারা অধিক পরিমাণ মাটি খনন করিয়া শস্য উৎপাদন হইত। বলরাম লাঙ্গল প্রথা প্রচার করিয়া অভাব দূর করেন। —গ্রন্থকার।

১ বর্ত্তমান হলযোগে চাষ-প্রথা যাহা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা যে বলরাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা তাঁহার হলধর ও সংকর্ষণ নাম হইতে প্রচারিত হইতেছে। হলচালনায় মাটির যে বড় বড় ঢেলা বা চাঙ্ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিবার জন্য মুষল বা মুদ্গরও তিনি আবিষ্কার করেন এবং উক্ত মুষল হইতে তিনি মুষলী-নাম প্রাপ্ত হন। এই সর্ব্বলোক-হিতকর চাষপ্রথা হলযোগে প্রবর্ত্তন করিয়া দ্বাপর যুগ হইতে তিনি লাঙ্গল ও মুষল সহ অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এবং হলযোগে সে চাষ-প্রথা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার লোক-হিতকর কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হইয়া তাঁহার অবতারত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। —গ্রন্থকার।

আত্মদ্বন্দ্বে রাজ্য ছাড়ি নানাদিগ্-দেশান্তরে
গিয়াছিল যাদবেরা প্রভাস কলহ পরে।

দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে হ'লে পরে নিমজ্জিত
তাতেও দ্বারকাবাসী হইয়া স্বদেশ-চ্যুত,—[১]

লোহিত সাগর লঙ্ঘি একদল আফ্রিকায়,
অন্য দল বলরাম সহ ইউরোপে যায়।

মিশরীয় সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তক যারা
লোহিত সাগর লঙ্ঘি আফ্রিকায় যায় তারা।[২]

---

১ প্রভাস তীর্থক্ষেত্রের বিবাদে পরস্পর হানাহানি করিয়া বহু যাদব মারা যায়। যাহারা সে আত্মকলহে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা দ্বারকা সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় দেশদেশান্তর গমনে যে বাধ্য হইয়াছিল মহাভারত তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভূমিকম্পের দরুণ কত সমৃদ্ধ জনপদ সাগর গর্ভে লীন হইতেছে এবং সাগরে কত দ্বীপের উদ্ভব হইতেছে দেখা যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নিমজ্জিত দ্বারাবতীর সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ভব কিনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিয়া দেখিবেন। —গ্রন্থকার।

২ পোকক নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক তৎপ্রণীত "India in Greece" নামক গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আমি ইহা পূর্ব্বেই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি যে, প্রাচীন মিশরীয় গ্রীক এবং ভারতবর্ষবাসীদিগের যে জাতীয় সমতা (unity) ছিল তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

ঐ পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছেন,—মিশরের মেনেস নামধেয় রাজা এবং ভারতের বৈবস্বত মনু একই ব্যক্তি।

Cook Tayler তাঁহার প্রণীত Ancient History নামক গ্রন্থে ১০ পৃষ্ঠায় দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন "ইহা অনুমিত হইয়াছে,—প্রাচীন মিশরবাসীরা হিন্দু-দিগের নিকট হইতে তাহাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় জাতির প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত বিস্ময়কর মিল ছিল।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"সিন্ধুনদের সাগরসঙ্গম স্থান হইতে আগত কতক-গুলি লোক আফ্রিকার সাগরকূলে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

যজ্ঞকুণ্ড পরিমাপে আর্য্যের জ্যামিতি জ্ঞান
মিশরবাসীরে তারা দিয়াছিলা শিক্ষাদান। [১]

পারস্য তুরস্ক দিয়া ইউরোপ যাত্রিগণ
সাগর হইয়া পার গ্রীসে উপনীত হন।

গ্রীসের হারকিউলিস্ হরিকুলেশ বলরাম,
হরিকুল-যদুকুল হয় এক বংশ নাম। [২]

হল-যোগে চাষ প্রথা প্রচারি সে দেশময়
ভারতের অবতার করিলা পৃথিবী জয়।

ভারতে কি নাহি ছিল কি দেছে ভারত কারে,
আজি তা স্বপন কথা, ভাবনার পর পারে ॥

১ মিশরের ইউক্লিড যে জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রচার করেন উহার মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি ধন্যবাদ পাইতে পারেন না। ভারতীয় আর্য্যগণ যজ্ঞবেদী-পরিমাপে ও যজ্ঞকুণ্ডলী আঁকিতে সর্ব্বপ্রথম যে পরিমাপ প্রথা আবিষ্কার করেন ইউক্লিড সেই প্রথারই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। যাদবেরা মিশরে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন ও মিশরবাসীকে শিক্ষা দেন। যাদবগণ প্রভাসের কলহের পরে, সমুদ্র-গ্রাসে দ্বারকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থানচ্যুত হইয়া একদল আফ্রিকায় এবং বলরাম সহ আর একদল নানাদেশ ঘুরিয়া, গ্রীসে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ানোয় তাঁহাদের বংশধরগণকে পরে যাবাবর বলা হইয়াছে কিনা বিবেচ্য এবং ইহারা হূন ও শকদিগের পূর্ব্বপুরুষ কিনা তাহাও বিচার সাপেক্ষ। —গ্রন্থকার।

২ যদুবংশকে মহাভারতে, ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে হরিবংশে বলা হইয়াছে, হরিবংশ জাত বলরাম তাঁহার বংশ হইতে গ্রীকদিগের নিকট হারকিউলিস্ বা হরিকুলেশ নাম পাইয়াছিলেন। হরিকুলেশ শব্দ রূপান্তরিত হইয়া হারকিউলিস্ বা হরকুলিস্ শব্দ সৃষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পিতৃ-পুরুষের নাম ও বংশের পরিচয় নামের সঙ্গে একযোগে থাকার প্রথা ইউরোপ ও ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা,—গাভারিলা পেট্রোভিচ আরসেনেকো, সখারাম গণেশ দেউস্কর, মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। —গ্রন্থকার।

অন্য দেশ হ'তে যদি চাষ প্রথা প্রবর্ত্তন
হইত ভারতে, তবে হলধর কি কখন,

অবতার ব'লে পূজা পাইত ভারতময় ?
লাঙ্গল মুষল সহ তাঁর কি অর্চ্চনা হয় ?

দ্বাপর যুগের বাম ইউরোপ আফ্রিকার,
দুই মহাদেশ গুরু হন হল চালনার।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড এ ভারতবর্ষ হয়,
পরমার্থ জ্ঞানে গুণে কেহ সমকক্ষ নয় !!

কলিযুগ—বুদ্ধদেব

আসে জীব যেখান হইতে, পৃথ্বী-ধর্ম্মে ভুলেও তা গেলে,
সে অনন্ত ব্রহ্ম মিশিবারে অজ্ঞাতে অভাব যাহা খেলে,—

তাহাই বিরহ ব্যথা তার, তাহাতে সে শান্তি নাহি পায়,
চিত্তে-বিত্তে-আত্মীয়-স্বজনে—ছুটোছুটি করিয়া বেড়ায় !!

সুরে-গানে,—তাই কবিতায়, অশ্রুঢালা বিরহের গাথা,
গাহিতেছে কবি ও গায়ক,—ভুলিতে না পেরে সেই ব্যথা !!

তাই, সে বেদনা হইয়া প্রবল ছাড়ায় তাহারে বাড়ীঘর,
পিছে পড়ে থাকে মাতৃ-স্নেহ—প্রেয়সীর অশ্রুর সাগর !!

পরব্রহ্ম গুরুরূপে আসি সে সময় দিয়ে দরশন
হন তার অথর্ব্ব মঙ্গল আর্ত্তবন্ধু—আশ্রিত শরণ।

মানুষের চরম পরম জীব-ব্রহ্ম-ঐক্য সমাচার
সর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন নবমেতে বুদ্ধ অবতার।

রোগ-শোক-আধি-ব্যাধি জরা—জীবদেহ ধারণ দুর্গতি,
মুক্তি দিতে আসিলেন ভবে তথাগত বুদ্ধ মহামতি !

চণ্ডাশোক পেয়ে মন্ত্র তাঁর জীব-প্রিয় প্রশান্ত অশোক,
আজি যাঁর বাণীর আশ্রয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি লোক।

অমৃতের খনি সেই অমিতাভ বুদ্ধ বাণী,
ধন্য ধন্য হবে ধরা লইলে সকলে মানি।[১]

---

১ বুদ্ধদেবের বাণী "অহিংসা পরমধর্ম্ম" সকলে মানিয়া লইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ থাকিত না,—রক্তস্রোতে বসুধা প্লাবিত হইয়া শোক দুঃখের আবাসভূমি হইত না। পৃথিবী শান্তি সুখে সুধাময় হইয়া স্বর্গে পরিণত

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মূলমন্ত্র করি তাঁর,
বুঝাইলা এক আত্মা বিশ্বব্যাপী—বিশ্বাধার।[১]

সংগ্রামে বিরতি আনি দূর করি হিংসা দ্বেষ
সংস্থাপিত করে শান্তি নাশিলা জীবের ক্লেশ

হিংসা-দ্বেষ-বৈরভাব দূরে যেতে সমুদয়,
হইল ভারত ভূমি স্বর্গরাজ্য—সুধাময়।

কর্ম্ম অনুসারে জন্ম পাপ পুণ্য সুবিচারে,
বুঝাইলা কর্ম্ম গতি বুদ্ধদেব অবতারে।

ভারতের এ মুক্তি-ক্ষেত্রে যখন যা দরকার,
হয় নাই—হইবে না কিছুর অভাব তার।

বলিতে ঈশ্বর-তত্ত্ব হয় নাই প্রয়োজন,
কর্ম্ম-লোপে—ধর্ম্ম-লোপ কর্ম্ম হ'ল প্রবর্ত্তন।[২]

নির্ব্বাণ মুকতি জীবে দিতে কর্ম্ম ব্যবস্থায়
জ্ঞানরূপী বুদ্ধদেব অবতীর্ণ এ ধরায়।

হইত। মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়া পৃথিবীতে শান্তি আনিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা নৃশংস হত্যাকারীর গুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের অশেষ অমঙ্গল ঘটাইল। জানি না, এ অমঙ্গল হইতে কি সুমঙ্গল আসিবে। সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। —গ্রন্থকার।

১ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

গীতা—৬ষ্ঠ অঃ ৩২শ শ্লোক।

২ তথাগত বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও তিনি যে নাস্তিক্য ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই এবং তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না তাহা তাঁহার 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মহাবাক্য হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। সকল জীবের ভিতর যে এক পরমাত্মা পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন এ জ্ঞানের উদয় না হইলে "মা হিংসাং সর্ব্বভূতানি" এ বাণী প্রচার করা মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাদের

পশু বলি—নর বলি যজ্ঞে যাহা দেশময়
হ'তেছিল ধর্ম্ম নামে অনাচার অভ্যুদয়।

নিবারিতে জীব হিংসা সে সকল অনাচার
ধর্ম্ম সংস্থাপিতে কর্ম্মে বুদ্ধদেব অবতার।

অভাবের অনুভূতি, প্রকৃতিস্থ অবস্থায়,
যার না হৃদয়ে জাগে সে প্রকৃত শান্তি পায়।

ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষা পাইয়া ভারত তাই,
ধরার হইল শ্রেষ্ঠ মুক্তির হইল ঠাঁই।

মধ্যে যিনি যখন যে কাজ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন জীবের মঙ্গলার্থ তাহার অনুষ্ঠান করেন। ষড় দর্শনের ঋষিগণ সকলে যে একমত নহেন, তাহার কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী যাহা বলিয়াছেন পরবর্ত্তী ঋষি প্রায়শঃ তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া তৎকালোপযোগী বিষয়েরই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সমাজের অনাচার ও হিংসাদি নিবারণ করিয়া সমাজকে গঠন করিতে। তাই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

অনাগত কল্কিযুগ

আসে জীব যে বস্তু ছাড়িয়া লইয়া বিরহ ব্যথা তার,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভোগ-মধ্য দিয়া (চাহে) অজ্ঞাত সে ব্যথা ভুলিবার।

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্ সে চাহে আয়ত্ত করিবারে,
কিছুতে না ক্ষুধা মিটে তার, কিছুতে না শান্তি দেয় তারে।

আরো চাই—আরো চাই করি, ছুটিয়া সে চলি অবিরত,
ইহা নয়—ইহা নয় বলি, বস্তু খোঁজে পাগলের মত।

এই ভাবে,—

জ্ঞান-কর্ম্ম-ভোগ-স্পৃহা তার চরমে পরম বস্তু আনে,
অবিচ্ছেদ্য মিলন যাহার চাহিতে সে ছিল মনে প্রাণে।

(তখন) বৈচিত্র্যের সে অভেদ ভূমি মূল উৎস অসংখ্য ক্রিয়ার,
স্বপ্রকাশ মহাশক্তিময় সদ্বস্তুর মিলে সাক্ষাৎকার।

অভেদ দৃষ্টিতে যবে প্রেমে ভরপূর হৃদয় ও মন,
ভোগাকাঙ্ক্ষা মানবের প্রাণে পরিতৃপ্ত সম্যক্ তখন।

প্রেমানন্দস্বরূপের হয় অবিচ্ছিন্ন অনুভূতি তার,
অদ্বয় সে আনন্দ বিলাসে ভিতর বাহির একাকার।

আনন্দ সম্ভোগে মাতোয়ারা, নিরানন্দ লেশমাত্র নাই,
আনন্দ বিরোধী কোন সত্তা না থাকায় সবে এক ঠাঁই॥

আত্মপর ভাবিবার আর নাহি থাকে কোন অবসর,
আত্মানন্দে মগ্ন মন-প্রাণ স্বরাট্ ও বিশ্বরাট্ তার।

বিশ্বব্যাপী এ যে জ্বলিয়াছে দাউ দাউ আকাঙ্ক্ষা-অনল,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভোগ-মধ্য দিয়া নির্ব্বাপিত হবে এ সকল॥

কল্কি-আগমনে ঘুচে পৃথিবীর দৈন্য-দুখ,
আসিবে ফিরিয়া রাম-রাজত্বের শান্তি-সুখ।

ভারতের মুক্তি-ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণী
জগতের হিতে দিবে অপার আনন্দ আনি।

মুনি-ঋষি-সেবিত এ ভারতের পুণ্যধামে,
বিদেশী আদর্শ যাহা এসেছে সভ্যতা নামে।

ভারতের জল-বায়ু তার উপযোগী নয়,
ত্যাগের দেশেতে পাবে ভোগের পিপাসা লয়।

নতশিরে এ প্রগতি পাবে না পালাতে পথ,
ভারতে আসিবে ফিরে ভারতের সে সম্পদ্।

কি না ছিল এ ভারতে, কিসের অভাব তার ?-
বুদ্ধ-শঙ্কর-শ্রীগৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ পুত্র যার !

রাজা যার শিবি-রাম হরিশ্চন্দ্র-যুধিষ্ঠির।
বধূ—সাবিত্রী বেহুলা, অলঙ্কার এ মহীর।

ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জ্জুন শিবাজী-প্রতাপ-পুরু,
সিংহের শাবক কবে হয় কাপুরুষ ভীরু ?

বীরাঙ্গনা কৃষ্ণা জনা দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাঈ
রাজপুতনার গর্ভে যাহাদের অন্ত নাই।[১]

খনা-লীলাবতী-গার্গী আত্রেয়ী বিদুষী কন্যা
যে মাতা ধরিলা গর্ভে সে বিশ্ব-বরেণ্যা ধন্যা।

---

১ দুঃশাসন কেশে ধরিয়া দ্রৌপদীকে কুরুসভা মাঝে আনয়ন করিলে তিনি সভাস্থ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্থামা প্রভৃতি সভাসদ্‌বৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পাণ্ডবেরা অগ্রে আপনাদিগকে পণে ধরার পর হারিয়া, তৎপরে ভার্য্যাকে পণে ধরিবার তাহাদের কি অধিকার থাকিতে পারে ? কৃষ্ণার এ তেজোদীপ্ত বাক্যের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া সভাস্থ বীর ধীর ও জ্ঞানিগণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া নিরুত্তর ছিলেন। জগতের কোন দেশের রমণীর মুখ হইতে এরূপ যুক্তি-পূর্ণ তেজোদীপ্ত বাণী উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

চিন্তা-দময়ন্তী-সীতা পিতা রাজা বর্ত্তমানে
পিত্রালয়ে নাহি গিয়া স্বামী সঙ্গে গেল বনে ১

প্রেম-ভক্তি-ধরমের অহল্যা-ভবানী-মীরা
যেদিকে ঘুরাও আঁখি আসিবে না আর ফিরা।

সকলি সম্ভব সেথা, অসম্ভব কি তাহার,
এসেছেন কৃষ্ণ যেথা ঘুচাইতে ধরাভার।

যে দেশের মাতৃ-জাতি সবগুণে বিভূষিতা,
যে দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ ভগবদ্-বাক্য গীতা।

সে মাতৃ-গর্ভেতে আজি ধরিবে কি কুলাঙ্গার!
কদাচার শিক্ষণীয় হইতে কি পারে তার?

কি ছিলে—কি হইয়াছ, দেখ তা পিছনে চেয়ে,
সাগর পারেতে যাবে কি জ্ঞানের প্রার্থী হ'য়ে?

তোলেনি মস্তক যবে জল হ'তে বহুদেশ,
আজি যারা সভ্যবাচ্য নামের না ছিল লেশ!!

১ চিন্তা-দময়ন্তী-দ্রৌপদী-সীতা প্রভৃতি ভারতীয় রাজ মহিষীগণ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহাদিগের স্বামী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন-গমন করিলে রাজ্যাধিপতি পিতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পিত্রালয়ে না গিয়া স্বামি-সঙ্গে বন-গমন করিয়া স্ত্রী যে স্বামীর সুখে দুঃখে—ধর্ম্মে কর্ম্মে—সম্পদে বিপদে সমভাগিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিদেশাগত সভ্যতার ঘনঘটায় দেশ সমাচ্ছন্ন হইলেও সে সকল আদর্শ রমণীগণ ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়া ভারত রমণীদিগকে এখনও প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ দিতেছেন।

ঋষি-বর্ণিত পুরাণের এই সকল আদর্শ দেশে যত প্রচারিত হইবে ততই দেশের কল্যাণ, অন্যথায় দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেও বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার-ধারা গ্রহণে তাহার পতন অনিবার্য্য। কোন জাতিই তাহার সংস্কৃতির ভাবধারা পরিত্যাগ করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কারণ কৃষ্টিই জাতির সংরক্ষণ-মেরুদণ্ড। —গ্রন্থকার।

বেদ-বেদান্ত-দরশন ধরার সে অন্ধকারে
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত সে যুগে করিল যারে।

মিশর-গিরিস-রোম পারস্য-সিরিয়া আর
অন্তেবাসী একদিন পদপ্রান্তে ছিল যার।

ভারত ও রামায়ণ পুরাণ নামেতে যার,—
মহাকাব্য ইতিহাস, কীর্ত্তি ঘোষে সভ্যতার। [১]

ইলিয়ড, ইনিয়ড যে মহাসিন্ধুর কাছে,
গোষ্পদের বারিতুল্য বিন্দু প্রায় বনিয়াছে। [২]

১ ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ রামায়ণ ও মহাভারত। এই পুরাণ দুইখানি একাধারে মহাকাব্য ও ইতিহাস-রূপে ভারতের ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের যে সভ্যতা বিঘোষিত করিতেছে তাহা বর্ত্তমান যুগেও দুষ্প্রাপ্য। কি কাব্যের দিক্ দিয়া, কি দর্শন বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথার মীমাংসার দিক্ দিয়া, কি সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক্ দিয়া উহার পুরাণত্ব চিরনূতনই রহিয়া যাইতেছে। কেহই—কোন দেশের কোন আদর্শই তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ইহাই রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত চরিত্রগুলির আদর্শের বিশেষত্ব। —গ্রন্থকার।

২ মহাভারত অতি বিস্তৃত বিরাট গ্রন্থ। এরূপ বহু বিস্তৃত গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে একলক্ষ দশ সহস্র শ্লোক আছে। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ। কিন্তু প্রায় দুই দুই চরণই এক এক পংক্তিতে লিখিত। সুতরাং ইহার পংক্তি-সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ বিংশতি সহস্র। অন্য দেশের মহাকাব্য কি আকারে, কি বিষয়-বৈচিত্র্যে ইহার সহিত তুলিতই হয় না।

হোমারের ইলিয়ড নামক গ্রন্থে ষোল হাজার এবং ভার্জ্জিলের ইনিয়ড নামক গ্রন্থে দশ সহস্রেরও কম পংক্তি আছে।

হোমারের ইলিয়ড কাব্যের নায়ক নায়িকাদের চরিত্রের ও স্থানাদির পরিকল্পনাতে রামায়ণের ছায়া এমন উজ্জ্বল রূপে প্রকট যে, অনায়াসে তাহা ধরা পড়ে। উহাতে লঙ্কার পরিবর্ত্তে ট্রয় ও অযোধ্যার পরিবর্ত্তে স্পার্টা, রামের পরিবর্ত্তে মেনেলাস, রাবণের পরিবর্ত্তে পারিস, ইন্দ্রজিতের পরিবর্ত্তে হেকটর, লক্ষ্মণের

রামায়ণ রঙ্গমঞ্চে উর্ম্মিলারে উঠাইয়া
বাল্মীকি যে মান দিলা কার্য্য ও কারণ দিয়া,—

তাহা, ভাস্করের কারুকার্য্যে চিত্রকর তুলিকায়,
ঋষির সমাধিলব্ধ কবি-পরিকল্পনায়,—

সীতার চরিত্র-পাশে নির্ব্বাক্ উর্ম্মিলা-ছবি
যে চারু-কলা কৌশলে ফুটাইলা ঋষি কবি।—

অফুরন্ত সেই কথা সে আদর—সে সম্মান
পুস্তক-সহস্র-পাতে কুলায় না তার স্থান।

প্রধানা নায়িকা পাশে দিতে উপযুক্ত ঠাঁই
এ কাব্য কৌশল-কলা জগতে তুলনা নাই। [১]

পরিবর্ত্তে পেট্রোক্লাস, সীতার পরিবর্ত্তে হেলেন এইরূপে সকল চরিত্রগুলিরই সাদৃশ্য রহিয়াছে।

অধ্যাপক হিরেণ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে রামায়ণের আদর্শ অবলম্বনে গ্রীস দেশের স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কা সমরের সহিত ইলিয়ড বর্ণিত ট্রয়-যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ফরাসী গ্রন্থকার মুঁসে হিপোলাইট ফাঁসে লিখিয়া গিয়াছেন, হোমারের কাব্যের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল এবং রামায়ণ হইতেই হোমার আপন কাব্যের ভাব পরম্পরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন,—হোমারে রামায়ণের ভাব পরম্পরা গৃহীত হইয়াছিল। অথচ হোমারের স্পার্টা এবং ট্রয় সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যে অযোধ্যা ও লঙ্কার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।

১ উর্ম্মিলার ত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া পাছে প্রধানা নায়িকা সীতাকে ছোট করিয়া ফেলে, পাছে কবির আদর্শ সীতার চরিত্র উর্ম্মিলার নিকট পরিম্লান হয়, ঋষি এই আশঙ্কায় উর্ম্মিলা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কার্য্য ও কারণ দ্বারা তাহাকে মান দিয়া সীতার পাশে উপযুক্ত স্থান দানে আদর করিয়াছেন—উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেন নাই। —গ্রন্থকার।

পিতৃ-সত্যাবদ্ধ রাম যাইতে পারেন বনে,
ভ্রাতা যাবে তাঁর সঙ্গে পত্নী ছেড়ে কি কারণে ?

পত্নীর এ সব প্রশ্নে হয় যদি কথান্তর
পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে হবে ব্যভিচার অনন্তর। [১]

উর্ম্মিলারে মূক করি তাই এ আদর্শ সৃষ্টি,
কাব্যে উপেক্ষিতা নয় আর্য্য সভ্যতার কৃষ্টি। [২]

পিতাকে করিতে মুক্ত অভিশপ্ত জরা হ'তে
কোথা কোন্ পুত্র নিছে জরা অঙ্গে এ জগতে ? [৩]

সঙ্গীতের কথা বল জন্মদাতা 'সাম' তার
সপ্ত স্বর তিন—গ্রাম রাগ-রাগিণী-সমাচার।

রসায়ন-শাস্ত্র-তত্ত্ব বিজ্ঞান-রহস্য কথা,
রসে গন্ধকেতে স্বর্ণে মিশ্রণের অপূর্ব্বতা।

যে দ্রব্যের সনে হয় যে রোগেতে ব্যবহার,
উপকারিতায় করে শতগুণ বৃদ্ধি তার।

১ অনপূর্ব্বা নবাগ্‌তুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামি-ভক্ত্যা দেবতা সা ন মানুষী॥ —মনু।

২ ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সোপান। নির্ব্বিচারে একান্ত আনুগত্য স্বীকার না করিলে ভক্তি জন্মিতে পারে না। স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করার প্রথাই আর্য্য সভ্যতার কৃষ্টি। ঋষিগণ উহাই নারীর একমাত্র মুক্তির অন্তরঙ্গ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। —গ্রন্থকার।

৩ রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হইয়া সাংসারিক সুখভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। যুবক পুরু পিতার জরা নিজ শরীরে গ্রহণ করতঃ পিতাকে জরা-মুক্ত করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং পরে এ কঠোর কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ দাসী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইলেও, যযাতি তাহার জরা নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়া পুরুকে উপযুক্ত মনে করতঃ রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

রসে গন্ধকেতে স্বর্ণে যে যৌগিক ক্রিয়া হয়,
আধুনিক এ বিজ্ঞান সে তত্ত্বে নির্ব্বাক্ রয়। [১]

যে শিল্প কৌশল ছিল জতু-গৃহ রচনায়
তাহা যে লাক্ষার ঘর এ সন্দেহ না জন্মায়।

রাজসূয়-যজ্ঞ-সভা কারুকার্য্যে শ্রেষ্ঠ অতি
ভ্রমে পড়ে যাহে লজ্জা পেয়েছিল কুরুপতি।

সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার এ বারতা
লইয়া যাহার সূত্র আজিকার এ সভ্যতা।

এমন রহস্য কিছু পার কি দেখাতে তুমি
যার আলোচনা পূর্ব্বে করেনি ভারত-ভূমি ?

ভারত করিয়া গেছে যে আলো-সম্পাত ভবে,
সে সবের আলোচনা রোমন্থন করে সবে।

---

১ স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদোক্ত অতি প্রাচীন ঔষধ। যখন বিশ্বে অন্যকোন চিকিৎসাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই তখন আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার সৃষ্টি এবং মকরধ্বজ স্বর্ণসিন্দুরের জন্ম। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন,—স্বর্ণসিন্দুরে যখন সোনার ক্ষয় হয় না, তখন স্বর্ণ না দিয়া পারা ও গন্ধকের দ্বারা উহা প্রস্তুত করিলে উপকারিতায় একরূপ গুণ না হইবে কেন ?

ঋষিগণ রসগন্ধকে রসাসিন্দুর ও উহার সহিত স্বর্ণ সংযোগে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতের পদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রসাসিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুরের উপকারিতায়ও আকাশ পাতাল প্রভেদ। রস-গন্ধক ও স্বর্ণ যোগে পাকের তারতম্য অনুসারে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত করার প্রথা আছে। তাহার গুণ সাধারণ মকরধ্বজ অপেক্ষা অনেক অধিক। মকরধ্বজে স্বর্ণ যায় না বটে, কিন্তু তৎসহ রস-গন্ধকের সমন্বয়ে যে যৌগিক ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া উহার গুণ বৃদ্ধি করে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণ এখনও ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু গুণে মুগ্ধ হইয়া রোগে ব্যবহার করিতেছেন। স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজ আজ জগতের সর্ব্বত্র পরম আদরে ব্যবহৃত হইয়া ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বিঘোষিত করিতেছে।

—গ্রন্থকার।

অধিত্যকা, উপত্যকা, ষড়্‌ঋতু, গিরি, মরু,
নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ, ভীষণ অথবা চারু,—

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও গরীয়ান্ এ ভারত—
তাহার তুলনা তিনি বিশ্বে নাহি তাঁর মত।

ভারত ও রামায়ণে যা আছে কোথাও নাই,
তাই, ক্ষমা-ত্যাগ-জ্ঞান-ধর্ম্মে জগতের এ মুক্তি-ঠাঁই !!

ছেড়ে দাও অতি দূর ত্রেতা-দ্বাপরের কথা,
রামায়ণে কি ভারতে বর্ণিয়াছে যে সভ্যতা।

এ যুগেও ছিল যাহা লও তার পরিচয়,
চাণক্যের রাজনীতি নালান্দার বিদ্যালয়।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো প্রাপ্ত সভ্যতা-সম্ভার
কতকাল পূর্ব্বে যে তা, খবর মিলে না তার।

অজন্তা-ইলোরা-গুহাগাত্র-খোদা চিত্র-কলা,
কত যুগ-যুগান্তের সময় যায় না বলা।

সে শিল্প-সৌন্দর্য্য আর, মাধুর্য্যের পরিচয়
মুগ্ধ নেত্রে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে চাহিয়া রয়।

অশোক কনিষ্ক আর মহারাজ শিলাদিত্য,
সর্ব্বভূতে নিয়োজিত যাহাদের চিত্ত-বিত্ত।

লোক-সেবা নহে শুধু পশু-পক্ষী-কীট-তরে
হৃদয় গলিয়াছিল নয়নের অশ্রু-ধারে।

রাজ-যোগী সেই মত দয়া-ধর্ম্ম-অবতার
সমস্ত পৃথিবী খুঁজে একটি পাবে না আর।

খৃষ্ট-জন্ম-বহুপূর্ব্বে সভ্যতা আলোক যার,
বিদেশীয় পর্য্যটকে লেগেছিল চমৎকার।

বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্র গল্পচ্ছলে কি মধুর,
উপদেশ বাণী তার এক একটি কোহিনুর !

থালিতে ভরিতে হাতী শুনিয়াছ—দেখ নাই,
'মুগ্ধবোধে' বোপদেব দিলেন 'পাণিনি-ঠাঁই' [১]

অনাবিষ্ট রাজপুত্রে দিতে শিক্ষা ব্যাকরণ,
কাব্য-কথা ভট্টিকাব্যে রসে ভরা অতুলন !

আকাশের মেঘে ধরি বিরহিণী যক্ষবালা
পাঠাইলা দূত করি সে কাব্যে জগৎ আলা !

মেঘদূতে—হংস দূতে বিরহের-মর্ম্ম গাথা,
যে গান গাহিলা কবি তুল্য তার পাবে কোথা ?

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' কাব্য-কলা-অভিজ্ঞান,
গেটে আদি মনীষীরা দিলা যারে শ্রেষ্ঠ স্থান।

বিক্রম-আদিত্য-সভা নবরত্নে সমুজ্জ্বল
এক একটি রত্ন তার উদাহরণের স্থল।

আধুনিক এ ভারতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,
মঙ্গল-বিধান-তরে যার তুল্য আছে কম।

সে আশ্রম-শ্রেষ্ঠজ্ঞানী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ,
তুলনায় যার ভবে পাবে কি না পাবে সন্দ !

আমেরিকা যার মুখে শুনিয়া বেদান্ত-গীতা,
শিষ্যরূপে ডালি দিল রোঁমারোলা, নিবেদিতা।

পৃথিবীর মান-দণ্ড ভার-কেন্দ্র যে তাহার,
জ্ঞানে ধর্ম্মে সভ্যতায় পিতামহ যে সবার,

---

১ পাণিনি ব্যাকরণ অতি বিস্তৃত বিরাট গ্রন্থ। বোপদেব তাঁহার রচিত শত পৃষ্ঠার মুগ্ধবোধে পাণিনির সমস্ত সূত্র অতি দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া যেন স্থালীর মধ্যে হাতী পুরিয়াছেন এরূপ বোধ হয়।

পতন হ'লেও তার উত্থান হবেই হবে,
কখনো পশ্চাতে কারো সে কভু পড়ে না র'বে।

বিপন্ন ভারত-মাকে তাই উদ্ধারিতে হরি,
ধর্ম্মগ্লানি আসিতেই এসেছেন কৃপা করি।

তাই, রাম-রাম-বলরাম বুদ্ধ-শঙ্কর-শ্রীচৈতন্য
রামমোহন, রামকৃষ্ণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন-জন্য,—

পূর্ণ কিম্বা অংশ-রূপে আবশ্যক হ'তে তাই,
মুক্তি ক্ষেত্র এ ভারতে তাঁদের দর্শন পাই। [১]

গীতাধর্ম্ম—জ্ঞানকর্ম্ম শিক্ষা দিতে এ সময়
সদ্‌গুরুর আবির্ভাব ভারতে যা দেখা যায়।

তাতেও সূচনা করে কল্কি-দেব-আগমন,
এ সকল গুরু তার আয়োজন-নিদর্শন।

তাই, ম্লেচ্ছ নিধন-তরে ঘোটকে কৃপাণ হাতে
আসিবেন কল্কিদেব সন্দেহ কোথায় তাতে।

অনলে, প্লাবনে আর মহামারি উৎসাদনে,
দুর্ভিক্ষে, তুর্ণডে তথা—শত দৈব-বিড়ম্বনে

মরিতেছে নিত্য লোক চক্ষের উপরে কত,
তবু নাহি বুঝে জীব তারো দিন সমাগত।

---

১ সত্যভাষণ ও সত্যপালন দ্বারা মানব দেবত্ব লাভ করে ও তাহার অপলাপে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুতে পরিণত হয়। সত্যের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর কোন দেশে দেখা যায় না। তাই তাহাদের কাব্য-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল, একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাহারা সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের সুবিধার জন্য দুইদিন যাইতে না যাইতে তাহা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইতেছে ও দুর্ভিক্ষ মহামারি সৃষ্টি করিয়া অশান্তি আনয়ন করিতেছে। —গ্রন্থকার।

লুসিয়াস্-জারাকসাস্ চেঙ্গিস ও সেকেন্দর,
নাদিরশা-হিট্‌লার ধূমকেতু মত আর,—[১]

কত, কালাপাহাড়ের জন্ম আবর্জ্জনা ঝাঁটাইতে,
অধার্ম্মিক ভণ্ডদের মুখোস খুলিয়া দিতে।

ধ্বংস করিতেছে নিত্য তারা রাজ্য কীর্ত্তি কত,
সে সবও বুঝা যায় বিধাতার অভিপ্রেত।

কিন্তু তারা কোথা গেল ? কোথা দর্প-অভিযান ?
কোথা সে লুণ্ঠিত ধন, রাজগীর অভিমান !!

তবু না জনমে জ্ঞান, বৈরাগ্যে না ধায় চিত,
"তথাপি মমতা বর্ত্তে মোহ গর্ত্তে নিপাতিত !"

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" উপস্থিত সন্ধিক্ষণ,
আসিবেন তাই বিশ্বে কৃপা করি নারায়ণ।

তিনটা প্রধান যুদ্ধ এ ভারতে দেখা যায়,
তারপর শান্তি তার এসেছিল পুনরায়।

দেবাসুর যুদ্ধ তার চলেছিল বহু দিন,
অস্ত্রজ্ঞান-মূঢ়তাই সময়ের সীমাহীন।

দ্বিতীয় ত্রেতার যুদ্ধ রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বরে,
দশমাসে হ'ল শেষ মহা মহাবীর ম'রে !!

পৃথিবীর বহু দেশ যোগ দিয়াছিল তায়,
আমেরিকাবাসী লোক সে যুদ্ধেতে দেখা যায়। [২]

---

১ উপপ্লবায় নরাণাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।

২ রামায়ণে দেখা যায় মহীরাবণের বাড়ী পাতালে ছিল। ঐ পাতাল ভূগোলকের অপরার্দ্ধ আমেরিকাকে বুঝাইতেছে। ভারতবর্ষের অপরদিকে ভূগোলকে আমেরিকা অবস্থিত। ত্রেতাযুগেই আর্য্যগণের অপর তিনটি মহাদেশের সহিত যোগাযোগ ছিল। উহাদের নাম তখন অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত ও

যুদ্ধ-বিদ্যা বহু দূর অগ্রসর হ'য়েছিল,
সে কারণে অল্প দিনে বহু লোক প্রাণ দিল।

যে জেপ্লিন এরোপ্লেন আনিয়াছে যুগান্তর,
মেঘনাদ ছিল না কি তার আদি সূত্রধর ?

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অগ্নি-উপাসনা যাহা,
বাষ্প-প্রস্তুত-ভিন্ন কিছু নহে আর তাহা। [১]

ইয়ুক্রান্ত ছিল। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করার বহু হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী আমেরিকা জয় করিয়া উহাকে অধীন সামন্ত রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল।

মিস্টার চিমনলাল প্রণীত "Hindu America" নামক গ্রন্থপাঠে আমেরিকায় যে ভারতীয় সভ্যতার আলোক দিন দিন স্ফুটতর হইতেছে, তাহা অনায়াসে সকলের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে আমেরিকার মায়া জাতি ভারতবাসীদের বংশধর। উহারা কোন্ স্মরণাতীত কালে আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশে বসবাস করিয়াছিল এবং তথায় ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

১ ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া ভীষণ শব্দে জলস্থল প্রকম্পিত করিয়া যুদ্ধ করতঃ শত্রু সংহার করিতেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল মেঘনাদ ; অথবা বর্ত্তমান এরোপ্লেনগুলি মেঘের দেশে উড়িয়া যে ভীষণ শব্দ সৃষ্টি করে সেরূপ শব্দ ইন্দ্রজিতের আবিষ্কৃত প্লেনে করিত বলিয়া তাহার নাম মেঘনাদ হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচ্য। রামায়ণে দেখা যায় তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিভৃতে অগ্নিদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লইয়া যুদ্ধে গেলে কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না। প্রত্যেক যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বেই এই বর গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতদ্বয় তপস্যা করিয়া একদিনেই চির জীবনের বর পাইয়াছিলেন। দেবতাগণের বর প্রদানের এবং প্রার্থীর বরগ্রহণের উহাই চির প্রচলিত নিয়ম। তিনি একদিনে কেন এ বর নিয়া রাখিলেন না ইহাই ভাবিবার বিষয়। চিরজীবনের জন্যে বর একদিন নিয়া রাখিলে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং এ বর অন্য কোন মানব বা দানবপ্রাপ্ত বর নহে। ইহা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া অগ্নিদ্বারা ষ্টিম প্রস্তুত করতঃ শূন্য মার্গে উঠার জন্য

যে বাষ্পীয় যান আজি চলে শূন্যে-জলে-স্থলে,
জানিতেন আর্য্যগণ পূর্ব্বেই বিজ্ঞান-বলে।

যন্ত্র পরিচালনায় তাহা শূন্য পথ দিয়া
নিতে পারিতেন তাঁরা অনায়াসে চালাইয়া।

পুষ্পক তাহার নাম পুরাণেতে দেখা যায়,
অনেকেই পারদর্শী আছিলেন সে বিদ্যায়।

রাম রাবণের যুদ্ধে বহুশত বর্ষ আগে
হয়েছিল যুদ্ধ ব্যোমে আজি যা আশ্চর্য্য লাগে।

পরে দ্বাপরের যুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ শেষ,
দিয়াছিল যোগ যাহে এশিয়ার বহু দেশ।

অষ্টাদশ দিনে তার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
মরে মহারথী সহ, বাঁচিল কয়েক প্রাণী।

পাণ্ডবেরা বাঁচে সপ্ত, কৌরব পক্ষেতে তিন,
এত বড় যুদ্ধ ভবে হয় নাই কোন দিন। [১]

কোন যন্ত্র পরিচালনোপযোগী করিয়া লওয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। বিভীষণ সে যন্ত্র পরিচালন ফরমূলা জানিতেন না বটে, কিন্তু সে যে এরূপ একটা কাজ করে ইহা অবগত ছিলেন। তাই যন্ত্র পরিচালনোপযোগী করার পূর্ব্বে লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় লইয়া গিয়া বিভীষণ তাহার দ্বারা ইন্দ্রজিতকে বধ করাইয়াছিলেন।
—গ্রন্থকার।

১ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভারত মহাযুদ্ধের তৃতীয় ও শেষ মহাযুদ্ধ। এশিয়ার প্রায় সকল দেশের লোকই এ মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। এই যুদ্ধে অগণিত বীর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ভারতের ক্ষত্রিয় শক্তি চিরদিনের মত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কৌরব-পক্ষে কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এবং পাণ্ডব-পক্ষে পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এই দশটি মাত্র প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরব-পক্ষে চব্বিশ লক্ষ সাত হাজার এবং পাণ্ডব পক্ষে পনের লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য যোগদান করিয়াছিল। তখনকার লোকসংখ্যা হিসাবে চল্লিশ লক্ষ লোক একটা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল, উহাকে এখনকার দিনেও

বিষবাষ্প ছাড়ি লোকসংহারের সু-উপায়
বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধবিজ্ঞানে যা দেখা যায়,—

উত্তর গো-গৃহ-যুদ্ধে দ্বাপরেতে ধনঞ্জয়
ব্যবহার করিলা যা না করিয়া লোকক্ষয়।

কার্য্যসিদ্ধি হ'ল কিন্তু মরিল না এক প্রাণী,
শক্তিবর্গে এখনো তা হয় নাই জানা জানি। [১]

শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মে দিতে বারি পিপাসায়,
ভৃঙ্গারে সুপেয় জল দুর্য্যোধন দিতে তাঁয়,—

মহাযুদ্ধ বলা চলে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রভেদ এই যে, মহা মহা বীরগণ অষ্টাদশ দিনের অধিক যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই, ইহার মধ্যেই উভয় পক্ষের রথি-মহারথিগণ নিপাত প্রাপ্ত হওয়ায় যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইবে সে সময়কার যুদ্ধবিজ্ঞান এখন হইতে উন্নততর। সে যুদ্ধের নমুনা স্বরূপ এ্যাটম্-বোম ধরা যাইতে পারে। —গ্রন্থকার।

অক্ষৌহিণী—১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬০০ অশ্বারোহী, ২১৮৭০ গজারোহী ও ২১৮৭০ রথীতে এক অক্ষৌহিণী হয়।

মহারথী—একাদশ সহস্রাণি বোধয়েদ্ বস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্র-শাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥
আত্মানং সারথিং চাশ্বান্ রক্ষন্নক্ষত আয়ুধৈঃ।
যো যুদ্ধ্যতেঽযুতৈর্বীরৈঃ স মহারথ উচ্যতে॥

১ উত্তর গো-গৃহ যুদ্ধে বিরাট রাজার গোধন সকল শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিতে মহারাজ দুর্য্যোধনের অজেয় সৈন্যগণের সহিত একা মহাবীর পার্থের সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবীরগণ সহ যুদ্ধ করিতে গেলে পর-কার্য্যোদ্ধার করিতে অগণিত সৈন্য ক্ষয় হইবে ও বহু স্বজন বধ হইবে মনে করিয়া পার্থ সম্মোহন অস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে হতচেতন করিয়া, এক প্রাণীকেও প্রাণে না মারিয়া গোধন মুক্ত করতঃ কার্য্যোদ্ধার করেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিজ্ঞান-বলে এ্যাটম্ বোম-দ্বারা বহু লোক ধ্বংস করিয়া যুদ্ধনিবৃত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন লোক-সংহার-হীন প্রকৃষ্ট উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। —গ্রন্থকার।

না করি সে জল-পান বীরবর দেবব্রত,
ইঙ্গিতে বলিতে পার্থে কি বাসনা মনোগত।

ধনুকে জুড়িয়া বাণ ভেদ করি তলাতল,
ভোগবতী গঙ্গা আনি দিলা জল সুশীতল!

বহু শতবর্ষ পরে কথঞ্চিৎ সে বিজ্ঞান,
নলকূপ দ্বারা তার করিতেছে সাক্ষ্যদান।

যুদ্ধ-বিদ্যা পরাকাষ্ঠা কুরুক্ষেত্র-ইতিহাস,
এনেছিল শান্তি তাহে যুদ্ধে জেনে সর্ব্বনাশ!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে দর্শন ও মীমাংসায়,
আত্মতত্ত্বে মন দিতে বৈরাগ্য আনিল যায়।

শক্তিবাদী দুর্য্যোধন শান্তিধর্ম্ম অবহেলি
ধর্ম্মহীন শক্তি বৃথা দেখিলা না চোখ মেলি।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-বলে হ'য়ে অতি বলবান্,
কৃষ্ণ-বিদুরের বাণী কর্ণে নাহি দিলা স্থান।

তারই ফল কুরুক্ষেত্র,—ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন,
ধর্ম্মহীন শক্তিচূর্ণ ধূলি মাঝে বিলুণ্ঠন!!

শক্তিধর্ম্ম সংকীর্ণতা সত্যে করে অবরোধ,
অতিরিক্ত শক্তি নাশে সমষ্টি সত্তার বোধ।

আবদ্ধ হইয়া শক্তি কভু না থাকিতে চায়,
সীমারেখা অতিক্রমি সমতা দলিয়া যায়।

সত্যের আশ্রয়ে শক্তি যদি না চালিত হয়,
যত শক্তিশালী হোক্ রাষ্ট্রধ্বংস সুনিশ্চয়!

কিন্তু, ইউরোপে দেখা যায় সাতটি যুদ্ধের পরে,
অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দূরে সকলে ফিরিবে ঘরে।

পার্থিব সুখেতে মত্ত যারা ঐহিক কামনা পরবশ,
স্বৈরাচারী অসংযত নরে পরকালে আসে না বিশ্বাস।

ঐহিক বিষয়-সুখ-মত্ত ইউরোপবাসী নারী-নর,
রজগুণ যাইতে তাদের এখনও সময় বিস্তর।

সত্বগুণ প্রবল না হ'লে ভোগস্পৃহা যাইবে না কভু,
বৈরাগ্যের হবে না সঞ্চার, বাসনা রহিয়া যাবে তবু।

তাই, সাতটি যুদ্ধের কম তথা কামনা নির্ব্বাণ নাহি হবে,
ভারতের শান্তিবাণী তারা মস্তক পাতিয়া নাহি লবে।

প্রথম যুদ্ধের অভিনেতা কার্থেজের হানিবল হয়,
আহুতি প্রদান তাতে দিতে সিজারের হ'ল অভ্যুদয়।

রণভেরী বাজায় তৃতীয়ে আমেরিকা করায়ত্ত ক'রে
স্পেনের ফিলিপ দুর্ব্বার ধরাগ্রাস করিবার তরে।

বোনাপার্ট কর্সিকা-যুবক ফরাসীর সিংহাসনে বসি,
চতুর্থেতে সমরাগ্নি জ্বালি ইউরোপ করে ভস্মরাশি।

জার্মানির কাইজার পুনঃ করি বল সংগ্রহ পঞ্চমে,
জ্বেলে ছিল যে সমরানল সাগরেতে স্থলে আর ব্যোমে।

সুদীর্ঘ সে চারিবর্ষ রণে সাম্রাজ্য নগর গ্রাম কত,
মুছে গিয়ে ধরা পৃষ্ঠ হ'তে একেবারে হল অন্যমত।

বেলজিয়ম হ'ল চষা ভূমি কামানের গোলায় বোমায়,
য়ুরোপের নন্দন সে ফ্রান্স পরিণত দগ্ধমরু প্রায়।

রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে কত গণতন্ত্রে হ'ল পরিণত,
ভার্সাইয়ের সন্ধি জানাইল মহাযুদ্ধ অদূরে আগত।[১]

---

১ ভার্সাই সন্ধিতে জেতারা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সর্ত্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া শত্রু পক্ষকে চির পদানত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। জেতা ও বিজেতার মধ্যে পরস্পর চিরশান্তি কামনা না রাখিয়া জেতারা ইচ্ছানুরূপ সন্ধি-সর্ত্ত প্রণয়ন

পঞ্চমের সে মহা আহবে রাজা রাজ্য কত হ'ল ধ্বংস,
নিশ্চিহ্ন হইল একেবারে স্বৈরচারী রুশজার-বংশ।

নূতন গড়িল রাজ্য কত পুরাতন পেল কত লয়,
ভেঙ্গে চূড়ে ইউরোপ যেন এ নহে সে দিল পরিচয়॥

বীরদর্প-আস্ফালন পঞ্চম আহবে ঘুচি,
এনেছিল ইউরোপে যুদ্ধ বিরামের সূচী।

ভারতের বুদ্ধনীতি—অহিংসার মহাবাণী,
মহাত্মার মুখ হ'তে এ সময় সবে শুনি।

সংগ্রামে বিরাম-বুদ্ধি বলহীন হ'য়ে যাহা
এসেছিল শক্তি-বর্গে রহিল না আর তাহা।

ইটালিকে মুসলিনি, জার্ম্মানীকে হিটলার,
লেনিন সে ঋক্ষরাজে জাগাইয়া পুনর্ব্বার।[১]

আর একটা মহাযুদ্ধ করিবারে অভিনয়,
সাজিতেছে ইউরোপ রণ-রঙ্গে পুনরায়।[২]

করিলে তাহা অদূর ভবিষ্যতে টিকে না। নিপীড়িত জাতি আবার মাথা তুলিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। জার্ম্মানীতে বিপক্ষ সৈন্য প্রবেশ করিতে না পারায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কোন অনিষ্ট হয় নাই; উহা একেবারে পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। হিটলারের ন্যায় সুযোগ্য পরিচালকের হাতে জার্ম্মান শক্তি অতি অল্প সময় মধ্যে বলসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে। বিজেতার ধ্বংস মানসে সন্ধি-সর্ত্ত লিপিবদ্ধ হইলে, তাহা যে টিকে না, ভার্সাই সন্ধি জগৎ সমক্ষে তাহা ঘোষণা করিতেছে। —গ্রন্থকার।

১ রুশ-রাজ্যের পতাকায় ঋক্ষ (ভল্লুক) অঙ্কিত।. পতাকা রাজ্যের ও রাজ-শক্তির প্রতীক বলিয়া 'ঋক্ষরাজকে জাগাইয়া' অর্থে দেশকে শক্তিশালী করতঃ অপর শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম করিয়া তোলার কথা বলা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

২ এই পুস্তক যখন লিখিতে আরম্ভ করা হয়, তখন ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই; শক্তিবর্গ তখন যুদ্ধ জাহাজ এরোপ্লেন ইত্যাদি প্রস্তুত ও

ষষ্ঠ নরমেধ-যজ্ঞে হোতা হবে হিটলার,
যন্ত্ররূপী দুর্য্যোধন ঘুচাইতে ধরা-ভার।

কিন্তু কারো নাহি যেতে স্বরাজ্য-বিস্তার-সাধ,
মরিলেও সর্প, বিষ র'য়ে যাবে পরমাদ।

সাময়িক শান্তি পুনঃ শক্তি বর্গে আসিবে যা,
বল সঞ্চয়ের তরে সময়ের অপেক্ষা তা।

ভস্ম-ঢাকা অগ্নি-প্রায় হ'য়ে ধীরে ধূমায়িত,
জ্বলিবে আবার বহ্নি বিশ্বজুড়ে রাশিকৃত।

রুশিয়ার মতবাদ ছড়ায়ে পড়িতে বিশ্বে,
ধনিক, সাম্রাজ্যবাদী ভীত হ'য়ে সেই দৃশ্যে,—

বৃটেন ও আমেরিকা বাধা দিলে রাশিয়ায়,
জ্বলিবে আবার বহ্নি ইউরোপ এশিয়ায়।

সে কাল সমরে যোগ দিবে সবে লক্ষে লক্ষে,
ছোট বড় শক্তিবর্গ কোন না কোনও পক্ষে।

বিষবাষ্প, আণবিক রকেট বোমাতে আর,
সুবিধা হবে না, তত্ত্ব জানিয়াছে সবে তার।

তাই, ভীষণ—ভীষণতম মারণাস্ত্র আবিষ্কারে
বৈজ্ঞানিকগণ সবে লাগিয়াছে উঠে প'ড়ে।

কেহ লবে ইন্দ্রবজ্র পাশুপত—সুদর্শন,
কেহ লবে যম-দণ্ড সর্ব্বলোক-সংহারণ।

গোপনভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মারণাস্ত্র উদ্ভাবনা দ্বারা নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছিল। যুদ্ধ আরম্ভের পর কাগজের অভাবে ও ছাপা ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এ যাবৎ পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারে নাই। নিজের অর্থাভাবও ইহার অন্যতম কারণ। ১৩৪৭ সালে পুস্তক লেখা শেষ হইয়াছে।

—গ্রন্থকার।

আবিষ্কারে মন তাই দেছে সবে বিশ্ব ভরি,
আসে না মীমাংসা-বুদ্ধি কারো পরিণাম স্মরি।

সাম্রাজ্যবাদীরা আর, ধনকুবেরের দল
প্রভুত্ব লইয়া ব্যস্ত যাক্ ধরা রসাতল!

"ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে" তাই কল্কি-আগমন,
আত্মদ্বন্দ্বে তাই এই আহুতির আয়োজন। [১]

---

১ শাস্ত্রে দেখা যায় সম্বলপুর জিলায় বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কি দেবের আবির্ভাব হইবে। 'স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা' শ্রুতির এই নির্দ্দেশের অর্থে তাঁহার অবতরণ ও তিরোভাব সম্বন্ধে আমরা কতটুকু কি জানিতে সমর্থ। তবে ম্লেচ্ছ নিধন যে ভাবে—যে উপায়ে সংসাধিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহার আবির্ভাবের কথাই মনে হয়।

দ্বাপরে যাদবগণ অজেয় হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়াছিল—মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই। তাই তাহাদের নিধনের ব্যবস্থা প্রভাস তীর্থে লইয়া গিয়া আত্মদ্বন্দ্বের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংসাধিত করিয়াছিলেন। যদু বংশের মুষল হইয়াছিল শাম্ব। ইউরোপের মহাসমরের মুষল হিটলার, যুদ্ধ বাধাইয়া বহু ম্লেচ্ছ নিধনের কারণ হইবেন। অজেয় খৃষ্টান জাতি এইভাবে আত্মদ্বন্দ্বের দ্বারা পরস্পর হানাহানি কাটাকাটি করিয়া না মরিলে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে শক্তি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করে। আত্মদ্বন্দ্বে বহুলোক নিধনে শক্তিবর্গ নির্জ্জীব হইয়া পড়ায়, পাশব শক্তির দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মীদের উপর প্রভুত্ব করা সম্ভব না থাকায়, তাঁহারা গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। তাই ম্লেচ্ছ নিধন দ্বারা ধর্ম্ম ও শান্তি নিরাপদ হইবে।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত," ইত্যাদি এবং "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইত্যাদি শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার বাণী এইভাবে ম্লেচ্ছ-নিধন দ্বারা সংসাধিত হইবে।

ভগবান্ নিজের হাতে কোন কাজ করেন না—কাহাকে নিমিত্তের কারণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন। ম্লেচ্ছ নিধন কার্য্যে কাইজার ও হিটলার নিমিত্ত মাত্র। —গ্রন্থকার।

কলির এ কুরুক্ষেত্রে কারো নাহি পরিত্রাণ,
যুদ্ধে যারা না মরিবে অন্নাভাবে দিবে প্রাণ!

সপ্তমের সে যুদ্ধেই মিটে যাবে রণ-সাধ,
মাথা তুলে কেহ কার আর না সাধিবে বাদ।

কল ও কৌশল দ্বারা লোক-হত্যা করিবার,
সে যুদ্ধের পরে স্পৃহা রহিবে না কারো আর।

যে বিধি-ব্যবস্থা-বলে আধুনিক জ্ঞানিগণ
দেশ-রাষ্ট্র-সমাজাদি করিছেন নিয়ন্ত্রণ!

ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ এক এক নায়ক নিয়া
নিজ নিজ মত শ্রেষ্ঠ দিতেছেন বুঝাইয়া।

কিন্তু, যে রাগ রাগিণী ধরি গাহুন না তাঁরা গান,
তাল-মান-লয় হোক্ যাতে তার সমাধান।

উৎস তার পুরাতন ঋষি পরিকল্পনায়,
মূল-যন্ত্রে যন্ত্রি-কানে বাজে স্বর বেসুরায়!!

যতদিন সেই সুরে সুর না মিশিবে কার,
মারামারি—কাটাকাটি ততদিনই হাহাকার!!

শক্তিরূপ মোহ ভবে অতিক্রম ক'রে সবে,
সময় আসিছে পুনঃ সত্য-শাস্তি ব'রে লবে।

ভারতীয় সভ্যতার শান্তির বৈশিষ্ট্য দান
সে মহাসঙ্কট-কালে সকলে করিবে ত্রাণ।

শান্তিবাণী ইউরোপে প্রচার করিছে সবে,
শান্তিবাণী ভারতের অবদান এই ভবে।

খৃষ্টের সে যোগবাণী—শাশ্বত ভারতবাণী,
দিয়াছিলা য়ুরোপে যা এশিয়ার মহাজ্ঞানী। [১]

---

১ খৃষ্টের জন্ম আরবদেশের বেথলেহাম নগরে। প্রবাদ তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া বৌদ্ধ সংঘারামে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের অহিংসা ধর্মই

গ্রহণে অসক্ত তাহা শক্তিসেবী ইউরোপ,
চরম সাম্রাজ্যবাদে সে শিক্ষা পাইল লোপ।

তাই সেথা দেখা দিছে কি দর্শনে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে
শান্তিবাদ পরিবর্ত্তে শক্তিবাদ প্রতিকর্ম্মে।

কিন্তু, শক্তি-শান্তি সমন্বয় শীঘ্রই চাহিবে ভবে,
সে চাহিদা পূর্ণ করি এ ভারত দিবে সবে।

এখানেই ভারতের সুনির্দ্দিষ্ট স্থান হয়,
করিবারে শক্তি শান্তি উভয়ের সমন্বয়।

এ নবীন সৃষ্টি সুপ্ত আধুনিক দ্বন্দ্ব মূলে,
প্রজ্ঞান সে ধর্ম্ম-চক্রে লইবে মাথায় তুলে।

মহাকাল বিনাশের মূর্ত্তির ভিতর দিয়া
সৃজনের পরামূর্ত্তি উঠিবেক জাগরিয়া।

তাহা, শক্তিতে মূর্চ্ছিত হবে, হবে জ্ঞানে উদ্ভাসিত,
প্রেমে অভিষিক্ত হবে, শান্তিতে মহিমান্বিত।

নাহি রাজ্য-ধন-মানে শান্তি জেনে ভাল মতে,
প্রকৃত সুখের লাগি ছুটে সবে অন্য পথে,—

প্রচার করিয়াছিলেন দেখা যায়। "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিতে" তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ সংঘারামে তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তির কিংবদন্তী। সে যাহা হউক, তাঁহার মতবাদিগণ এক্ষণ ঘোরতর হিংসা-পরবশ হইয়া পররাজ্যে হানা দিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া কোটি কোটি লোকের বিনাশ সাধন করিতেছে এবং তাঁহার বাণী উপেক্ষা করিয়া কোনরূপ অত্যাচারে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। সাম্রাজ্যবাদীরা ও ধনকুবেরের দল যেভাবে যুদ্ধ বাধাইয়া হিংসার আগুণ জ্বালাইয়া মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় কোথায়? মহাত্মা গান্ধী শান্তির প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে উহা ধ্বংস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শান্তিবাণীপ্রচারে ভারত জগৎকে রক্ষা করিবে। —গ্রন্থকার।

ভারতের ত্যাগ-নিষ্ঠা ভক্তি-জ্ঞান আদর্শ করি,
ইউরোপ আমেরিকা উঠিবে নূতন গড়ি।

ভুলে গিয়ে যুদ্ধ-বিদ্যা ভারতের মত সবে,
পরমার্থ চিন্তা নিয়া সকলেই ব্যস্ত রবে।

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি" যোগ-বাণী
গ্রহণ করিবে সবে অনন্যশরণ জানি।

কেহ ঘৃণ্য তুচ্ছ নহে, সবে নর-নারায়ণ,
এক পরমাত্মা সবে ক'রে আছে আলিঙ্গন।

এ জ্ঞান প্রচার হবে, বিশ্ব হবে সুখময়,
কে কারে করিবে হিংসা!—আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-উদয়

মরণ অমৃত হবে, ঘুচিবে মৃত্যুর ভয়,
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়।

ভারত হইবে গুরু পরমার্থ জ্ঞান-দাতা,
কল্কি অবতারে হবে ভারত জগৎ-মাতা।

গীতাবাণী—গীতা মন্ত্রে দীক্ষা নিবে বিশ্ববাসী,
শোক-তাপ-দুঃখ ঘু'চে শান্তি পাবে অবিনাশী।

আত্মায় আত্মার যোগে বসুধা কুটুম্ব হবে,
হিংসা-দ্বেষ-পাপবৃত্তি কিছু না জগতে রবে।[১]

ক্ষমা-ত্যাগ বশিষ্ঠের বাল্মীকি-ব্যাসের গান
প্রচারিবে বিশ্ব ভরি পরমার্থ সে কল্যাণ।

সে রাম-রাজত্ব পুনঃ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে,
ভরত-লক্ষ্মণ ভ্রাতা ঘরে ঘরে জন্ম লবে।

১ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

গীতা—৬ষ্ঠ অঃ ৩২শ শ্লোক

বেহুলা-সাবিত্রী-সীতা ভদ্রা-চিন্তা-দময়ন্তী
জনম লভিবে পুনঃ দিতে অনাবিল শান্তি।

খনা-লীলাবতী-গার্গী শোভিবে ভারত-বক্ষে,
লইয়া যাইবে ধরা চরম-পরম লক্ষ্যে।

বহিবে আনন্দ-স্রোত আনন্দম্—আনন্দম্,
জীবন্মুক্ত হবে লোক, পরাজিত হবে যম।

এ যে স্বপ্ন কথা নয় সত্য ইহা—অতি সত্য,
দেবতার স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে মর্ত্ত্য॥

পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে পৃথিবীর নরনারী,
বিভুগুণ গানে মত্ত রবে দিবা বিভাবরী।

আধি-ব্যাধি-পাপ-তাপ ঘুচে ধরা মধুরম্,
আত্মজ্ঞান লাভ করি অমৃতম্—অমৃতম্॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্ত